সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

প্রকাশক—
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র,
এলুম্ প্রেস,
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
দৃশ্যেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে ॥"

ভূমিকা

বাংলা দেশের পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। এইরূপ ইতিহাস রচনার জন্য বাঙালী-রচিত সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলীর আলোচনা আবশ্যক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু, বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই। এইরূপ ইতিহাস শুধু যে বাংলাদেশেব পক্ষেই আবশ্যক, তাহা নহে। সমগ্র ভাবতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যে আলোচনা হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু, এই সমস্ত আলোচনা হয় কোন পত্রিকার সংখ্যায়, নয় কোন গ্রন্থের অধ্যায় স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কতিপয় কৌতূহলী ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল প্রবন্ধাদির সন্ধান কেহ রাখেন না। এইরূপ প্রবন্ধে আলোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে পালযুগ সেনযুগ প্রভৃতি যুগবিশেষের মধ্যে সীমায়িত; কোন কোন স্থলে লেখকের দৃষ্টি স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়বিশেষে নিবদ্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengal (Vol. 1), ডঃ নীহার বায়েব 'বাঙালীর ইতিহাস', ডঃ রমেশ মজুমদারের 'বাংলাদেশেব ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর কীর্তির আলোচনা বিশেষ যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডঃ জে. বি. চৌধুরীর 'বঙ্গীয়দূতকাব্যেতিহাস', নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয়ের 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' ইত্যাদি গ্রন্থ বিষয়বিশেষ অবলম্বনে বচিত।

প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙালীর বহুমুখী মনীষার পরিচায়ক সংস্কৃত গ্রন্থাদির ধারাবাহিক বিবরণের অভাববোধ অনেকেরই আছে। এই অভাব, অন্ততঃ আংশিকভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে, এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহাদের সবিস্তার আলোচনা সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। বিষয়-গুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রধান অন্তরায় দুইটি। প্রথমতঃ, গ্রন্থবিস্তারের ভীতি; সম্প্রতি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশন কার্যের বাধাবিপত্তি সুবিদিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলীর অভাব। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত পুথি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লেখকের হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থের অধিকাংশ লেখকের প্রাক্তন কর্মস্থল দার্জিলিঙে রচিত; ঐরূপ পাণ্ডব-বর্জিত স্থানে এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতিকূল অবস্থা, আশা করা যায়, পাঠক সহজেই উপলব্ধি করিবেন।

নিতান্ত দুঃখের সহিত একটি কথা এখানে লিখিতে হইতেছে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলাদেশে যে সকল প্রতিভাবান্ পণ্ডিত সংস্কৃতে মৌলিক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে তথ্য অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সংগ্রহ করা যায় নাই। যে সকল গ্রন্থকার লোকান্তরিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বংশধরগণের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা জীবিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট হইতে তথ্য-সংগ্রহের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে।

পাঠকসাধারণের নিকট বাঙালীর সাহিত্যকৃতির একটি অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত দিক্ সংহতরূপে উপস্থাপিত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা স্বীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাঙালীর আত্মসচেতনতা কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বুদ্ধ হইলেও গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহাদের নিকট হইতে উৎসাহ, সৎপরামর্শ ও তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা, শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ সেন, দার্জিলিং সরকারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত শিবদাস চৌধুরী এবং স্বর্গত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের (কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা) শ্রীযুত হরিপদ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের প্রকাশনভার গ্রহণ করিয়াই

ক্ষান্ত হন নাই ; বহু শ্রম স্বীকার করিয়া উপাদান-সংগ্রহে লেখকের সহায়তাও করিয়াছেন।

আন্তরিক যত্ন সত্ত্বেও গ্রন্থখানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গেল। এই ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয় প্রার্থনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইতি

কলিকাতা,
মহালয়া
১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সঙ্কেত

এ. সো.—এসিয়াটিক্ সোসাইটি, কলিকাতা।

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব. সা. প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

মিত্র (Mitra)—Notices of Sanskrit Mss. by H. P. Sastri.

শা. প.—শার্ঙ্গধরপদ্ধতি।

শাস্ত্রী (Sastri)—Notices of Sanskrit Mss. by H. P. Sastri.

স. ক.—সদুক্তিকর্ণামৃত (শ্রীধরদাসকৃত)।

সু. র. কো.—সুভাষিত রত্নকোষ (বিদ্যাকরকৃত)

সূ. মু.—সূক্তিমুক্তাবলী (জল্হণ-কৃত)

ABORI—Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Cat. Cat.—Catalogus Catalogorum (Aufrecht.)

I. H. Q.—Indian Historical Quarterly.

I. O.—India Office.

JRAS- Journal of Royal Asiatic Society.

১

বাংলাদেশের[১] ভৌগোলিক বিবরণ

সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাণ্ডারে বাংলার দান আমাদের আলোচ্য। সুতরাং, বাংলাদেশ বলিতে প্রাচীন কাল হইতে ভারতের কোন অংশটুকুকে বুঝাইত, তাহা সর্বাগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৭।১৭, ১৮) সর্বপ্রথম 'পুণ্ড্র' উপজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' (২-১-১-৫) 'বঙ্গ' নামক উপজাতির সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। 'বৌধায়নধর্মসূত্রে' আর্যাবর্তের যে সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হয় না। মনূক্ত ব্রহ্মাবর্ত (২।১৭) বা মধ্যদেশের (২।২১) সীমার মধ্যেও এই দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু, মনুর মতে যাহা আর্যাবর্ত[২] বঙ্গদেশ তাহার অন্তর্গত ছিল বলিয়াই মনে হয়। বাংলাদেশে আর্য্যসভ্যতা কখন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ভারতের এই অংশের আর্যীকরণ যে আর্যগণের ভারতে আগমনের অনেক কাল পরে হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। পাঞ্জাব হইতে উত্তর ভারতে তাঁহাদের বিস্তার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় প্রান্তভূমিতে বসতিস্থাপনে সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানই স্বাভাবিক। প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে বঙ্গদেশকে আর্যাবর্তভুক্ত না করার ইহাই সম্ভাব্য কারণ যে, তখনও এই দেশে আর্যেতর জাতিরই প্রাধান্য ছিল। মনুসংহিতাতেই বঙ্গের আর্যাবর্তভুক্তির সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বাংলার আর্যীকরণের কালসীমা

১। এখানে বঙ্গদেশ বলিতে আমরা বর্তমান পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় সীমা পর্যন্ত ভূখণ্ডকেই বুঝিব।

২। আ সমুদ্রাৎ তু বৈ পূর্বাদা সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ॥ ২।২২

নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই[১]। ইহার কারণ এই যে, বর্তমানে 'মনুসংহিতা' নামক যে গ্রন্থ আমরা পাইতেছি, চিরকালই ইহার এই রূপ ছিল না। মূল গ্রন্থে যুগ-যুগান্তরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফল বর্তমান এই গ্রন্থ। পণ্ডিতগণের মতে, ইহার সংকলন খৃঃ পূঃ ২০০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন কালে হইয়া থাকিবে[২]। বঙ্গদেশ যে আর্যবিগর্হিত দেশসমূহের অন্যতম ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি সুবিদিত :—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

অর্থাৎ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ—এই স্থানগুলিতে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য ব্যপদেশে গমনকারী ব্যক্তির (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) পুনঃ সংস্কার বিধেয়। উদ্ধৃত শ্লোকটি ঠিক্ কোন্ কালের রচনা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

প্রাচীন বঙ্গের সীমা নির্ধারণে গ্রীক্ ও ল্যাটিন উপাদান বিশেষভাবে সহায়ক। গ্রীক্ পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস্-এর বিবরণ (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি), জনৈক গ্রীক্ লিখিত 'পেরিপ্লাস্' (৮০ খৃঃ), টলেমি-রচিত ভৌগোলিক বিবরণ (খৃঃ ২য় শতক) এবং ভার্জিল, কার্টিয়াস্, প্লিনি প্রভৃতির রচনা হইতে প্রাচীন ভারত তথা বঙ্গদেশের বহু ভৌগোলিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই সমস্ত রচনা হইতে জানা যায় যে, বর্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশই তখন 'গঙ্গরিদাই' নামে তাঁহাদের নিকট পরিচিত ছিল। টলেমি-উক্ত 'গঙ্গরিদাই' ছিল সুবর্ণরেখা বা হুগ্লী নদী হইতে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লিনির সাক্ষ্য অনুসারে, পার্থেলিস্ বা পুণ্ড্রবর্ধন ছিল 'গঙ্গরিদাই' এর রাজধানী। মোটের উপর, 'গঙ্গরিদাই' এর অন্তর্গত ছিল বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক স্থানগুলি। তদানীন্তন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অংশগুলির নাম ছিল সমতট, হরিকেল, কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, রাঢ় বা রাঢা।

১। "....খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে আর্যসভ্যতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।"

—রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৪০।

২। দ্রঃ—History of Dharmasastra (Kane), Vol, I. p. 156.

বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত ছিল সুহ্ম, রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণ। আধুনিক মেদিনীপুর জিলার অধিকাংশ সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত (=তমলুক) ছিল ইহারই অন্তর্গত। উক্ত জিলার পূর্বাংশ এবং বর্ধমান জিলা ব্যাপিয়া ছিল রাঢ়দেশ। সম্ভবতঃ দামোদর নদ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমা-নির্দেশক। মোটামুটিভাবে আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার নাম ছিল কর্ণ-সুবর্ণ।

বঙ্গ[১], সমতট ও হরিকেল লইয়া ছিল বর্তমান পূর্ববঙ্গ। প্রথমে বিক্রমপুরের নাম ছিল বঙ্গ। কালক্রমে, ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং সম্ভবতঃ চট্টগ্রামও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 'বঙ্গালদেশ'[২] বলিতে সমগ্র পূর্ববঙ্গকেই বুঝান হইত। কামরূপ বা আসামের দক্ষিণে, কর্ণ-সুবর্ণের দক্ষিণ-পূর্বে ও তাম্রলিপ্তের পূর্বে অবস্থিত ভূখণ্ড সমতট নামে অভিহিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, বর্তমান ঢাকা জিলার নাম ছিল সমতট। কেহ কেহ মনে করেন, বর্তমান ফরিদপুর এই নামে অভিহিত হইত। আবার, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সমুদ্রের নিকটবর্তী বর্তমান চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানসমূহ সম্ভবতঃ সমতটের সীমাভুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের প্রাচ্যসীমান্তর্বর্তী স্থানকে বলা হইত হরিকেল।

১। 'বঙ্গ' শব্দের তাৎপর্য ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক সীমার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য B C. Law : The Vaṅgas (Indian Culture, I).

২। 'বঙ্গাল' শব্দটির নিরুক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, 'বঙ্গপাল' শব্দের বিবর্তনে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার, কাহারও কাহারও মতে, 'বঙ্গ-আল' হইতে এই শব্দটি উৎপন্ন ; 'আল' 'আলি' শব্দের অপভ্রংশ। 'আলি' শব্দে বুঝায় ক্ষেত্রের সীমা-নির্দেশক বা পরিখাদি তরণের সহায়ক মাটির স্তূপাকৃতি রেখা। এই দেশে বহু আলি ছিল বলিয়াই নাকি ইহার নামকরণ হইয়াছিল বঙ্গাল।

ডাঃ সুকুমার সেন বলেন, 'বাঙ্গালা' নামটি মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকারকালের আদিভাগে সৃষ্ট। তাঁহার মতে Bengal শব্দটির বিবর্তনের ধারা এইরূপ—(ফরাসী) -বঙ্গালহ্ (>পোর্তুগীস্) Bengala (ইংরেজী) Bengal। দ্রষ্টব্য :—'ইতিহাস' পত্রিকা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭-২০। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য R. Banerji ; The Vaṅgalas, Indian Culture, Vol. II.

বর্তমান উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত ছিল পুণ্ড্র (বা, পৌণ্ড্র অথবা পৌণ্ড্রবর্ধন), বরেন্দ্রী ও গৌড়। আধুনিক মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জিলা ও বগুড়ার অংশবিশেষ পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল। বরেন্দ্রী ও গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্বর্তী হইলেও সংস্কৃতি ও সম্পদে ইহাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ও ছিল। বর্তমান রাজসাহী বিভাগ ও পাবনা জিলার অংশ লইয়া বরেন্দ্রী গঠিত হইয়াছিল। ইদানীন্তন মালদহ জেলার একটি অংশের নাম ছিল গৌড়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা বাংলাদেশের একটি প্রধান নগররূপে গণ্য হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইহার নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী; বাংলাদেশের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের নাম অনুসারেই এই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকা স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাগ্‌ড়ি ও বালবলভী নামক স্থান দুইটি সুপরিচিত। ব্যাঘ্রতটীর অপভ্রংশরূপ সম্ভবতঃ বাগ্‌ড়ি; গঙ্গা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমগ্র বদ্বীপটিরই এক কালে এই নাম ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। বর্তমান কলিকাতা ইহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বালবলভীর ভৌগোলিক পরিচয় বিতর্কের বিষয়। কাহারও কাহারও মতে, ইহা নদীয়া জিলার একটি স্থানের প্রাচীন নাম। কেহ কেহ মনে করেন, দক্ষিণ বা পূর্ববঙ্গের নাম ছিল বালবলভী।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গ সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গকে বুঝাইত। পরবর্তীকালে সমগ্র প্রদেশকে বুঝাইতেই এই শব্দের প্রয়োগ হইত। মুসলমানেরাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম[১] 'বেঙ্গল' শব্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী দেশকে, অর্থাৎ বিহারের গড়ি হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে, অভিহিত করিয়াছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত বিহার উড়িষ্যাও এই নামে অভিহিত হইত।

বৃটিশ শাসনের আদিভাগে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত, পাঞ্জাব হইতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনা অবধি, কোম্পানীর অধিকারভুক্ত সমগ্র ভূখণ্ডই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। ক্রমশঃ অধিকৃত আসাম, আরাকান ও পেগু প্রভৃতি অঞ্চলকেও ইহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল।

১। কেহ কেহ বলেন, ভেনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো 'বেঙ্গল' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন (১২৯৮ খৃষ্টাব্দ)।

২

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস
ও
সামাজিক বিবর্তন

কোন দেশের সাহিত্যকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে সেই দেশের ঐতিহাসিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক। সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করেন, তাঁহারা অনেক সময়েই রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকেন এবং সেই প্রভাব তাঁহাদের রচনায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে বঙ্গের ঐতিহাসিক অবস্থার একটি ধারাবাহিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন বঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, সেগুলি নিতান্তই সামান্য। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ এবং প্রাচীন মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গ ও রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত ছিল। এই সময় হইতে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও মনে হয় যে, দেশটি স্ব স্ব প্রধান কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথম পাদে নিম্ন ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হইয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; ইহাই গ্রীকগণকর্তৃক 'গঙ্গরিদাই' নামে অভিহিত হইত। জানা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে এই রাজ্য মগধের সহিত সম্মিলিতভাবে ঐ গ্রীক্‌ বীরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

ঐতিহ্য এই যে, এই দেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুষাণ-বংশের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশ বা ইহার অধিকাংশ স্থান কুষাণ রাজ-

প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হইত। কালক্রমে ঐ শাসকেরা কুষাণ রাজগণের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পরে, একদল রাজপুত প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। ঐ রাজপুতগণের উৎসাহে কতক উপজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ইহাদের মধ্যে কৈবর্তজাতি অন্যতম; বাংলাদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে কৈবর্তজাতি অদ্যাবধি সুপরিচিত। এই সময় হইতে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত (৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ) ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। এইটুকু অনুমিত হয় যে, এই যুগে উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত বঙ্গদেশের যোগসূত্র কিরূপ ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বাঁকুড়াব নিকটবর্ত্তী সুসুনিয়ায় পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একটি লিপিতে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার যুগে সম্ভবত: ইঁহাবা বাংলাদেশের রাজা ছিলেন। দিল্লীতে কুতব-মিনারের নিকটে একটি লৌহস্তম্ভে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রনামক এক রাজা বঙ্গেব সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, এই চন্দ্র ছিলেন বঙ্গের জনৈক প্রতিপত্তিশালী রাজা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, এই চন্দ্র গুপ্ত সম্রাট্ প্রথম বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে হরিষেণবচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায়, সমতট (=নিম্ন ও পূর্ববঙ্গ) তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উৎকীর্ণ লিপিমালার সাক্ষ্য হইতে আরও জানা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর বঙ্গও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেব প্রথমার্ধে, অন্তর্দ্রোহ ও হূণ আক্রমণের ফলে, গুপ্ত সম্রাট্গণ নিস্তেজ হইয়া পড়িলে যশোবর্মণ নামে এক বীর সমগ্র আর্যাবর্তে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন; সম্ভবত: বাংলাদেশও তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই প্রভাব যখন ক্ষীয়মাণ বা লুপ্ত তখন দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের যে তিনজন রাজার উল্লেখ তাম্রশাসনে পাওয়া যায় তাঁহাদের নাম—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে, গৌড় ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্বরূপে গড়িয়া উঠে। গৌড়ের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। কালক্রমে গৌড়রাজ্য একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়; ইহা পশ্চিমে কান্যকুব্জ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিছুকালের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা শশাঙ্ককে গৌড়ের সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভাস্করবর্মার মৃত্যুর (৬৫০ খৃষ্টাব্দ) পরে শশাঙ্ক লুপ্ত সিংহাসন পুনরধিকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

শশাঙ্কের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশ কান্যকুব্জ, কামরূপ প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল। শশাঙ্কের পরেও বঙ্গদেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়; বাংলাদেশের সম্ভবতঃ বহুবিশ্রুত সম্পদই ইহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।[১] মগধের ক্ষীয়মাণ গুপ্তবংশের উত্তরাধিকারিগণ এই দেশের কিয়দংশ শাসন করিতেন। শৈলবংশের জনৈক শক্তিশালী ব্যক্তি বাংলাদেশ আক্রমণ করেন; ইহার ফলে পৌণ্ড্র বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে, সম্ভবতঃ খড়্গ ও রাত প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ পূর্ববঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে মিত্ররাজ্য মগধ কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে বঙ্গরাজ নিহত হন। ঐ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গের অপর এক রাজা কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হস্তে নিহত হন। এই সমস্ত কারণে সমগ্র বাংলাদেশে তখন মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

দীর্ঘকাল এই অবস্থায় থাকিয়া দেশ যখন অরাজকতার চরমে পৌছিল তখন বঙ্গবাসিগণ গোপাল নামক এক পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে তাঁহাদের রাজারূপে নির্বাচিত করিল। তিনি পালরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। উৎকীর্ণ লিপিমালা ও তিব্বতের ঐতিহাসিক তারনাথের রচিত বিবরণে যে অবস্থায় গোপাল রাজা হইলেন তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

গোপালের পরবর্তী রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে গুর্জরগণ গৌড় আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হয়। ধর্মপালের রাজ্য হিমালয়ের কেদার হইতে বোম্বাই প্রদেশের গোকর্ণ নামক স্থান পর্যন্ত নাকি বিস্তৃত ছিল।

১। 'রাজতরঙ্গিণী'তে কলহণ পৌণ্ড্রবর্ধনের নাগরিকগণের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু, প্রবল পরাক্রমে তিনি গুর্জর, রাষ্ট্রকূট ও কম্বুজগণকে পরাজিত করিয়া হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। জানা যায়, তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণির নীতিকুশলতাই দেবপালের প্রভাবের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিল। কামরূপও দেবপালের আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। দেবপাল ভারতের বহিঃস্থ কোন কোন রাজশক্তির সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। নালন্দার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সুবর্ণদ্বীপের[১] রাজা বালপুত্র কর্তৃক নালন্দায় স্থাপিত বৌদ্ধবিহারের উপকারার্থে দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

দেবপালের পরে বিগ্রহপাল রাজা হইয়া স্বীয় অকর্মণ্যতাহেতু নিজ পুত্র নারায়ণপালকে রাজসিংহাসন দান করেন। নারায়ণের পরে কম্বোজ নামক পার্বত্য জাতি পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং প্রথম মহীপাল কর্তৃক বিতাড়িত হয়। মহীপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সমকালে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ রাজত্ব করিতেছিল এবং পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ কম্বোজবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। মহীপাল পূর্ববঙ্গ জয় করেন। তীরভুক্তি এবং সমগ্র মগধও তিনি স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তীরভুক্তি জয় করেন। তামিলরাজ রাজেন্দ্রচোল উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিয়া মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করেন।

প্রথম মহীপালের পরে রাজা হন দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ নিয়া উত্তরবঙ্গের কৈবর্তেরা দিব্যোক নামে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে, দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। ইহার পরে দিব্যোক সাময়িকভাবে উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য বিস্তার করেন। তাঁহার পরে ভীম উত্তরবঙ্গ শাসন করিতে থাকিলে তিনি পালরাজ রামপাল কর্তৃক পরাজিত হন। রামপালই পালবংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁহার পরবর্তী পালরাজগণ ছিলেন অতি দুর্বল এবং তাঁহাদের সময়েই পালরাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটিয়াছিল। পালরাজবংশ যখন পতনোন্মুখ তখন (খৃষ্টীয় একাদশ

১। বর্তমান সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও এবং বলিদ্বীপকে বুঝাইতে এই নাম প্রযুক্ত হইত।

শতকের শেষভাগে) পূর্ববঙ্গে বর্মরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি তাম্রশাসনে, বিশেষতঃ ঢাকা জিলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানিতে, এই বংশের রাজগণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হরিবর্মদেব এই বংশের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রাজা। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে সেনবংশীয় বিজয়সেন এই বংশের উচ্ছেদসাধন করেন।

পালরাজগণের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক্ অঞ্চলে সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ বাস করিতেন। কাহারও কাহারও মতে, সেনবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি কোন আক্রমণকারী রাজার সহিত বাংলাদেশে আসেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সেনরাজগণের কোন কোন পূর্বপুরুষ পালরাজগণের অধীনে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। যেভাবেই বাংলাদেশে তাঁহাদের আগমন হইয়া থাকুক, পালবংশের রাজগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে সেই সুযোগে বিজয়সেন পালবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ১০৯৫ অথবা ১১২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশেব অধিকাংশ স্থান জয় করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গেব যাদব বংশকে নির্জিত কবিয়া বিজয বিক্রমপুর রাজ্য জয় করেন এবং পূর্ববঙ্গে বিজয়পুর নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পরে তৎপুত্র বল্লালসেন বঙ্গাধীশ হন; তিনি বাজ্যবিস্তাবে মনোনিবেশ না করিয়া সমাজ-সংস্কার ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মিথিলা ও গয়া জয করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল নদীযা। বীরত্ব ছাড়াও বিদ্যোৎ-সাহিতার জন্য তিনি বঙ্গে বিখ্যাত। খৃষ্টীয় ১১৯৭ অব্দে কুতবউদ্দিনের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি অতর্কিতে বাংলাদেশ আক্রমণ কবেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন উপায়ান্তব না দেখিযা পূর্ববঙ্গে পলাবন করিযা আত্মবক্ষা করেন। সেখানে তাঁহাব মৃত্যুব পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহাব বংশধরগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বেব শেষভাগে মেঘনানদীর পূর্বতীবে মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেববংশের রাজগণ ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পাট্টিকেরা রাজ্যও (বর্তমান কুমিল্লা জিলান্তর্গত) সম্ভবতঃ দেবরাজগণের শাসনাধীন ছিল।

বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে থাকিলেও নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেনের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় হিন্দুর গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইয়াছিল। বখ্‌তিয়ার সিংহাসন আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ গৌড় বরেন্দ্র প্রভৃতি বাংলার প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিলেন। অচিরেই সমগ্র বাংলাদেশ তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু, বখ্‌তিয়ারের পাপের ধন বঙ্গের জন্য তাঁহাকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল; আলি মর্দান নামক এক বক্তি কর্তৃক তিনি নিহত হইলেন।

তাঁহার নিধনের পরে বঙ্গে অরাজকতা দেখা দিল। ১২২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৭—মাত্র এই ষাট বৎসরের মধ্যে পনর জন শাসক একাদিক্রমে বঙ্গেশ্বর হইলেন; ইঁহাদের মধ্যে দশজন ছিলেন দিল্লীশ্বর মাম্‌লুক বংশীয়।

তুঘ্‌রল খাঁ নামক এক ব্যক্তি শক্তি সঞ্চয় করিয়া বঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের দুরাকাঙ্ক্ষায় দিল্লীর তদানীন্তন সুলতান গিয়াস্‌উদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু, দুঃসাহসের দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। সুলতান তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় পুত্র বুগ্‌রা খাঁকে বঙ্গের শাসক নিযুক্ত করিলেন।

কালক্রমে বাংলাতে মাম্‌লুক সুলতান বংশের অবসান ঘটিল; সুলতান মহম্মদ তুঘলক এই প্রদেশকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। বাংলায় তুঘলক শাসনের বিলুপ্তির পরে উদ্ভব হইল ইলিয়াস শাহী বংশের। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বৈদেশিক পর্যটক ইবন বতুতা বাংলা দেশে আগমন করেন। সমসাময়িক বাংলার একটি নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

চঞ্চলা বঙ্গলক্ষ্মী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের নিকট হইতে কিছুকালের জন্য হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজার নাম গণেশ; রাজা গণেশ মধ্যযুগীয় বঙ্গগগনে ভাস্বর সূর্য। তাঁহার পুত্র জিৎমল বা জয়মল যদু ব যদুসেন নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত এই গণেশনন্দন ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু, কিছুকাল পরে পুনরায় স্বধর্ম বরণ করেন। হিন্দুত্বে তৃপ্ত না হইয়া তিনি বারান্তরে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পরে জালালউদ্দিন নামে বঙ্গের মস্‌নদের উত্তরাধিকারী হন। জালালউদ্দিন সম্ভবতঃ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

ইহার পরে, দ্বিতীয় ইলিয়াস্ শাহী বংশ বঙ্গে প্রভুত্ব বিস্তার করেন ; খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এই বংশ হইতে তিরোহিত রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় হুসেন শাহী বংশের নিকট।

তৎপর বাংলার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন আফগান শাসনকর্তাগণ ; খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত ইঁহারা রাজত্ব করেন।

আফগানগণের পরে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় মোঘল রাজত্ব। মোঘল আমলে যে প্রতিনিধিগণের দ্বারা সুবা বাংলা শাসিত হইত, তাঁহারাই বস্তুতঃ এই প্রদেশের সর্বময়শাসক-স্বরূপ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে পোর্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রথমে আসেন। ক্রমে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টি বাংলাব দিকে আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আলিবর্দি খাঁ বাংলা, বিহাব ও উড়িষ্যার নবাব বলিযা নিজেকে ঘোষণা কবিলেন। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশ মারাঠাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। ইহাই আতঙ্কজনক 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে অদ্যাবধি এই দেশে লোকমুখে প্রসিদ্ধ। অশীতি বৎসর বয়সে আলিবর্দি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পবলোকগমন করেন। ইহার পরে বাংলার শাসনভার ন্যস্ত হয আলিবর্দির দৌহিত্র সিবাজউদ্‌দৌল্লাব উপরে। বৃদ্ধ মাতামহের অন্ধ স্নেহে সিবাজ ইন্দ্রিয়পবায়ণ ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলাব মস্‌নদে উপবিষ্ট হইযাও শাসনের গুরুভাব বহন করিবার ক্ষমতা তিনি অর্জন করিতে পাবেন নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষীয় মীরজাফরের কূটকৌশলে সিবাজেব সেনাবাহিনী ক্লাইভের হস্তে পরাজিত হয় ; বৈদেশিকের নিকট বাঙালীব দাসত্বেব ইহাই সূত্রপাত। যুদ্ধে পরাস্ত ভগ্নহৃদয় সিবাজ পলায়নকালে মীরজাফরের করতলগত হইয়া তৎপুত্র মীরণ কর্তৃক মুর্শিদাবাদে নৃশংসভাবে নিহত হন।

এইরূপে ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড বাংলায় রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে সমগ্র ভারত বৃটিশ কেশরীর পদানত হয়।

উক্ত কতক শতাব্দী ব্যাপিয়া নানা রাজশক্তির উত্থান, বিস্তার ও পতন লক্ষ্য করা গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বঙ্গীয় সমাজও নিশ্চল নিষ্পন্দ ছিল না। ধর্মে, কর্মে, আচারে, ব্যবহারে বাঙ্গালী নিত্য নূতন ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া

সুস্থ সবল প্রাণচঞ্চল সমাজদেহের পুষ্টিসাধনে নিরত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আর্যগণের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই বাঙালী একটি বিশিষ্ট জাতি ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্বে লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, অতিপ্রাচীন আর্যগ্রন্থসমূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলেও 'মনুসংহিতা'র যুগে বঙ্গদেশ যে আর্যভূমির অন্তর্গত ছিল তাহাতে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নাই। 'রামায়ণে' প্রসিদ্ধ জনপদসমূহের মধ্যে বঙ্গের উল্লেখ আছে। 'মহাভারতে'ও করতোয়া নদীর তীর এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম[১] তীর্থ হিসাবে উক্ত হইয়াছে। একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। আর্যসভ্যতার বিস্তারের পরেও অনার্যপ্রভাব বাংলায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্যাবধি প্রচলিত কতক পূজা-পদ্ধতি ও বাংলা কতক শব্দ অনার্য-অধ্যুষিত বাংলার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত অন্যান্য স্থানের সমাজের ন্যায় এই দেশেও বর্ণাশ্রমধর্ম সম্পূর্ণভাবেই বিরাজিত ছিল। আর্য-সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আর্যেতর জাতিকে নিজের গণ্ডির মধ্যে আনিয়া তাহার কতক রীতিনীতি আত্মসাৎ করিত এবং নিজের আচারব্যবহারে অপরকে দীক্ষিত করিয়া লইত। বাংলা-দেশেও বঙ্গ, সুহ্ম, শবর, পুণ্ড্র প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণকে আর্যগণ ক্ষত্রিয়-পর্যায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আর্যপ্রভাবের বিস্তারের ফলে স্বভাবতঃই এই দেশে ব্রাহ্মণগণের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তী যুগে বাংলায় বহু ব্রাহ্মণের বাস ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন।

কালক্রমে বঙ্গদেশে মূল বর্ণসমূহের মিশ্রণের ফলে করণ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনেকগুলি সঙ্করবর্ণের উদ্ভব হয়; ইহা সম্ভবতঃ হিন্দুশাসনের শেষদিকের কথা। আঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' গ্রন্থে ৪১টি ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে; ইহাতে তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের জাতিগত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও বঙ্গীয় মিশ্রবর্ণগুলির প্রায় অনুরূপ উল্লেখ আছে। এই সকল বর্ণ ও মিশ্রবর্ণের লোক

১। মৎস্যপুরাণে (২২।১১) ইহাকে বলা হইয়াছে 'সর্বতীর্থময়'। বিষ্ণুধর্মসূত্রে' (৮৫।২৮), পদ্মপুরাণে (১।৩৯।৪), 'বীরমিত্রোদয়ে'র তীর্থপ্রকাশ নামক অংশে ইহার উল্লেখ ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত আছে।

নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিত। ধীরে ধীরে সমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে পান ভোজনাদি সম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ সমাজ-সংস্কারে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। সেনরাজগণের পোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এই প্রথার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যা, বিনয় ও আচারাদিসম্পন্ন একদল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। কিন্তু, মনে হয়, রাজকীয় প্রসাদপ্রাপ্ত নির্গুণ ব্রাহ্মণগণও কৌলীন্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই প্রথার কুফল ফলিতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন হয় নাই। সামাজিক মর্যাদায় সচেতন অকর্মণ্য কুলীননন্দনগণের বহুবিবাহ ও বিবাহিত নারীদের অবহেলা ও অবহেলিত নারীগণের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা আজও পর্যন্ত সমাজদেহের কলঙ্কচিহ্ন স্বরূপ বাংলায় বিরাজমান। কুলজী গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে দেখা যায় যে, গৌড়রাজ আদিশূর বঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনরুদ্ধারের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ইঁহারা ক্রমে রাঢ় ও বরেন্দ্রে বসতিস্থাপন করেন এবং বল্লালের সময় হইতে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে দুই শ্রেণীভুক্ত হন। কুলজী গ্রন্থগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক বিবরণ আছে। তাহা ছাড়া, উহাদের ঐতিহাসিকত্ব অবিসংবাদিত নহে।

তুর্কী-আক্রমণের পরে হিন্দুসমাজ অনেক পরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আক্রমণকারীরা মঠ মন্দিরের ধ্বংস ছাড়াও বলপূর্বক অনেক হিন্দুকে ইস্‌লাম-ধর্মে দীক্ষিত করে। সম্ভবতঃ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও অত্যাচার এই ধর্মান্তরীকরণের সহায়ক হইয়াছিল। রক্ষণশীল আত্মসচেতন অনেক হিন্দু স্বীয় প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করেন। কালক্রমে এই দেশে মুসলমান রাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিধ্বস্ত হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষাকল্পে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মনোযোগী হন। ফলে, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বহু ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের রচনা হয়; এই সমস্ত গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ। তাহা ছাড়া, কোন কোন মুসলমান শাসকও রাজোচিত ঔদার্যে ও সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

বাংলার ধর্মজীবনের বিবর্তনও বহুবিচিত্র। আর্যসভ্যতার বিস্তৃতির পূর্বে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে এই দেশের ধর্মজীবন কিরূপ ছিল তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। জৈনগণের 'কল্পসূত্রে' তাম্রলিপ্তিক, কোটীবর্ষীয় ও পুণ্ড্রবর্ধনীয়—এই তিনটি জৈন সম্প্রদায়ের উল্লেখ হইতে মনে হয়, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে জৈনধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনের সাক্ষ্য অনুসারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে সেখানে জৈন বিহার ছিল। হুয়েন্ সাঙের বিবরণ অনুসারেও তদানীন্তন বাংলায় দিগম্বর জৈন বহু ছিলেন। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার যে এই দেশেও যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অসংখ্য লেখমালায় ও মূর্তিতে রহিয়াছে। এই যুগের সমাজে পৌরাণিক ধর্ম এবং বৈষ্ণব ও শৈব উপাসনার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। গুপ্তযুগের অবসান ও পালগণের অভ্যুত্থান—এই সময়ের মধ্যে ধর্মজীবনের অবস্থা খুব স্পষ্ট নহে। আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত 'দেবীপুরাণে' রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ হইতে মনে হয়, ঐ যুগে বাংলায় শক্তি-উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। স্মরণ রাখা দরকার যে, পাল-রাজগণই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক নহেন; তাঁহাদের পোষকতায় তখন এই দেশে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম কোন্ সুদূর অতীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও অশোকের সময়ে যে এই ধর্ম এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। হুয়েন্ সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সপ্তম শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। এই শতাব্দীতে বাংলার সমতটের রাজকুলজাত শীলভদ্র সমসাময়িক বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজবংশের এই আদর্শেই বাংলাদেশে সেই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন দেখা দিয়াছিল। পালযুগে বাঙ্গালী শুধু বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বৌদ্ধগ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ, প্রণয়ন করিয়া

খ্যাতিলাভও করিয়াছে। সেই খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিরসনের জন্য বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট আহ্বান আসে। এই যুগের অসংখ্য বৌদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বৌদ্ধ বিহার[১] ও বাঙ্গালী প্রণীত গ্রন্থরাজি তদানীন্তন বাংলার ধর্মজীবনে যুগান্তরসৃষ্টির অক্ষয় সাক্ষী। ধর্মজীবনে এই প্রদেশব্যাপী আলোড়নের ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম বন্যার জলের ন্যায়ই দেশের আনাচে কানাচে প্রবেশ লাভ করিল। এই ধর্মে দীক্ষিত সিদ্ধাচার্যগণের রচিত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদসমূহ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই যুগেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলা দেশে বিলুপ্ত হয় নাই এবং রাজগণের পোষকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় নাই। পালরাজগণের তাম্রশাসনে বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা প্রভৃতিতে পারদর্শী এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে তৎপর ব্রাহ্মণকুলের অনেক উল্লেখ আছে। নারায়ণপালের একটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পালোত্তর যুগে শৈব ও বৈষ্ণব সেনরাজগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বমহিমায় যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যুগের অসংখ্য গ্রন্থ, দেবদেবীর মূর্তি, লেখমালা, মুদ্রা প্রভৃতি।

সেনগণের উচ্ছেদের পরে হিন্দুধর্মের অনেক গ্লানি দেখা দিয়াছিল; কিন্তু যুগ যুগান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে চিরপ্রচলিত অমিতশক্তি এই ধর্ম বঙ্গভূমি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চৈতন্যের আবির্ভাবে সনাতন হিন্দু-

---

১। "ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল মহাবিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ। ......বর্তমান পাথরঘাটায় (ভাগলপুর জিলা) কেহ কেহ ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।"—বাংলাদেশের ইতিহাস (ডাঃ মজুমদার), পৃঃ ১৪৯—১৫০।

বাংলায় নিম্নলিখিত স্থান সমূহে প্রসিদ্ধ বিহার স্থাপিত হইয়াছিল:—

বরেন্দ্রভূমিতে সোমপুর (বর্তমানে রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর), বরেন্দ্রের দেবীকোট ও জগদ্দল, চট্টগ্রাম, বিক্রমপুর, পট্টিকেরা (বর্তমান কুমিল্লার নিকটবর্তী)।

ধর্মের নব রূপায়ণ হইল ; ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ দ্বিজের সমমর্যাদায় উন্নীত হইল। তখন বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের প্রভাবে বাংলায় তন্ত্রধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটিল। প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন তান্ত্রিক দীক্ষাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গস্বরূপে স্বীকার করিলেন। এইরূপে প্রতিকূল ধর্ম ও মতবাদের সহিত আপোষরফা করিয়া হিন্দুধর্ম স্বীয় মূল আঁকড়াইয়া রহিল।

৩
কাব্য

বাংলা দেশে কাব্যরচনার সূত্রপাত কোন্ দূর শতাব্দীর কোন্ বিস্মৃত দিবসে হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু, এই দেশের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী গৌড়ী রীতি নামে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগের পূর্বেই যে ভারতীয় সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' এ রহিয়াছে। ভামহের কাল খৃষ্টীয় ৭ম শতকের শেষ ও ৮ম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে বলিয়া মোটামুটিভাবে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের অপর বিখ্যাত আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থেও অন্যান্য রীতির সহিত গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভামহ ও দণ্ডীর কাল নিশ্চিত-রূপে নির্ণীত না হইয়া থাকিলেও বাণভট্টের কাল সুনিশ্চিত। ইনি হর্ষের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের লোক। তিনিও 'গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ'—এই উক্তিতে গৌড়ী রীতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণের ইঙ্গিত করিয়াছেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, গৌড়ীরীতি সুপ্রচলিত না থাকিলে বাণভট্টের ন্যায় প্রথমশ্রেণীর গদ্যকাব্যরচয়িতা উহার উল্লেখ করিতেন না। খৃষ্টীয় দশম শতকে রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে এই রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত আলঙ্কারিক ও কবিগণ এই রীতি সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা শুধু এই-টুকু বুঝিতে পারিলাম যে, অন্ততঃ সপ্তম শতকেই বাংলাদেশ কাব্যরচনায় একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের বঙ্গীয় উৎকীর্ণ লিপিমালারও উল্লেখ করা যায়। এই লিপিমালার সকল শ্লোকই যে বাঙালী কবির রচিত ছিল তাহা বলা না গেলেও কতক রচনা যে বাঙালীর সেই সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেকার কোন কবি বা কাব্য সম্বন্ধে কোন তথ্যই আমরা জানি না। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত

বাংলার অরাজকতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্যই, বোধ হয়, ঐ যুগের কোন গ্রন্থাদি রক্ষিত হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই যুগের কতক উৎকীর্ণ লিপি অদ্যাবধি বর্তমান আছে। কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সেই দেশের সাহিত্যচর্চার উপরে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মুসলমান-পূর্ব বাংলায় কাব্যচর্চার কতক নিদর্শন অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। আবার, চৈতন্যোত্তর বাংলাদেশে রচিত বহু কাব্যও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক এই দেশের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঘনতমসাচ্ছন্ন যুগ। তুর্কী আক্রমণের পর শ'দুই বৎসর ধরিয়া বৈদেশিক শাসকের অত্যাচার উৎপীড়ন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির তরল অবস্থার জন্যই, বোধ হয়, কাব্যলক্ষ্মী বঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের ভাব-মন্দাকিনী বঙ্গীয় কবিপ্রতিভাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, দীর্ঘ দুই শতাব্দীতে রাজশক্তিও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল এবং মুসলমান শাসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা করিয়াছিলেন।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন[১], "চন্দেল্লরাজ পরমর্দির সভায় বাঙালী গদাধর ও তাঁহার দুই পুত্র দেবধর ও ধর্মধর এই তিনজন কবি ছিলেন।" পরমর্দির কাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। কিন্তু, ইঁহাদের রচনার নিদর্শন অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত।

যে সকল বাঙালী কবি ও তদীয় রচনা সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তাঁহাদের ও তদ্রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে কালানুক্রমে লিপিবদ্ধ হইল।

বাংলাদেশের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত কাব্যগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী বিশেষ কতক প্রকারের কাব্যই তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন। অলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে প্রধান দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্য বলিতে বুঝায় নাট্যসাহিত্যকে; ইহা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। শ্রব্যকাব্যকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—পদ্য, গদ্য ও মিশ্র বা চম্পূ। ইহাদের মধ্যে বাঙালী-

১। বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৩।

রচিত উল্লেখযোগ্য কোন গদ্যকাব্যগ্রন্থের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই[১]। পদ্যকাব্যের মধ্যে মহাকাব্য[২], খণ্ডকাব্য[৩] ও কোষকাব্যের[৪] নিদর্শন এই দেশের কাব্য রচনায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চতুর্ভুজের 'হরিচরিত' এবং কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি মহাকাব্য। খণ্ডকাব্যের সংখ্যা বহু; যথা, নীতিবর্মার 'কীচকবধ', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ইত্যাদি। বাঙালী কবির সংকলিত কোশকাব্যগুলি সংখ্যায় খুব বেশী না হইলেও রসিক-সমাজে ইহারা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। বিদ্যাকরের 'সুভাষিত-রত্নকোষ', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'—এই তিনটিই বাঙালী-সংকলিত প্রধান কোশকাব্য। এই দেশে রচিত পদ্য-গদ্য-মিশ্রিত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে প্রধান জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ', কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' এবং রঘুনাথের 'মুক্তাচরিত্র'।

নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে যে বাঙালীর মনীষা সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল, সেই বাঙালী ছিল 'কাব্যেঽপি কোমলধিয়ঃ'। বাঙালী কবিগণের রচিত কাব্যসমূহে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতীয় সভ্যসমাজের চিন্তাধারায় এমন বিষয় অল্পই আছে, যাহা বাংলাদেশে রচিত কাব্যের বিষয়ীভূত হয় নাই। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে এই দেশের কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায়:—

(ক) রামায়ণমূলক কাব্য,

১। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, 'হিতোপদেশ' বাঙালী নারায়ণ পণ্ডিতের কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহা মৌলিক রচনা নহে, 'পঞ্চতন্ত্রের'র একটি রূপমাত্র।

২। সাহিত্যদর্পণমতে (৬৷৩০২), মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণগুলি এইরূপ:—
নায়ক—সুর অথবা উচ্চবংশসম্ভূত ও গুণবান্ ক্ষত্রিয়।
রস—অঙ্গী বা প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত।
অন্য সকল রস অঙ্গস্বরূপে থাকিতে পারে।
বিষয়বস্তু—ঐতিহাসিক ব্যাপার অথবা সজ্জনাশ্রিত ঘটনা।
সর্গসংখ্যা—'অষ্টাধিক'।

৩। মহাকাব্যের কয়েকটি মাত্র লক্ষণ যে কাব্যে আছে। (সাহিত্যদর্পণ—৬৷৩০৭)।

৪। পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমষ্টি। শ্লোকগুলি কয়েকটি ব্রজ্যায় বিভক্ত হয়। (ঐ, ৬৷৩০৮)।

(খ) মহাভারতমূলক কাব্য,
(গ) বৈষ্ণবকাব্য,
(ঘ) গীতিকাব্য,
(ঙ) ঐতিহাসিক কাব্য,
(চ) স্তবস্তোত্র,
(ছ) কোশকাব্য,
(জ) দূতকাব্য,
(ঝ) লেখমালা,
(ঞ) গদ্যকাব্য ও চম্পূ,
(ট) বিবিধ,
(ঠ) টীকাটিপ্পনী।

কাব্যের টীকাটিপ্পনীগুলিকেও আমরা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি; কারণ, কাব্যরসবোধ না থাকিলে কাব্যগ্রন্থের টীকা রচনা করা যায় না। তাহা ছাড়া, উপযুক্ত টীকা কাব্যের রসগ্রহণে সহায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মল্লিনাথের টীকাগুলির উল্লেখ করা যায়। তিনি কবি নহেন বটে; কিন্তু, তদ্রচিত টীকাব্যতিরেকে 'রঘুবংশা'দি কাব্যের সম্যক্ রসবোধ সুকর নহে। সুতরাং, কাব্যগ্রন্থের বাঙালীরচিত টীকাও কাব্যসাহিত্যে তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট দান। এখানে বলা আবশ্যক যে, শুধু বাংলাদেশে রচিত কাব্যের উপর বাঙালী-রচিত টীকা আমরা আলোচনা করি নাই। অন্যান্য সংস্কৃতকাব্যের বাঙালীকৃত টীকাও আমাদের আলোচ্য।

(ক) রামায়ণমূলক কাব্য

অভিনন্দ

সংস্কৃত কাব্যে একাধিক অভিনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে 'গৌড়' বলিয়া অভিনন্দের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়।

সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা'[১] (খৃষ্টীয় ১১শ শতকের প্রথমার্ধ) নামক গ্রন্থে

১। বরোদার গাইকোয়ড়্ ওরিয়েণ্ট্যাল সিরিজে প্রকাশিত (সংখ্যা ১১)।

অভিনন্দনামক এক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। সোড্‌ঢলের সাক্ষ্য অনুসারে, অভিনন্দ পালবংশীয় যুবরাজ হারবর্ষের সভাকবি ছিলেন। এই যুবরাজকে পালরাজ দেবপালের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। তাহা হইলে, অভিনন্দ খৃষ্টীয় ৯ম শতকের বাঙালী কবি।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'[১] (আঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতক), 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সূক্তি-মুক্তাবলী', 'শার্ঙ্গধবপদ্ধতি', 'পদ্যাবলী' ও সুভাষিতাবলী' প্রভৃতি কোশকাব্যে অভিনন্দেব নামাঙ্কিত কতক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, এই সমস্ত শ্লোকের অনেকগুলিই বর্তমান 'রামচরিতে' বা 'কাদম্বরীকথাসারে' পাওয়া যায় না। হইতে পারে যে, উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অভিনন্দ অপর কোন গ্রন্থ বা শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ভোজ, মহিমভট্ট, ক্ষেমেন্দ্র ও মম্মট প্রভৃতি অভিনন্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

'অমরকোষে'র টীকাকার সর্বানন্দ (১২শ শতক) ও রায়মুকুট (১৫শ শতক) অভিনন্দের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতগুলি বর্তমান 'রামচরিতে' পাওয়া যায়।

উল্লিখিত সকল অভিনন্দই যে এক ব্যক্তি, এমন কথা বলা যায় না। 'কাদম্বরী-কথাসার'[২] প্রণেতা অভিনন্দ জয়ন্তভট্টের পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু, 'রামচরিত' হইতে মনে হয়, এই কবির পিতার নাম শতানন্দ। যে যে কোশকাব্যে বা অন্যান্য গ্রন্থে অভিনন্দের নামোল্লেখ বা তদীয় শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে, তাহাদের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই 'গৌড়' বলিয়া অভিনন্দেব পরিচয় দেওয়া নাই।

'কাদম্বরীকথাসার'-এর রচয়িতা আত্মপরিচয়স্থলে যদিও বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়বাসী ছিলেন, তথাপি তাঁহার কোন এক পূর্বপুরুষ কাশ্মীরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে এই পরিবার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং, এই অভিনন্দকে বাঙালী মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

১। অর্থাৎ, নবাবিষ্কৃত 'সুভাষিতরত্নকোষ'।

২। নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণ, কাব্যমালা ১১।

'রামচরিত' ও 'কাদম্বরীকথাসার'—এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন কিনা, এই সম্বন্ধে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে; কিন্তু, কোন পক্ষেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না[১]।

অভিনন্দের 'রামচরিতে'র উপজীব্য রামায়ণকাহিনী। গ্রন্থটি ৪০ সর্গে রচিত। প্রথম ৩৬টি সর্গ অভিনন্দের রচনা; অবশিষ্ট ৪টি ভীম নামক এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন[২]। মূল রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের মধ্যভাগ হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত আখ্যানভাগ কবি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, মূল আখ্যানে কতক পরিবর্তন তিনি করিয়াছেন[৩]; রামের চরিত্রকে মহত্তর করিয়া উপস্থাপন এবং স্বীয় শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ—এই উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ তিনি এই পরিবর্তনগুলি করিয়াছিলেন। কবির রচনা প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও সাবলীল। কালিদাসোত্তর অনেক মহাকবির ন্যায়, দুরূহ শব্দের সমাবেশ বা নানারূপ অলঙ্কার প্রয়োগের লোভে কবি কাব্যটিকে দুর্বোধ্য করিয়া তোলেন নাই। গৌড়বাসী হইলেও তাঁহার কাব্য বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।

'যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ' নামক একখানি গ্রন্থ 'গৌড়' অভিনন্দেব নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থটির নামই ইহার বিষয়বস্তুর পবিচায়ক।

সন্ধ্যাকর নন্দী

ইঁহার গ্রন্থশেষে যে কবি-পরিচয় আছে তাহা হইতে জানা যায়, ইঁহার জন্মস্থান ছিল বরেন্দ্রের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনে। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালরাজ রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী। রামপালের বাজ্যকাল মোটা-মুটিভাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতকেব শেষ পাদ ও দ্বাদশ শতকেব প্রথম পাদব্যাপী। সন্ধ্যাকর তাঁহার কাব্যে মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মদনপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৪০ হইতে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং, এই কবির জীবনকাল অন্ততঃ ১০৭৫ হইতে ১১৫৫ পর্যন্ত ব্যাপী ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

১। দ্রষ্টব্য—'রামচরিত' (গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, সংখ্যা ৪৬)।

২। ভীমকৃতৌ সর্গচতুষ্টয্যাং চত্বারিংশত্তমঃ সর্গঃ (রামচরিত, পৃঃ ৩৯০)।

৩। রামচরিতের ভূমিকা, পৃঃ ২৫-২৬।

ইঁহার বিখ্যাত কাব্য 'রামচরিত'[১]। ইহা চারিটি পরিচ্ছেদে রচিত; আর্যাছন্দে রচিত শ্লোকগুলির সংখ্যা ২২০। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দের সাহায্যে কবি দাশরথি রাম ও বঙ্গেশ্বর রামপালের কাহিনী যুগপৎ বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কার-চাতুর্যের বাহুল্য থাকিলেও, কাব্যটিকে কষ্টরচিত না বলিয়া উপায় নাই। অবশ্য, কবি আত্মপ্রসাদের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার শ্লেষ 'অক্লেশন'। তিনি নিজেকে 'কলিকালবাল্মীকি' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু, ইহা দম্ভোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাল্মীকির কাব্যের সাবলীল রচনাভঙ্গী 'রামচরিতে' একান্তভাবেই অনুপস্থিত। তবে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর এই কাব্যটি উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। এই যুগের বাংলার ইতিহাস রচনায় সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য অপরিহার্য।

এই কাব্যের ২।৩৫ পর্যন্ত একটি টীকা পাওয়া গিয়াছে। টীকাকারের নাম অজ্ঞাত। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে টীকার সাহায্য আবশ্যক।

সন্ধ্যাকরের রচনার দুই একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাইতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোকে (৩।২২) শ্লেষের সাহায্যে কবি সীতা ও বরেন্দ্রীভূমির বর্ণনা করিয়াছেন :—

দবদলিতকনককেতককান্তিমপ্যশেষকুসুমহিতাম্।
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলসুরভিশীতলশ্বসনাম্॥

সীতাপক্ষে—যাঁহার সৌন্দর্য স্বর্ণাভ কেতককুসুমসদৃশ, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে সুপূজিতা হইতেন এবং যাঁহার নিঃশ্বাস অরবিন্দ ও ইন্দীবরপূর্ণ জলের ন্যায় শীতল ও সুরভি ছিল, সেই সীতা ভয়াতুরা হইলেন।

বরেন্দ্রীপক্ষে—যাহার শ্রী ঈষৎ বিকসিত কনক ও কেতক পুষ্পদ্বারা বর্ধিত হইয়াছিল, যে ভূমি অনন্ত প্রকার কুসুমসমূহের জন্মের অনুকূল ছিল এবং যেখানে প্রচুর অরবিন্দ ও ইন্দীবরযুক্ত জল হেতু অনিল শীতল ও সুগন্ধ ছিল।

১। সং (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯১০।
(খ) আর. সি. মজুমদার, আর. জি. বসাক ও এন. জি. ব্যানার্জি, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯৩৯।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দাশরথি রাম ও বঙ্গাধীশ রামপাল যুগপৎ বর্ণিত হইয়াছেন :—

তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেন।
স্বসুসমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তাসখশ্চিরং রেমে॥

রামপক্ষে—তাঁহার রাজ্য ভ্রাতা কর্তৃক প্রত্যর্পিত হইলে সেই রাজা রাম সেখানে বাস করিয়া তাঁহার প্রিয়পত্নী সমভিব্যাহারে নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা দীর্ঘকাল আনন্দ উপভোগ করিলেন।

রামপালপক্ষে—রাজ্যভার পুত্রে অর্পিত হইলে সেই রাজা রামপাল (রাজ্যটি) বিবিধ বিষয়ে বিভক্ত করিয়া পত্নীর সহিত দীর্ঘকাল (শান্তি) উপভোগ করিয়াছিলেন।

(খ) মহাভারতমূলক কাব্য

নীতিবর্মা

ইনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু, ইঁহার রচিত গ্রন্থের উপলভ্যমান সমস্ত পুথিরই লিপি বাংলা। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থের যে টীকাগুলি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের রচয়িতারা সকলেই বাঙালী ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সকল কারণে, নীতিবর্মাকে বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ভোজের 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে নীতিবর্মার কাব্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ভোজের জীবনকাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ। সুতরাং, নীতিবর্মার জীবনকালের ইহাই নিম্নতর সীমারেখা।

ইঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম 'কীচকবধ'।[১] ইহা পাঁচ সর্গে রচিত; শ্লোক-সংখ্যা ১৭৭। মহাভারতের কীচকবধ নামক সুবিদিত উপাখ্যানটি এই কাব্যের বিষয়বস্তু। বর্ণনীয় বিষয়ের অভিনবত্ব না থাকিলেও কাব্যটি বৈশিষ্ট্য-হীন নহে। ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ যমক অলঙ্কারে রচিত। তৃতীয় সর্গের অধিকাংশ শ্লেষ অলঙ্কারের উদাহরণ। সংস্কৃতসাহিত্যে শব্দ-

১। সং এস. কে. দে, ঢাকা, ১৯২৯।

চিত্রের উদাহরণ হিসাবে 'কীচকবধ' সম্ভবতঃ অদ্বিতীয়। শব্দপ্রয়োগে ও বাগ্‌ভঙ্গীতে কবির নৈপুণ্য যথেষ্ট থাকিলেও আধুনিক রুচি অনুসারে তাঁহার কাব্যটি কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট; শব্দচাতুর্য প্রদর্শনে কবির সচেতন প্রয়াস সুস্পষ্ট। কাব্যটির স্বল্পপরিসরে কবি দ্বাদশটি বিভিন্ন ছন্দের শ্লোক রচনা করিয়া স্বীয় ছন্দনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

জনার্দন সেন ও সর্বানন্দ এই কাব্যের বিখ্যাত টীকাকার।

কীচক কর্তৃক অপমানিতা দ্রৌপদীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

অথ নয়নজলেন নদীয়মানা
পিতৃপতয়ে ব্যসনেন দীয়মানা।
মনসি পরিভবেন বেপমানা
নৃপতিসভামগমন্নবেহপমানে॥ (২।২৫)

[তৎপর, সেই অভূতপূর্ব অপমান হইল, অশ্রুপাতহেতু নদীসদৃশী, দুঃখবশতঃ ম্রিয়মাণা, অপমানহেতু মনে মনে কম্পিতা (দ্রৌপদী) রাজসভায় গমন করিলেন।]

কুপিতা দ্রৌপদী শ্লেষের সাহায্যে বিরাটরাজ ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুগপৎ প্রযোজ্য ভাষায় যে উক্তিসমূহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি অন্যতম :--

স্বচ্ছশীলামিমাং মন্যে বিপ্রাণামিব তে তনুম্।
যস্য নাক্ষময়া বাণাস্তপন্তি হৃদয়ং দ্বিষাম্॥ (৩।১১)

[বিরাটপক্ষে—যাঁহার তীরসমূহ ক্রোধবশতঃ শত্রুগণের হৃদয় দগ্ধ করে না, ঈদৃশ আপনার নির্মলস্বভাব এই দেহকে ব্রাহ্মণগণের দেহের ন্যায় মনে করি।

যুধিষ্ঠিরপক্ষে—শত্রুগণের অক্ষরূপ বাণ যাঁহার হৃদয়কে ক্রোধবশতঃ দগ্ধ করে না, এবম্বিধ আপনার আত্মধ্বংসকারী এই দেহকে নিষ্প্রাণ মনে করি।]

প্রথম শ্লোকে 'যম' অর্থে 'পিতৃপতি' পদের ব্যবহার পাঠকের অর্থবোধের প্রতিকূল। এই শ্লোকে 'নদীয়মানা' ও 'ন দীয়মানা', 'বেপমানা' ও 'বেহপমানে' প্রভৃতিতে কবির শব্দচাতুর্যের প্রয়াস স্পষ্ট। দ্বিতীয় শ্লোকে 'স্বচ্ছ' পদে শ্লেষ প্রয়োগ করিতে গিয়া কবি অপ্রসিদ্ধ ছেদনার্থক 'ছো' ধাতুর

অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্যই জাহির করিয়াছেন; কিন্তু, রচনার স্বতঃস্ফূর্তি ব্যাহত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষ

ইঁহার পিতা ছিলেন হীর ও মাতা মামল্লদেবী। শ্রীহর্ষের কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে, সাধারণতঃ তাঁহাকে কান্যকুব্জের রাজা বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের সমসাময়িক মনে করা হয় (খৃঃ দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ)। ইনি ভারতের কোন্ অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তদ্রচিত 'নৈষধচরিতে'র অংশবিশেষ হইতে কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙালী মনে করেন। বিবাহে মাছ-ভাত খাওয়া (১৪।৭০), উলুলু ধ্বনি (১৪।৫১), বিবাহিতা নারীর শাঁখাধারণ (১২।৩৫), চালের পিটালীর আলপনা (১৫।১২), প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতি, বরের মস্তকে মুকুট ও হস্তে দর্পণধারণ (১৫।৬০,৭০) ও বিবিধ স্ত্রী-আচার যেন কবির বাঙালীত্বেরই ইঙ্গিত দেয়। কাব্যটি গৌড়ী রীতিতে রচিত; ইহা হইতেও কবিকে বাঙালী মনে করা যায়। শ্রীহর্ষ যে-ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে 'ন' ও 'ণ', অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব', অন্তঃস্থ 'য' ও বর্গীয় 'জ' প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয় নাই; এইরূপ ব্যাপার বাঙালীসুলভ বলিয়া সহজেই মনে হয়।

শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ইহাতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব নাই। মহাভারতের সুবিদিত নলদময়ন্তীর উপাখ্যানই ইহার উপজীব্য। কিন্তু, ভারতীয় সাহিত্যরসিকেরা পদলালিত্যের জন্য শ্রীহর্ষকে কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। 'নৈষধচরিতে'র পদলালিত্য অনস্বীকার্য হইলেও আধুনিক রুচিতে কাব্যটিকে বিকৃতরুচির পরিচায়ক বলা হইয়া থাকে। বর্তমান সমালোচনাপদ্ধতিতে মনে হয়, শ্রীহর্ষের রচনা প্রয়াসপ্রসূত। তাহা ছাড়া, স্বীয় কাব্যকৌশল প্রদর্শনে ব্যগ্র কবির মাত্রাবোধ স্থানে স্থানে লুপ্ত হইয়াছে। মূলের প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানকে কবি স্বীয় কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় করিতে যাইয়া মহাভারতের দুই শতেরও কম শ্লোকের স্থলে আড়াই হাজারেরও অধিক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। দময়ন্তীর যে স্বয়ংবর-সভা মহাভারতে কয়েকটি মাত্র শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সভার বর্ণনায় শ্রীহর্ষ পাঁচটি বিস্তীর্ণ সর্গ যোজনা করিয়াছেন।

শ্রীহর্ষের রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নলের প্রতি স্বর্ণময় হংসের উক্তি :—

ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ
সমীক্ষ্য পক্ষান্ মম হেমজন্মনঃ।
তবার্ণবস্যেব তুষারসীকরৈ-
র্ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্॥ (১।১৩০)

[আমার সুবর্ণপক্ষ অবলোকনে তৃষ্ণালোল তোমার মনকে ধিক্। সাগরে শিশিরবিন্দুর ন্যায় ঐ স্বর্ণপক্ষে তোমার কতটুকু শ্রীবৃদ্ধি হইবে ?]

দময়ন্তীর রূপবর্ণনা :—

তুষারনিঃশেষিতমব্জসর্গং
বিধাতুকামস্য পুনর্বিধাতুঃ।
পঞ্চস্বিহাস্যাঙ্‌ঘ্রিকরেষ্বভিখ্যা
ভিক্ষাধুনা মাধুকরীসদৃক্ষা॥ (৭।১০৪)

[শিশিরে বিনষ্ট কমলষণ্ডকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক বিধাতার পক্ষে ইঁহার (দময়ন্তীর) বদনমণ্ডল, চরণযুগল ও হস্তদ্বয়—এই পাঁচটি অঙ্গের শোভা-ভিক্ষা সম্প্রতি মাধুকরীবৃত্তির[১] ন্যায়ই হইয়াছে।]

চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা :—

পশ্যাবৃতোঽপ্যেষ নিমেষমদ্রে-
রধিত্যকাভূমিতিরস্করিণ্যা।
প্রবর্ষতি প্রেয়সি চন্দ্রিকাভি-
শ্চকোরচঞ্চুচুলুকং প্রতীন্দুঃ॥

[প্রিয়ে, দেখ, শৈলচূড়ার যবনিকাদ্বারা মুহূর্তের জন্য আবৃত হইলেও শশাঙ্ক চকোরের তৃষ্ণা নিবারণার্থে জ্যোৎস্নাকিরণ বর্ষণ করিতেছে।]

১। এই বৃত্তি অবলম্বনকারী সন্ন্যাসিগণ প্রত্যহ মাত্র পাঁচজন গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন।

(গ) বৈষ্ণব কাব্য

জীবগোস্বামী

রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অনুপমের পুত্র জীব। শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন। ফতোয়াবাদে কিছুকাল যাপন করিয়া জীব সন্ন্যাসের প্রতি আসক্ত হন। নবদ্বীপে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের পরে জীব কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হন এবং সেখানেই সন্ন্যাসিজীবন যাপন করেন। বৃন্দাবনে তাঁহাদের নিকট হইতে জীব ভক্তিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার জীবনকাল নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হইলেও, ১৬শ-১৭শ শতকের মধ্যে তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। জীব এবং তদীয় শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের চেষ্টায়ই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবগণের মধ্যে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, প্রসারলাভ করিয়াছিল।

জীবের 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম' কাব্য কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীলা অবলম্বনে রচিত। ইহাতে কৃষ্ণকে কল্পনা করা হইয়াছে কল্পবৃক্ষরূপে; তাঁহার জন্মাদি-লীলা এই বৃক্ষের মূল; তাঁহার নিত্যলীলা ইহার কাণ্ড ও 'তত্তদৃতুশ্লোক' ইহার শাখাবলী। জন্মাদিলীলা, নিত্যলীলা, সর্বর্তুলীলা ও ফলনিষ্পত্তি—এই চারিটি ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত। কাব্যটির রচনাভঙ্গী সরল। ইহাতে কবির ভক্তি বা ভক্তিতত্ত্বের ছন্দময় প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু যথার্থ কাব্যত্ব বিরল।

জীবের 'মাধবমহোৎসব'[১] কাব্যটি নয় উল্লাসে রচিত। কৃষ্ণকর্তৃক রাধার বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও তদুপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই বিষয় অবলম্বনে জীবের পূর্বে অপর কেহ কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। রসশাস্ত্রের অনুশাসনে নিগড়িত হওয়ায় কাব্যটিতে অলঙ্কার ও ছন্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য থাকিলেও কবিত্বের স্বচ্ছন্দ গতি নাই। শৃঙ্গাররসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও দীর্ঘায়িত বর্ণনা আধুনিক সাহিত্য-রসিকের পীড়াকর মনে হয়।

জীবের 'গোপালচম্পূ'[২] ৭০টি পূরণে (=অধ্যায়) রচিত প্রকাণ্ড কাব্য।

১। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৪১।

২। সং রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, বহরমপুর, ১৯১০।

কাব্যটি পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ—এই দুইভাগে বিভক্ত। পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ও উত্তরার্ধে মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচলিত কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। শুধু কৃষ্ণের ভাগবতোক্ত কাহিনীর বর্ণনার জন্যই নহে, সিদ্ধান্তগ্রন্থ হিসাবেও ইহা উক্ত সম্প্রদায়ের অতি শ্রদ্ধেয়। কবিকর্ণপূরের গদ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, জীবের গদ্যরচনা সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। জীবের পদ্যরচনা সম্পূর্ণভাবে কবিত্ববিহীন না হইলেও, অলঙ্কারাদির সচেতন প্রয়োগে প্রায়শঃই উহার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি ব্যাহত হইয়াছে।

জীব-রচিত 'গোপালবিরুদাবলী'[১] নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটির বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা একটি বিরুদ-কাব্য[২]।

চতুর্ভুজ

ইনি ছিলেন গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলিগ্রাম-নিবাসী। ইঁহার কাব্য-গ্রন্থের রচনাকাল ১৪১৫ শকাব্দ বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং, ইঁহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লোক বলিয়া মনে করা যায়। প্রবাদ এই, ইনি ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই নাকি ইঁহার জিহ্বায় ইঁহাব পিতা মধুসিক্ত স্বর্ণলেখনী দ্বাবা কতক শ্লোক লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ইনি পরবর্তীকালে কবিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

ইঁহার 'হরিচরিত'[৩] নামক মহাকাব্য ১৩ সর্গে রচিত। জন্ম হইতে কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণের লীলা এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

মুরারিগুপ্ত

ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। যেটুকু জানা যায় তাহা

১। রূপগোস্বামীর 'সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণ' নামক গ্রন্থসহ হরিদাস দাস কর্তৃক সম্পাদিত, নবদ্বীপ, ১৯৪১।

২। গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে—সাহিত্যদর্পণ, ৬।৩১৩।

৩। দ্রঃ—(১) Buhler's Kashmir Report, পৃঃ ১৭ এবং Catalogus Catalogorum, ৩।১৫৬।

(২) কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি (III. H. 217)।

এই কাব্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে; পরে তিনি নবদ্বীপে চৈতন্যের প্রতিবেশীরূপে বাস করেন। সম্ভবতঃ গঙ্গাদাসের টোলে মুরারি চৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও ব্যবসায়ে চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার নাকি অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ছিল। প্রবাদ এই যে, একদা শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্তনে ভাববিহ্বল অবস্থায় তিনি চৈতন্যকে স্কন্ধে নিয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন।

মুরারি-প্রণীত জীবনীকাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' বা 'চৈতন্য-চরিতামৃত'।[১] ইহা সাধারণতঃ 'কড়চা' বলিয়া পরিচিত। 'প্রক্রম' নামক চারিটি ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত; প্রত্যেক 'প্রক্রমে' কতকগুলি সর্গ আছে—মোট সর্গসংখ্যা ৭৮। ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের শ্লোকে চৈতন্যের সমগ্র জীবন বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে রচনার তারিখ ১৪৩৫ শকাব্দ (= ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু, ইহাই গ্রন্থ রচনার প্রকৃত তারিখ কিনা সেই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

মুরারির এই গ্রন্থ যে অত্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কবিকর্ণপূর-রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে (২০।৪২) ও 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় (৯৪ সংখ্যক শ্লোক) ইহার উল্লেখ; শুধু উল্লেখ নয়, মুরারির গ্রন্থ অবলম্বনে যে কবিকর্ণপূর স্বীয় চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা চরিতকাব্য 'চৈতন্যমঙ্গলে' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (আদি—১৩।১৫, ১৩।৪৬) যথাক্রমে লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস মুরারির নিকট নিজ নিজ ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকর' নামক গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী মুরারির এই গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মুরারির গ্রন্থশেষে উহার রচনাকাল বলিয়া যে তারিখের উল্লেখ আছে, তাহাতে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। গ্রন্থটিতে চৈতন্যের তিরোভাব পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে; অথচ রচনাকাল বলা হইয়াছে ১৪৩৫ শকাব্দ (=১৫১৩ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু, চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ১৪৩১ শকাব্দে। অতএব, মনে করা যাইতে পারে যে, হয় তারিখটি পরবর্তীকালের

১। সং শ্যামলাল গোস্বামী, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (২য় সংস্করণ, ১৩১৭)। ৩য় সংস্করণ মৃণালকান্তি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৭।

যোজনা, না হয় চৈতন্যের সন্ন্যাস পর্যন্তই প্রকৃতপক্ষে মুরারির রচনা এবং অবশিষ্টাংশ প্রক্ষিপ্ত। যদি সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুরারিকর্তৃক রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত প্রাচীনতম চরিতগ্রন্থ হিসাবে এই গ্রন্থ অমূল্য।

স্বরূপ দামোদর

পরবর্তী কালের 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং কবিকর্ণপূরের গ্রন্থাদি হইতে ইঁহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ পুরুষোত্তম আচার্য নামে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। স্বরূপ দামোদর নামে ইনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। স্বরূপ চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। তিনি পুরীতে চৈতন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, চৈতন্যের মৃত্যুজনিত শোকই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে, ইনি শেষজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' স্বরূপ-রচিত চৈতন্যজীবনীর (কড়চা) উল্লেখ আছে; এই গ্রন্থ নাকি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, ইহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র ১৩, ১৭ ও ১৪৯ সংখ্যক শ্লোক স্বরূপ দামোদরের নামাঙ্কিত। তাহা ছাড়া, রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'র[১] কোন কোন পুঁথিতে পুরুষোত্তম আচার্যের নামে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে।

কবিকর্ণপূর

ইঁহার জীবনী ও কাল নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

ইঁহার রচিত 'কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী'[২] ছয়টি প্রকাশে সম্পূর্ণ; মোট শ্লোকসংখ্যা ৭০৫। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নিত্যলীলা বা অষ্টকালিকলীলা ইহার উপজীব্য। এই গ্রন্থে কবির ছন্দনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। ছয়টি প্রকাশে যে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন তাহাদের নাম যথাক্রমে মালিনী, বসন্ততিলক, শার্দূলবিক্রীড়িত, স্বাগতা, পুষ্পিতাগ্রা ও মন্দাক্রান্তা। কবিকর্ণপূর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার

১। S. K. De. সম্পাদিত 'পদ্যাবলী' দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২১২)।

২। সং পুরীদাস. বৃন্দাবন, ১৯৫৪।

যে চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সরস, সন্দেহ নাই। কিন্তু, কল্পনার অভিনবত্ব বা রচনার সাবলীলতা কাব্যটিতে নাই বলিলেই চলে। শব্দচয়নে ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগে যথেষ্ট কৃতিত্ব তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি কর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'[১] নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলা। ইহা ২২টি স্তবকে রচিত। কবিকর্ণপূরের দীর্ঘ সমাস-বহুল বাক্য ও সাড়ম্বর রচনাভঙ্গী স্বভাবতঃই বাণভট্ট ও সুবন্ধুর গদ্যরচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্লেষ, যমক, উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগে কাব্যটি কণ্টকিত। বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনাভঙ্গীর প্রতিই যেন কবি অধিকতর মনোযোগী। এই বিস্তীর্ণ গদ্যমরুতে ছায়াশীতল লতাগুল্ম যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। স্থানে স্থানে তিনি যে সকল শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কবিত্বের পরিচয় আছে।

ভক্ত তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিতমানসে' কবি কর্ণপূরের এই গ্রন্থ হইতে কিছু সাহায্য লইয়াছেন[২]।

কবিকর্ণপূর-রচিত মহাকাব্যের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'[৩]। উপসংহারে একটি শ্লোকে ইহার রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে ১৪৬৪ শকাব্দ (=১৫৪২খৃষ্টাব্দ)। এই বিরাট গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই কাব্যগ্রন্থ বিংশতি সর্গে রচিত; বিবিধ ছন্দের প্রায় দুই হাজার শ্লোক ইহাতে আছে। কবি বলিয়াছেন যে, চৈতন্যের জীবনের ৪৭ বৎসরের ঘটনাবলী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যটি চৈতন্যের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া কাব্যের নায়ক করা হইয়াছে। কবি ভক্তের শ্রদ্ধা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন; সুতরাং স্বভাবতঃই কবিসুলভ কল্পনার আতিশয্য কাব্যটিতে আছে। ইহাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলা যায় না।

কবিকর্ণপূরের নামাঙ্কিত 'পারিজাতহরণ' নামক একটি মহাকাব্য সম্প্রতি

১। সং পুরীদাস, বৃন্দাবন, ১৯৫৪।

২। 'রামচরিতমানস', সং রামনরেশ ত্রিপাঠী, ভূমিকা।

৩। সং রাধারমণ প্রেস্, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), ১৮৮৪।

প্রকাশিত হইয়াছে[১]। এই গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহাও খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। মূল গ্রন্থটি সম্ভবতঃ আঠারটি সর্গে রচিত হইয়াছিল। 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও ভাগবতোক্ত পারিজাতহরণের আখ্যান এই মহাকাব্যের উপজীব্য। ইহার রচয়িতা বাঙালী কবিকর্ণপূর হইতে অভিন্ন কিনা, সেই বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী

প্রবোধানন্দের ব্যক্তিগত পরিচয় বিতর্কের বিষয়। 'হরিভক্তিবিলাসে'র প্রারম্ভে গোপাল ভট্ট প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ, মনোহরদাস ও নরহরির গ্রন্থে গোপাল ভট্টকে বলা হইয়াছে প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবোধানন্দ-রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র টীকাকার আনন্দী প্রবোধানন্দকে বিশেষিত করিয়াছেন এইরূপে—পরিব্রাজকাচার্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী; ইহা 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র পুঁথিসমূহের পুষ্পিকায়ও পাওয়া যায়। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য প্রবোধ সরস্বতী 'গোপালতাপনী' উপনিষদের একখানি সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামাঙ্কিত 'বিবেকশতক' নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। এই সকল গ্রন্থই এক প্রবোধানন্দের রচিত কিনা তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রকাশানন্দ নামক এক ব্যক্তির সহিত চৈতন্যের কাশীধামে সাক্ষাৎকার হয়; চৈতন্য তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে নূতন নাম দেন 'প্রবোধানন্দ'। এই মত কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রবোধানন্দের 'সঙ্গীতমাধবে'র[২] বিষয়বস্তু। ইহা ১৫টি সর্গে রচিত; ইহাতে মাঝে মাঝে পদাবলীর আকারে গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গীতিকবিতাটি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। ইহাতে ভাবের অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নাই। কৃষ্ণের রাধা-দাস্য, মিথো দর্শন, সখ্যনুনয়, রাধার উত্তর; প্রেমার্ত কৃষ্ণের মুগ্ধ, রসোদ্ধত, মুদিত, উত্তরল

১। সং অনন্তলাল ঠাকুর, দারভাঙ্গা, ১৯৫৮।
২। হুগলীর ভক্তিপ্রভা আফিস হইতে মুদ্রিত, ১৯৩৬।

ও বিহ্বল প্রভৃতি অবস্থা; রাধা-কৃষ্ণের মিলনের আনন্দ ও রাসবিলাস এবং পরিশেষে এই লীলাজনিত কবির আনন্দোচ্ছ্বাস—এই সকল বিষয় কবির বর্ণনীয়।

রঘুনাথ দাস

রঘুনাথের নিজের গ্রন্থ, কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি হইতে রঘুনাথের জীবনী সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া যায়। রঘুনাথ ছিলেন হুগলী জিলার সপ্তগ্রামের সম্পন্ন কায়স্থ জমিদার গোবর্ধনের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ধর্মের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আসক্তি দর্শনে পিতা শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের পরে তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। তৎপর, কলিকাতার নিকটবর্তী পানিহাটী নামক স্থানে নিত্যানন্দের সঙ্গলাভে সন্ন্যাসের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ জন্মে। অতুল ঐশ্বর্য ও অপ্সরোপমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া তিনি পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন। সেখানে তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয় স্বরূপ দামোদরের উপরে। যদুনন্দন আচার্য বা রূপগোস্বামী ছিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরু। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে তিনি পুরী হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গলাভ করেন এবং রাধাকুণ্ডের নিকট শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি বার্ধক্যে অন্ধ হইয়া যান। বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর মধ্যে তিনিই শুধু অব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু এই কারণে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে বৈষ্ণব সমাজ কুণ্ঠিত হয় নাই।

রঘুনাথের 'দানকেলিচিন্তামণি'[১] ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' ও এই কাব্যের উপজীব্য একই। সম্ভবতঃ, শেষোক্ত গ্রন্থই রঘুনাথের আদর্শ ছিল। এই কাব্যটিতে সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর ছন্দে রচিত শ্লোক ও আদিরসাশ্রিত কথোপকথন থাকিলেও কবিকল্পনার বৈচিত্র্য বা ঘটনাবলীর বর্ণনায় মৌলিকত্ব নাই।

রঘুনাথের 'মুক্তাচরিত্র' একটি নাতিদীর্ঘ চম্পূকাব্য। নৈমিত্তিকলীলার

১। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৩৭।

অন্তর্গত দানলীলা ইহার বিষয়বস্তু। দ্বারকায় সত্যভামা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুক্তা বৃক্ষে জন্মে কিনা। উত্তরে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বৃক্ষে মুক্তা ফলাইবার কথা সত্যভামাকে বলেন; প্রসঙ্গক্রমে, রাধা ও অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে তাঁহার লীলাদির উল্লেখও করেন—সংক্ষেপে ইহাই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কাব্যটি সরস ও সুখপাঠ্য। কথোপকথনে চটুল উত্তর প্রত্যুত্তর, প্রচুর হাস্যরসের উপাদান ও অলঙ্কার-প্রয়োগে কবির কৌশল—এই সকলই কাব্যটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচয়িতা হিসাবে কৃষ্ণদাস সুপরিচিত। কিন্তু, তিনি, সম্ভবতঃ বৈষ্ণব বিনয়হেতু, আত্মপরিচয় দেন নাই। কিম্বদন্তী ও 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কৃষ্ণদাসের আদি নাম অজ্ঞাত; এই নাম তিনি দীক্ষার পরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ ও মাতা ছিলেন সুনন্দা। বর্ধমান জিলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বোধ হয় বৈদ্য ছিলেন। শৈশবে মাতাপিতৃহীন কৃষ্ণদাস যৌবনে পদার্পণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণকে তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১।৩৭)। রঘুনাথ দাস তাঁহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকের প্রয়োগ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। তাহা ছাড়াও, তিনি বর্তমান কাব্য ও লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র একটি টীকা সংস্কৃতে রচনা করেন; তাঁহার জীবনকাল সম্ভবতঃ ১৫২৭ (অথবা ১৫৩০) হইতে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

কৃষ্ণদাসের 'গোবিন্দলীলামৃত'[১] বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম। ইহা ২৩টি সর্গে রচিত, শ্লোকসংখ্যা ২৫১১। কর্ণপূরের কাব্যের ন্যায়, ইহারও বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় নিত্যলীলা। 'রাগাধ্বসাধক' বা রাগানুগা ভক্তি-মার্গের সাধকগণের সহায়ক গ্রন্থ স্বরূপেই কবি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনুশাসনানুযায়ী রচিত এই গ্রন্থে কৃষ্ণদাসের ব্যাকরণ, অলঙ্কার

১। সং শচীনন্দন গোস্বামী, বৃন্দাবন, ১৯০৮।

ছন্দ, কামশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। এই বিশাল গ্রন্থে কবির পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু, রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলার নগ্ন বর্ণনা ভক্তের রুচিকর হইলেও সাধারণ পাঠকের রুচি পীড়াকর।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

ইনি ১৫৮৬ শকে (=১৬৬৪ খৃঃ) নদীয়া জিলার দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনাথ ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং তাঁহার গ্রন্থাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সবিশেষ আদৃত হয়।

বিশ্বনাথের কাব্যগ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত'[১]; কৃষ্ণের অষ্টকালিক নিত্যলীলা ইহার উপজীব্য। কাব্যখানি ২০ সর্গে রচিত।

(ঘ) গীতিকাব্য

গোবর্ধনাচার্য

জয়দেবের সাক্ষ্য অনুসারে, গোবর্ধন লক্ষ্মণসেনের একজন সভাকবি। সুতরাং, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। 'আর্যাসপ্তশতী'তে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতাব নাম নীলাম্বর; নীলাম্বর নাকি একটি ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আর্যাছন্দে রচিত 'আর্যাসপ্তশতী'[২] তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। নামে 'সপ্তশতী' হইলেও ইহার শ্লোকসংখ্যা সাত শ'ব বেশী। প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের মধ্যে শ্লোকসংখ্যা একটিতে (বোম্বাই) ৭৫৬ এবং অপরটিতে ৭৩১। ইহার আর্যাছন্দে রচিত শ্লোকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ, বর্ণানুক্রমে লিখিত এবং ব্রজ্যা অনুসারে গ্রথিত। শ্লোকগুলির মধ্যে শৃঙ্গাররসেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

হালের প্রাকৃত 'গাথাসপ্তশতী'ই যে গোবর্ধনের কবিপ্রেরণার মূলে তাহা সন্দেহাতীত; কিন্তু, হালের কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতি, হৃদয়গ্রাহিতা ও হাস্তরস

১। সং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, চৈতন্যাব্দ ৪২৮।
২। (ক) সং দুর্গাপ্রসাদ ও পরব, বোম্বাই, ১৮৯৫।
(খ) সং সোমনাথ শর্মা, ঢাকা, ১৮৬৪।

'আর্যাসপ্তশতী'তে বিরল। তবে, গোবর্ধনের শিল্পচাতুর্য প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের গৌরবের বিষয় এবং গোবর্ধনের পক্ষে সম্মানের কথা যে, হিন্দী কবি বিহারীলাল হিন্দী কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সৎসঈ' এর রচনায় গোবর্ধনের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আলমোরার পরবর্তী কালের কবি বিশ্বেশ্বরও সম্ভবতঃ গোবর্ধনের গ্রন্থ হইতেই স্বীয় সংস্কৃত 'আর্যাসপ্তশতী' রচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। গোবর্ধনের সম্বন্ধে জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' বলিয়াছেন, শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধনস্পর্ধী কোঽপি ন...। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীধরদাস গোবর্ধনাচার্যের কোন শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত করেন নাই। এই সংগ্রহে গোবর্ধনের নামে যে শ্লোক আছে, তাহা 'আর্যাসপ্তশতী'তে নাই; সম্ভবতঃ এই গোবর্ধন ভিন্ন ব্যক্তি। 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' ও 'সূক্তিমুক্তাবলী'তে উদ্ধৃত গোবর্ধনাচার্যের নামাঙ্কিত শ্লোকগুলি 'আর্যাসপ্তশতী'তে আছে। 'পদ্যাবলী'তে গোবর্ধনাচার্যের নামে যে চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি 'আর্যাসপ্তশতী'তে আছে। গোবর্ধনের রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

অন্যমুখে দুর্বাদো যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাসঃ।
ইতরেন্ধনজন্মা যো ধূমঃ সোঽগুরুভবো ধূপঃ॥ (১৩)

নায়কের দুর্বাক্যে কুপিতা নায়িকাকে তদীয়া সখী সান্ত্বনা দিতেছেন—"অন্য লোকের মুখে যাহা দুর্বাক্য, তাহাই প্রিয়জনের মুখে পরিহাসস্বরূপ। ইন্ধনান্তর হইতে উদ্ভূত হইলে যাহা ধূম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই অগুরুকাষ্ঠ হইতে উদ্গত হইলে ধূপরূপে পরিগণিত হয়।"

ইক্ষুর্নদীপ্রবাহো দ্যূতং মানগ্রহশ্চ হে সুতনু।
ভ্রূলতিকা চ তবেয়ং ভঙ্গে রসমধিকমাবহতি॥ (১১০)

অন্যনারীর প্রতি নায়কের দৃষ্টিপাত হেতু কুপিতা ভ্রূকুটীযুক্তা নায়িকার প্রতি স্তোকবাক্য—"ওগো সুন্দরী! ইক্ষু, নদীস্রোত, অক্ষক্রীড়া, মান ও তোমার এই ভ্রূলতা ভঙ্গেই অধিকতর রসের সৃষ্টি করে।"

[অর্থাৎ ইক্ষুকে ভাঙ্গিলেই তাহা হইতে রস নির্গত হয়, খরস্রোতা নদীতে সেতুবন্ধাদির সাহায্যে স্রোতোবেগ সংযত করিলেই সেই নদী সুখসেব্যা হয়, পাশাখেলায় পরাজয় হইলেই খেলার আগ্রহ বাড়িয়া যায়, প্রিয়ার মানভঞ্জন

হইলেই আনন্দ হয় এবং সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইলেই অধিকতর রমণীয় হয়।]

কৃচ্ছ্রামুবৃত্তয়োঽপি হি পরোপকারং ত্যজন্তি ন মহান্তঃ।
তৃণমাত্রজীবনা অপি করিণো দানদ্রবার্দ্রকরাঃ॥ (১৭৩)

"কষ্টে জীবনযাপন করিলেও মহাপুরুষগণ পরোপকার (অর্থাৎ, দান) ত্যাগ করেন না। তৃণমাত্রভোজী হইলেও মাতঙ্গগণের শুণ্ড দানবারিসিক্ত হয়।"

বাংলার রবি জয়দেব কবি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগের কবি ছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে কিম্বদন্তী বহু থাকিলেও ঐতিহাসিক তথ্য বিরল। 'গীতগোবিন্দে' (১২।১১) তিনি কিছু স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতা ছিলেন রামাদেবী বা বামাদেবী অথবা রাধাদেবী। তাঁহার নিবাস ছিল কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে (৩।১০); ইহাকেই বর্তমান বীরভূম জিলার কেন্দুলি গ্রাম বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। 'গীতগোবিন্দে' 'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখ আছে, তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, উহা তাঁহার পত্নীর নাম ছিল; অবশ্য, কাহারও কাহারও মতে, পদ্মাবতী অর্থাৎ লক্ষ্মী। 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' (১।২) কথাটি হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, পদ্মাবতী ছিলেন নর্তকী এবং জয়দেব ছিলেন তাঁহার নৃত্যকালীন বাদক।

'গীতগোবিন্দ'[১] জয়দেবের সুপ্রসিদ্ধ রচনা। ইহা একটি গীতিকাব্য; ইহাতে তাল ও রাগের উল্লেখপূর্বক কতকগুলি গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বসন্তলীলা ইহার উপজীব্য। কাব্যটি দ্বাদশ সর্গে রচিত, প্রতিটি সর্গে কতক সন্দর্ভ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও তাঁহার সখীর উক্তিস্বরূপ রচিত হইয়াছে; গীতগুলির পূর্বে ক্লাসিক্যাল ছন্দে রচিত সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতগুলি কথোপকথনের আকারে গ্রথিত হয় নাই। প্রতিটি গীতেই আছে ব্যক্তিগত ভাবাবেশ। কাব্যটির আখ্যানভাগ গতানুগতিক—রাধার বিরহ, অপর নারীগণের সহিত কৃষ্ণের

১। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে Lassenএর সংস্করণ (Bonn, 1846) প্রাচীনতম।

কেলি, রাধার আর্তি ও আকূতি, সখীর সাহায্যে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন, পশ্চাত্তাপ ও রাধার মানভঞ্জন ও পরিশেষে উভয়ের মিলন—সংক্ষেপে 'গীতগোবিন্দে'র বিষয়বস্তু এইরূপ।

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণো'ক্ত কৃষ্ণলীলার সহিত 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত লীলার সাদৃশ্য থাকিলেও এই গ্রন্থই যে জয়দেবের প্রেরণার মূল উৎস, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যায় না। 'শ্রীমদ্ভাগবত' যে জয়দেবের আদর্শ হইতে পারেনা, তাহার প্রধান যুক্তি এই—'ভাগবতে' রাধার কোন উল্লেখই নাই এবং ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে কৃষ্ণের শারদীয়া লীলা, বাসন্তীলীলা নহে। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই দুই পুরাণ বহির্ভূত স্বতন্ত্র কোন বৈষ্ণব ভাবধারাই জয়দেবকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

জয়দেবের এই কাব্যের খ্যাতি যে শুধু বাংলাদেশেই সীমায়িত ছিলনা, তাহাব একটি প্রমাণ ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশে রচিত 'গীতগোবিন্দে'র চল্লিশটিরও অধিক সংখ্যক টীকা। তাহা ছাড়া, বিহার এবং উড়িষ্যা এই দুই প্রদেশের প্রত্যেকটিই 'গীতগোবিন্দ'কাব জয়দেবেব জন্মস্থান বলিযা দাবী করে। এই কাব্যেব অনুকরণে পরবর্তী কালে বহু কাব্যও বচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিট্ঠলেশ্বর 'শৃঙ্গাররসমণ্ডনে' জয়দেবের পদাবলীর অনুকবণে গীতি রচনা করিরাছেন। 'জগন্নাথবল্লভ' নামক নাটকে রামানন্দ রায়ও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে শিখগণের পবিত্র গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবে' 'জৈদেব জীউ'র দুইটি ভক্তিমূলক গান বিকৃত সংস্কৃতে সংগৃহীত হইয়াছিল। শুধু ভারতে নয়, সংস্কৃত কাব্যরসজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতসমাজেও এই কাব্য বহুবিশ্রুত। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব না থাকিলেও ইহা যে সে যুগে অতীব জনপ্রিয় ছিল, তাহা সন্দেহাতীত। লোকায়ত জীবনে সুপ্রচলিত কাহিনী কবির উপজীব্য হইলেও তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশে যে কাব্যটিকে সম্পূর্ণভাবে নিগড়িত করেন নাই, ইহাই তাঁহার রচনার একটি প্রধান আকর্ষণ ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ভাব নূতন না হইলেও তাঁহার প্রকাশভঙ্গী এত অভিনব বলিয়াই এই কাব্য অদ্যাবধি সহৃদয় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। 'হরিস্মরণে সরস মন' লইয়া

কবি 'বিলাসকলাসু কুতূহলে'রও পরিচয় দিয়াছেন ; বস্তুতঃ এই দ্বিবিধ ভাবের সংমিশ্রণেই ভক্তি ও মানবতার স্পর্শে জয়দেবের কবিকৃতি এত সরস ও সজীব। এইজন্যই রসিকচিত্তকে ইহা যুগে যুগে মুগ্ধ করিয়াছে। ল্যাসেনের মতে ইহা গীতিধর্মী নাটক (lyric drama), লেভির মতও প্রায় অনুরূপ। জোন্স্ পল্লীগীতি বলিয়া ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। আবার, শ্রেডারের মতে, 'গীতগোবিন্দ' সুমার্জিত যাত্রা। শুধু ভাব ও বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীতেই যে জয়দেব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার শব্দসম্পদ অতুলনীয়। যে শব্দগুলি তিনি চয়ন করিয়াছেন, সেগুলির অনায়াস-বোধ্যতা ও ধ্বনি যথার্থই চিত্তাকর্ষক। নিজের প্রযুক্ত শব্দরাশিকে 'মধুর' 'কান্ত' ও 'কোমল' বলিয়া তিনি স্বীয় রচনার স্বরূপ বর্ণনাই করিয়াছেন। জয়দেবের পদাবলীর ভাষা যেন আগামী বঙ্গভাষারই অগ্রদূত। সংস্কৃতের বহিরাবরণ মোচন করিলে যেন তাঁহার প্রযুক্ত শব্দগুলি খাঁটি বাংলা শব্দ। বলিয়াই মনে হয়। নিজের রচনা সম্বন্ধে জয়দেব দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সহকারে বলিয়াছেন—সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব।

'গীতগোবিন্দে'র নিম্নলিখিত টীকাগুলি বিখ্যাত—কুম্ভের 'রসিকপ্রিয়া', শঙ্কর মিশ্রের 'রসমঞ্জরী' ও 'চৈতন্যদাসের 'বালবোধিনী'।

উক্ত কাব্য ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ জয়দেব রচনা করিযাছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁহার রচিত কতক শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলির কতক 'গীতগোবিন্দ' বহির্ভূত। এগুলি বিক্ষিপ্ত শ্লোক হিসাবেই রচিত কিম্বা অপর কোন কাব্যের অংশ, তাহা জানা যায় না।

জয়দেবের রচনার কয়েকটি নিদর্শন 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত হইল[১]।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

১। গীত ও শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ কালিদাস রায় মহাশয়কৃত

"মৃদু-লবঙ্গলতাফুল-পরশনে আমোদিত
মলয় সমীর বহে মন্দ,
বন-কুঞ্জকুটীরে করে মুখরিত অলিতান-
মিশ্রিত পিককলছন্দ।
কোথা কোন্ যুবতীর সনে নাচিছে সে বনে বনে
বিরহিণী রবে কি জীবন্ত ?"

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ।

"চূত মুকুলের সৌরভ যত
দিকে দিকে সখি যেতেছে ছুটে,
মধুলোভে তত অলিকুল আসে
সহকার শাখা কাঁপিয়া উঠে।

সেই মুকুলিত শাখায় শাখায়
পিককুল এসে করিছে ক্রীড়া,
কুহু কুহুরসকাকলী ঢালিয়া
বাড়ায় বিরহিকর্ণপীড়া।

বিরহের দাহে পীড়িত প্রবাসী
প্রাণসমা-বধূ-বদন স্মরে,
ধ্যানে লভি সেই ক্ষণিক সঙ্গ
কষ্টে জীবন যাপন করে।"

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশং
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥

"চারুচন্দ্রক আঁকা সুন্দর শিখিপাখা
বলয়িত হ'য়ে শোভে তাহার কেশে,
আয়ত সুষমাময় ইন্দ্রধনুতে যেন
নব জলধর শোভে রুচির বেশে।
পরিহাসে বিলাসে যে মানস হরে
মম মন রাসে সেই হরিরে স্মরে।

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযান
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্
ধীবসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী॥

"পাখীটি উড়িলে পাতাটি পড়িলে
ভাবে তুমি এলে বুঝি,
বচিযা শয়ন চকিত নয়ন
বনপথে মবে খুঁজি।
ধীব সমীবণে আজ
যমুনার কূলে আছ পথ চেয়ে
বনমালী রসবাজ।

জয়দেবেব নামাঙ্কিত 'প্রসন্নরাঘব' নামে একখানি নাটক আছে। 'গীত-গোবিন্দে'র জয়দেবেব সহিত অনেকে ইঁহাকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু, নাট্যকার জযদেব স্বীয পরিচযে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মহাদেব ও মাতা সুমিত্রা। এই পরিচয় হইতেই বুঝা যায়, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি।

অনৈক জয়দেবের নামাঙ্কিত 'শৃঙ্গারমাধবীচম্পূ' নামে একখানি গ্রন্থ আছে; এই জয়দেবেব কোন পরিচয় জানা নাই। কামশাস্ত্রবিষয়ক 'রতিমঞ্জরী' নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রন্থ জয়দেবের নামাঙ্কিত[১]। এই জযদেবের পরিচয় অজ্ঞাত। 'ছন্দ-সূত্রে'র রচয়িতা হিসাবে এক জয়দেবের পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি 'গীত-গোবিন্দ'কার জয়দেবের পূর্ববর্তী।

১। দ্রঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১১ সংখ্যক পুঁথি।

(ঙ) ঐতিহাসিক কাব্য

সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' ঐতিহাসিক বিষয়ে রচিত সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবির পরিচয় ও এই কাব্য রামায়ণ-মূলক কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাঙালী-রচিত অপর কয়েকটি ঐতিহাসিক কাব্যের পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

পদ্মনাভ মিশ্র[১]

ইনি ছিলেন কাশীনিবাসী বাঙালী পণ্ডিত। পদ্মনাভ-রচিত গ্রন্থসমূহে তাঁহার 'সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য' এই বিশেষণটি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে কেহ কেহ ইঁহার নাম প্রদ্যোতন ভট্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। পদ্মনাভের পিতা ছিলেন বলদেব মিশ্র[২] ও মাতা বিজয়শ্রী; তিনি সম্ভবতঃ খৃঃ ষোড়শ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পদ্মনাভ-রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বীরভদ্রদেবচম্পূ'; ইহাতে তদীয় পৃষ্ঠ-পোষক বীরভদ্র (বা,- রুদ্র) দেবের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। বীরভদ্র ছিলেন 'বঘেল' বংশীয় অযোধ্যারাজ বীরভানুর পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ।

'দশকুমারচরিতে'র পরিশিষ্টের একটি অংশ পদ্মনাভের নামাঙ্কিত দেখা যায়। ঐ পদ্মনাভ ও পদ্মনাভমিশ্র একই ব্যক্তি কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

চন্দ্রশেখর

'শূর্জনচরিত'[৩] নামক গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে চন্দ্রশেখরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—ইনি ছিলেন 'গৌড়ীয়' ও অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য। ইঁহার পিতার নাম ছিল জিতামিত্র এবং ইনি গ্রন্থখানি 'বিশ্বেশিতুঃ পত্তনে' অর্থাৎ বারাণসীতে

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য (ক) বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৬৩,
(খ) S. K. De . Sanskrit Poetics, I, p.223,

২। দীনেশ বাবুর মতে বলভদ্র (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৬৯)।

৩। সং যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৫১।

রচনা করিয়াছিলেন। শূর্জন ছিলেন সম্রাট্ আকবরের মিত্র। শূর্জনের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং, চন্দ্রশেখর আকবরের সমকালীন (খৃঃ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক) ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

'শূর্জনচরিত' বিংশতি সর্গে রচিত একখানি মহাকাব্য। যে শূর্জনের জীবনী অবলম্বনে ইহা রচিত, তিনি ছিলেন পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিক্য রায়ের বংশধর। প্রথমে আকবর শূর্জনকে আক্রমণ করেন, শূর্জন রণথম্বোর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে আকবরের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয় এবং সম্রাটের অনুরোধে তিনি উক্ত দুর্গ তাঁহাকে প্রদান করেন এবং পরিবর্তে আকবর শূর্জনকে নর্মদাতীরে, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ভূমি দান করেন। শূর্জন তীর্থযাত্রা করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথা হইতে প্রয়াগ হইয়া বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। বারাণসীতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে এবং তাঁহার মহিষীরা সতীদাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূর্জনের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র ভোজদেব পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন এবং গুজরাট যুদ্ধে আকবরের সহায়তা করেন। ভোজদেব নাকি সুহ্ম, বঙ্গ, বিদর্ভ, বিদেহ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। 'শূর্জন-চরিতে' শূর্জনের বংশাবলী ও উল্লিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে।

কাব্যখানি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহার কারণ এই যে, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এমন কাব্যের সংখ্যা খুব বেশী নাই যাহা হইতে অবিমিশ্র ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা যায়। 'শূর্জন-চরিত' সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাস্তব ঘটনাবলী ইহার উপজীব্য হইলেও ইহা শুষ্ক ইতিহাসই নহে। ইহাতে কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। শরৎকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

> চিরপ্রবাসাম্মিলিতং মরালং পক্ষানিলোদ্ধূতরঙ্গলীলা।
> প্রত্যুজ্জগামেব সমালপন্তী সরোজিনী ষট্পদঝংকৃতেন॥ ৭।১১

দীর্ঘকাল প্রবাসের পরে মরালের সহিত নলিনীর মিলন হইয়াছে; মরালের পক্ষসঞ্চালনজনিত বায়ুদ্বারা জলে তরঙ্গদোলা উত্থিত হইয়াছে। এই

অবস্থায় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত নলিনী যেন স্বাগত জানাইতে জানাইতে মরালকে প্রত্যুদ্‌গমন করিতেছে।

ইহাতে দীর্ঘ বিরহের পরে প্রিয়তমের সহিত প্রণয়নীর আনন্দচঞ্চল মিলনের একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

হরিরাজকর্তৃক পারসীকগণের ধ্বংসবর্ণনক্রমে কবি বলিয়াছেন—

কোদণ্ডং গাণ্ডিবস্থাপ্যুপচিতযশসশ্চণ্ডতাং পণ্ডয়ন্তং
দোর্দণ্ডোদ্দণ্ডদর্পপ্রকটিতবিকটধ্বানধন্বং ধুনানঃ।
কাণ্ডীবঃ কাণ্ডপাতৈরথ রিপুরথিনাং খণ্ডয়ন্মুণ্ডজালং
তস্তার স্ফারধারোদ্ধুরক্লধিরধুনীধোরণীভির্ধরিত্রীম্॥ ৪।৪৯

বিশ্রুত গাণ্ডীব হইতেও ভয়ঙ্কর ধনু কম্পিত করিতে করিতে, দুর্দমনীয় দর্পহেতু বিকট শব্দ করিয়া ধনুর্ধর সেই রাজা শরবর্ষণের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরগণের মুণ্ডরাশি ছেদন করিতে করিতে উদ্গত রুধিরস্রোতে ধরণী প্লাবিত করিলেন। এই শ্লোকে ছিন্নমস্ত বীরগণের চিত্র যেন পাঠকের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শ্লোকটিতে অনুপ্রাস ও রৌদ্ররসের উপযোগী বর্ণপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কবি উপমা, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ছন্দনৈপুণ্যও কবির যথেষ্ট আছে। ইন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, মালিনী, বসন্ততিলক, বংশস্থবিল, রথোদ্ধতা, স্রগ্ধরা, শার্দুলবিক্রীড়িত, শিখরিণী প্রভৃতি সুললিত ছন্দরচনায় কবি সিদ্ধহস্ত।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির[১] একমাত্র পুত্র ও ছাত্র ছিলেন গোবিন্দ।

গোবিন্দ-রচিত 'পদ্যমুক্তাবলী'[২] নামক একটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাব্যটিতে আছে একশত শ্লোকে সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর প্রশস্তি।

১। দূতকাব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। বিকানীর রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি (দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৫।)

(চ) স্তবস্তোত্র

বাংলাদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভক্তগণের মধ্যে অনেকে স্তবস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইঁহাদের উপজীব্য। সংস্কৃত স্তবস্তোত্রসমূহের মধ্যে শঙ্করাচার্যের বেদান্তদর্শন-প্রভাবিত রচনাগুলিই সমগ্র ভারতে বিখ্যাত। কিন্তু, শঙ্করের স্তবস্তোত্র ও বাঙালী বৈষ্ণবগণের রচিত স্তবস্তোত্রের মধ্যে বস্তুগত প্রভেদও যেমন, ভাব এবং ভাষাগত পার্থক্যও তেমনই। ভক্তচিত্তে রাধাকৃষ্ণলীলার উজ্জ্বলরসের যে চর্বণা তাহারই মনোজ্ঞ প্রকাশ বৈষ্ণব স্তবস্তোত্রগুলি। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, এই ধরণের রচনাগুলি অদ্যাবধি বৈষ্ণব ভক্তসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইলেও ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য উচ্চকোটির নহে। শঙ্করের রচনার সাবলীল ভঙ্গী এইরূপ অনেক রচনাতেই বিরল। তাহা ছাড়া, অলঙ্কারশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নিয়মে অধিকাংশ বৈষ্ণব স্তবস্তোত্রগুলি নিগড়িত। তবে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইহাদের জনপ্রিয়তার কারণ মধুররসাশ্রিত আধ্যাত্মিকতা। শঙ্কর যেমন বেদান্ত মতকে জনপ্রিয় রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই, তেমনই বৈষ্ণব স্তোত্ররচয়িতৃগণ উক্ত লীলাকে ভক্তসাধারণের বোধগম্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙালী বৈষ্ণব রচিত এই ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার আলোচনা সংক্ষেপে নিম্নে করা যাইতেছে।

এই রচনাগুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—স্তোত্র, গীত ও বিরুদ।

রামচন্দ্র কবিভারতী

ইনি অল্পবয়সেই শ্রুতি, স্মৃতি ও কাব্য প্রভৃতিতে পারদর্শী হন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগহেতু রামচন্দ্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া দেশত্যাগ পূর্বক সিংহলে চলিয়া যান। সেখানেই তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। সমসাময়িক সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু (১২২৫-৬০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করেন। সিংহলে রামচন্দ্র বৌদ্ধ আচার্য্য রাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বীয় গ্রন্থসমূহে

ইনি 'গৌড়দেশীয়' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আত্মপরিচয় হইতে আরও জানা যায় যে, ইঁহার জন্মস্থান ছিল বীরবতী নামক গ্রামে[১]; পিতার নাম গণপতি ও মাতা ছিলেন দেবী। তাঁহার অনুজদ্বয়ের নাম হলায়ুধ ও অঙ্গিরস। 'বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা' নামক রামচন্দ্র-রচিত গ্রন্থের রচনাকাল ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ।

'ভক্তিশতক'[২] ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে হিন্দুগণের ভক্তিতত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধদেবের স্তুতিগান করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রানুমোদিত পদ্ধতিতে কাব্যখানি ১০৭টি শ্লোকে রচিত।

বাসুদেব সার্বভৌম

ইনি ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক[৩]; চৈতন্য পুরীতে ইঁহাকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্র বাসুদেবের নামাঙ্কিত[৪]।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী

ইঁহার পরিচয় বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

ইঁহার রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত'[৫] বাংলা বৈষ্ণব স্তোত্রসাহিত্যে প্রাচীনতম এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রকাশিত সংস্করণে ১৪৩টি শ্লোক ১২টি বিভাগে বিন্যস্ত আছে; শ্লোকগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। চৈতন্য-দেবের স্তুতি শ্লোকগুলির বিষয়বস্তু; বিভাগগুলির নিম্নলিখিত নামকরণ হইতেই বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

স্তুতি, নতি, আশিস, ভক্তমহিমা, অভক্তনিন্দা, দৈন্য, উপাস্যনিষ্ঠা, উৎকর্ষ, অবতার, লোকশিক্ষা, রূপোল্লাস ও শোচন।

কৃষ্ণের অবতার হিসাবে নয়, চৈতন্যদেব স্বরূপতঃই পরমতত্ত্ব ও উপাস্য

১। কাহারও কাহারও মতে, বরেন্দ্রদেশের চিরবাটিকা গ্রামে।

২। Buddhist Text Society কর্তৃক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৩। নব্যন্যায়প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৪। দ্রঃ S. K. De. Some Bengal Vaisnava Works in Sanskrit, Indian Culture, I.

৫। বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) রাধারমণ প্রেস্ হইতে আনন্দীর 'রসিকাস্বাদিনী' টীকাসহ প্রকাশিত (১৯২৬)।

—নবদ্বীপের ভক্তগণের এই 'গৌরপারম্য' প্রবোধানন্দের রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। 'গৌরনাগরবর' আখ্যায় চৈতন্যকে অভিহিত করিয়া প্রবোধানন্দ চৈতন্য সম্বন্ধে নরহরি সরকার ও লোচনদাসের 'নাগরভাব'রূপ মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

এই স্তোত্রে চৈতন্যের প্রতি রচয়িতার গভীর ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে ভাবতন্ময় চৈতন্যদেব যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাঠকের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হন :—

অভূদ্ গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥

'বৃন্দাবনমহিমামৃত'[১] নামক একটি বিশাল গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। ইহা নাকি একশত শতকের সমষ্টি[২]! প্রকাশিত ১৭টি শতকে নানাবিধ ছন্দে ১৮৭১টি শ্লোক আছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বিবিধ লীলার বর্ণনা এবং ভাবনা এই শতকগুলির বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, এক বৃন্দাবনাশ্রিত লীলার বর্ণনায় রচিত এই শ্লোকরাশি পাঠকেব চিত্তে বৈচিত্র্যের পরিবর্তে বিরক্তিরই সৃষ্টি করে। রচয়িতার পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য হইলেও রচনার সরলতা যে ব্যাহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তি ও ভাবতন্ময়তার প্রত্যক্ষ বর্ণনায় যে বাস্তব স্পর্শে তাঁহার পূর্বোক্ত স্তোত্রটি সজীব হইয়াছে, তাহা নিছক কল্পনার রঙে বঞ্চিত বর্তমান গ্রন্থে দুর্লভ, ইহাতে বৈষ্ণবসমাজে বহুবিশ্রুত বৃন্দাবনলীলার গতানুগতিক বর্ণনা সাধারণ পাঠককে কাব্যানন্দদানে সফল হয় নাই।

১। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য S. K. De: Vaisnava Faith and Movement, পৃঃ ৯৮।

২। ১৭টি শতক হরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি কর্তৃক বৃন্দাবনে প্রকাশিত হইয়াছে(১৯৩৩-৩৭)।

রঘুনাথ দাস

ইঁহার জীবনী বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

রঘুনাথ-রচিত উনত্রিশটি স্তোত্র 'স্তবাবলী'[১] নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। স্তোত্রগুলি বিভিন্ন আকারের এবং নানা ছন্দে রচিত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্তোত্রের আলোচনা করা যাইতেছে।

'চৈতন্যাষ্টক'ও ও 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু' নামক স্তোত্র দুইটিতে চৈতন্য সম্বন্ধে রচয়িতার স্মৃতি ও তাঁহার প্রতি রঘুনাথের শ্রদ্ধা ও প্রণতি ব্যক্ত হইয়াছে। অনেকগুলি স্তোত্রে রাধাকৃষ্ণের রহস্যময় ও আদিরসাত্মক বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনা আছে। 'ব্রজবিলাসস্তব'-এ মথুরা ও দ্বারকার তুলনায় বৃন্দাবনের অধিকতর মাহাত্ম্য, রাধা ও কৃষ্ণের আত্মীয় স্বজন, গোপ ও গোপী প্রভৃতি এবং বৃন্দাবনের বিবিধ স্থান শ্রদ্ধাভরে বর্ণিত হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তির উপলব্ধি সম্বন্ধে কতক স্তব রচিত হইয়াছে; এইগুলিতে কবি নিজেকে রাধার দাসী স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সখ্যভাবে নয়, দাস্যভাবে রাধার সেবা করিবার সঙ্কল্প 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে ব্যক্ত হইয়াছে :—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

রাধার উপাসনা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না, কবির এই ধারণা মনোজ্ঞভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 'স্বসঙ্কল্পপ্রকাশে'র নিম্নোদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে :—

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণুম্
অনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কম্।
অসংভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥

১। বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) রাধারমণ প্রেস্ হইতে বঙ্গেশ্বরের টীকাসহ প্রকাশিত

রূপগোস্বামী

বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে খ্যাতনামা এই পণ্ডিতের পরিচয় ও জীবনকাল বৈষ্ণব দূতকাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

ইনি বহু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। 'স্তবমালা'[১] নামক গ্রন্থে রূপের এই জাতীয় রচনাগুলি জীবগোস্বামী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে স্তোত্রাদির সংখ্যা ৬৪। রূপের রচনাগুলি নানা ছন্দে লিখিত ও বিবিধ অলঙ্কারমণ্ডিত। রচনাগুলির মধ্যে 'অষ্টকে'র[২] প্রতি কবির প্রীতি লক্ষণীয়। উক্ত সংগ্রহ গ্রন্থে প্রথম তিনটি অষ্টক চৈতন্যদেব সম্বন্ধে রচিত। অবশিষ্ট স্তোত্রাদির উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। বিষয়ের অভিনবত্ব না থাকিলেও তাঁহার রচনাবলীর প্রসাদ, সুকুমারতা ও মাধুর্য প্রভৃতি গুণ উপভোগ্য। তাঁহার রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'কুঞ্জবিহার্যষ্টক' হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ইন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণঃ
ফুল্লনীপকুসুমাঞ্চিতকর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী
সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥

নিম্নলিখিত শ্লোকটি 'মুকুন্দমুক্তাবলী' হইতে উদ্ধৃত :—

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণম্
বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূড়ম্
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্॥

অন্যান্য স্তোত্রগুলির মধ্যে 'উৎকলিকাবল্লরী' ও 'স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিরুদশ্রেণীর রচনার সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—গদ্যপদ্যময়ী

১। প্রকাশিত (ক) রাধারমণ প্রেস্, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ),
(খ) নির্ণয়সাগর প্রেস্, বোম্বাই, ১৯০৩।
(বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকাসহ)।

২। আটটি শ্লোকে সম্পূর্ণ স্তোত্র।

রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে (সাহিত্যদর্পণ, ৬।৩৩৬)। কিন্তু, এই জাতীয় রচনার প্রাচীনতর নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাঙালী বৈষ্ণবগণের বিরুদ কাব্যের সাধারণ লক্ষণ এই যে, এই ধরণের রচনায় থাকে অনুপ্রাসবহুল তালবদ্ধ গদ্য পংক্তি ও পদ্যের সংমিশ্রণ। চম্পূকাব্যও গদ্যপদ্যময়; কিন্তু, চম্পূতে 'শব্দডম্বর' এবং শব্দালঙ্কারবহুল গদ্য থাকেনা।

রূপগোস্বামীব 'গোবিন্দবিরুদাবলী' হইতে কতক গদ্যপংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

কাননারব্ধকাকলীশব্দ
পাটবাকৃষ্ট গোপিকাদৃষ্ট
চাতুরীজুষ্টরাধিকাতুষ্ট
কামিনীলক্ষমোহনে দক্ষ
ভামিনীপক্ষ মামমুং রক্ষ।

বিরুদশ্রেণীর রচনাগুলিতে উচ্চকোটির কবিত্ব হয়ত নাই; কিন্তু, বাংলা দেশে প্রবর্তিত একটি বিশেষ ধবণের সাহিত্যিক রচনা হিসাবে এইগুলির মূল্য নগণ্য নহে।

'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ' রূপ-রচিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিরুদকাব্য।

উল্লিখিত স্তোত্র এবং বিরুদ ছাড়াও রূপগোস্বামী বহু গীত রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত 'গীতাবলী'তে ৪১টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অনুকবণে বাগসম্বলিত আছে। কৃষ্ণজন্ম, বসন্তপঞ্চমী, দোল ও বাস——কৃষ্ণ-লীলার এই চারিটি মনোবম বিষয় অবলম্বনে গীতগুলি বচিত। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত প্রকার নায়িকাবস্থায় বাধার মনোহব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে:—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তবিতা, প্রোষিতপতিকা ও স্বাধীনভর্তৃকা। গীতগুলিতে স্বরচিত রসশাস্ত্রের উদাহরণ রূপের লক্ষ্য হইলেও তাঁহার কবিত্বের উজ্জ্বল স্ফুরণ বিরল নহে। রূপের গীতেব একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

(রাগ ধনাশ্রী)

কোমলশশিকররম্যবনান্তরনির্মিতগীতবিলাস।
তূর্ণসমাগতবল্লভযৌবতবীক্ষণকৃতপরিহাস॥

জয় জয় ভানুসুতাতটরঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃতদিব্যরসাবৃত মঙ্গলরাসবিহার ॥

... ...

অম্ববিগাহননন্দিত নিজজনমণ্ডিতযমুনাতীর।
সুখসংবিদ্‌ঘনপূর্ণসনাতন নির্মলনীলশরীর ॥

মধুসূদন সরস্বতী

মধুসূদনের পরিচয় ও জীবনকাল দর্শন প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

তদ্রচিত স্তোত্রকাব্যের নাম 'আনন্দমন্দাকিনী'[১]। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের ১০২টি শ্লোকে ইহাতে কৃষ্ণের স্তুতি করা হইয়াছে। এই কাব্যটিতে রচয়িতার গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী[২] 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী'[৩] রচনা করিয়াছিলেন।

(ছ) কোশকাব্য

ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় anthology, সংস্কৃতে তাহারই নাম কোশ-কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু কোশকাব্য সংকলিত হইয়াছিল। এই কাব্যের সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলিয়াছেন[৪] :—

কোশঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, কোশকাব্যে পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকাবলী বিভিন্ন প্রকরণে সংগৃহীত হয়; প্রকরণগুলি 'ব্রজ্যা' নামে অভিহিত হয়।

সংস্কৃতে যে সকল কোশকাব্য আছে, উহাদের মধ্যে বহু কবির রচনা সংকলিত হইয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে যেমন কালিদাসাদি মহাকবি

১। সং (ক) কাব্যমালা, গুচ্ছক ২,
(খ) 'পণ্ডিত' পত্রিকা, নূতন গ্রন্থমালা, ১, ১৮৭৬-৭৭।

২। ইঁহার পরিচয়ের জন্য বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৫০।

৪। সাহিত্যদর্পণ—৬।৩০৮।

আছেন, তেমন অনেক অখ্যাত কাব্যকারও আছেন। কোশকাব্যগুলিতে এমন কবির রচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের অপর কোন সাহিত্যকৃতির নিদর্শন নাই বা অন্য কোন প্রকার পরিচয়ও পাওয়া যায় না।

ঈদৃশ সংকলনগ্রন্থের প্রয়োজন তখনই অনুভূত হয়, যখন সাহিত্যের পরিপুষ্টিহেতু নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশালতা ও বৈচিত্র্য বহু শতাব্দী পূর্বেই সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণকে সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে[১] দণ্ডী (খৃঃ ৮ম শতক) কোশকাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে এইরূপ কাব্যের ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম উল্লেখ।

বিদ্যাকর

বাঙালীর গৌরবের বিষয় এই যে, উপলভ্যমান কোশকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ 'সুভাষিতরত্নকোশ'[২] বাঙালী বিদ্যাকরের[৩] সংকলন। বিদ্যা-করের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি পালরাজত্বের শেষভাগের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কোশকাব্যের সংকলনকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রথম ব্রজ্যার নাম সুগতব্রজ্যা; ইহা হইতে বিদ্যাকরকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করা

১। ১।১৩।

২। সং Harvard Oriental Series, 1957

এই গ্রন্থেরই একটি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে F. W. Thomas 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৯১২)। ঐ গ্রন্থে সংকলনের বা সংকলয়িতার কোন নাম ছিলনা। সংকলনটির আদ্য শ্লোক (নানাকবীন্দ্রবচনানি ইত্যাদি) হইতে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামটি অনুমান করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণটি যে সকল পুঁথির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলি হইতে মনে হয় যে, এই কোশকাব্যটি একটি দীর্ঘ ও একটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রচলিত ছিল।

৩। ইঁহার জীবনী ও কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সুভাষিতরত্নকোশ', HOS, 1957 (Introduction)।

স্বাভাবিক। 'সুভাষিতরত্নকোশ' এর সম্পাদকগণ মনে করেন যে, গ্রন্থটি বাংলাদেশের তদানীন্তন জগদ্দলবিহারে সংকলিত হইয়াছিল।

বিদ্যাকরের গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। প্রথমতঃ, বিদ্যাকর নামে যে একজন এত বড় সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা একমাত্র ইহা হইতেই জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এমন কতক কবির শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের অন্য কোন পরিচয় নাই অথবা অন্য কোন কোশকাব্যে যাঁহাদের রচনা স্থান লাভ করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল্লণ ও বুদ্ধাকবগুপ্তের নাম করা যায়।

ক্ষেমীশ্বরের নামাঙ্কিত কোন শ্লোক 'সুভাষিতরত্নকোশ' ব্যতীত অপর কোন প্রধান কোশকাব্যে উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা হইতে মনে করা স্বাভাবিক যে, ক্ষেমীশ্বর বাংলার পালরাজ প্রথম মহীপালেব সভাকবি ছিলেন, কনৌজবাজ মহীপালেব নহে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ পালরাজাশ্রিত বাঙালী সংকলয়িতা বিদ্যাকব স্বীয় সংকলনে ক্ষেমীশ্বরেব শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারেন নাই।

বিদ্যাকরেব গ্রন্থে যে চক্রপাণি, পুরুষোত্তমদেব, শূলপাণি প্রভৃতিব নামাঙ্কিত শ্লোক আছে, তাঁহাবা সম্ভবতঃ যথাক্রমে বাংলাদেশের বৈদ্যকশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, বৈযাকবণ পুরুষোত্তম ও স্মার্ত শূলপাণি। এই কাব্যে যে সকল কবিব শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকের নাম 'ওক'-অন্ত; যেমন, অঙ্গোক, ডিম্বোক, বিত্তোক, যাগোক, ললিতোক, সরোক, সিদ্ধোক, সোন্নোক, হিঙ্গোক ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে মনে করেন, এই 'ওক'-অন্ত নামগুলি বাঙালী কবিগণেব।

বিদ্যাকরের গ্রন্থে এবং শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত সাধারণ (common) শ্লোকসংখ্যা ৬২৩টি। ইহা হইতে মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে (খৃঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) শ্রীধর বিদ্যাকবের সংকলন হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সুভাবিতরত্নকোশ'-এর ৯২৩ সংখ্যক শ্লোকটি ধোয়ীকের নামাঙ্কিত; ইহাতে নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছে। ঠিক এই শ্লোকটিই 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' (১।৮৪।৫) যোগেশ্বরের নামাঙ্কিত। ধোয়ী সম্বন্ধে সমকালীন শ্রীধরের সাক্ষ্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য। সুতরাং, পূর্বোক্ত গ্রন্থে ধোয়ীর নামটি ভ্রমাত্মক

মনে হয়। এই অনুমানের সমর্থনে বলা যায় যে, 'সুভাষিতরত্নকোশ'এর একটি মাত্র পুঁথিতে উক্ত শ্লোকটি আছে এবং সেই পুঁথিটি অনেক স্থলেই নির্ভর-যোগ্য নহে।

বিদ্যাকরের গ্রন্থ ভিন্ন গ্রন্থান্তরে যে সকল কবির কোন উল্লেখ নাই, তাঁহাদের দুই একজনের রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উপৈতি ক্ষারাব্ধিং সহতি বহুবাতব্যতিকরং
পুরো নানাভঙ্গানমুভবতি পশ্চৈষ জলদঃ।
কথংচিল্লব্ধানি প্রবিতরতি তোয়ানি জগতে
গুণং বা দোষং বা গণয়তি ন দানব্যসনিতা॥ (বল্লণস্য)

[দেখ, এই জলধর পুরোভাগে লবণাক্ত সমুদ্রের সমীপে গমন করে, ঝঞ্ঝা সহ্য করে, নানা অবস্থাবিপর্যয় অনুভব করে (এবং) কষ্টসঞ্চিত বারিরাশি জগৎকে বিতরণ করে। দানব্যসনিতা গুণ বা দোষের অপেক্ষা করেনা।]

কিংপাক পাকে বহিরেব রক্ত তিক্তাসিতান্তর্দৃশি কান্তিমেষি।
এতাবতা কাকমপাস্য কস্য হৃৎপ্রীতিভিত্তিস্ত্বমিদং ন জানে॥
(বুদ্ধাকরগুপ্তস্য)

[হে মাকাল, তুমি পক্ব হইলে বাহিরেই রক্তবর্ণ (কিন্তু) ভিতরে তিক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ; তুমি দেখিতে কান্তিমান্। জানিনা, তুমি ইহাদ্বারা কাক ভিন্ন অপর কাহার হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার কর।]

আশ্চর্যমূর্জিতমিদং কিমু কিং মদীয়শ্চিত্তভ্রমো যদয়মিন্দুরনম্বরেঽপি।
তত্রাপি কাপি নমু চিত্রপরম্পরেয়মুজ্জৃম্ভিতং কুবলয়দ্বিতয়ং যদত্র॥
(শ্রীহর্ষপালদেবস্য[১])

[আকাশ না হইলেও এখানে যে চন্দ্র (দেখা যাইতেছে), ইহা কি মহৎ কোন আশ্চর্য না আমার চিত্তবিভ্রম! ইহাতে (আবার) যে দুইটি নীল কুমুদ বিকসিত হইয়াছে, তাহারা যেন অনির্বচনীয় চিত্রপরম্পরা!]

১। পালবংশীয় কোন যুবরাজ বলিয়া বিবেচিত।

শ্রীধরদাস

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ইঁহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ইঁহার পিতা বটুদাস ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সখা ও লেখক। শ্রীধর নিজেও ছিলেন ঐ রাজার অধীনে 'মহামাণ্ডলিক'।

শ্রীধরকর্তৃক সংকলিত কোশকাব্যের নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বা 'সূক্তিকর্ণামৃত'[১]। ইহা 'প্রবাহ' নামে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রবাহগুলি এই:— দেবপ্রবাহ, শৃঙ্গারপ্রবাহ, চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চাবচপ্রবাহ। প্রতিটি প্রবাহ কতক 'বীচি'তে বিভক্ত। পাঁচ পাঁচটি শ্লোক লইয়া এক একটি বীচি বিন্যস্ত হইয়াছে[২]। দেবতার লীলা ও মহাত্ম্য, প্রেম ও উহার বিভিন্ন অবস্থা, প্রাকৃতিক বর্ণনা, রাজস্তুতি, বীররস, পার্থিব বিষয় এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে শ্লোক এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। যে কবিগণেব শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ৪৮৫। যে কবিগণের নাম অজ্ঞাত, তাঁহাদের শ্লোকগুলি 'কস্যচিৎ' বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে।

কোশকাব্যমাত্রেরই যে সাহিত্যিক মূল্য, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহার শ্লোকগুলি পাঠকের চিত্তমুকুরে নানা রস রসান্তরের প্রতিফলনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, শ্রীধর বহু কবিকে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া স্মৃতির আলোকে চির-সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। বাংলাদেশের পক্ষে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। তাহা এই যে, গৌড়বঙ্গীয় যে সকল কবির পদ্যরত্ন অন্যত্র স্থান লাভ করে নাই, সেগুলি শ্রীধরের অমৃতসাগরে নিহিত আছে। লক্ষ্মণসেনের সভার শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ও জয়দেব—এই পঞ্চরত্ন ব্যতীতও এমন কতক কবির শ্লোক এই সংকলনে উদ্ধৃত হইয়াছে, যাঁহাদের নামগুলি স্পষ্টতঃই বাঙালীর। নিদর্শনস্বরূপ জলচন্দ্র, বৈদ্যগদাধর, চন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির নাম

১। সং (ক) রামাবতার শর্ম্মা, লাহোর, ১৯৩৩,
(খ) ঐ, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা (আংশিক)।

২। লাহোর সংস্করণে কতক শ্লোক অংশতঃ এবং কতক সম্পূর্ণ লুপ্ত।

উল্লেখযোগ্য। রাজা লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের কতক শ্লোক শ্রীধর উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাবদেবী, বিদ্যা, বিকটনিতম্বা প্রভৃতি কতক মহিলা কবির শ্লোক শ্রীধরের কাব্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীধরের কাব্যের দেবপ্রবাহে অন্য দেবতার তুলনায় বিষ্ণুবিষয়ক শ্লোকের সংখ্যা অধিকতর; ইহা হইতে মনে হয়, শ্রীধর ছিলেন বৈষ্ণব।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত কেশবসেনের একটি শ্লোক এইরূপ :—

আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥ (১।৫৪।৫)

[আজ উৎসবে আমাকর্তৃক নিমন্ত্রিতা হইয়া ইনি শূন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ভৃত্য প্রমত্ত; কুলবালা একাকী কি করিয়া যাইবেন? অতএব, হে বৎস, ইঁহাকে তুমি গৃহে লইয়া যাও—যশোদার এই বাক্যসমূহ শ্রুত হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের মধুর স্মিতহাস্যময় অলস নেত্রনিচয় জয়লাভ করিতেছে।]

লক্ষ্মণসেনের নামাঙ্কিত একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তির্যক্‌কন্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসস্ফুর-
দ্বর্হোত্তংসিতকেশপাশমনৃজুভ্রূবল্লবীবিভ্রমম্।
গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধানন-
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতু বঃ॥ (১।৫৭।২)

[গোপবেশধারী বিষ্ণুর বদনমণ্ডল আপনাদিগকে রক্ষা করুক; তাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র, কর্ণভূষণ স্কন্ধদেশে মিলিত, কেশগুচ্ছ উজ্জ্বল ময়ূরপুচ্ছে শোভিত, মুখখানি কুটিল ভ্রূলতাবিলাসযুক্ত, অধরপুট বাদ্যমান বংশীতে নিবদ্ধ, নয়নযুগল সকৌতুক রাধাননে ন্যস্ত ও ঈষৎ নিমীলিত।]

ভাবদেবীর নামের সহিত যুক্ত শ্লোকটি এইরূপ :—

কিং পাদান্তে পতসি স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কংচিৎকালং ক্বচিদসি রতস্তেন কস্তেঽপরাধঃ।

আগস্কাবিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি ননু ত্বং ময়ৈবানুনেয়ঃ ॥ (২।৪৭।১)

[পদপ্রান্তে কেন পতিত হইতেছ ? স্বামিগণ ত স্বাধীন। কিছুকালের জন্য কোথাও রমণ করিয়াছ, (তাহাতে) তোমার অপরাধ কি ? আমিই অপরাধিণী; কারণ, তোমার বিরহে আমি জীবিত আছি। পত্নীরা পতিপ্রাণা—সুতরাং, তোমারই অনুনয় আমার করা উচিত।]

বিদ্যারচিত একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল : -

শুকতুণ্ডচ্ছবি সবিতুশ্চণ্ডরুচঃ পুণ্ডরীকবনবন্ধোঃ।
মণ্ডলমুদিতং বন্দে কুণ্ডলমাখণ্ডলাশায়াঃ ॥ (১।২।৩)

[পদ্মবনবন্ধু প্রখরদ্যুতিমান্ সূর্যমণ্ডল উদিত হইয়াছে, উহাকে প্রণাম করি ; উহার কান্তি শুকচঞ্চুর ন্যায় এবং উহা ইন্দ্রাধিষ্ঠিত দিঙ্মণ্ডলের কুণ্ডলস্বরূপ।]

রূপগোস্বামী

ইঁহার জীবনী দূতকাব্যপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইবে।

রূপ-সংকলিত কোশকাব্য 'পদ্যাবলী'[১] প্রখ্যাত। অন্যান্য কোশকাব্যের তুলনায় এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক শ্লোকসমূহই সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে ১২৫ এরও অধিকসংখ্যক কবির রচিত ৩৮৬টি শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে রূপের স্বরচিত শ্লোকও স্থান পাইয়াছে। 'পদ্যাবলী'র অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অমরু, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবি-রচিত কতক শ্লোক সংগ্রহকার উদ্ধৃত করিয়া সেই সকল শ্লোক রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শব্দের পরিবর্তনও করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্লোকগুলি যেভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রোক্ত আলঙ্কারিক বিভাগেরই উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থটি সংকলিত হইয়াছিল।

'অমরুশতকে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি যে কোন কলহান্তরিতা নায়িকার পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু, 'পদ্যাবলী'তে ইহা রাধার পক্ষে প্রযোজ্য।

১। সং এস্ কে. দে, ঢাকা, ১৯৩৪।

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ॥ (২২৯)

[ওগো সরলে· প্রেমের পরিণাম বিবেচনা না করিয়া, বন্ধুগণকে গ্রাহ্য না করিয়া তুমি সহসা প্রিয়জনের প্রতি কেন মান করিয়াছ? বিরহানলে উদ্দীপ্যমান শিখাবিশিষ্ট এই অঙ্গারসমূহ তুমি স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়াছ; সম্প্রতি অরণ্যরোদনে ফল কি?]

'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত অজ্ঞাতনামা কবির দুই একটি শ্লোক এইরূপ :—

অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলিলবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাম্।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায়[১] তস্মৈ নমঃ॥

কস্যচিৎ (পদ্যাবলী—৬)

[অদ্ভুত লীলাবিলাসী সেই কৃষ্ণকে নমস্কার, যাঁহার ইচ্ছায় সমুদ্র স্থলত্ব, স্থল উদধিত্ব, ধূলিকণা শৈলত্ব, পর্বত মৃৎকণত্ব, তৃণ বজ্রত্ব, বজ্র তৃণক্ষীণত্ব, অগ্নি শীতলত্ব ও হিম অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়।]

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণ[২]নাম॥

কস্যচিৎ (পদ্যাবলী—১৯)

[সেই কৃষ্ণনাম আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করুক, যে নাম সমস্ত মঙ্গলের আশ্রয়, কলির পাপনাশক, সর্বাপেক্ষা পবিত্র, যাহা মুক্তিকামী ব্যক্তির পরমপদপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কথিত হয়, যাহা শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনার বিশ্রামস্থান, সাধু ব্যক্তিগণের প্রাণ ও ধর্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ।]

১। 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি', 'সুভাষিতাবলী' প্রভৃতি কোশকাব্যে 'দেবায়' পাঠ আছে।
২। 'পদ্যাবলী'র কোন কোন প্রতিলিপিতে 'রাম' শব্দটি আছে।

'পদ্যাবলী'তে 'ভগবৎ'-নামাঙ্কিত যে আটটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (অন্ত্য—২০।৬৪-৬৫) শিক্ষাষ্টক নামে চৈতন্যের নামাঙ্কিত দেখা যায়।

বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন

'ভ্রমরদূত'-রচয়িতা রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির[১] কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বিশ্বনাথ। তদ্রচিত কোশকাব্যের নাম 'সূক্তিমুক্তাবলী'[২]; ইহা ১২২টি শ্লোকে রচিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১)

ইনি 'শ্লোকমঞ্জরী'[৩] নামক গ্রন্থে ১৭৩টি উদ্ভট শ্লোক সংকলিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৪০টি আদিরসাত্মক শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই গ্রন্থ হইতে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

মদ্‌গেহে মুষলীব মূষিকবধূর্মূষীব মার্জারিকা
মার্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যঃ কিমন্যো জনঃ।
মূর্ছাপন্নশিশূনস্থন্ বিজহতঃ সংবীক্ষ্য ঝিল্লীরবৈ-
র্লূতাতন্তুবিতানসংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি॥ (১১)

[দারিদ্র্যের চিত্র—

আমার বাড়ীতে মূষিক মুষলের ন্যায়, বিড়াল ইঁদুরের ন্যায়, কুকুর বিড়ালের ন্যায়, গৃহিণী কুক্কুরীর ন্যায়; অন্যের কথা আর বক্তব্য কি? ঝিল্লীরবে মূর্ছিত শিশুদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া মাকড়সার জালে মুখ আবৃত করিয়া চুল্লী দীর্ঘকাল যাবৎ রোদন করিতেছে।]

কো ভাতি ভালে ববর্ণিনীনাং, কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ, সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে॥

[রমণীগণের কপালে কি শোভা পায়? কোন্ অভাগিনী নারী বসন্ত-

১। দূতকাব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। বিকানীর রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি।

৩। প্রকাশিত, কলিকতা, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

রজনীতে রোদন করেন? শিব কোথায় চন্দ্রকে ধারণ করেন? সিন্দুরবিন্দু, বিধবা, কপালে।[১]]

কৃষ্ণকান্ত কবি

ইঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইনি 'সৎকাব্য-কল্পদ্রুম'[২] নামক একখানি কোশকাব্য দুইখণ্ডে সংকলিত করেন; প্রথম খণ্ডে শ্লোকসংখ্যা ৭২৫, দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০৩। ইহাতে বিভিন্ন কবির শ্লোকসমূহের সঙ্গে সংকলয়িতার স্বরচিত শ্লোকও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার লিপিকাল ১৭৯৫ শকাব্দ (= ১৮৭৩ খৃঃ)।

চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (তর্করত্ন)

ইনি 'উদ্ভটচন্দ্রিকা'[৩] নামক একখানি কোশকাব্য সংকলন করেন। ইহাতে প্রধানতঃ অজ্ঞাতনামা কবিগণের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে; কতক শ্লোকে কবির নামোল্লেখও আছে। এই গ্রন্থে কোন বিষয়বিভাগ নাই। গ্রন্থটি হইতে কয়েকটি কৌতুককর শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সমস্যা[৪]—রাহুর্দিবা গ্রসতি পর্ব বিনা কিলেন্দুম্।

[পর্বদিন ব্যতীত রাহু দিনের বেলা চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে।]

কাংচিদ্দিনার্ধসময়ে রবিরশ্মিতপ্তাং
নীলাংশুকাঞ্চলনিলীনমুখেন্দুবিম্বাম্।
তাং তাদৃশীং সমনুবীক্ষ্য কবির্জগাদ
রাহুর্দিবা গ্রসতি পর্ব বিনা কিলেন্দুম্॥ (৩।১৭)

[সংকলয়িতার অনুবাদ—

মধ্যাহ্নসময়ে প্রখর সূর্যকিরণে সন্তপ্তা হইয়া কোন কামিনী নীল বসন

১। প্রথম তিন পাদে প্রশ্ন, শেষ পাদে উত্তর।

২। Mitra: Notices, No. 1163, 1164.

৩। 'চন্দ্রিকাসদ্বিবৃতি' টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ দুইখণ্ড প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৯।

৪। পূর্বে পণ্ডিতগণের অবসরবিনোদের জন্য অথবা বিদ্যাপরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন একজন একটি সমস্যা উত্থাপন করিতেন। অপর কেহ উহা পূরণ করিতেন। এখানে এরূপ একটি সমস্যা ও উহার সমাধান দেওয়া হইয়াছে।

দ্বারা স্বকীয় মুখচন্দ্র আচ্ছাদন করিয়া চলিতেছিল। তদ্দর্শনে কোন কবি কহিলেন, পর্বদিবস ব্যতীতও দিবাভাগে চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে।]

বাংলামিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক :—

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরঃ পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে
শ্রুত্বা লল্লেতি বাণীং মুরসিদনিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ।
খাসী মুরগী সুখানা কিছু ভবিতা মৎপিতুশ্চালসেখানা
শেখশ্রী নূরনামা গলধৃতবসনঃ শুদ্ধসম্পাদনীয়া॥ (পরিশিষ্ট—৪)

[বঙ্গের নবাব (?) নূরউদ্দিন কর্তৃক তদীয় পিতৃশ্রাদ্ধে দেশীয় ব্রাহ্মণগণের আহ্বান :—

আমার পিতা পশ্চিমমুখ হইয়া খোদার চরণযুগল ভজনা করিতে করিতে মুরসিদের[১] নিকট 'লল্লা' 'লল্লা' শব্দ শুনিয়া মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই মদীয় পিতার চালসেখানায়[২] খাসী মুরগী প্রভৃতি সুখাদ্য এবং কদু (=লাউ) ও কিছু হইবে। শেখ নূর নামক ব্যক্তি গলবস্ত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছে আপনারা উহা শুদ্ধরূপে সম্পাদন করুন।]

বড়ৌজাঃ পুরা পৃষ্টবান্ পদ্মযোনিং
ধরিত্রীতলে সারভূতং কিমস্তি।
চতুর্ভির্মুখৈরিত্যবোচদ্বিরিঞ্চি-
স্তমাখুস্তমাখুস্তমাখুস্তমাখুঃ॥ (পরিশিষ্ট—৬)

[ইন্দ্র পুরাকালে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পৃথিবীতে সারবস্তু কি আছে? ব্রহ্মা চতুর্মুখে উত্তর দিলেন—তামাক, তামাক, তামাক, তামাক।]

পূর্ণচন্দ্র দে

হুগলী জিলাধীন ভদ্রকালী-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ছিলেন রামচন্দ্রের পৌত্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র। ইনি খৃঃ ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পূর্বে পরলোক গমন করেন। উদ্ভট কবিতার বিশাল সংকলন করেন বলিয়া ইঁহাকে 'উদ্ভটসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১। মুরসিদ—ভজনালয়।

২। মুসলমানগণের আদ্যশ্রাদ্ধ চল্লিশ দিনে হয় বলিয়া উহার এই নাম।

পূর্ণচন্দ্রের সংকলনের নামও 'উদ্ভটসাগর'[১]; ইহাতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা বহু কবির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংকলয়িতা কিছু স্বরচিত শ্লোকও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি 'প্রবাহ' নামক কতক অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি 'তরঙ্গ' নামক বিভাগ আছে;

এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্ত্বং যদি পাসি পালক তদা কীর্তিশ্চিরং স্থাস্যতি[২] ॥

(৩৯১—ক)

[এই সংস্কৃত শিক্ষালয়সরোবরে আপনার স্থাপিত সুধীহংসগণ কালবশে, আপনি দূরে চলিয়া যাওয়ায়, পক্ষহীন হইয়াছে। উহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ঐ সরোবরতীরে শরধারী ব্যাধগণ বাস করিতেছে। হে রক্ষক, তাহাদের নিকট হইতে যদি আপনি (পণ্ডিতগণকে) রক্ষা করেন, তাহা হইলে (আপনার) কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে।]

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসনমহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥[৩]

(৩৯১—গ)

[কলিকাতা নগরে গোলদীঘির বৃক্ষসঙ্কুল তীরে সংস্কৃত পাঠাগার নামক ক্ষীণাঙ্গ হরিণ সঙ্গিহীন হইয়া আছে। সশঙ্ক সেই হরিণকে হত্যা করিবার জন্য

১। প্রকাশিত, কলিকাতা।

২। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিলোপকামনায় তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিংকে অনুরোধ করিলে ঐ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক মঃ মঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মর্মাহত হইয়া সংস্কৃতানুরাগী উইলসন্ সাহেবের নিকট এই শ্লোকটি পাঠান।

৩। উল্লিখিত উপলক্ষ্যে উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ উইলসন্ সাহেবের নিকট এই শ্লোক পাঠাইয়াছিলেন।

ব্যাধশ্রেষ্ঠ মেকলে তীক্ষ্ণশর ধারণ করিয়া আছেন। সেই হরিণ অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতেছে—ওগো উইল্‌সন্‌ মহোদয়, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।]

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহু প্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ-
র্দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে ॥[১] (৩৯১—ঘ)

[নিতান্ত ক্ষীণ দূর্বা বহু জীবের শত শত পদাঘাতে নিত্য পিষ্ট হইয়াও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সূর্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়াও, সর্বদা ছাগাদি কর্তৃক চর্বিত হইয়াও, কোদালসমূহের দ্বারা মৃষ্ট হইয়াও মরে না; দুর্বলের প্রতি বিধাতার দয়া আছে।]

অব্ধিং গোষ্পদবৎ পবিং যবসবৎ সূর্যং চ খদ্যোতবদ্
মেরুং মৃৎকণবদ্ দবং তুহিনবদ্ ভূমীপতিং ভৃত্যবৎ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবদ্ দেহং নিজং ভারবদ্
ভক্তঃ পশ্যতি যস্য তদ্ বিজয়তাং নস্যং পরব্রহ্মবৎ ॥[২] (৩৯৭)

[যে নস্যের ভক্ত সমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায়, বজ্রকে তৃণের ন্যায়, সূর্যকে জোনাকীর ন্যায়, মেরুপর্বতকে মৃৎকণার ন্যায়, দাবানলকে তুষারের ন্যায়, রাজাকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় এবং স্বীয় দেহকে ভারের ন্যায় মনে করে, সেই পরমব্রহ্মসদৃশ নস্যের জয় হউক।]

(জ) দূতকাব্য

('কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে .....লিখেছিলে মেঘদূত'?—এই প্রশ্ন সম্ভবতঃ বাঙালীর চিত্ত দীর্ঘকাল হইতেই আলোড়িত করিতেছিল। কবিগুরু সেই মনোগত প্রশ্নের বাঙ্‌ময় রূপ দিয়াছেন। 'মেঘদূত' যে বাঙালী কবির মনে কী প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই দেশে রচিত পঁচিশটিরও অধিক দূতকাব্য।

১। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট উইল্‌সনের উত্তর।

২। উদ্ভটসাগর মহাশয়ের স্বরচিত শ্লোক।

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় দূতকাব্যগুলির মধ্যে ধোয়ীর 'পবনদূত' প্রাচীনতম। ইনি ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। সুতরাং, ইনি নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে দুই শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশে কোন দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। পঞ্চদশ শতকে রচিত একটি দূতকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিষ্ণুদাসের 'মনোদূত'। লক্ষ্য করা যায় যে, 'মনোদূত' হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শতক পর্যন্ত যে দূতকাব্যগুলি বাংলাদেশে রচিত হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত। ইহাদের কোনটিতে দূতপ্রেরক স্বয়ং কৃষ্ণ ও উদ্দেশ্য গোপীগণ, কোনটিতে বা বিপরীত। আবার, কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেশ্য। রূপ গোস্বামীর 'উদ্ধবসন্দেশে' কৃষ্ণ প্রেরক ও বৃন্দাবনের গোপীগণ উদ্দেশ্য। ইহার বিপরীত ব্যাপারটি বর্ণিত হইয়াছে মাধবের 'উদ্ধবদূতে'। বিষ্ণুদাসের 'মনোদূতে' ভক্ত স্বীয় মনকে কৃষ্ণসমীপে প্রেরণ করিতেছেন। পঞ্চদশ শতক হইতে রচিত দূতকাব্যগুলিতে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব স্বাভাবিক। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত বঙ্গীয় দূতকাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব পুরাণাদির, বিশেষতঃ 'ভাগবতে'র, প্রভাব সুস্পষ্ট; যেমন, উল্লিখিত 'উদ্ধবসন্দেশ' স্পষ্টতঃই 'ভাগবতে'র (১০।৪৭) আখ্যান অবলম্বনে রচিত। 'উদ্ধবদূতে'র কবিও নিশ্চয়ই এই আখ্যান মনে করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত উদ্ধবকে গোপীগণের প্রতিদূত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম 'ভাগবতে'র দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। সুতরাং, এই কাব্যগুলিতে 'ভাগবত'-প্রভাব বিস্ময়কর নহে। এই দেশের অধিকাংশ দূতকাব্যে বৈষ্ণবধর্মের এই প্রভাব বদ্ধমূল বলিয়া দূতকাব্যগুলিকে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবেতর—এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

পরবর্তী দূতকাব্যগুলির আদর্শ 'মেঘদূত'ও 'ঘটকর্পরকাব্য'[১] সন্দেহ নাই। কিন্তু, মূল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গীয় কবিগণ যে দূতকাব্যসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে ঐ কবিগণের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।

১। 'ঘটকর্পরকাব্যে'র বিষয়বস্তু 'মেঘদূতে'র বিপরীত। পূর্বোক্ত কাব্যে বিরহিণী নারী মেঘকে প্রিয়সমীপে দূতরূপে প্রেরণ করিতেছেন।

তাঁহারা এক মেঘের পরিবর্তে হংস, পিক, শুক প্রভৃতি বিহঙ্গকে এবং মন ও ভক্তি প্রভৃতি অচেতন পদার্থকে দূতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় তাঁহাদের মৌলিকতা আছে। এক বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের স্থানে তাঁহারা ভক্তি এবং শান্তরসেরও অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই যে পূর্বসূরি-ক্ষুণ্ণ মার্গে স্বীয় চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, নিজেদের কাব্যে তাঁহারা 'মেঘদূতে'র পথের বর্ণনারূপ প্রধান অংশ বর্জন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; মন্দাক্রান্তা ব্যতীত প্রহর্ষিণী, শিখরিণী, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বিবিধ সুললিত ছন্দে তাঁহারা স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবেতর ভেদে বঙ্গীয় দূতকাব্যগুলিকে বিভক্ত করিয়া উহাদের মধ্যে প্রধান কাব্যগুলির আলোচনা করিব। স্বল্পজ্ঞাত অথবা উৎকর্ষ-বিহীন কাব্যগুলির রচয়িতৃগণের নাম ও রচনাকালের উল্লেখ করিয়া উহাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হইবে।

বৈষ্ণব দূতকাব্য

বিষ্ণুদাস

বিষ্ণুদাসের বংশধর রামরাম শর্মকৃত 'মনোদূত' কাব্য হইতে জানা যায় যে, বিষ্ণুদাস চৈতন্যদেবের মাতুল ছিলেন। ইহা সত্য হইলে বিষ্ণুদাসকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের লেখক বলিয়া ধরা যায়।

ইঁহার রচিত 'মনোদূত'[১] নামক কাব্য 'মেঘদূতে'র পরবর্তী শান্তরসাত্মক দূতকাব্যসমূহের মধ্যে প্রধান। বসন্ততিলক ছন্দের ১০১টি শ্লোকে কাব্যটি রচিত। আত্মকৃত পাপের কথা চিন্তা করিয়া কৃষ্ণভক্ত কবি কর্তৃক স্বীয় মনকে কৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনার্থে দূতরূপে প্রেরণ—ইহাই কাব্যের উপজীব্য। মন অসম্মত হইলে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য গন্তব্য পথের রমণীয়তা বর্ণনায় কবি কতক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ যমুনা নদী ও বৃন্দাবনের মনোজ্ঞ বর্ণনা কাব্যটিতে আছে। ৭৫ হইতে ৯৫—এই একুশটি শ্লোকে দূতের মাধ্যমে প্রেরিতব্য সন্দেশ বর্ণিত হইয়াছে।

১। সং চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ সিরিজ, কলিকাতা, ১৯৩৭।

রামরাম শর্মা

ইনি পূর্বোক্ত 'মনোদূত'-রচয়িত' বিষ্ণুদাসের বংশধর বলিয়া স্বীয় গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

রামরাম-রচিত 'মনোদূত'[১] দূতকাব্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানলাভের যোগ্য; কারণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় কবি গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করেন নাই। এই কাব্যটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত—এইরূপ পরিচ্ছেদ-ভাগ অপর কোন দূতকাব্যে সম্ভবতঃ নাই। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ দূতকাব্যগুলি প্রেরকের উক্তিসমূহ লইয়াই রচিত; কিন্তু এই কাব্যে প্রেরক ও দূতের উক্তি প্রত্যুক্তি রহিয়াছে।

বিষ্ণুদাসের কাব্যের ন্যায় এই কাব্যেও মনকে দূতরূপে কৃষ্ণসমীপে প্রেরণই বর্ণনীয় বিষয়।) কাব্যটির যে অংশটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী ও পজ্ঝটিকা প্রভৃতি নানা ছন্দে রচিত শ্লোক আছে—ইহা রামরামের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক বটে। তাহা ছাড়া, কবির বর্ণনাকৌশলও চিত্তাকর্ষক। কৃষ্ণের রূপবর্ণনাচ্ছলে কবি লিখিয়াছেন—

নীরদনীরজধিক্কৃতরূপং শারদচন্দ্রকনিন্দিতবক্ত্রম্।
নীরজলোচনদর্শনপাত্রং কৌস্তুভবাজিতনির্মলগাত্রম্॥

... ...

কপটেন নরোত্তমমূর্তিধরং ভুজযুগ্মসুলক্ষিতজানুযুগম্।
ধ্বজবজ্রসুচিত্রিতপাদতলং ভজ দূত মম প্রিয়নাথমিমম্॥

[হে দূত! আমার এই প্রিয়নাথের সেবা কর—যাঁহার রূপ জলদ ও সরোজকে পরাভূত করে, যাঁহার মুখখানি শরচ্চন্দ্র অপেক্ষাও মনোরম, যাঁহার নেত্রদ্বয় উৎপলোপম, যাঁহার নির্মল তনু কৌস্তুভে শোভিত, যিনি ছলপূর্বক পুরুষোত্তম মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি আজানুলম্বিতবাহু এবং যাঁহার চরণতল ধ্বজ ও বজ্র চিহ্নে সুশোভিত।]

বৈষ্ণব পুরাণাদিতে কৃষ্ণের সুপ্রসিদ্ধ মুরলীধ্বনির প্রভাববর্ণনাক্রমে কবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তি প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়গ্রাহী—

১। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১২৮২ সংখ্যক পুথি।

ত্রিবক্রোঽসাবাপূরয়তি কলবেণুং যদি সকৃৎ
সুতাং ত্যক্ত্বা মাতা পতিমপি বধূর্ধাবতি বনম্।
অয়ং প্রাণী ন স্যাৎ সজলনয়নো ন ত্রিভুবনে
সমুদ্রা নিষ্পন্দা রবিরপি করোগ্রান্ স্থগয়তি ॥

[ত্রিভঙ্গ ঐ (মুরারি) যদি একবার মধুর বংশীবাদন করেন, তাহা হইলে মাতা সন্তানকে, এমনকি বধূ পতিকে, ছাড়িয়া বনাভিমুখে ধাবিত হন। ত্রিভুবনে এমন জীব নাই (বংশীধ্বনি শ্রবণে) যাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ না হয়; সাগর(ও) স্তিমিত হয়, তপন তীব্র রশ্মি সংযত করে।]

রূপগোস্বামী[১]

'লঘুতোষণী', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে রূপগোস্বামীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। রূপের পিতার নাম ছিল কুমার। গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে 'দবির খাস' পদবী ধারণ করিয়া রূপ কর্মনিরত ছিলেন। তিনি 'কৃষ্ণলীলা'প্রিয় ছিলেন এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অবশেষে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার 'রূপ' নামকরণ হইল এবং তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। চৈতন্যদেবের আদেশে ভক্ত রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া কাব্য ও নাটক এবং নানা বৈষ্ণবশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গভীর ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ইনি বৃন্দাবনে ষট্‌গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। রূপ-রচিত দূতকাব্য দুইটি—'হংসদূত'[২] ও 'উদ্ধবসন্দেশ'[৩]।

১। ইঁহার রচিত 'পদ্যাবলী' সম্বন্ধে কোশকাব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। সং (১) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ৩য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮,
(২) ভুবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭৪,
(৩) হিবার্লিনের Sanskrit Anthology তে প্রকাশিত।

৩। সং (১) হিবার্লিনের Sanskrit Anthology তে প্রকাশিত,

'মেঘদূতে'র অনুকরণে পরবর্তী কালে যে সকল দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'হংসদূত' অন্যতম। কিন্তু, ইহাতে কবির কিঞ্চিৎ মৌলিকতা আছে। মন্দাক্রান্তার পরিবর্তে তিনি শিখরিণী ছন্দে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। দূত নায়িকা কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া তাঁহার সখা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। বিরহক্লিষ্টা রাধার সখী ললিতা বৃন্দাবন হইতে মথুরায় কৃষ্ণের নিকট হংসকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সত্বর আগমনপূর্বক রাধার বিরহজ্বালা নিবারণ করুন, কৃষ্ণের প্রতি ললিতার এই অনুরোধ।

পথের বর্ণনায় ও মথুরার বিবরণে কবির উপরে কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবানন্দের সংস্করণে ১৪২টি, সংস্কৃত কলেজের পুথিতে ১৩১টি ও হীরাচাঁদের সংস্করণে ১০১টি শ্লোক আছে[১]।

'উদ্ধবসন্দেশ' নামক কাব্যেও 'মেঘদূতে'র প্রভাব লক্ষিত হয়। ১৩১টি মন্দাক্রান্তা ছন্দে কাব্যটি রচিত। মথুরা হইতে বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রধানা গোপীগণের, বিশেষতঃ রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ—'শ্রীমদ্ ভাগবতো'ক্ত(১০।৪৭) এই ব্যাপারটি 'উদ্ধবসন্দেশে'র বিষয়বস্তু। 'উদ্ধবসন্দেশে'র ভাবে ও ভাষায় কালিদাসের কাব্যের প্রতিধ্বনি সহজেই অনুরণিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মেঘদূত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি। (পূর্বমেঘ—১০)
আপাপাশৈঃ সখি নবনবৈঃ কুর্বতী প্রাণবন্ধম.... (উদ্ধবসন্দেশ—৮৩)
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি। (উত্তরমেঘ—৮৪)
কচ্চিদ্যূয়ং স্মরথ সরসং তত্র চিত্তাম্বুকূলম্। (উদ্ধবসন্দেশ—১০৪)

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২) হরিচাঁদ, হীরাচাঁদ, কাব্যকলাপ, ১, বোম্বাই, ১৮৬৪,
(৩) ভুবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২, কলিকাতা, ১৮৭৪,
(৪) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ১, কলিকাতা, ১৮৮৮,
(৫) বসুমতী, কলিকাতা,
(৬) পুরীদাস, ঢাকা, ১৯৪৬।

১। দ্রঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ—IHQ., III, পৃঃ ২৭৩-২৯৭।

বক্তুং ধীরধ্বনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ। (উত্তরমেঘ—৯৭)
ধীমন্ সখ্যো মম কথয়িতুং বাচিকং প্রক্রমেথ'ঃ। (উদ্ধবসন্দেশ—১২১)

রূপরচিত একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

নীতে শোষং বিরহরবিণা সর্বতো হৃত্তড়াগে জানে কণ্ঠস্থলবিলুঠিত-
প্রাণমীনাসি তন্বি।
দূরে সম্প্রত্যবিরল সুহৃন্মারুতৈর্বারিতোঽহং তৃষ্ণাম্ভোধৌ বিলসদমৃতা-
লম্বিতঃ কিংকরিষ্যে॥

[অয়ি তন্বগাত্রি, আমি জানি, বিরহতপনে তোমার হৃদয়সরোবর নিঃশেষে শোষিত হওয়ায় তোমার প্রাণমীন কণ্ঠাগত হইয়াছে। আমি অধুনা দূরে সখারূপ পবন কর্তৃক নিবারিত হইয়া তৃষ্ণাসাগরে দৃশ্যমান অমৃতদ্বারা পীড়িত বোধ করিতেছি; কি করিব ?]

উক্ত শ্লোকে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রূপের শব্দচয়ন প্রশংসার্হ ও রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থাদি ছাড়াও রূপ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'বৃহদ্রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' সুবিদিত।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম

নব্যন্যায়ে ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বিতর্ক থাকিলেও ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন—এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই পাণ্ডিত্যখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কারণ, ঐ বৎসরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন; ঐ দানপত্রের তারিখ ২জ্যৈষ্ঠ, ১১১০ সন।

শ্রীকৃষ্ণ-রচিত 'পদাঙ্কদূত'[১] সুবিদিত গ্রন্থ। ইহা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম রায়ের সভায় ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের

১। (ক) সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের 'কাব্যসংগ্রহ,' ১, পৃঃ ৫০৭-৩০,
(খ) কাব্যকলাপ, ১, পৃঃ ৫৩ হইতে,
(গ) ভুবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২, কলিকাতা, ১৮৭৪,
(ঘ) শ্যামাচরণ কবিরত্ন, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ।

বিরহক্লিষ্ট গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাঙ্কসমূহকে মথুরায় তাঁহার নিকট দূতস্বরূপে গমনের অনুরোধ—ইহাই সংক্ষেপে 'পদাঙ্কদূতে'র বিষয়বস্তু। 'মেঘদূতে'র অনুকরণমাত্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককে দূতরূপে কল্পনা করায় গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। ইহার জনপ্রিয়তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী[১] কর্তৃক ইহার টীকারচনা।

শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত অপর একটি কাব্যের নাম 'কৃষ্ণপদামৃত'[২]; ইহা নানা ছন্দে ২৫০টি শ্লোকে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৩৩ শকাব্দ (=১৭১১—১২ খৃঃ)। ইহার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা। সাধকের মনোবৃত্তি লইয়া কাব্যটি রচিত; অবশ্য রচনায় কবিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে।

ত্রিলোচন

ইঁহার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায় না। ইঁহার কাব্যস্থ একটি শ্লোক হইতে কাব্যটির রচনাকাল ১৭৩০ শকাব্দ (=১৮০৮ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া মনে হয়।

ত্রিলোচন-কৃত কাব্যের নাম 'তুলসীদূত'। ইহা ৫৬টি শ্লোকে রচিত। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে বিরহানলে দগ্ধ গোপীগণ বনে কৃষ্ণকে খুঁজিয়া না পাইয়া তুলসীকে কৃষ্ণের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিতে চাহিলেন—ইহাই এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যটির রচনাভঙ্গীর উদাহরণস্বরূপ দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গোপবধূগণ কৃষ্ণের মথুরাগমন বিশ্বাস না করিয়া পরস্পর বলিতেছেন :—

সদোদ্বিগ্নাঃ খিন্নাঃ প্রিয়তমমুখালোকবিরহে
বসামঃ কেনোচ্চৈস্তরুভিরয়ি সার্ধং কিল বয়ং।
সখি ত্যক্ত্বা গেহং গহনগমনং শ্রেয় ইতি তাঃ
পরামর্শং চক্রুর্বিরহভুজগীদষ্টহৃদয়াঃ ॥

[প্রিয়তমের মুখদর্শনের অভাবে সর্বদা উদ্বিগ্ন ও ক্লান্ত হইয়া আমরা কাহার সহিত বিরাট মহীরুহগুলির মধ্যে বাস করিব? ওগো সখি! গৃহত্যাগ

১। ইঁহার পরিচয় বৈষ্ণব দর্শন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। Mitra, Notices, 1125.

করিয়া আমাদের গহন অরণ্যে গমনই শ্রেয়, বিরহভুজঙ্গ তাঁহাদের হৃদয় দংশন করিলে তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিলেন।]

তুলসীকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া গোপীগণ তাহাকে বলিতেছেন:—

অয়ি বৃন্দে বন্দ্যে কিমপরমনিন্দ্যে ত্বয়ি বয়ং
বদামঃ শ্যামাঙ্ঘ্রেরুপরি তব বাসো যদনিশম্।
সদা তস্যাখ্যানৈঃ ক্ষয়িততনবঃ শূন্যহৃদয়া
দয়ালেশঃ কস্য ক্ষণমপি ন চাস্মাসু ভবতি ॥

[ওগো মাননীয়া অনিন্দনীয়া তুলসী! তোমাকে আমরা আর কী বলিব? তুমি সতত শ্যামের চরণোপরি বাস কর। তাঁহার কথা অনবরত বলিতে বলিতে আমাদের শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়া গিয়াছে; আমাদের এই অবস্থা দেখিযা মুহূর্তের জন্য কাহার দয়া না হয়?]

উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতে রচনার সাবলীলতা ও সরসতা স্পষ্ট বুঝা যায়।

মাধবকবীন্দ্রভট্টাচার্য

ইনি খৃঃ ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তালিতনগরে বাস করিতেন। ইহা ভিন্ন মাধব সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়না।

মাধব-রচিত কাব্যের নাম 'উদ্ধবদূত'[১]। 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে' উক্ত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ তদ্‌বিরহবিধুরা গোপীগণের মনোরঞ্জনের জন্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। এই সূত্র ধরিয়া মাধব প্রধানা গোপীকর্তৃক উদ্ধবের মাধ্যমে কৃষ্ণের নিকট প্রেরিত প্রতিসন্দেশকে স্বীয় কাব্যের উপজীব্য করিয়াছেন। কাব্যটি ১৪১টি শ্লোকে রচিত।

এই কাব্যটি স্বভাবতঃই রূপগোস্বামীর 'উদ্ধবসন্দেশ' নামক কাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু, এই দুইটি কাব্যের সাদৃশ্য শুধু নামের। ভাগবতোপাখ্যান উভয়েরই উপজীব্য হইলেও 'উদ্ধবসন্দেশে' উদ্ধব কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের নিকট প্রেরিত। 'উদ্ধবদূতে'র বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

১। সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ।

হরিদাস

ইনি ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী জনৈক কবি। ইঁহার কাব্যের রচনাকাল ১৭৭৭ শকাব্দ (= ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ)।

ইঁহার কাব্যের নাম 'কোকিলদূত'[১]। মূলকাব্যে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত ১০০টি শ্লোক আছে। কাব্যান্তে তিনটি শ্লোকে কাব্যপ্রশস্তি, কবিপরিচয় ও কাব্যরচনাকাল দেওয়া হইয়াছে। মথুরাপতি কৃষ্ণের বিরহসন্তপ্তা রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের সমীপে দূতরূপে একটী কোকিলের প্রেরণ—সংক্ষেপে ইহাই এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

'মেঘদূতে'র অনুকরণে লিখিত হইলেও ইহাতে রচনার কিছু অভিনবত্ব আছে। 'কোকিলদূতে' দূতের গন্তব্য পথের কোন বর্ণনা নাই। কবি কৃষ্ণকে প্রথমে রাধার মনোমুকুরে প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং পরে ইঁহাদের মিলনও ঘটাইয়াছেন।

ভোলানাথ

স্বীয় কাব্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি ছিলেন গঙ্গাটিকরী নামক স্থানের অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ।

ভোলানাথ-রচিত কাব্যের নাম 'পান্থদূত'[২]। জনৈক গোপী যমুনাতীরে গিয়া কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়া মূর্ছিতা হন। মথুরাগামী এক পথিককে দেখিয়া তিনি কৃষ্ণসমীপে তাঁহাকে দূতরূপে প্রেরণ করেন—সংক্ষেপে ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ।

১। 'মণিমালা' টীকাসহ সুধাময় প্রামাণিক কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ। এই সংস্করণের মুখপত্রে কাব্যটি 'হরিমোহন প্রামাণিক-রচিত বলিয়া লিখিত আছে।

২। প্রকাশিত, প্রাচ্যবাণীমন্দির, (সংস্কৃতদূতকাব্যসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৫৯।

অন্যান্য বৈষ্ণব দূতকাব্য

(গ্রন্থনামগুলি বর্ণানুক্রমিক)

কাব্যের নাম	কবির নাম ও পরিচয়	রচনাকাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
অনিলদূত[১]	রামদয়াল তর্করত্ন (ভট্টপল্লীনিবাসী)	?	মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণসমীপে বিরহিণী গোপী কর্তৃক বায়ুকে প্রেরণ।
কাকদূত[২]	গৌরগোপাল শিরোমণি (পাঁচথুপিনিবাসী দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।)	?	বিরহিণী রাধাকর্তৃক মথুরায় কৃষ্ণসমীপে দূতরূপে কাকের প্রেরণ।
কীরদূত[৩]	রামগোপাল [নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপতি ও Halhed's Gentoo Code বা 'বিবাদার্ণবসেতু'র অন্যতম সংকলয়িতা।]	?	কাতর বৃন্দাবনবাসী গোপীগণকর্তৃক মথুরায় কৃষ্ণসমীপে একটি শুককে দূতরূপে প্রেরণ।
গোপীদূত[৪]	লম্বোদরবৈদ্য. [আত্মপরিচয়—জগদ্দুর্লভ নামক রাজার সভাকবি।]	?	মথুরাগত কৃষ্ণবিরহে কাতর বৃন্দাবনস্থ গোপীগণ কর্তৃক তৎসমীপে দূত প্রেরণ।

১। কলিকাতা প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সংস্কৃত দূতকাব্যমালা, ১৪২ (১) সংখ্যক পুথি।

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৯।

৩। H. P. Sastri : Notices of Sanskrit Mss., I, p. XXXIX। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে একটি পুথি আছে (IHQ., III, p. 275)।

৪। কলিকাতা প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃতদূতকাব্যমালা, ১৪২ (২) সংখ্যক পুথি।

তুলসীদূত[১]	বৈদ্যনাথ দ্বিজ	কবিকর্তৃক প্রদত্ত রচনা-কাল—১৭০৬ শকাব্দ (=১৭৮৪খৃঃ)	ইহার বিষয়বস্তু ত্রিলোচনকৃত 'তুলসী-দূতে'র অনুরূপ। [ত্রিলোচনের কাব্যের আলোচনা পূর্বে দ্রষ্টব্য।]
পাদপদূত[২]	গোপেন্দ্রনাথ গোস্বামী (নবদ্বীপবাসী)	?	চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া কর্তৃক গৃহপ্রাঙ্গণস্থ নিম্ব-বৃক্ষকে তৎসমীপে দূত-রূপে প্রেরণের সঙ্কল্প।
পিকদূত[৩]	অম্বিকাচরণ	?	বিরহিণী গোপীকর্তৃক কৃষ্ণসমীপে কোকিলকে দূতরূপে প্রেরণ।
হংসদূত[৪]	রঘুনাথ দাস	খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পর-বর্তী নহে; কারণ ঐ শতকে নরসিংহ দাস এই কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।	রাধার মূর্ছা ও তৎপর ললিতাকর্তৃক বৃন্দাবন হইতে মথুরায় কৃষ্ণ-সমীপে হংসকে দূত-রূপে প্রেরণ।

১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে একটি পুথি আছে। (IHQ., III, p. 277)

২। প্রকাশিত, নবদ্বীপকান্তি প্রেস্, নবদ্বীপ, চৈতন্যাব্দ ৪৪৯ (=১৯৩৪—৩৫ খৃষ্টাব্দ)।

৩। কলিকাতা প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃতদূতকাব্যমালা, ১৪২ (১) সংখ্যক পুথি।

৪। মূল গ্রন্থ লুপ্ত; নরসিংহদাস-কৃত বঙ্গানুবাদমাত্র পাওয়া যায় (দ্রঃ—দীনেশ সেন-সংকলিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৮৫০)।

বৈষ্ণবেতর দূতকাব্য

ধোয়ী

এই শ্রেণীর কাব্যরচয়িতৃগণের মধ্যে ধোয়ী প্রাচীনতম। 'পবনদূতে'র শেষভাগে একটি শ্লোকে (১০১) তিনি বলিয়াছেন যে, 'গৌড়েন্দ্র' তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। কিংবদন্তী ও জয়দেবের সাক্ষ্য[১] অনুসারে এই গৌড়েন্দ্র ছিলেন লক্ষ্মণসেন; এই রাজারই তিনি সভাকবি ছিলেন। সুতরাং, ধোয়ী দ্বাদশ শতকের লেখক ছিলেন। ধোয়ী কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া মনে করেন। আবার, জালাল-উদ্দিন রচিত, মিশ্রসংস্কৃতে লিখিত, 'সেকশুভোদয়া'[২] নামক গ্রন্থে (১৬শ অধ্যায়) দেখা যায় যে, ধোয়ী ছিলেন তন্তুবায়। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, ধোয়ী প্রথম জীবনে জড়বুদ্ধি ছিলেন।

(ধোয়ীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'পবনদূত'।[৩] ১০৪টি মন্দাক্রান্তা ছন্দের শ্লোকে কাব্যটি রচিত। রাজা লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণদেশে গমন করিলে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্বকন্যা তাঁহার প্রেমপাশে আবদ্ধা হন। বসন্তকালে বিরহবিধুরা কুবলয়বতী পবনকে উক্ত রাজার নিকট গৌড়ে দূত প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছেন। এই কাহিনী কাব্যটির উপজীব্য।

এই কাব্যে মেঘদূতের ন্যায় পূর্ব ও উত্তর ভাগ নাই। কিন্তু, বর্ণনাভঙ্গী ঐ কাব্যেরই ন্যায়। কোন কোন স্থানে ভাবে ও ভাষায় কালিদাসের[৪] প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দাক্রান্তা ছন্দে এতগুলি শ্লোক রচনা ধোয়ীর কবিত্বশক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, কবির ভাষা প্রায়শঃ প্রাঞ্জল ও সরস। গৌড়দেশের রাজধানীর বর্ণনায় ঐ স্থানের চিত্রটি যেন পাঠকের মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।) রাজধানীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

১। ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতিঃ—গীতগোবিন্দ, ১।৪। ধোয়ী 'কবিরাজ' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 'কবি-ক্ষ্মাপতি' শব্দের অর্থও কবিরাজ।

২। সং সুকুমার সেন।

৩। সং (ক) মনোমোহন চক্রবর্তী, Journal of Asiatic Society of Bengal, 1905.
(খ) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯২৬।

৪। দ্রঃ—Pavanaduta, ed. C. Chakravarti, p. p. 13-15.

স্নিগ্ধশ্যামারমণমণিভির্বদ্ধমুক্তালবালাঃ
পৌরস্ত্রীভিঃ ক্রমুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু।
যত্রাযত্নোপগতসলিলৈর্নক্তয়াসিক্তমূলা
নাপেক্ষন্তে পরিজনবধূপাণিবিশ্রাণিতাম্ভঃ॥ (৩৮)

[যেখানে পৌরাঙ্গণাগণ গৃহপ্রাঙ্গণে গুবাকবৃক্ষসকল রোপণ করিয়াছেন; ঐ বৃক্ষসমূহের আলবাল চন্দ্রকান্তমণিপুঞ্জে বদ্ধ। রাত্রিকালে (মণিসমূহ হইতে নির্গত) অযত্নসম্ভূত জলে ঐ বৃক্ষবাজির মূল সিক্ত হয়; পরিচারিকাগণকে আর বারিসিঞ্চন করিতে হয় না।]

বাংলাদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতেই গুবাকবৃক্ষ বা সুপারিগাছ সযত্নে রক্ষিত হয়।

কবির বর্ণনা কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত গতানুগতিক। বিরহক্লিষ্টা কুবলয়বতীর অবস্থা-বর্ণনক্রমে ধোয়ী লিখিয়াছেন—

দ্বেষঃ ক্রীড়াবিপিনবসতৌ চন্দনাম্ভোনিষেধঃ
প্রত্যাখ্যানং সরসনলিনীতালবৃন্তানিলস্য।
জাতস্তস্যাং কথমপি সখীবুদ্ধিজস্ত্বদ্বিয়োগে
মূর্ছাবেগব্যপগমবিধেরেষ এব প্রকারঃ॥ (৭২)

[লীলোদ্যানে বাসের প্রতি তাঁহার বিরাগ হইয়াছে, তিনি চন্দনবারি ও সরস তালবৃন্তের ব্যজন পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার বিরহে মূর্ছাবেগ রোধ করিবার সখীবুদ্ধিজাত এই পদ্ধতিই তাঁহার মনে জন্মিয়াছে।]

অপর একটি শ্লোক—

ধত্তে দ্বেষং শশিনি কুরুতে ন গ্রহং কেশহস্তে
দূরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়া চন্দনস্য।
বক্তুং দেব ত্বয়ি পরমসৌ স্বামবস্থাং কথংচিদ্
গাঢ়োদ্বেগা নয়তি কবিতাচিন্তয়া বাসরাণি॥ (৭৩)

[তিনি চন্দ্রের প্রতি বীতরাগ। তিনি কেশপ্রসাধন করেন না, হার দূরে নিক্ষেপ করেন এবং চন্দনের নিন্দাতেই আনন্দ পান। নিজের অবস্থা আপনাকে জানাইবার জন্য উৎকণ্ঠাকুল সেই নারী কাব্যচিন্তায় কোনপ্রকারে দিনযাপন করেন।]

এইরূপ বর্ণনায় কাব্যের চিরপরিচিত বিরহিণীমূর্তিরই আভাস পাওয়া যায়—সেই চন্দন ও তালপত্রের ব্যজনে বীতস্পৃহা, সেই চন্দ্রে বিদ্বেষ, সেই প্রসাধনহীনতা। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কবির কাব্যে যৌন আবেদন অতি প্রবল। দুই চারিটি শ্লোকের পরে পরেই আদিরসব্যঞ্জক শব্দাদির বাহুল্য মার্জিত-রুচিকে পীড়া দেয়। অপ্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগে কবির প্রবণতা কাব্যের অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মায়। চতুর্থ শ্লোকে অতিবেগবান্ অর্থে কবি 'জজ্বাল' শব্দের প্রয়োগ করিয়া পাঠকের বিরক্তিভাজনই হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ধোয়ীর এই কাব্যেব গুণাগুণ যাহাই হউক, ইহার কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। লক্ষ্মণসেন যে দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া 'দাক্ষিণাত্যক্ষিতীশ'গণকে পবাজিত করিয়ছিলেন, এই তথ্য তদানীন্তন লেখমালা বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য, প্রমাণান্তবেব সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনা প্রকৃতই ঐতিহাসিক কিনা তাহা জোর করিয়া বলাও যায় না। অন্ততঃ লক্ষ্মণসেনের আমলে বিজয়পুর নামক এক স্থানে যে গৌড়ের বাজধানী ছিল, তাহা এই কাব্য হইতে জানা যায়। এই কাব্যে যে-সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে বাররামাগণ দেবদাসীর কার্য ব্যতীত অভিজাত নাগবকগণেব বিলাসব্যসনেও সহায়তা করিতেন, ইহা বুঝা যায়। ঐতিহাসিক চবিত্র লইয়া দূতকাব্যরচনা বিরল; এই হিসাবে ভারতীয় দূতকাব্যেব ইতিহাসে ধোয়ী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করিয়া আছেন। 'পবনদূতে' তাৎকালিক দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় কিছু ভৌগোলিক তথ্যও নিহিত আছে। পবনেব গতিপথের বর্ণনাক্রমে কবি পাণ্ড্যদেশ, উরগপুব, সেতুবন্ধ, কাঞ্চীপুর, চোল, কেবল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ, সুহ্ম, প্রভৃতি স্থানের, তাম্রপর্ণী, সুবলা, কাবেরী, গোদাবরী, রেবা, নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর এবং ভিল ও শবরজাতির বাসস্থানেব উল্লেখ করিয়াছেন।

'পবনদূত' ছাড়াও ধোয়ী (বা ধোঙ্গ, ধোয়ীক) কবির নামাঙ্কিত শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিতমুক্তাবলী' ও 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' প্রভৃতি কোশকাব্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, তদ্রচিত অপর কোন কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি[১]

ইনি ছিলেন কাশীবাসী বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। ইঁহার কাব্যগ্রন্থের শেষে ইনি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। রুদ্রের পিতামহ ছিলেন 'গৌড়-ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণুর্বিদ্যাবাচস্পতিঃ'। এই 'গৌড়রাজ' ছিলেন হোসেন শাহ্। বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ের নিকটবর্তী ভাগীরথীতীরস্থ রামকেলি গ্রাম-নিবাসী ছিলেন। রুদ্রের পিতার নাম ছিল বিদ্যানিবাস।[২] খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কোন সময়ে রুদ্র জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

ইঁহার রচিত 'ভ্রমরদূত'[৩] সুপ্রসিদ্ধ। কাব্যটি ১২৫টি শ্লোকে রচিত। মাল্যবান্ পর্বত হইতে রাম হনুমানকে রাবণহৃতা অশোকবনবাসিনী সীতার নিকট দূতস্বরূপে প্রেরণ করেন। তৎপর বিরহক্লিষ্ট রামচন্দ্র উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতে থাকেন। অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হনুমানকে দেখিয়া রাম আকুল হইয়া পড়েন। ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক তিনি হনুমান্‌কে বিশ্রামের আদেশ দিয়া সীতাগতচিত্তে পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান। মনের গোপন কথা সীতাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সেই ভ্রমরকে দূত নিযুক্ত করেন—সংক্ষেপে এই কাব্যের বিষয়বস্তু এইরূপ।

রুদ্র-রচিত অপর দূতকাব্যের নাম 'পিকদূত'[৪]। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে ৩১টি শ্লোকে রচিত। ইহাতে উপসংহারে দূতের প্রতি শুভেচ্ছা-প্রকাশ নাই এবং কাব্যান্তে কবিপরিচয়ও লিখিত হয় নাই—এই সকল কারণে মনে হয় ইহা অসম্পূর্ণ।

কাব্যটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে তাঁহার বিরহবিধুরা রাধা বৃন্দাবনের কুঞ্জে ভ্রমণকালে একটি কোকিলকে দেখিতে পান।

১। কেহ কেহ রুদ্রের উপাধি 'ন্যায়পঞ্চানন' লিখিয়া থাকেন। (দ্রঃ—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৫)।

২। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৩। ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর মতে, রুদ্রের পিতার নাম বিদ্যাবাগীশ। (দ্রঃ—বঙ্গীয়দূতকাব্যেতিহাস, পৃঃ ৩৮)

৩। সং যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৪০।

৪। দ্রঃ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ (Indian Historical Quarterly, III, p. 272)।

কোকিল সর্বজনপ্রিয় বলিয়া ইহাকেই তিনি কৃষ্ণসমীপে দূতরূপে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দৌত্যকার্যে নিপুণ হইলেও ভ্রমরকে তিনি নির্বাচন করিলেন না; কারণ, সে মধুলোলুপ বলিয়া হয়ত কৃষ্ণপাদপদ্মে মধুলোভে আসক্ত হইয়া আর ফিরিয়াই আসিবে না। পূর্বে প্রেরিত রাধার মন কৃষ্ণপদে লগ্ন হইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। রাধাকর্তৃক প্রেরিতব্য সন্দেশটি এইরূপ:—হে মাধব, তোমার বিরহক্লিষ্টা রাধা আমাকে (কোকিলকে) দূত-রূপে প্রেরণ করিয়া জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ; সম্ভবতঃ আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। হে কৃষ্ণ, যাঁহাকে তুমি মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ এবং যিনি তোমার জন্য নিজের যৌবন, জীবন, কুল, মান, এমনকি স্বামী প্রভৃতি পরিজনকেও, উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই রাধাকে অন্যের নিকট রাখিয়া তুমি কি করিয়া এখানে নিশ্চিন্ত আছ? অবশেষে রাধা বলিতেছেন, "কৃষ্ণের জন্য আমি বহু কলঙ্ক সহ্য করিয়াছি। কিন্তু, 'রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মথুরাবাসী হইয়াছেন'—এই অপবাদ দুঃসহ।"

উক্ত কাব্য দুইটি ছাড়া রুদ্র-রচিত আরও দুইটি কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের নাম 'ভাববিলাস' ও 'বৃন্দাবনবিনোদ'। 'ভাববিলাস' মানসিংহের জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্র ভাবসিংহের নামে রচিত। 'বৃন্দাবনবিনোদ' ৭৫০টি শ্লোকে রচিত।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

গোপীকান্ত ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকাকার হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া, তিনি মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে'রও একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রদূত'[১]। হনূমান্ কর্তৃক সীতাসন্দেশ আনীত হইলে রামচন্দ্র কর্তৃক লঙ্কাস্থিতা সীতাদেবীর নিকট দূতস্বরূপে চন্দ্রের প্রেরণ—ইহাই কাব্যটির বিষয়বস্তু।

১। H. P. Sastri : Notices of Skt. Mss, II. p 153

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের 'পদাঙ্কদূত'· নামক·কাব্যের সহিত 'চন্দ্রদূতে'র ভাষা-ও বর্ণনা-গত সাদৃশ্য ডাঃ চৌধুরী আলোচনা করিয়াছেন[১]।

অন্যান্য বৈষ্ণবেতর দূতকাব্য

(গ্রন্থনাম বর্ণানুক্রমিক)

কাব্যের নাম	কবির নাম ও পরিচয়	রচনাকাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
পদ্মদূত[২]	সিদ্ধিনাথ বিপ্র [কবির আত্মপরিচয়— পিতামহ চন্দ্রনাথ, পিতা আনন্দনাথ।]	'অক্ষিদ্বিপঘনশাকে' বলিয়া কবি রচনাকালের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু, ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না।	সেতুবন্ধনের জন্য সমুদ্রতীরাগত রামচন্দ্রের নিকট সীতাদেবী কর্তৃক একটি পদ্মকে দূতরূপে প্রেরণ।
বকদূত[৩]	মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন	বর্তমান বঙ্গীয় শতকের প্রথমার্ধ।	এই কাব্যের একটি মাত্র অসম্পূর্ণ পুথি সংরক্ষিত হইয়াছে; কে কাহার উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করিতেছেন, তাহা বুঝা যায় না। মনে হয়, কোন বিরহিণী মধুকরী কর্তৃক প্রিয়তম মধুকরের উদ্দেশ্যে বকের প্রেরণ এই কাব্যের বিষয়-বস্তু।

১। বঙ্গীয়দূতকাব্যেতিহাসঃ, পৃঃ ৫১।

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯২৫।

৩। কলিকাতা প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃত দূতকাব্যমালার ১৪৩ সংখ্যক পুথি।

কাব্যের নাম	কবির নাম ও পরিচয়	রচনাকাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
বাতদূত[১]	কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন [পূর্বস্থলীনিবাসী]	?	রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা অশোকবনবাসিনী সীতা-দেবী কর্তৃক রামচন্দ্র-সমীপে বায়ুকে দূতরূপে প্রেরণ।
মেঘদৌত্য[২]	ত্রৈলোক্যমোহন গুহ-নিয়োগী [পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত পাবনা-নিবাসী]		যক্ষপ্রেরিত দূতরূপে আগত মেঘকে যক্ষপত্নী কর্তৃক তৎসমীপে প্রতি-দূতরূপে প্রেরণ। [ইহাতে মন্দাক্রান্তা ছন্দের দুই শতাধিক শ্লোক আছে। দূতকাব্যসমূহের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ।]

উক্ত দূতকাব্যগুলি ছাড়া বাংলাদেশে অপর একটি দূতকাব্য পাওয়া যায়। ইহাকে বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ইহার নাম 'ভক্তিদূত'[৩]; রচয়িতা কালীপ্রসাদ। ভক্তকর্তৃক তৎপ্রিয়া মুক্তির সমীপে দূতরূপে ভক্তির প্রেরণ এই কাব্যটির উপজীব্য।

(ঝ) লেখমালা

(সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লেখমালার (Epigraphs বা Inscriptions) উল্লেখ না করিলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাব্য-সাহিত্যের তথাকথিত অন্ধকার যুগের কথা মনে করিয়াই পণ্ডিতপ্রবর

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২২ শকাব্দ।

২। ঐ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। দ্রঃ--R. L. Mitra ; Notices of Skt. Mss., III, p. 27.

ম্যাক্‌সমূলার তাঁহার রেনেসাঁ মতবাদ[১] (Renaissance theory) ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু, রুদ্রদামন্‌-এর গীর্ণার প্রশস্তি (আঃ ১৫০ খৃঃ অঃ), হরিষেণকৃত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি (আঃ ৩৫০ খৃঃ অঃ) ও বৎসভট্টির মান্দাসোর (দশপুর) প্রশস্তি (৪৭৩ খৃষ্টাব্দ) এই মতবাদের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান সাক্ষী।)

(ভারতীয় লেখমালার ইতিহাসে বাংলাদেশের দান পরিমাণে ও উৎকর্ষে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের প্রাচীন লেখগুলি এই দেশে সংস্কৃত চর্চার প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। বঙ্গীয় লেখমালার ঐতিহাসিক মূল্য[২] সম্বন্ধে বহু গবেষক আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বাংলাদেশের ভূগর্ভে এখনও অনাবিষ্কৃত কত লেখমালা নিহিত আছে কে বলিতে পারে?)

(এই দেশের লেখমালার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ আলোচিত হয় নাই। বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশে আবিষ্কৃত সংস্কৃত লেখমালার মধ্যে প্রাচীনতম লেখের তারিখ আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্টাব্দ এবং সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন লেখের রচনাকাল ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ। এই লেখমালা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চা হইয়াছিল; শুধু চর্চা নহে, মৌলিক রচনার সাক্ষ্যও লেখমালা বহন করিতেছে।

বঙ্গীয় লেখমালার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ পরিস্ফুট। কল্পনার বৈচিত্র্যে, বর্ণনার সরসতায় ও ভাষার লালিত্যে কতক রচনা উপভোগ্য। সমকালীন ঘটনাবলী ও উদ্দিষ্ট নৃপতির প্রশস্তি লেখসমূহের মুখ্য বিষয়বস্তু। এই জাতীয় রচনার কাব্যোৎকর্ষ রচয়িতার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই

১। গ্রীক্, কুষাণ, শক প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আক্রমণ হেতু খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভকাল হতে পঞ্চম শতক পর্যন্ত ভারতে সাহিত্যচর্চা সম্ভবপর ছিল না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল—সংক্ষেপে ইহাই রেনেসাঁ মতবাদ।

২। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য নানা স্থানেই আলোচিত হইয়াছে। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বিনয় সেন প্রণীত Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Cal., 1942.

লেখগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উহাদের মধ্যে ছন্দের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য; শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, স্রগ্ধরা, মালিনী, বংশস্থা, শিখরিণী, মন্দাক্রান্তা, প্রহর্ষিণী প্রভৃতি যাবতীয় বিখ্যাত ও সুললিত ছন্দে রচিত শ্লোক লেখমালায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গতানুগতিক অনুষ্টুপ্ বা শ্লোক ছন্দেই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখমালার কবিগণ স্বীয় কর্তব্য শেষ করেন নাই; রচনা সরস ও শ্রুতিসুখকর করিবার দিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি লেখাংশে[১] উহাদের রচয়িতৃগণের কাব্যরচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

[শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর তাম্রলিপি]

স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংসুদোহদরসপ্লাঘাঘনৈর্দিগ্‌গজৈ-
র্নেত্রাণামনিমেষতঃ পরিহৃতো দূরেণ বৃন্দারকৈঃ।
কেশেষপ্সরসামপূর্বপলিতভ্রান্তিং সমারোপয়ন্
সন্তানো রজসাং রণেষু জয়িনো যস্য দ্যুমার্গংগতঃ॥

(শার্দূলবিক্রীড়িত)

অনুবাদ—সেই বিজয়ী রাজা কর্তৃক রণে উত্থাপিত ধূলিজাল দিগ্‌গজসমূহদ্বারা স্পৃষ্ট হইত; পার্থিব ধূলির জন্য ঐ দিঙ্‌মাতঙ্গগণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং উহাদ্বারা তাহারা পরম প্রীত হইত। ঐ ধূলিরাশি অপ্সরাগণের কেশে অপরূপ পকতা ভ্রান্তি জন্মাইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইত; (কিন্তু) নেত্রনিমীলনে অক্ষম দেবগণ বাধ্য হইয়াই উহা দূর হইতে বর্জন করিতেন।

[ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর লিপি]

অগ্রজানুজয়োর্মধ্যে মহাদেবাট্টহাসয়োঃ।
স জজ্ঞে যজ্ঞপুরুষো বিরিঞ্চিহরয়োরিব॥ (অনুষ্টুপ্)

১। Inscriptions of Bengal (vol III) নামক গ্রন্থে যেমন আছে তেমনই লিখিত হইল।

অনুবাদ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব ও কনিষ্ঠ অট্টহাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সেইরূপ শোভা পাইতেন যেরূপে ব্রহ্মা ও হরের মধ্যে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু শোভিত হন।

প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তির সঙ্গে ভ্রাতৃত্রয়ের উপমা কী মনোরম!

তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনাম্ভোধিকল্পান্তসূরঃ
কীর্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ॥ (স্রগ্ধরা)

অনুবাদ—তাঁহাদের বংশে মহাশৌর্যসম্পন্ন সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তদীয় শত্রুপক্ষের সাগরোপম সৈন্যগণের নিকট প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায়, বন্ধুবর্গরূপ কুমুদবনের নিকট, যশোরশ্মিহেতু, উজ্জ্বল ও আহ্লাদজনক হিমাংশুর ন্যায় এবং তৎপ্রতি চির-অনুরক্ত সুহৃদ্‌গণের মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধিদ ভূধরের ন্যায় ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যশীল এবং অকৃত্রিম করুণার নিলয়।

বিভিন্ন যুগের বঙ্গীয় যে সংস্কৃত লেখমালা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের সংখ্যা শতাধিক। এই লেখমালার সবই যে এই দেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে; বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বঙ্গদেশীয় লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড় করণ কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং প্রশস্তি প্রভৃতি রচনায় তাঁহাদের খ্যাতি বাংলাদেশের চতুঃসীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল। মগধের রাজা আদিত্যসেন, কোন একদিন চন্দেল্লরাজ, শাকম্ভরির চাহমান দুর্লভরাজ প্রভৃতি শাসকগণ গৌড়বাসী করণ কায়স্থগণের দ্বারা প্রশস্তি রচনা করাইয়াছিলেন[১]। দক্ষিণরাঢ়ের নবগ্রাম-নিবাসী হলায়ুধ নামক এক পণ্ডিত সম্ভবতঃ মালবদেশে বসবাস করিতেন। তিনি ১১২০ বিক্রমসম্বৎএ (১০৬৩ খৃষ্টাব্দে) ৬৪টি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন; শ্লোকগুলি মধ্যপ্রদেশের নিমর জিলার অন্তর্গত মান্ধাতা নামক

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য History of Bengal (Dacca University), I, p. 688.

স্থানে অমরেশ্বরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে[১]। অর্জুনবর্মার রাজত্বকালের তিনটি লেখ মদন-রচিত।

বাংলাদেশের লেখমালার মধ্যে কয়েকটি প্রধান লেখের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল; ইহা হইতে উহাদের স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইবে। নিম্নলিখিত লেখতালিকা[২] কালানুক্রমিক।)

১। দ্রঃ—Descriptive List of Inscriptions in the C. P. and Berar (Hiralal), 1st. ed.; p. 72; Bhandarkar's List, No. 138.

২। বিস্তৃত তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য বিনয় সেন মহাশয়ের Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, pp. XI—XLV; নীহার রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস', আদিপর্ব, পৃঃ ৮৬৯—৮৭৮।

গুপ্তযুগ

(আঃ ৩৫০—৫৯৮ খৃষ্টাব্দ)

তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	যাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত	বিষয়	মন্তব্য
আঃ ৩৫০ খৃষ্টাব্দ	বাঁকুড়া জিলার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত।	চন্দ্রবর্মা	চক্রস্বামী	দোষগ্রাম (?) দান	
৪৭৯ খৃষ্টাব্দ	পাহাড়পুর (কলিকাতা হইতে দার্জিলিং রেলপথে জামালগঞ্জ ষ্টেশনের পশ্চিমে।)			ধূপ, দীপ, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা জৈন গুহনন্দীর শিষ্য ও প্রশিষ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারে অর্হৎগণের পূজার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তদীয় পত্নী রামী কর্তৃক ভূমি-ক্রয়।	তাম্রলিপি
৫০৮ খৃষ্টাব্দ	গুণৈঘর (ত্রিপুরা)		মহাযানী বৌদ্ধগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত	ভূমিদান	

গুপ্তোত্তর যুগ

(৫৪৪—আঃ ৭০০ খৃষ্টাব্দ)

তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	যাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত	বিষয়	মন্তব্য
	মল্লাসরুল (বর্ধমান)		ঋগ্বেদী বৎসস্বামী	পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের আনুকূল্যের নিমিত্ত মহারাজ বিজয়সেন কর্তৃক ক্রীত ও প্রদত্ত ভূমি।	তাম্রলিপি। মহারাজ গোপচন্দ্রের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে প্রদত্ত।
খৃষ্টাব্দ				সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ছরম্পস্বামীকে কৃষ্ণগিরি-বিষয়স্থ ছবলখয় গ্রামদান।	রাজা শশাঙ্কের সময়ে প্রদত্ত তাম্রশাসন(Ganjam Plates)।
	দেউলবাড়ি	দেবখড়্গের রাণী মহাদেবী প্রভাবতী।	শর্বাণীদেবী	শর্বাণী-মূর্তির স্বর্ণাচ্ছাদন	শর্বাণীদেবীর অষ্টভুজা মূর্তিতে খোদিত।

(গ) পালযুগ ও সেনযুগ

(আঃ ৭৫০—১২০৫ খৃষ্টাব্দ)

পালগণের লেখমালা

প্রাপ্তিস্থান	দাতা	যাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত	বিষয়	মন্তব্য
খালিমপুর (মালদহ)	ধর্মপাল	শুভস্থলীস্থ নন্ন-নারায়ণের মন্দিরে লাটব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পুরোহিত।	চারিটি গ্রামদান	তাম্রশাসন ধর্মপালের রাজত্বের ৩২তম(?) বৎসরে প্রদত্ত।
নালন্দা	দেবপাল	বৌদ্ধবিহার	সুবর্ণদ্বীপের শাসন কর্তা বালপুত্রদেব কর্তৃক নালন্দায় নির্মিত বৌদ্ধ-বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান।	দেবপালের রাজত্বের ৩৯তম বৎসরে প্রদত্ত তাম্রশাসন।
দিনাজপুরে বদল গ্রামের নিকটবর্তী স্থান			গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন, গুরব মিশ্র ও তাঁহার পূর্বপুরুষ-গণের প্রশস্তি, নারায়ণপাল পর্যন্ত পাল রাজগণের উল্লেখ।	ইহাকে মঙ্গলবাড়ি প্রস্তরলিপিও বলা হয়।
জাজিলপাড়া (মালদহ)		শ্রীধরশর্মা	বুদ্ধের নামে দুইটি গ্রামদান।	গোপালের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে প্রদত্ত তাম্রশাসন।

তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	যাহার উদ্দেশ্যে	বিষয়	মন্ত
	সারনাথ			স্থিরপাল কর্তৃক ধর্মরাজিক, ধর্মচক্র ও গন্ধকুটীর সংস্কার এবং গৌড়রাজ মহীপাল কর্তৃক কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন।	বুদ্ধমূর্তির পা খোদিত। বিক্রমসম্বৎ ১

চন্দ্রগণের লেখমালা।

(আঃ ৯৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	গ্রহীতা	বিষয়	মন্তব্য
	ইদিলপুর (ফরিদপুর)			ভূমিদান	শ্রীচন্দ্রের র কালের শাসন।
	রামপাল (ঢাকা)		শান্তিবার্তিক অর্থাৎ শান্তি-কর্মের জন্য নিযুক্ত পুরোহিত পীতবাসগুপ্ত-শর্মা।	বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রার্থনাপূর্বক ভূমি-দান।	”

কাম্বোজগণের লেখমালা।

(আঃ ৯৫০-১০২৫ খৃষ্টাব্দ)

তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	গ্রহীতা	বিষয়	মন্তব্য
	বাণগড় (দিনাজপুর)	‘কাম্বোজান্বয়-গৌড়পতি।’		শিবমন্দির উৎসর্গ।	স্তম্ভলিপি।

বর্ম্মগণের লেখমালা।

(আঃ ১০৫০-১১৫০ খৃষ্টাব্দ)

খ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	গ্রহীতা	বিষয়	মন্তব্য
	বেলাব (ঢাকা)		'শান্ত্যা'-গারাধিকৃত রামদেবশর্ম্মা	বাসুদেবের নামে ভূমিদান।	ভোজবর্ম্মার রাজত্ব-কালের ৫ম বৎসরে প্রদত্ত তাম্রশাসন।
	বজ্রযোগিনী (ঢাকা)	শ্যামলবর্ম্মা	ভীমদেব-স্থাপিত বৌদ্ধ প্রজ্ঞা-পারমিতা মন্দির।	ভূমিদান।	তাম্রশাসন।

সেনগণের লেখমালা।

(আঃ ১০৫০-১২২০ খৃষ্টাব্দ)

খ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	যাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত	বিষয়	মন্তব্য
	বারাকপুর (২৪ পরগণা)	বিজয়সেন	ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্ম্মা।	মহাদেবী বিলাস-দেবী কর্ত্তৃক চন্দ্র-গ্রহণের সময়ে সুবর্ণতুলা-পুরুষ দান উপলক্ষ্যে ভূমিদান।	বিজয়সেনের রাজত্বকালের ৬২তম বর্ষে প্রদত্ত তাম্রশাসন।
	নৈহাটী (২৪ পরগণা)	বল্লালসেন	সামবেদী আচার্য বাসুদেব শর্ম্মা	সূর্যগ্রহণের সময়ে বল্লালের মাতা বিলাসদেবী কর্তৃক হেমাশ্বদান উপলক্ষ্যে বাল্লহিথ গ্রাম দান।	বল্লালের রাজত্বের ১১শ বর্ষে প্রদত্ত তাম্রলিপি।

তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	দাতা	যাহার উদ্দেশ্যে	বিষয়	মন্তব্য
	আনুলিয়া (নদীয়া)	লক্ষ্মণসেন	যজুর্বেদী পণ্ডিত রঘু দেব শর্মা।	ভূমিদান।	লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩য় প্রদত্ত তাম্রশাসন
	মাধাইনগর (পাবনা)		অথর্ববেদী 'শান্ত্যা-গারিক' গোবিন্দ দেবশর্মা।	মূলাভিষেক উপলক্ষ্যে 'ঐন্দ্রী মহাশান্তি' অনুষ্ঠানে গ্রামদান।	তাম্রশাসন।

উল্লিখিত প্রধান লেখমালা ছাড়াও বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ভট্টভবদেবের[১] ভুবনেশ্বরপ্রশস্তি সবিশেষ পরিচিত। এই প্রশস্তি রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামস্থ নারায়ণ বা অনন্ত-নারায়ণের মন্দিরে ছিল। সেখান হইতে উহা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আনীত হয়। তৎপর, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের পুরোহিতগণের অনুরোধে উহা তথায় প্রেরিত হয়। উহা এখন তথাকার অনন্তবাসুদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণের প্রাচীরে রক্ষিত আছে।

এই প্রশস্তি ভবদেব-সখা বাচস্পতি কর্তৃক রচিত। ইহাতে ভবদেবের বংশাবলী ও কীর্তিকলাপের স্তুতি আছে।

১। ভবদেবের জীবনী ও কাল সম্বন্ধে নব্যস্মৃতি-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(ঞ) গদ্যকাব্য ও চম্পূ[1]

বাংলাদেশে রচিত গদ্যকাব্যের নিদর্শন সামান্যই আছে। এক 'হিতোপদেশ' ব্যতীত বাঙালী-রচিত উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কৃত গদ্যকাব্য নাই বলিলেই চলে। ইহাতেও কতটুকু লেখকের নিজস্ব দান তাহা অনির্ণেয়। 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে'র একটি রূপমাত্র, মূল 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থ লুপ্ত। রচনাশৈলীতে 'হিতোপদেশ'-রচয়িতার কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা না গেলেও বিষয়-বস্তুর বিন্যাসে তাঁহার কিঞ্চিৎ মৌলিকতা আছে। মূলগ্রন্থের পাঁচটি প্রসঙ্গের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির বিন্যাসক্রমেও কিছু অভিনবত্ব আছে। তাহা ছাড়া, 'হিতোপদেশে' 'কামন্দকীয়নীতিসারে'র বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

'হিতোপদেশ'কার নারায়ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধবলচন্দ্র নামক কোন ব্যক্তি। এই গ্রন্থের একটি পুথির লিপিকাল ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং, নারায়ণ ইহার পরবর্তী হইতে পারেন না।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[2] মহাশয়-রচিত 'সরলা' একখানি গদ্যকাব্য। সরলা নাম্নী এক কাল্পনিক নারীর ঝড়ে নদীগর্ভে নিমজ্জন এবং পরে তাঁহার উদ্ধার ও বিবাহ এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুরের একটি পণ্ডিতপ্রধান স্থানের নাম কোটালী-পাড়া। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সেখানে কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্য নামে একজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস তর্কবাগীশ।

কৃষ্ণনাথ-রচিত গ্রন্থের নাম 'আনন্দলতিকাচম্পূ।'[3] ইহা 'কুসুম' নামক পাঁচটি পরিচ্ছেদে রচিত। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-কাহিনী ইহার বিষয়-বস্তু। এই গ্রন্থ প্রণয়নে কৃষ্ণনাথ স্বীয় বিদুষী ভার্যার ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।[4]

১। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। কৃষ্ণভক্তিমূলক চম্পূগুলি পূর্বে বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

২। ইঁহার পরিচয় নব্যস্মৃতি-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৩। প্রকাশিত, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

৪। বিবিধ কাব্যপ্রসঙ্গে 'বঙ্গের মহিলাকবি' দ্রষ্টব্য।

চিরঞ্জীব[১]-রচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'[২] চম্পূর আকারে লিখিত। ইহাতে 'তরঙ্গ' নামে আটটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কবি স্বীয় বংশ-পরিচয় দিয়া অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এই-রূপ। এক প্রভুর বাড়ীতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এবং নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকাদি দার্শনিকগণ ক্রমে সভায় প্রবেশ করিতেছেন। এই অবস্থায় পণ্ডিতগণের বেশভূষার বর্ণনা এবং পরস্পরের মধ্যে তর্কাত্মক আলোচনার মাধ্যমে তাঁহাদের স্বকীয় মত কবি লিপিবদ্ধ করিযাছেন। গ্রন্থখানি পাঠে নাটকের ন্যায় মনে হয়। ইহাতে গ্রন্থকারের দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের চিত্তাকর্ষক সংমিশ্রণ হইয়াছে।

গ্রন্থটির একটি অংশের ভাবানুবাদ দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে গ্রন্থের স্বরূপ বুঝা যাইবে।

পাছে কীটপতঙ্গ মারা যায়, এই ভযে ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে নাস্তিক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত। নাস্তিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের কথোপকথন—

নাস্তিক—বঞ্চকেরা বলে, দেবতার অর্চনা কর, জন্মান্তরের জন্য কর্ম করিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর, যজ্ঞে পশুবধ কর ইত্যাদি।

মীমাংসক—যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যায়, তাহাতে দেবতার তৃপ্তি হয়, যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

নাস্তিক— দেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি কোথায়?

মীমাংসক—বেদ পুরাণাদিতে এ সকল কর্মের প্রশংসা আছে।

নাস্তিক— বেদ ত বঞ্চকের কথা। পুরাণের প্রামাণ্য কোথায়? উহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

১। পরিচয় অলঙ্কারপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। সং—(ক) বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই, ১৯১২।
(খ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা।

মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতির সঙ্গে তর্কে নাস্তিকের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। তখন সভার প্রভু মীমাংসকাদি দার্শনিককে স্ব স্ব মতবাদ ব্যক্ত করিয়া অপর দর্শনের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ব্যাখ্যা করিতে বলেন। মুক্তির কর্তা কে—এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। মুক্তির কর্তা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন ; যথা—

যোগশাস্ত্র — শিব,
বৈষ্ণবদর্শন — বিষ্ণু,
রামাইত — রাম ইত্যাদি।

এইরূপ বিবাদ চলিতে থাকিলে একজন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সভায় আসিয়া মীমংসা করিলেন যে, হরি ও হরের অদ্বৈতজ্ঞানই মুক্তির কারণ।

গ্রন্থটিতে চিরঞ্জীব লোকায়ত, জৈন দিগম্বর এবং বৌদ্ধগণের চারিটি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন ; ইঁহারা সকলেই পরলোকে অবিশ্বাসী। বস্তুতঃ, লোকায়তেরা পরলোকে বিশ্বাসী নহে ; কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক বিশ্বাস করে। অবশ্য, বেদের প্রামাণ্য না মানার ব্যাপারে ইঁহারা সকলেই একমত।

এই গ্রন্থে চিরঞ্জীব তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র-রচিত 'মন্ত্রার্থদীপ' ও 'রাম-প্রকাশ' নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথমটি বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতে প্রযুক্ত বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা, দ্বিতীয়টি স্মৃতিগ্রন্থ।

'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' হইতে দুই একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বৈষ্ণবের বর্ণনা :—

আনাসমূর্ধ্বতিলকী বহুশঙ্খচক্র-
পদ্মাঙ্কিতোজ্জ্বলবপুর্ধৃতপীতবাসাঃ।
কণ্ঠে ললামতুলসীস্রজমাদধানঃ
শ্রীমানয়ং হরিকথাং কথয়ন্নুপৈতি॥ (২।১)

[নাসিকা পর্যন্ত উধ্বতিলকধারী, বহু শঙ্খচক্রপদ্মচিহ্নশোভিত উজ্জ্বল দেহ-বিশিষ্ট, পীতবসন ও শ্রীযুক্ত এই ব্যক্তি কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ করিয়া হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন।]

শাক্তের বর্ণনা :—

জবাপুষ্পং মূর্ধ্নি স্রজমুরসি মল্লীসুমনসাং
ললাটেঽপ্যারক্তং তিলকমনুলিপ্তং মলয়জম্।
দধানঃ সানন্দং নিজহৃদি পরব্রহ্মমহিষীং
সমায়াতঃ সাক্ষাদপর ইব রাকাপতিরয়ম্॥ (২।৫)

[মস্তকে জবাফুল, বক্ষে মল্লিকাফুলের মালা, কপালে ঈষৎ রক্তবর্ণ তিলক ও চন্দনানুলেপন এবং সানন্দে নিজ হৃদয়ে পরব্রহ্ম মহিষীকে ধারণ করিয়া ইনি সাক্ষাৎ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন।]

চিরঞ্জীবের অপর চম্পূকাব্যের নাম 'মাধবচম্পূ'[১]। ইহা পাঁচ উচ্ছ্বাসে রচিত। মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণের কুবলয়াক্ষ নামক সখা সমভিব্যাহারে মৃগয়াগমন, বনে হ্রদের তীরে কলাবতী নাম্নী কুমারীর দর্শন ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, স্বয়ংবরে কলাবতীকে মাধবের পত্নীরূপে লাভ, কলাবতীসহ প্রত্যাবর্তনকালে পথে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ ও কৃষ্ণের জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ বাস, নারদের অনুরোধে কৃষ্ণের দ্বারকায় গমন, বিরহবিধুরা কলাবতীর শোচনীয় অবস্থা, কলাবতী কর্তৃক হংসকে কৃষ্ণের নিকট দূতরূপে প্রেরণ, রাক্ষস-দমনের ছলে দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন—এই ঘটনাবলী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত।

ঘটনাবলীর উদ্ভাবনে ও চরিত্র-সৃজনে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। বিষয়বস্তুর বিন্যাসে তিনি নিপুণ। অপর কাব্যটির ন্যায়; ইহারও ভাষা প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট এবং রচনাভঙ্গী মনোজ্ঞ। মৃগয়া প্রসঙ্গে বিবিধ জন্তুর বর্ণনা ও উহাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের বর্ণনা চিত্তাকর্ষক।

'মাধবচম্পূ' হইতে দুই একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মদোন্মত্তমাতঙ্গমালোক্য সাক্ষাৎ
প্রিয়াপ্রেমতোঽন্যত্র গন্তুং ন শক্তঃ।

১। সং—(ক) সত্যব্রত সামশ্রমী, কলিকাতা, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ,
(খ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা।

চলৎকেশরাজি স্ফুরৎপুচ্ছমুচ্চৈ-
র্নরীনর্তি সিংহো দরীমধ্যবর্তী ॥ (১।১৯)

[গুহামধ্যস্থ সিংহ মদমত্ত গজকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রিয়ার প্রণয়বশতঃ অন্যস্থানে গমনে সক্ষম না হইয়া কেশরগুচ্ছ কম্পিত করিয়া ও লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া বারম্বার নৃত্য করিতেছে।]

আয়াতে দয়িতে চিরেণ রভসাদালীভিরাবেদিতে
নির্মুক্তাঃ সহসাহনয়া নয়নয়োর্যদ্বারিধারাঃ ক্ষণম্।
তন্মন্যে বিরহানলে চিরতরং হুত্বাশ্রুবিন্দূৎকরৈ-
রন্তৈবং নয়নস্রুচা মৃগদৃশা পূর্ণাহুতির্দীয়তে ॥ (৫।৫৫)

[প্রিয়তম দীর্ঘকাল পরে আসিবার পর সখাগণ সাগ্রহে তাহা বলিলে এই মৃগনয়না নারী যে সহসা ক্ষণকালের জন্য অশ্রুমোচন করিলেন তাহাতে, আমার মনে হয়, ইনি বহুকাল বিরহানলে অশ্রুবিন্দুসমূহের আহুতি দিয়া আজ এই-রূপে নেত্রস্রুক্[১] দ্বারা পূর্ণাহুতি দিতেছেন।]

(ট) বিবিধ

চন্দ্রগোমী

ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত ব্যাকরণপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

চন্দ্রগোমি-রচিত 'শিষ্যলেখধর্ম'[২] কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের মোহে মত্ত শিষ্য রত্নকীর্তি নামক এক রাজকুমারকে ধর্মপথে প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৪৪টি শ্লোকে গুরুর উপদেশাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। উপদেশগুলির মধ্যে প্রধান এই যে, ইহজীবনে পরোপকার পরম ধর্ম এবং বিষয়তৃষ্ণা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

নীতি শিক্ষাদানের প্রতিই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই গ্রন্থে কাব্যোৎ-কর্ষ বিশেষ কিছুই নাই।

১। 'স্রুক্'—যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য কাঠের হাতা।

২। সং—Memoirs of the Imperial Russian Archaeological Society, IV

কোন কোন সংস্কৃত কোশকাব্যে চন্দ্রগোমীর নামাঙ্কিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন কোন কোশকাব্যে চন্দ্রগোপী এবং চন্দ্রযোগীর নামেও শ্লোক দেখা যায়। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ চন্দ্রগোপী ও চন্দ্রযোগীকে চন্দ্রগোমীর সহিত অভিন্ন মনে করেন। প্রধান প্রধান কোশকাব্যগুলির নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ এই কবির নামের সহিত যুক্ত।

শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'—চন্দ্রযোগী—৫।৬৬।৫।

বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী' চন্দ্রগোপী—৩৩৬৮, ৩৩৮৪, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯।

জল্হণের 'সূক্তিমুক্তাবলী' - চন্দ্রগোমী—১৩১।৫২; ১১৬।১।

কোশকাব্য হইতে চন্দ্রগোমীর দুই একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কাময়ং বিষং চ বিষযাশ্চ নিরীক্ষ্যমাণাঃ
শ্রেয়ো বিষং ন বিষয়াঃ পরিসেব্যমানাঃ।
একত্র জন্মনি বিষং বিনিহন্তি পীতং
জন্মান্তরেষু বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি॥ (সুভাষিতাবলী—৩৩৮৪)

[কবি বিষ ও বিষয়ের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষয়ভোগ অপেক্ষা বিষসেবন শ্রেয়; কারণ, বিষপান এক জন্মেই আমাদিগকে বিনষ্ট করে, কিন্তু বিষয় জন্মান্তরেও পরিতাপ জন্মায়।]

কেচিদ্ভয়েন হি ভজন্তি বিনীতভাব-
মন্যে জনা বিভবলোভকৃতপ্রযত্নাঃ।
কেচিচ্চ সাধুজনসংসদি কীর্তিলোভাৎ
সদ্ভাববান্ 'জগতি কোপি ন সাধুরস্তি। (সুভাষিতাবলী ৩৪৪৯)

[কেহ ভয়হেতু, কেহ বিভবের লোভে, কেহ বা সাধুসমাজে খ্যাতির লোভে বিনীতভাব ধারণ করে। সদ্ভাবসম্পন্ন সাধু পৃথিবীতে কেহ নাই।]

অভিনন্দ

অভিনন্দের জীবনী রামায়ণমূলক কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

অভিনন্দের 'কাদম্বরীকথাসার'[১] আট সর্গে রচিত। বাণভট্টের কাদম্বরী-আখ্যানের সংক্ষিপ্তসার-রচনা কবির উদ্দেশ্য। তাঁহার কবিত্ব-খ্যাতি একসময়ে যে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 'অমরকোষে'র টীকায় বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং 'সুবৃত্ততিলকে' ক্ষেমেন্দ্র ইঁহার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কীর্তিকৌমুদী'তে (১।২৬) সোমেশ্বর অভিনন্দের প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রধান কোশকাব্যগুলিতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ অভিনন্দের নামাঙ্কিত।

সুভাষিতরত্নকোশ—১৭৩, ২৫২, ২৮২, ৩০৩-৪, ৩১৭, ৫৮৯, ৫৯৫, ৭৪৪,
(বিদ্যাকর) ৭৬২, ৯৪৭, ১০০১, ১০৫৮, ১১৯২, ১২৯৫, ১৩৮৪,
১৩৯১, ১৪৭২, ১৫৫২, ১৬৯৯।

সদুক্তিকর্ণামৃত—১—৩২।৪, ৫২।১, ৫৭।২, ৫৪।২, ৭৭।৫, ৭৯।২, ৮১।১
(শ্রীধরদাস) ২—৪৩।৩, ১২৬।২, ১৫০।৩, ১৬১।১, ১৭২।১, ১৭৬।১।
৩—১০।১, ১১।২।
৪—১।৪, ৯।১, ২৪।৪, ৪৯।১, ৬২।৪।
৫—২০।৫, ২৬।৪।

সূক্তিমুক্তাবলী—৫৩।৩২-৩৫; ৭২।১৯, ২০; ৮৭।৩; ৯০।২, ৩।
(জল্হণ)

পদ্যাবলী—১৪৯।
(রূপগোস্বামী)

অভিনন্দের নামাঙ্কিত দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরংশ্চারপ্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুর-
দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্।

(সদুক্তিকর্ণামৃত, ১।৫২।১ পদ্যাবলী, ১৪৯)।

১। (ক) নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৮৮-৮৯।
(খ) সং অচিন্ত্যরাম শর্মা, লাহোর, ১৯০০।
(গ) পণ্ডিত (১ম-২য় খণ্ড)।

[বৎস, গোষ্ঠে পর্বতগুহাসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে হিংস্র জন্তু দর্শন করিয়া পুরাণপুরুষ নারায়ণের ধ্যান করিবে—যশোদা-কর্তৃক এইরূপে উক্ত মুরারির স্ফুরিত বিম্বোষ্ঠযুগলের প্রগাঢ় পীড়নহেতু অব্যক্ত স্মিতহাস্য ত্রিভুবন রক্ষা করুক।]

জনানন্দশ্চন্দ্রো ভবতি ন কথং নাম সুকৃতী
প্রয়াতোঽবস্থাভিস্তিসৃভিরপি যঃ কোটিমিয়তীম্।
ভ্রুবোর্লীলাং বালঃ শ্রিয়মলিকপট্টস্য তরুণো
মুখেন্দোঃ সর্বস্বং হরতি হরিণাক্ষ্যাঃ পরিণতঃ॥

(সূক্তিমুক্তাবলী, ৫৩।৩৩)

[যে পুণ্যবান্ চন্দ্র তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া এই উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, সে মানুষের আনন্দদায়ক কিরূপে না হইবে? (সে) বাল্যে মৃগনয়না রমণীর ভ্রূ-যুগলের শোভা, তারুণ্যে তাহার কপালফলকের সৌন্দর্য এবং পরিণত অবস্থায় তাহার সর্বস্ব হরণ করে।]

উমাপতিধর

কিম্বদন্তী এই যে, উমাপতি বা উমাপতিধর বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি'তে[১] দেখা যায়, উমাপতি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের একজন মন্ত্রী এবং মদোদ্ধত রাজাকে উপদেশ দেওয়ার অপরাধে তিনি পদচ্যুত হন। তৎপর একদিন রাজা তাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দিলে তিনি একটি শ্লোক রাজার উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করেন এবং ইহাতে রাজার বিবেকোদয় হয়; ফলে, রাজা বধের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর (?) পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। উমাপতি ছিলেন করণ কায়স্থ। ইনি বল্লালের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তির রচয়িতা। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে

১। সং জিনবিজয়মুনি, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ (পৃঃ ১১২-১১৩)।

করেন যে, উমাপতি বিজয়, বল্লাল ও লক্ষ্মণ—এই তিন পুরুষের সভাই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

উমাপতির কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটি কোশ-কাব্যে তদ্রচিত কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার রচনা সম্বন্ধে জয়দেব বলিয়াছেন—বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ।[১] উল্লিখিত দেওপাড়া প্রশস্তিতে দেখা যায়, উমাপতি ছিলেন 'পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধি'।

নিম্নলিখিত কোশকাব্যগুলিতে উমাপতিধরের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে :—

শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'

১—৬।৪, ১১।৩, ৪, ১২।৪, ১৮।২, ২২।১, ২৬।৪, ২৯।৫, ৩৭।২, ৪২।৫, ৫২।৪, ৫৫।৩,৪, ৫৭।৩, ৬১।১, ৬৭।২, ৭২।৪, ৭৩।১, ৯০।৪।

২—৮।৫, ১১।২, ১২।২, ১৬।৩,৪, ২০।১,২, ২৪।৫, ৩৫।৫, ৪৮।৪, ৬৩।৫, ৬৪।২, ৮১।৪,৫, ৯৪।২, ১০২।১, ১০৬।৫, ১০৭।২,৩; ১০৯।২, ১১৬।২,৩, ১১৭।২, ১২৫।৪, ১৪৬।৩, ৪; ১৫০।১, ১৫৬।১।

৩—১।৪, ৫।৫, ১৭।৩-৫, ২০।৪, ২৬।৪, ৩৩।১, ৪০।৪, ৪৩।৫, ৪৯।৩,৪।

৪—২।২, ৩।৪, ৪।২, ৬।৫, ২০।৪, ২১।৪, ২৫।৫, ২৭।৫, ৩০।৫, ৪১।৫, ৪৬।৫, ৫৮।২, ৫২।৩-৫, ৫৩।৫, ৫৪।৪, ৫৫।৪, ৫৮।৪, ৫৯।৩, ৪; ৬৮।৩, ৭০।৩, ৭২।২।

৫—১৩।২, ১৬।১, ১৮।৩, ৪; ২৯।১, ৬১।৩, ৭০।৪, ৭৩।৩, ৭৬।৪।

জল্হণের সূক্তিমুক্তাবলী—২।৩, ৭; ৫।৯; ২৩।১৯, ২৪।১০, ৩৩।১৯, ৩৪।৬, ৩৬।১, ৪৩।১৮, ৩৬; ৮২।১৮, ৯৭।१২, ১০২।১; ১০৬।১, ১৩৩।১৬।

রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'—১৪৮, ২৫৯, ৩৭১, ৩৭২।

উমাপতিধরের রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন
ন্যগ্রোধস্য তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে।

১। গীতগোবিন্দ—১।৪।

দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতীরিতস্য সভয়ং গোপৈর্যশোদাপতে
র্বিস্মেরস্য পুরো। হসন্নিজগৃহান্নির্যন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

সদুক্তিকর্ণামৃত—১।৫২।৪, পদ্যাবলী—১৪৮।

[যমুনাতটে নয়, পর্বতোপকণ্ঠে নয়, অশ্বত্থবৃক্ষমূলে নয়, রাধাপিতার প্রাঙ্গণে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি—গোপগণ সভয়ে এইরূপ বলিলে যে যশোদাপতি বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে হাসিতে হাসিতে স্বগৃহ হইতে নির্গত হরি তোমদিগকে রক্ষা করুন।]

চূড়াভস্মাঙ্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চলেনামৃশন্
নেত্রাগ্নিদ্যুতিতাপিতাবিব করৈঃ সিঞ্চন্ সুধাদীধিতেঃ।
নাগশ্বাসকলঙ্কিতাবিব মুহুর্গঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্
মানিন্যাশ্চরণৌ গিরীন্দ্রদুহিতুর্ভূত্যৈ গিরীশোঽস্তু বঃ॥

(সূক্তিমুক্তাবলী—২।৭)

[সেই শিব তোমাদের মঙ্গল করুন যিনি স্বীয় মস্তকের ভস্মে মলিন মানিনী গিরিজার চরণযুগল জটাদ্বারা মুছিয়া দিতেছেন, স্বনেত্রজ বহ্নিতপ্ত পার্বতীর পদদ্বয় চন্দ্রকিরণে সিক্ত করিতেছেন, ভুজগশ্বাসকলুষিত তদীয় অঙ্ঘ্রি যুগল বারম্বার গঙ্গাজলে ধৌত করিতেছেন।]

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে ম্লেচ্ছগণের সংঘর্ষের ইঙ্গিত দিয়াছেন :—

সাধু ম্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূ-
র্নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
দেবে কুপ্যতি যস্য বৈরিপরিষন্মারাঙ্কমল্লে পুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ॥

[হে ম্লেচ্ছরাজ! সাধু, সাধু। আপনার মাতাই বীরপ্রসবিনী। নীচ-জাতি হইলেও আপনি থাকায় পৃথিবী সুক্ষত্রিয় হইয়া বিরাজমান; (কারণ) মারাঙ্কমল্ল (=লক্ষ্মণসেন) সম্মুখে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে থাকিলে আপনার জিহ্বাপত্র হইতে 'শস্ত্র শস্ত্র' এই শব্দগুলি নির্গত হইতেছিল।]

শরণদেব

জয়দেবের সাক্ষ্য অনুসারে ইনি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি। সুতরাং ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

'দুর্ঘটবৃত্তি'[১] নামক গ্রন্থটি শরণের নামাঙ্কিত। এই গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক কতক প্রয়োগের পাণিনিব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধিবিচার করা হইয়াছে।

শরণের কোন কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। তথাপি তিনি যে সুকবি ছিলেন, তাহার প্রমাণ 'সদুক্তিকর্ণামৃত'[২] ও 'পদ্যাবলী'—এই দুইখানি বঙ্গীয় কোশকাব্যে তদ্রচিত শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি। জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' বলিয়াছেন—শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ[৩]।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত শবণের একটি শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ :—

কালিন্দীমনুকূলকোমলরয়ামিন্দীবরশ্যামলাঃ
শৈলোপান্তভুবঃ কদম্বকুসুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্।
রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুতাপঃ স্মর-
ন্নস্তু দ্বারবতীপতিস্ত্রিভুবনামোদায় দামোদরঃ॥ (১।৬১।২)

[অনুকূল ও শান্ত স্রোতোবহা যমুনা, নীলপদ্মশোভিত শৈলোপকণ্ঠ, কদম্ব-সুরভি গিরিগহ্বর এবং প্রথমাভিসারে মনোরমা রাধার স্মরণকারী অনুতপ্ত দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ত্রিলোকের আনন্দবিধান করুন।]

১। সং গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ।

২। এই গ্রন্থে শরণদত্ত, চিরন্তনশরণ, শরণদেব ও শরণ প্রভৃতি নানারূপ নাম দেখা যায়। এইগুলি একই কবির ভিন্ন ভিন্ন নাম কিম্বা বিভিন্ন কবির নাম তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

৩। পাঠান্তর 'দুরূহদ্রুতে'। "শরণসংজ্ঞঃ কবিঃ দুরূহদ্রুতেঃ শ্লাঘ্যো দুর্বিচারপদপদার্থজ্ঞানাৎ প্রশস্তঃ।" ('রসিকপ্রিয়া' টীকা)

"শরণনামা কবিঃ দুরূহস্য দুর্জ্ঞেয়স্য কাব্যস্য দ্রুতে শীঘ্ররচনে শ্লাঘ্যঃ, ন তু প্রসাদাদি গুণযুক্তে।" (বালবোধিনী টীকা—দ্রঃ 'গীতগোবিন্দ' সং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

লক্ষ্মীধর[১]

স্বীয় গ্রন্থে লক্ষ্মীধর যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ইনি গৌড়ের 'ভট্টাঙ্কিত কোশল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গ্রামটির নাম কেহ কেহ মনে করেন 'ভট্টকোশল'। কাহারও কাহারও মতে, নামটি 'কোশল' এবং ভট্টাঙ্কিত শব্দের অর্থ 'ভট্ট বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অধ্যুষিত'। যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে, এই স্থানটি সম্ভবতঃ বর্তমান বগুড়া জিলার কুশৈল গ্রাম।

লক্ষ্মীধর নিজের যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :–

নরবাহন
|
অজিত
—
শ্রীস্তম্ভ
|
লক্ষ্মীধর

স্বীয় কুলপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি একজন পূর্বপুরুষের নাম ভোজদেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভোজদেব, কাহারও কাহারও মতে, ধারেশ্বর ভোজ (১০০০—১০৫৫ খৃষ্টাব্দ)। কেহ কেহ মনে করেন, ইনি বাংলাদেশের রাজা ভোজবর্মদেব (খৃঃ ১২শ শতকের শেষার্ধ)।

লক্ষ্মীধর 'চক্রপাণিবিজয়'[২] নামক একখানি মহাকাব্য কুড়িটি সর্গে রচনা করেন। বাণাসুরের কন্যা উষার বিবাহের কাহিনী এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কোশকাব্যগুলিতে লক্ষ্মীধরের নামাঙ্কিত বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীধর ও 'চক্রপাণিবিজয়'-রচয়িতা লক্ষ্মীধর অভিন্ন কিনা জানা যায় না।

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ Indian Culture, I 1934-35 এবং যোগেন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ—Indian Culture, II, 1935-36.

২। জয়পুরের রাজস্থান পুরাতত্ত্ব মন্দির হইতে প্রকাশিত।

সুভাষিতরত্নকোশ—৭৫, ৩১৩, ৩৪৪, ৪০১, ৬০০, ৬৩৫, ৭১৫, ৮২৩, ৮৮৪, (বিদ্যাকর) ৯৭২, ১০৫৪।

সদুক্তিকর্ণামৃত—১—২৪।১ ; ৩৬।১, ২ ; ৪৮।১ ; ৫৭।১ ; ৮৬।৫ ।
(শ্রীধর) ২—১১।৪ ; ২৫।৫ ; ৭৩।১ ; ১৬৮।৪ ; ১৭১।৩ ; ১৭৭।৪ ।
৪—৭।৩ ; ৬৪।৩ ; ৬৫।২ ।
৫—৬৪।৫ ; ৬৫।৫ ।

সূক্তিমুক্তাবলী—৩৬।২৫ ; ৫৩।৬৮ ; ৬৩।১৭ ; ১১০।৩, ৪ ।
(জল্হণ)

পদ্যাবলী—১৬, ২৯, ৩৩, ৩৪ ।
(রূপগোস্বামী)

কোশকাব্য হইতে লক্ষ্মীধরের দুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

কম্পন্তে কপয়ো ভৃশং জড়কৃশং গোঽজাবিকং গ্লায়তি
শ্বা চুল্লীকুহরোদরং ক্ষণমপি ক্ষিপ্তোঽপি নৈবোজ্ঝতি ।
শীতার্তিব্যসনাতুরঃ পুনরয়ং দীনো জনঃ কূর্মবৎ
স্বাঙ্গানি শরীর এব হি নিজে নিহ্নোতুমাকাঙ্ক্ষতি ॥

(সদুক্তিকর্ণামৃত—২।১৭৫।৪, সূক্তিমুক্তাবলী—৬৩।১৭, সুভাষিতরত্নকোশ ৩১৩).

[বানরগুলি অত্যন্ত কম্পমান; গাভী, ছাগল, মেষ প্রভৃতি শীতে জড়সড়; তাড়িত হইয়াও কুকুর মুহূর্তের জন্য চুল্লীমুখ ত্যাগ করিতেছে না; এই দরিদ্র লোকটি শীতে কাতর হইয়া কচ্ছপের ন্যায় নিজের শরীরের মধ্যেই অঙ্গগুলি লুকায়িত করিতে ইচ্ছা করিতেছে।]

ইহাতে কবি শীতক্লিষ্ট জীবগণের একটি চমৎকার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্লোকটি স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের একটি মনোরম উদাহরণ।

যদপি বিবুধৈঃ সিন্ধোরন্তঃ কথংচিদুপার্জিতং
তদপি সকলং চারুস্ত্রীণাং মুখেষু বিভাব্যতে।
সুরসুমনসঃ শ্বাসামোদে শশী চ কপোলয়ো
রমৃতমধরে তির্যগ্ভূতে বিষং চ বিলোচনে ॥

(সদুক্তিকর্ণামৃত—২।৭৩।১, সুভাষিতরত্নকোশ ৪০১).

[দেবগণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুন্দরী রমণীর মুখে তাহার সমস্তই কল্পিত হয়। তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ুতে মনে করা হয় পারিজাতের সৌরভ, গণ্ডস্থলে ইন্দু, অধরে অমৃত ও কটাক্ষে বিষ।]

শ্লোকটি রমণীর রূপমাধুর্যের অপূর্ব বর্ণনা।

বর্তমান কালে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি জনসাধারণ বিরূপ। কিন্তু, তথাপি বঙ্গভূমিতে অদ্যাপি কাব্যমন্দাকিনীর প্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। এই দেশের জীবিত সংস্কৃত কাব্যরচয়িতৃগণের মধ্যে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইঁহার জীবনী নব্যস্মৃতিপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইবে।

'রুক্মিণীহরণ'[১] হরিদাস-রচিত মহাকাব্য। কাব্যটির নামই ইহার বিষয়-বস্তুর পরিচায়ক। এই কবির রচিত 'বিয়োগবৈভব'[২] একখানি খণ্ডকাব্য। কল্পিত নায়কনায়িকার বিচ্ছেদকালীন অবস্থা অবলম্বনে কাব্যখানি লিখিত হইয়াছে। 'বিদ্যাবিত্তবিবাদ'[৩] হরিদাস-রচিত অপর একটি খণ্ডকাব্য; কাব্যটির নাম হইতেই ইহার বিষয়বস্তু বুঝা যায়।

মৌলিক কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ইনি নিম্নলিখিত কাব্যগুলির উপর সংক্ষিপ্ত অথচ সরল টীকা রচনা করিয়াছেন :—

মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত।

বঙ্গের মহিলা কবি

সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে মহিলাকবিগণের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। বাঙালীর গৌরবের বিষয় এই যে, এই দেশের কয়েকজন মহিলা কবিও স্বীয় কবিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

১। প্রথম প্রকাশিত—কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ। বর্তমানে ইহার ৫ম সংস্করণ প্রচলিত আছে।

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

৩। প্রকাশিত—কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

বৈজয়ন্তী

পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুরের পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম কোটালীপাড়া। সেখানে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিদুষী ভার্যা ছিলেন বৈজয়ন্তী। 'আনন্দলতিকা' কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণনাথ মুক্তকণ্ঠে পত্নীর ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন--আনন্দলতিকাচম্পূর্যেনাকারি স্ত্রিয়া সহ। বৈজয়ন্তী ছিলেন ফরিদপুরের ধানুকা গ্রামের মুরভট্টের কন্যা। তিনি পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং মীমাংসাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। কথিত আছে যে, একদিন তাঁহার স্বামী 'অত্রতুনোক্তং তত্রাপিনোক্তম্' - এই কথাটির প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইহার অর্থ এই—এখানেও উক্ত হয় নাই, সেখানেও উক্ত হয় নাই। কিন্তু, এইরূপ অর্থ ঐ প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হয না। তখন বৈজয়ন্তী বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ইহার প্রকৃত অর্থ এই—এখানে 'তু' দ্বারা ও সেখানে 'অপি'দ্বাবা উক্ত হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, তিনি স্বামীর নিকট লিখিত পত্রে নিম্নোদ্ধৃত কৌতুককর শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন ঃ—

জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে ॥[১]

[সন্ধ্যাবেলা হইতে আমি শবীরটি মশককে দিয়া থাকি; এই মশক ধূমেও নিবারিত হয় না, পাখার বাতাসেও নয়।]

প্রিয়ম্বদা

ফরিদপুরের অপর একটি মহিলাকবির নাম প্রিয়ম্বদা। ইনিও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শিবরাম এবং পতি ছিলেন রঘুনাথ। প্রিয়ম্বদা-রচিত কাব্যের নাম 'শ্যামারহস্য।' ইঁহার প্রথম শ্লোক কৃষ্ণস্তুতিবিষয়ক। শ্লোকটি এই—

১। এই শ্লোকটির জন্য গ্রন্থকার চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট ঋণী।

কালিন্দীপুলিনেষু কৈলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চিতম্।
বর্হালঙ্কৃতসপ্তকং সুললিতৈরঙ্গৈস্ত্রিভঙ্গং ভজে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলম্॥

[আমি বংশীবদন শ্যামসুন্দরকে বন্দনা করি; তিনি যমুনাতীরে কেলি-পরায়ণ, কংসাদিদৈত্যনাশক, গোপীগণকর্তৃক স্তুত, ব্রজবধূগণের নয়নপদ্মে পূজিত, শিখিপুচ্ছে শোভিতমস্তক, সুশোভন অঙ্গে ত্রিভঙ্গরূপে বিরাজমান—তিনি গোবিন্দ, ব্রজসুন্দর এবং পুনর্জন্মনাশক।]

উল্লিখিত কাব্যগুলি ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত পুঁথিশালার তালিকায় এমন কতক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতার নাম বাঙালী এবং যাহাদের রচয়িতা স্পষ্টতঃ বাঙালী হইলেও সাধারণ্যে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। কতক গ্রন্থের নামমাত্র গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়। এইরূপ কাব্যগুলির নাম, রচয়িতার নাম ও সম্ভবপরস্থলে সংরক্ষণস্থান সহ, নিম্নে লিখিত হইল। প্রকাশিত অথচ সাধারণ্যে অজ্ঞাত কাব্যগ্রন্থও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল।

(গ্রন্থগুলির নাম বর্ণানুক্রমিক)

গ্রন্থ	রচয়িতা	সংরক্ষণস্থান বা প্রকাশস্থান	মন্তব্য
আনন্দমন্দাকিনী	মধুসূদন সরস্বতী	বোম্বাইয়ে প্রকাশিত	
আর্যানবশতী	রামনাথ তর্করত্ন	কলিকাতায় প্রকাশিত	
ঋতুচিত্র	অন্নদা তর্কচূড়ামণি		রচয়িতার পরিচয় পরে 'মহাপ্রস্থান' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
কবিতারত্নাকর	মহানন্দ চক্রবর্তী	ব-সা-প এর সংস্কৃত পুঁথি, ক্রমিক সংখ্যা ৪২২	

গ্রন্থ	রচয়িতা	সংরক্ষণস্থান বা প্রকাশস্থান	মন্তব্য
কমলোদয়কাব্য	কৃষ্ণমোহন	ঐ, ১২৯৭	পঞ্চম সর্গের অন্ত্য-শ্লোকে কবির বাসস্থান স্বরূপ পূর্বস্থলের উল্লেখ। গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ব. সা. প. এর সংস্কৃত পুঁথির তালিকা, ভূমিকা, পৃঃ ২৬।
কালিদাসসম্ভব	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার		
কাব্যপেটিকা	মহেশ তর্কচূড়ামণি (দিনাজপুর জিলার রাজারামপুরনিবাসী)		বিবিধ বিষয় অবলম্বনে রচিত।
কোকিলদূত	মঃ মঃ প্রমথ তর্কভূষণ (তারাচন্দ্র ও রায়-রঙ্গিণীদেবীর পুত্র। ভাটপাড়ায় ১৮৬৬ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়।) ইনি প্রথমে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও পরে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।	প্রকাশিত	

গ্রন্থ	রচয়িতা	সংরক্ষণস্থান বা প্রকাশস্থান	মন্তব্য
গীতাবলী	সনাতন	ব. সা. প. এর পুঁথি, ক্রমিক সংখ্যা ৪৮৪, ৪৯৯, ৬৪২, ১১০৬, ১১২০, ১১৩৬, ১১৪৪। এ. সো. ভি ৪৪৭০; ১০৮২২ ৩৯৬৯।	'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে।
গোপালচরিত	চৈতন্য (?)	ব. সা. প. এর পুথি, ক্রমিক সংখ্যা ৫৬৮, ১২৮১ (ক), ৫১।	দ্রষ্টব্য :—S. K. De : Early Hist. of Vaisnava Faith and Movement etc., p 92, footnote, 2.
গোবিন্দরতিমঞ্জরী (বঙ্গানুবাদসহিত)	ঘনশ্যামদাস	ঐ, ৫৩৫।	
চন্দ্রবংশ (মহাকাব্য)	মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (রাধাকান্ত পুত্র)	কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৮৯২ খৃঃ।	'রঘুবংশের' অনুকরণে। ২৪ সর্গে রচিত। বিষয়বস্তু—ভারতের চন্দ্রবংশের বর্ণনা।
চমৎকারচন্দ্রিকা (রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ২২৫টি শ্লোক চারিটি 'কুতূহলে' বিভক্ত।)	কবিকর্ণপূর	(১) ঐ, ৬৪৭। (২) Mitra, Notes, No. 2150 (৩) Eggeling : I.O. Catalogue, VII, No. 3882/1177C	কাহারও কাহারও মতে, ইহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রচনা। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য S. K. Dea উল্লিখিত গ্রন্থ, p. 35 (footnote) এবং pp.

গ্রন্থ	রচয়িতা	সংরক্ষণস্থান বা প্রকাশস্থান	মন্তব্য
		(৪) Asiatic Society (Calcutta) Catalogue, VII. 5200 (৫) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিসংখ্যা ২৩৮৭, ২৪১২, ২৪৬৫, ২৬৫৭ এবং ২৭৭০। (৬) প্রকাশিত, নবদ্বীপ, ১৯৩৭।	451-459 (foot-note).
দিনাজপুররাজবংশ	মহেশ তর্কচূড়ামণি		১৭ সর্গে রচিত। ইহাতে অনেক চিত্র-বন্ধ রচিত হইয়াছে।
াৎসব-কাব্য	শ্রীনিবাস বিদ্যা-লঙ্কার		দিল্লী দরবারের বর্ণনা। পাঁচ সর্গে রচিত।
দুর্গবধকাব্য	গঙ্গাধর কবিরাজ		
প্রবোধপ্রকাশ	চন্দ্রকান্ত তর্কা-লঙ্কার	প্রকাশিত, ঢাকা ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।	নারীর রূপলাবণ্যে মত্ত চিত্তের প্রবোধ এবং নারীপ্রেমের অসারতা ও দুঃখময় পরিণতির বর্ণনা।
প্রেমামৃতরসায়ন	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	ব. সা. প. এর পুথি—ক্রমিক সংখ্যা ১১৮২(ক)।	গোপীকর্তৃক কৃষ্ণের সৌন্দর্যবর্ণনা।

গ্রন্থ	রচয়িতা	সংরক্ষণস্থান বা প্রকাশস্থান	মন্তব্য
বামনাখ্যান	মধুসূদন তর্কপঞ্চানন (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের প্রপৌত্র শ্রীকান্ত তর্করত্নের পুত্র।)	দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮১১ শকাব্দ (=১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ।)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত। বামনরূপী বিষ্ণুকর্তৃক বলিরাজাব নিগ্রহের আখ্যান। ১১৭ শ্লোকে রচিত।
বিজয়প্রকাশ	মঃ মঃ প্রমথ তর্কভূষণ	প্রকাশিত	বচয়িতার পরিচয়েব জন্য পূর্বে 'কোকিলদূত' দ্রষ্টব্য।
ব্রজকৌতুকামৃত	কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী (রামচন্দ্র-পুত্র।)	Triennial Cat. of Skt Mss. in Oriental Library, Madras, V 623.	১৫ সর্গে বচিত। ইহাতে কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।
ভূদেবচরিত	মহেশ তর্কচূড়ামণি		
মহাপ্রস্থান	মঃ মঃ অন্নদা তর্কচূড়ামণি (পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জিলায় ১৮৬২ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন।) ইনি তান্ত্রিক সর্ববিদ্যাবংশোদ্ভূ ইঁহার পিতার নাম কালীকিঙ্কর ঠাকুর।		মহাকাব্য।

গ্রন্থ	রচয়িতা	সংরক্ষণস্থান বা প্রকাশস্থান	মন্তব্য
রামাভ্যুদয়	অন্নদা তর্কচূড়ামণি		মহাকাব্য
বাসবসোদয়	মঃ মঃ প্রমথ তর্কভূষণ	প্রকাশিত	
লোকালোকপুরুষীয়	গঙ্গাধর কবিরাজ		
শতশ্লোকী	রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য (চিরঞ্জীবের পিতা)		
শিখণ্ডিপ্রাদুর্ভাব (রমন্যাস)	গঙ্গাধর কবিরাজ		
সতীপরিণয়	মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	ঢাকায় প্রকাশিত, ১৮৭১ খৃঃ।	'কুমারসম্ভবে'র অনুকরণে রচিত (১৬ সর্গ)।
সর্বমঙ্গলোদয়	পঞ্চানন তর্কতীর্থ (ভাটপাড়ানিবাসী)		শ্লেষকাব্য।
সুমনোঽঞ্জলি	অন্নদা তর্কচূড়ামণি		
হর্ষোদয় (চিত্রকাব্য)	গঙ্গাধর কবিরাজ		

উল্লিখিত কবিগণ ছাড়াও গৌড়ের গদাধর-পুত্র দেবধর ও ধর্মধর-চন্দেল্লরাজ পরমর্দির (আঃ ১১৬৭—১২০২ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন বলিয়া জানা যায়[১]।

(ঠ) টীকাটিপ্পনী

কাব্যে মৌলিক রচনা ছাড়াও বাংলাদেশে বহু টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ কবিগণের প্রখ্যাত অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের টীকাই এই দেশের পণ্ডিতগণ রচনা করিয়াছিলেন। কোন কাব্যের টীকা রচনা করিতে হইলে টীকাকারের রসবোধ ও পাণ্ডিত্য আবশ্যক। টীকাগুলি মূল গ্রন্থপাঠে সহায়ক। শুধু তাহাই নহে। অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী টীকাকারগণ কাব্যের ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্র মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'মেঘদূতে'র

১। দ্রঃ—Epigraphia Indica, I, 207, 214.

ব্যাখ্যায় সনাতন গোস্বামী ও ভরতমল্লিক প্রভৃতি বাঙালী টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ ও মল্লিনাথের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ টীকাকারগণের ব্যাখ্যা অনেকস্থলে গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী পণ্ডিতগণের ঈদৃশ রচনার পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। প্রধান ব্যক্তিগণের[১] প্রধান প্রধান টীকাগুলির উল্লেখ মাত্র করা গেল।

(টীকাকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক)

টীকাকার	টীকার নাম	মূলগ্রন্থ	প্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত না হইলে টীকার প্রাপ্তিস্থান
কবিরত্ন চক্রবর্তী	অর্থবোধিনী	মেঘদূত	কলিকাতা, ১৮৫০।
কল্যাণমল্ল (বর্ধমানের ভুরিশ্রেষ্ঠ বা বর্তমান ভুরস্থট নিবাসী, ভরত মল্লিকের পৃষ্ঠপোষক।)	মালতী	,,	দ্রঃ জে. বি চৌধুরী সম্পাদিত 'মেঘদূত', ভূমিকা, পৃঃ ২৯।
কামদেব	ভট্টিপদকৌমুদী-টীকা	ভট্টিকাব্য	ব. সা. প. পুঁথি সংখ্যা ৩৯৮,৭৪৬,[২]
কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী	?	মালতীমাধব	
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	সারঙ্গরঙ্গদা	লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'	সং (ক) যদুনন্দন দাস, মুর্শিদাবাদ, ১৯২৫, (খ) এস্. কে. দে, ঢাকা, ১৯৩৫।

১। জীবিত টীকাকারগণের নাম এই তালিকাভুক্ত হইল না।

২। উভয় পুঁথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং কাতন্ত্রব্যাকরণ অনুযায়ী টীকাটি রচিত (টীকেয়ং পদকৌমুদী বিরচিতা কাতন্ত্রতন্ত্রা)। সুতরাং, কামদেব বাঙালী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

টীকাকার	টীকার নাম	মূলগ্রন্থ	প্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত না হইলে টীকার প্রাপ্তিস্থান
গোপাল চক্রবর্তী	?	গীতগোবিন্দ	Mitra : Notices, VI. p. 292
গৌরীকান্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য (কাশীবাসী জনৈক বাঙালী নৈয়ায়িক)	?	বিদগ্ধমুখমণ্ডন	
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার	?	বেণীসংহার	
পবমানন্দ চক্রবর্তী (অলঙ্কার-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)	?	নৈষধচরিত	Eggeling's India Office Catalogue, VII. p. 1438.
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর (পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ।)	কলাপদীপিকা তিনটি অলঙ্কার গ্রন্থের উপর পুণ্ডরীকাক্ষ রচিত কলাপব্যাকরণ অনুযায়ী টীকার নামোল্লেখ ইহাতে আছে। অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।)	ভট্টিকাব্য	Mitra : Notices of Skt. Mss. VI. 2154 চারি সর্গ পর্যন্ত গুরুনাথ বিদ্যানিধি কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রেমতর্কবাগীশ	অন্বয়বোধিকা	নৈষধচরিত	ব. সা. প. এর সংস্কৃত পুথির তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ৪৪০।

টীকাকার	টীকার নাম	মূলগ্রন্থ	প্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত না হইলে টীকার প্রাপ্তিস্থান
বঙ্কিমদাস কবিরাজ	বৈষম্যোদ্ধারিণী	কিরাতার্জুনীয়	প্রাপ্ত পুঁথির লিপিকাল ১৬৭২ খৃঃ। দ্রঃ 'চিন্ময় বঙ্গ', পৃঃ ১০৭)।
বিধুভূষণ গোস্বামী	সরলা	শকুন্তলা	
বৃহস্পতি রায়মুকুট (পরিচয় নব্য স্মৃতি-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।)	ব্যাখ্যাবৃহস্পতি	রঘুবংশ	
,,	,,	কুমারসম্ভব	
,,	নির্ণয়বৃহস্পতি	শিশুপালবধ	
ভরতসেন বা ভরত মল্লিক	নলোদয়প্রকাশ	নলোদয়	(১) (iii), I. O. No. 3782 (২) ঐ, 3783.
	সুবোধা	কিরাতার্জুনীয়	I. O. 3799 (1)
	,,	গীতগোবিন্দ	ব. সা. প., ক্রমিক সংখ্যা ৩৯।
	,,	মেঘদূত	মূলসহ জে. বি. চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৫১।
	,,	কুমারসম্ভব	(১) R. L. Mitra : Notices,I. No. 397. (২) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী, ৪৯৭৫ হইতে ৪৯৭৭

টীকাকার	টীকার নাম	মূলগ্রন্থ	প্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত না হইলে টীকার প্রাপ্তিস্থান
	”	রঘুবংশ	(১) I. O. 3743 (iii), (২) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ (শাস্ত্রীর তালিকা), পুথিসংখ্যা ১৯৮। (৩) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি-সংখ্যা ৫০১১-৫০১৩। (৪) Sastri: Notices. II No. 174.
	”	নৈষধচরিত	(১) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি, পুঁথি সংখ্যা ৫১৬৫ (খণ্ডিত), (২) I. O. 3830-31, (IV), (৩) ঐ, 3837 (৪) ব. সা. প. ৭১১
	”	শিশুপালবধ	(১) I. O. 3813-14 (IV), (২) ব. সা. প. ৭৭৪।
	মুগ্ধবোধিনী	ভট্টিকাব্য	(১) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি, ৫০৬৮-৫০৬৯, (২) I. O. 921-2 (IV), 924,

টীকাকার	টীকার নাম	মূলগ্রন্থ	প্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত না হইলে টীকার প্রাপ্তিস্থান
			(৩) ব. সা. প.—৩৬৪ (ষষ্ঠ সর্গ), ৭৩১ (তৃতীয় সর্গ), (৪) Des. Cat., Madras, XX.7738 (৫) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা ৯৬।
	কুমারভার্গবীয়-টীকা	কুমারভার্গবীয়	কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটি ক্যাটালগ, ৪৭।
	ঘটকর্পরটীকা	ঘটকর্পর	Mitra : Notices, IX. 3172
রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি	?	পদাঙ্কদূত	(১) ব. সা. প. ১৪৯৬, (২) কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির, ক্যাটালগ ৭ম খণ্ড ৫২৩৩।
রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার	রাঘবপাণ্ডবীয়-কাব্যটীকা	রাঘবপাণ্ডবীয়	Sastri, I. 311
রামনাথ তর্কালঙ্কার	মুক্তাবলী	মেঘদূত	দ্রঃ—জে. বি চৌধুরী সম্পাদিত 'মেঘদূতে'র ভূমিকা।
শ্রীশ চক্রবর্তী	?	রত্নাবলী	

টীকাকার	টীকার নাম	মূলগ্রন্থ	প্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত না হইলে টীকার প্রাপ্তিস্থান
সনাতন গোস্বামী	তাৎপর্যদীপিকা	মেঘদূত	দ্রঃ—জে বি. চৌধুরী সম্পাদিত 'মেঘদূতে'র ভূমিকা।
হরগোবিন্দ বাচস্পতি (কৃষ্ণ-নগরের বঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র)	সঙ্গতা	মেঘদূত	দ্রঃ—জে বি. চৌধুরী সম্পাদিত 'মেঘদূতে'র ভূমিকা।
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	?	মেঘদূত	

৪

নাট্যসাহিত্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্য অনুসারে 'বেণীসংহার'-প্রণেতা ভট্টনারায়ণ (খৃঃ ৯ম শতকের পূর্ববর্তী), 'অনর্ঘরাঘব'-কার মুরারি (আঃ ৯ম - ১০ম শতক), 'মুদ্রারাক্ষস'-রচয়িতা বিশাখদত্ত (৯ম শতকের পূর্ববর্তী) এবং 'চণ্ডকৌশিক' এর নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর (আঃ ১০ম শতক) ছিলেন বাঙালী। বাংলাদেশের কুলজিগ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে বঙ্গাধীশ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ অন্যতম। কিন্তু, কুলজি গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিকত্ব অবিসংবাদিত নহে। স্বয়ং আদিশূরই প্রকৃতপক্ষে কোন রাজা ছিলেন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'চণ্ডকৌশিক'এর প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, ইহা রাজা মহীপালের সভায় রচিত হইয়াছিল। এই মহীপালকে কেহ কেহ বাংলার পালরাজা মহীপাল বলিয়া মনে করেন।[১] 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্রকে (১১শ-১২শ শতক) কেহ কেহ[২] বাঙালী মনে

১। কাহারও কাহারও মতে, ইনি গুর্জর প্রতীহার বংশের রাজা প্রথম মহীপাল। এই মহীপাল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—

(ক) যোগেন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ—Indian Culture, II. p 354.

(খ) নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ—ঐ, পৃঃ ৭৯৭ এবং Journal of Oriental Research, Madras, VI, p. 91,

ক্ষেমীশ্বরের কাল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য শিবানী দাসগুপ্তার প্রবন্ধ—

Authorship and date of Ksemisvara's Candakausika, Our Heritage, Vol. II.

২। দ্রঃ—চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১২০।

করেন। কিন্তু, নাটকের যে শ্লোক[১] হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই শ্লোকে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই। এই নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পালরাজ গোপাল কিনা জানা যায় না। গোপাল কোন বিশেষ রাজার নাম না হইয়া রাজপর্যায় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে; 'নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, গাং ভুবং পালয়তীতি গোপালঃ।

চন্দ্রগোমী

ইঁহার পরিচয় ও জীবনকাল ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

'লোকানন্দ' নামে একটি সংস্কৃত নাটক ইনি রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদমাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়।

মদন

ইনি "বাল্যকালে মালবে গিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির জন্য 'বাল-সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরমাররাজ অর্জুনবর্মার (১২১০—১২১৮ খৃঃ) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন"।[২]

ইঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থের নাম 'পারিজাতমঞ্জরী' বা 'বিজয়শ্রী'।[৩] গুজরাটের রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে অর্জুনবর্মার জয়লাভের স্মারকগ্রন্থ হিসাবে ইহা রচিত।

এই গ্রন্থের অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, গ্রন্থটি শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র অনুকরণে রচিত। 'পারিজাতমঞ্জরী'র একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সমকালীন রাজাকেই নায়করূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১। গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ ॥১।৭।

ইহা অহঙ্কারের উক্তি। ইহাতে নাট্যকার সম্ভবতঃ তদানীন্তন বাঙালী পণ্ডিতের অহমিকার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।

২। বাংলাদেশের ইতিহাস (মজুমদার), পৃঃ ২৩৩ , History of Bengal (Dacca University), I. p. 687.

৩। প্রথম দুই অঙ্ক E. Hultzsch কর্তৃক সম্পাদিত, লাইপ্‌জিগ্‌ ও বোম্বাই, ১৯০৬।

রূপগোস্বামী

দূতকাব্যপ্রসঙ্গে ইঁহার জীবনী ও কাল লিখিত হইয়াছে।

রূপগোস্বামীর নাট্যগ্রন্থ তিনটি—(১) দানকেলিকৌমুদী[1], (২) বিদগ্ধমাধব[2] ও (৩) ললিতমাধব[3]।

নাট্যকারের নিজের ভাষায় 'দানকেলিকৌমুদী' একটি 'ভাণিকা' শ্রেণীর উপরূপক। ইহা এক অঙ্কে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। বসুদেব যজ্ঞসম্পাদনে রত। গোবিন্দকুণ্ডের সমীপস্থ যজ্ঞস্থলে অন্য গোপীগণ সহ রাধা কুম্ভে সদ্য-ঘৃত বহন করিতেছেন। সানুচর কৃষ্ণ তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া শুল্ক দাবী করিতেছেন; কারণ, যে বনের মধ্য দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন কৃষ্ণ তাহার অধিপতি। এই দাবী লইয়া বিবাদ বাধিল। অবশেষে পৌর্ণমাসী নামক দূতী রাধাকেই উপযুক্ত শুল্কস্বরূপ কৃষ্ণকে দান করিবার প্রস্তাব করিল। কৃষ্ণের হস্তে তাহাকে শুল্কস্বরূপে সমর্পণ না করিবার অনুরোধক্রমে রাধা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন—

> ভ্রাম্যত্যেষ গিরেঃ কুরঙ্গকুহরে কৃষ্ণো ভুজঙ্গাগ্রণীঃ
> স্পৃষ্টো যেন জনঃ প্রয়াতি বিষমাং কামপ্যসাধ্যাং দশাম্।
> নাভদ্রং ন চ ভদ্রমাকলয়িতুং শক্তাস্মি দৃষ্টিচ্ছটা-
> মাত্রেণাস্য হতাহমিচ্ছসি কুতঃ প্রক্ষেপ্তুমত্রাপি মাম্॥ (৯৬)

[গিরিগহ্বরে এই শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভুজঙ্গ (কাল সাপ অথবা কৃষ্ণরূপ ভুজঙ্গ বা প্রেমিক) বিচরণ করে, যাহা কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া মানুষ প্রতিকারহীন দারুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টিচ্ছটামাত্রে হত হইয়া আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝিনা; তুমি কেন আমাকে ইহার নিকট নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ?]

এই গ্রন্থে নাট্যকৌশল বিশেষ কিছুই নাই; নৃত্যগীতাদির সন্নিবেশে ইহাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রয়াসও দেখা যায়না। আদিরসাত্মক উক্তি

১। সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭।
২। (ক) কাব্যমালা সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৩৭,
(খ) সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭।
৩। সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭।

প্রত্যুক্তি শ্লোকাকারে এবং গদ্যে ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে মাত্র; এই উক্তিগুলিও প্রায়ই অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত হইয়াছে।

'বিদগ্ধমাধব' সপ্তাঙ্ক নাটক। ইহাতে পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ[১] পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বৃন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় শ্লোকে[২] চৈতন্যদেবের প্রতি নাট্যকারের গভীর ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় পারিপার্শ্বিক[৩] নাটকটিকে সূত্রধারের রচিত বলিয়াছেন। মনে হয়, রূপ নিজেই ইহার অভিনয়কালে সূত্রধারের কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের সাতটি অঙ্কের নাম যথাক্রমে বেণুনাদবিলাস, মন্মথলেখ, শ্রীরাধাসঙ্গম, বেণুহরণ, রাধাপ্রসাদন, শরদ্বিহার, গৌরীতীর্থবিহার। ইহাতে শৃঙ্গাররস প্রধান। রচনার স্থানে স্থানে কালিদাসের প্রভাব স্পষ্ট। কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল রাধাকর্তৃক তাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত মন্মথলেখ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'য় শকুন্তলা-রচিত প্রেমপত্রের কথা পাঠককে মনে করাইয়া দেয়।

'বিদগ্ধমাধবে'র দুই একটি শ্লোক নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে।

কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুল রাধার বংশীর প্রতি উক্তি :—

স্ফুতিস্তে ধনুষশ্চ বংশবরতো বন্দে তয়োরন্তিমং
বিদ্ধো যেন জনস্তনুং বিহরয়ন্নাস্তশ্চিরং তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মারপত্রিবিষমৈর্ধ্বানৈষুভির্নস্ত্বয়া
ক্রূরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা॥ (৬।১২)

[শ্রেষ্ঠ বংশ হইতে তোমার ও ধনুর জন্ম। উভয়ের মধ্যে শেষটিকে আমি প্রণাম করি; উহাদ্বারা বিদ্ধ ব্যক্তি তনুত্যাগ করিয়া চিরকাল মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেনা। অয়ি নিষ্ঠুর বংশী, কন্দর্পবাণ হইতে ভীষণতর ধ্বনিরূপ

১। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র (কাব্যমালা সং) ৪৬৮ পৃষ্ঠায় সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

২। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

৩। সূত্রধারের সহায়ক বা অনুচর।

তীরদ্বারা তোমাকর্তৃক হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আমাদের জীবনও থাকেনা, মৃত্যুও হয়না; (এইরূপ) আমাদের দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।]

চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :—

মিত্রে বিচিত্রমনুরাগভরং বহন্তী
সম্বর্ধিতালিনিকরা স্বরসোদয়েন।
সৎকর্ণিকোজ্জ্বলরুচির্ভুবনে সমন্তা-
ল্লক্ষ্মীং তনোতি ভবতীব সরোজিনীয়ম্॥ (৭।১৩)

[কমলপক্ষে—সূর্যের প্রতি বিচিত্র অনুরাগযুক্তা, স্বীয় মধুর উদয় হেতু অলিকুলের আনন্দবিধায়িনী এবং সুন্দরদলশোভিতা এই পদ্মিনী তোমার ন্যায় জলে চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে।

পদ্মাপক্ষে মিত্রাদিশব্দের অর্থ :—

মিত্র—বন্ধু (অর্থাৎ, বক্তা কৃষ্ণ),

সংবর্ধিতালিনিকরা—সংবর্ধিত হইতেছে আলি বা সখীসমূহ যাহা কর্তৃক,

সৎকর্ণিকোজ্জ্বলরুচি—সুন্দর কর্ণভূষণে উজ্জ্বল শোভাবিশিষ্ট।]

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই নাটকের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

'ললিতমাধব' দশাঙ্ক নাটক। এক অজ্ঞাতনামা টীকাকারের মতে, সমৃদ্ধিমৎ সম্ভোগের[১] লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের উদাহরণই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু, ইহাতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারও বেশ স্পষ্ট। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং মথুরা ও দ্বারকার জীবন বর্ণিত হইয়াছে। 'ললিতমাধব' সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য এই যে, ইহাতে প্রাচীনতর আখ্যান অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে; প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, চন্দ্রাবলী, রাধা ও অন্যান্য গোপীগণই যথাক্রমে দ্বারকার রুক্মিণী, সত্যভামা ও অপরাপর রাজ-কুমারী। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণ অপহরণ করিয়া নূতনপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রূপের অপর দুইটি নাট্যগ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও নাট্যকৌশল বিশেষ কিছুই নাই। বৃন্দাবনলীলার প্রাধান্যস্থাপনকল্পে তিনি আখ্যানভাগে যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ভক্তচিত্ত মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু রসিকহৃদয় তৃপ্ত হয়

১। উজ্জ্বলনীলমণি (কাব্যমালা সং), পৃঃ ৪৭২ দ্রষ্টব্য।

না। গ্রন্থটি পাঠে মনে হয়, লেখকের উদ্দেশ্য ভক্তের জন্য কাব্যরচনা, নাট্যসৃষ্টি নহে। অবশ্য, নাট্যশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের বিধিনিষেধ তিনি পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রূপগোস্বামীর কবিত্বশক্তি আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই শক্তি কষ্টার্জিত, সহজাত নহে। উক্ত সব নাট্যগ্রন্থেই যমক, শ্লেষ ও অনুপ্রাসাদির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বিবিধ ছন্দের শ্লোক-রচনায় রূপগোস্বামী সুনিপুণ।

কবিকর্ণপূর

ইঁহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। ইঁহার পিতা শিবানন্দ সেন ছিলেন চৈতন্যের শিষ্য। পরমানন্দের জন্ম হয় চৈতন্যের তিরোভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে, নৈহাটীর নিকটবর্তী কাঞ্চনপল্লীতে (=কাঁচরাপাড়া)। কবিতারচনায় শিবানন্দের প্রবণতা ছিল। তাঁহার রচিত পদাবলী 'পদকল্প-তরু' ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর নাকি অতি অল্প বয়সেই পিতার কবিত্ব-শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং এইজন্য স্বয়ং চৈতন্য তাঁহাকে কবিকর্ণপূর (=কবিগণের কর্ণভূষণ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কবিকর্ণপূর-রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'[১] দশাঙ্ক নাটক। একটি উপসংহার-শ্লোক অনুসারে ইহার রচনাকাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ। নাটকে বলা হইয়াছে যে, উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশে ইহা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই রাজার মৃত্যুকাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। তাহা হইলে গ্রন্থটি উল্লিখিত সময়ে রচিত হইতে পারে না। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, ইহার রচনাকাল নিশ্চয়ই ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়ে[২]।

এই নাটকে মৈত্রী, ভক্তি, অধর্ম প্রভৃতি এক একটি চরিত্রস্বরূপ উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক

১। (ক) কাব্যমালা সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৭,
(খ) বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৫৪।

২। এমনও হইতে পারে যে, উক্ত রাজার আদেশে তাঁহার পর গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

নাটক নাট্যকারের আদর্শ ছিল; 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে' চরিত্রগুলির নাম কাম, রতি, মতি, দম্ভ, অহঙ্কার ইত্যাদি। এই দুইটি নাটকের নামের সাদৃশ্যও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। উক্ত চরিত্রগুলি ছাড়া, নারদ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র নাটকটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নাট্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম পাঁচ অঙ্কে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ ও পুরীতে গমন পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট অঙ্কগুলিতে তাঁহার পরবর্তী জীবন, বিশেষতঃ পুরীর জীবন, বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের অঙ্কনামগুলি এইরূপ—স্বানন্দাবেশ, সর্বাবতারদর্শন, দান-বিনোদ, সন্ন্যাসপরিগ্রহ, অদ্বৈতপুরবিলাস, সার্বভৌমানুগ্রহ, তীর্থাটন, প্রতাপ-রুদ্রানুগ্রহ, মথুরাগমন, মহামহোৎসব।

এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, গতানুগতিক কাহিনী লইয়া ইহা রচিত হয় নাই। নাট্যকার যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের স্মৃতিপথে যে ঘটনাবলী তখনও বিরাজমান, তাহাই নাটকটির উপজীব্য। এই হিসাবে নাট্যকারের মৌলিকতা প্রশংসার্হ হইলেও যথার্থ নাট্যোৎকর্ষ ইহাতে নাই। ইহা যেন মহাপুরুষের লীলা সম্বন্ধে ভক্তের সবিস্তার বর্ণনা। চৈতন্যের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার সন্নিবেশ ভক্তচিত্তকে আনন্দ দান করিতে পারে, কিন্তু নাট্যরসিক ব্যক্তির পক্ষে উহা নিতান্তই নীরস ও অবাস্তব। ইহাতে প্রযুক্ত অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারবাহুল্যও সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু যুগের সাক্ষ্য বহন করে। অলৌকিকতা ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা প্রভৃতির অবতারণায় নাট্যবস্তুর সাবলীল অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। তবে, স্থানে স্থানে রচয়িতার ছন্দনৈপুণ্য ও কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সমসাময়িক ঘটনা ইহার উপজীব্য হইলেও এই নাটকে কবিসুলভ অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি প্রভৃতি হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অবশ্য, ইহা সাহিত্য হিসাবেই রচিত হইয়াছে, ইতিহাস হিসাবে নয়। নাটকটি সম্বন্ধে এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, তৎকালে চৈতন্যের প্রভাব বাংলা-দেশে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহার সাক্ষ্য অনেক পরিমাণেই বহন করে।

নাটকের মাধ্যমে কবিকর্ণপূর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিবাদ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, মুক্তির স্বরূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন :—

ভক্তিযোগের মূলকথা দেবতার নামসংকীর্তন! ভক্তিযোগ অদ্ভুত রতি-জনক এবং ঐ রতিভাব নিবিড় পার্ষদভাবের জনক। 'মুক্তি' শব্দের অর্থ ভগবানের পার্ষদত্বলাভ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই মত অন্যবিধ মতকে খণ্ডন করিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথোপকথনে মুক্তির সোপানস্বরূপ ভারতীয় অন্যান্য মতের তুলনায় ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই চৈতন্য হিন্দুধর্মের জাতিবাদের সুদৃঢ় গণ্ডীকে ভেদ করিয়া যবনকেও স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূরের রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সূত্রধারের সহচর পারিপার্শ্বিক চৈতন্য গোস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার অজ্ঞতার নিন্দা করিয়া চৈতন্যের পরিচয়ক্রমে সূত্রধার বলিতেছেন—

আশ্চর্যং যস্য কন্দো যতিমুকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্রিভুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়বপুষঃ স্কন্ধশাখাস্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবং যৎ॥

অপিচ—

ব্রহ্মানন্দং চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্যলীলাময়খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্যচ্ছায়া ভবাব্ধিশ্রমশমনকরী ভক্তসংকল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ॥ (প্রস্তাবনা)

[চৈতন্যনামক একটি বিচিত্র বৃক্ষ ভূতলে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল মুনিশ্রেষ্ঠ মাধবনামক সন্ন্যাসী, অঙ্কুর শ্রীযুত অদ্বৈত, কাণ্ড ত্রিভুবন-

খ্যাত অবধূত, স্কন্ধশাখা (ভক্তি) রসময়বিগ্রহ বক্রেশ্বরাদি, স্বরূপ ইহার বিস্তার, ভক্তিযোগ পুষ্প এবং অকপট প্রেম ইহার ফল।

যাহার (অর্থাৎ, যে বৃক্ষের) অগ্রভাগ আনন্দময় ব্রহ্মলোক ভেদপূর্বক শোভা পাইতেছে, যাহার উপরে রাধা-কৃষ্ণ নামক পরস্পর ভিন্নভাবযুক্ত ক্রীড়াপরায়ণ বিহঙ্গযুগল নাড় নির্মাণ করিয়াছে, যাহার ছায়া ভবার্ণবভ্রমনাশক এবং যাহা ভক্তের সঙ্কল্পসিদ্ধির নিদান।]

হৃদয়ে স্ফুরিত ভগবদ্রূপের বর্ণনক্রমে অদ্বৈতের উক্তি—

অকস্মাদুন্মীলন্নবকুবলয়স্তোমসুরভি-
র্ঘনশ্রেণীস্নিগ্ধঃ স্তবকিততমালাবলিঘনঃ।
প্রবোহন্নীলাশ্ম ব্যতিকরবিশেষোজ্জ্বলতরো
মহঃপূরঃ কোঽয়ং নয়নপদবীং চোরয়তি নঃ॥ (২য় অঙ্ক)

[কে এই তেজোরাশি, যিনি আমার দৃষ্টিপথ অপহরণ করিতেছেন? ইনি অকস্মাৎ বিকসিত নূতন নীলপদ্মসমূহের ন্যায় সুগন্ধি, মেঘমালার ন্যায় স্নিগ্ধ, তমালগুচ্ছের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং ইনি প্রভাবিচ্ছুরক ইন্দ্রনীলমণিসমূহের ন্যায় অতীব উজ্জ্বল।]

লক্ষ্মণমাণিক্য

লক্ষ্মণমাণিক্য ছিলেন বাংলাদেশের বারভূঞার[১] অন্যতম। মেঘনা নদীর পূর্বতীরস্থ পরগণা তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীর অন্তর্গত ভুলুয়াতে ইনি বাস করিতেন। ইঁহাদের বংশাবলী হইতে জানা যায় যে, কায়স্থবংশোদ্ভব লক্ষ্মণ ছিলেন রাজা বিশ্বম্ভর রায়ের অধস্তন সপ্তম[২] পুরুষ এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়ের সমসাময়িক। কন্দর্প রায় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কন্দর্প রায়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রের বিরাগভাজন হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহার হস্তে বন্দী হন এবং অবশেষে তৎকর্তৃক নিহত হন।

১। বারভূঞা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য James Wise-এর প্রবন্ধ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874.

২। Noakhali Gazetteer (১৯১১, পৃঃ ১৬) অনুসারে অষ্টম।

লক্ষ্মণ-রচিত দুইখানি নাটক পাওয়া যায়—'বিখ্যাতবিজয়'[১] ও 'কুবলয়াশ্বচরিত'[২]।

'বিখ্যাতবিজয়' মহাভারতমূলক নাটক ; ইহা ছয় অঙ্কে রচিত। নাটকটির বিষয়বস্তু এইরূপ :—

১ম অঙ্ক—শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য সহদেবের দ্বারকাগমন ও শ্রীকৃষ্ণের আনয়ন।
২য় ,, —কর্ণ ও শল্যের বাগ্‌যুদ্ধ। নকুলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ও নকুলের নিগ্রহ।
৩য় ,, —কর্ণবধের জন্য পাণ্ডবগণের উদ্যোগ।
৪র্থ ,, —কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধারম্ভ।
৫ম ,, —গাণ্ডীবের নিন্দাহেতু যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধনঞ্জয়ের ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শান্তিস্থাপন এবং কর্ণবধ।
৬ষ্ঠ ,, —কর্ণনিধনে আনন্দিত পাণ্ডবগণের হর্ষপ্রকাশ।

'কুবলয়াশ্বচরিত' মহাভারতের মদালসা ও কুবলয়াশ্বের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থের নয়টি অঙ্কের বিষয়বস্তু যথাক্রমে এইরূপ :—

কুবলয়াশ্বপ্রস্থান, মদালসাপরিচয়, যৌক্তিকবিক্ষেপ, বিকলকুবলয়াশ্ব, মদালসা-পরিচয়, ছলিতমদালস, উন্মত্তকুবলয়াশ্ব, অশ্বতরপুরপ্রবেশ, সমুল্লসিতনায়ক।

অমরমাণিক্য

ইনি ছিলেন লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র।

অমর-রচিত নাটকের নাম 'বৈকুণ্ঠবিজয়।'[৩] ইহা বাণাসুরের কন্যা উষার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ। উষার জনৈক অনুচর কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণের প্রাসাদে বলপূর্বক নিয়া যায়। সেখানে অনিরুদ্ধ উষার সহিত পতি-পত্নীরূপে বাস করিতে থাকে। এই সংবাদ শ্রবণে কৃষ্ণ চিন্তাকুল হইয়া অনিরুদ্ধকে রক্ষা করিবার জন্য সসৈন্যে বাণের

১। Notices of Sanskrit Manuscripts (Mitra), II. Sastri, II. No. 186.

২। Report on search of Sanskrit Manuscripts (H. P. Sastri), 1895-1900, p. 18. এবং Sastri, Notices, No. 60.

৩। Sastri, Notices, IV. No. 283.

রাজধানী আক্রমণ করেন। স্বয়ং মহাদেব বাণের পক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট তিনি পরাস্ত হন।

'বৈকুণ্ঠবিজয়ে'র একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ইন্দীবরায়তবিলোলরাজমানা
স্বৈরং বিকশিকুমুদস্মিতমাদধানা।
সীমন্তনীব শারদম্বুজসুন্দরাস্যা
নেত্রোৎসবং বিতনুতে বিমলাম্বরশ্রীঃ॥

[নীলোৎপলসদৃশ বিশাল নেত্রে শোভমানা, স্বেচ্ছায় বিকাশমান কুমুদের ন্যায় স্মিতহাস্যযুক্তা, শারদীয় পদ্মতুল্য সুন্দর বদনবিশিষ্টা রমণীর ন্যায় নির্মল গগনের শোভা লোচনানন্দ বিধান করিতেছে।]

উন্মীলৎকমলোদরে মধুভরে দৃষ্টাম্বুবিম্বং নিজং
মত্বানা দয়িতংকথং চিদধুনা নোৎকণ্ঠয়া ধাবতি।
উৎকণ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্ট্বা বিলক্ষা মুহু-
র্ন স্থাতুং ন চ গন্তুমত্র চতুরা ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি॥ (৫।৮)

[বিকশিত মধুপূর্ণ সরোজাভ্যন্তরে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে ভ্রমরী উহাকে স্বীয় পতি মনে করিয়া উৎকণ্ঠায় (পতির অন্বেষণে) ধাবিত হইতেছে না। এমন সময়ে ব্যাকুল সহচরকে উপস্থিত দেখিয়া মুহূর্তের জন্য বিস্ময়বিহ্বল হইয়া চতুর ভৃঙ্গী এখানে থাকিতেও পারিতেছেনা, যাইতেও পারিতেছেনা; (এই অবস্থায়) সে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে.]

কবিতার্কিক

ইঁহার পিতার নাম বাণীনাথ। ইনি উক্ত লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে কবি রাজধানী ও এই রাজার যথেষ্ট স্তুতিগান করিয়াছেন। ইঁহার জীবনকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগ।

কবিতার্কিক-রচিত প্রহসনের নাম 'কৌতুকরত্নাকর'[১]। পুণ্যবর্জিত নগরের দুরিতার্ণব নামক মেরুদণ্ডহীন রাজার রাণী বসন্তোৎসবের পূর্বরজনীতে অপহৃতা। রাজার মন্ত্রীর নাম কুমতিপুঞ্জ, পুরোহিত আচারকালকূট, দৈবজ্ঞ অশুভচিন্তক,

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৮২১ সংখ্যক পুঁথি (খণ্ডিত)।

অন্তঃপুরপরিদর্শক প্রচণ্ডশেফ, সেনাপতি সমরকাতর এবং গুরু অজিতেন্দ্রিয়। ঈদৃশ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট রাজা অনঙ্গতরঙ্গিণী নাম্নী জনৈকা গণিকাকে উৎসবে রাণীর স্থলে নিযুক্ত করেন। অবশেষে জানা গেল যে, কপটবেশধারী নামক কোন এক ব্রাহ্মণ রাণীকে অপহরণ করিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই এই প্রহসনের বিষয়বস্তু।

গ্রন্থবর্ণিত ব্যক্তিগণের নামই তাহাদের প্রকৃতির পরিচায়ক। তাহাদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান থাকিলেও উহা গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। তদানীন্তন রাজা জমিদারের পারিষদবর্গের মনোরঞ্জন করিলেও পাঠকসাধারণের নিকট কাব্যটি কুরুচিব্যঞ্জক।

গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী

ইঁহার জীবনী বা কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

ইঁহার রচিত প্রহসনের নাম 'কৌতুকসর্বস্ব'[১] (ব. সা. প. পুঁথির তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ১৬১৭)। ইহা শারদীয় উৎসবের জন্য রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। লম্পট রাজা কলিবৎসল গঞ্জিকাসেবী ও নানারূপ ব্যসনাসক্ত। সদ্ব্রাহ্মণ সত্যাচারের প্রতি রাজা দুর্ব্যবহাররত। সত্যাচারের মতে, তদীয় রাজ্যে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা। প্রজাগণ অপরের উৎপীড়ন, মিথ্যাভাষণ এবং ধার্ম্মিকগণের অবজ্ঞা প্রভৃতি কর্মে নিপুণ। সেনাপতির অসীম সাহস; তিনি ক্ষুরের সাহায্যে মাখন কাটিতে পারেন, মশকদর্শনে কম্পিত হন। কোন গণিকা-সংক্রান্ত বিবাদে রাজা জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি মহিষী কর্তৃক আহূত হওয়ায় গণিকা অত্যন্ত কুপিতা হয়। সকলেই যখন গণিকার কোপ উপশমনে ব্যস্ত, তখন রাজা গণিকার প্রীত্যর্থে রাজ্য হইতে সকল ব্রাহ্মণকে নির্বাসিত করেন।

রামচন্দ্র[২]

তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরীতে 'ঐন্দ্রবানন্দনাটকম্'[৩] নামে একখানি

১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৮২৮।

২। ইঁহার সম্বন্ধে বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য N. N. Das Gupta: The Bengal Dramatist Ramacandra, son of Sriharsa, Indian Culture, vol, II.

৩। Des. Cat. of Skt. Mss. in Sarasvati Mahal Library, Tanjore, VIII, No. 4335.

নাট্যগ্রন্থ আছে। ইহা আট অঙ্কে রচিত ; ইহার বিষয়বস্তু পুরাণবর্ণিত যযাতির উপাখ্যান।

উক্ত গ্রন্থের প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, গুহ-পদবীধারী গৌড়রাজের মহামাত্য শ্রীহর্ষ বিশ্বাসের পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র। এই গৌড়রাজ বা শ্রীহর্ষ কে তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। 'বিশ্বাস' পদবীটি বঙ্গের মুসলমান শাসকগণের সৃষ্টি ; সুতরাং, শ্রীহর্ষ তুর্কী আক্রমণের পরে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ভট্টাচার্য

ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় 'চিত্রযজ্ঞ'[১] নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পঞ্চাঙ্ক নাটক। দক্ষযজ্ঞের কাহিনী ইহার উপজীব্য।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

নব্যস্মৃতিপ্রসঙ্গে ইঁহার জীবনী লিখিত হইবে।

'বিরাজসরোজিনী'[২] সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত একখানি নাটিকা। বহু-দুর্বিপাক অতিক্রমের পরে রাজা হরিদশ্বকর্তৃক সরোজিনীর পাণিগ্রহণ এই গ্রন্থের কাল্পনিক বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থকারের অপর একখানি নাট্যগ্রন্থের নাম 'বঙ্গীয়প্রতাপ'[৩] ; বঙ্গদেশীয় রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত অবলম্বনে ইহা রচিত। নাট্যকাবের 'মিবারপ্রতাপ'[৪] নামক নাটকটির উপজীব্য রাণা প্রতাপসিংহের জীবনচবিত। ছত্রপতি শিবাজীর জীবনী অবলম্বনে ইনি 'শিবাজী-চরিত'[৫] নামে একখানি 'মহানাটক' রচনা করিয়াছেন।

নাট্যগ্রন্থ ছাড়াও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিম্নলিখিত নাট্যগ্রন্থসমূহের

১। Aufrecht : Catalogus Catalogorum, I 187।

২। প্রকাশিত—নকীপুর (খুলনা), ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৩। প্রকাশিত—কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

৪। প্রকাশিত—কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

৫। প্রকাশিত—কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

প্রাঞ্জল টীকা রচনা করিয়াছেন: মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও এমন কতক নাট্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতার নাম বাঙালী। বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত নাট্য-গ্রন্থও আছে যেগুলির নাম অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এইরূপ গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

(গ্রন্থনামগুলি বর্ণানুক্রমিক)

গ্রন্থনাম	গ্রন্থকারেব নাম	প্রাপ্তিস্থান	মন্তব্য
অমবমঙ্গল	মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন (ভাটপাড়া-নিবাসী নন্দলাল বিদ্যাবথ মহাশয়ের পুত্র। পঞ্চাননের জন্ম হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দে)।	প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৩৫ শকাব্দ।	রাণাপ্রতাপের পুত্র অমরসিংহের জীবনী অবলম্বনে রচিত।
কৌমুদীসুধাকর	মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৮।	প্রকরণ।
নলদময়ন্তীয়	মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্য (ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।)	কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।	
ভক্তিবিজয়নাটক	ধূর্জটি কাব্যতীর্থ	কলিকাতায় প্রকাশিত।	
ভোজরাজসচ্চরিত	বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য	Cat. Cat., I. 418. 1.0. 584	দুই অঙ্কে রচিত।
শ্যমন্তকোদ্ধার	মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্য (উক্ত 'নলদময়ন্তীয়'-রচয়িতা)		

৫

নব্যস্মৃতি[১]

উৎপত্তি

বর্তমানে বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির যে গ্রন্থরাজি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থেই এই দেশের নব্যস্মৃতির প্রায় মধ্যাহ্নকালের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। এই শাস্ত্রের অরুণোদয় যে বাংলা দেশে কোন সুপ্রভাতে হইয়াছিল, তাহা কে জানে? বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির যে সকল গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে ভবদেব ভট্টের গ্রন্থগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার জীবনকাল খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ভবদেব 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' গ্রন্থে বালক ও জিকন[২] প্রভৃতি স্মৃতিকারেব মত সযত্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের মত অনেক স্থলেই তিনি স্বীয় যুক্তিবলে খণ্ডন কবিয়াছেন। ইঁহাদের নাম বা মতের উল্লেখ অবাঙালী কোন স্মৃতিকার করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, ইঁহাবা বাংলাদেশেরই লেখক ছিলেন। ভবদেব ইঁহাদের মত খণ্ডনে যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে, মনে হয়, ইঁহারা এককালে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং, ধরা যায়, বাংলাদেশে নব্যস্মৃতির গ্রন্থাদি অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম শতক হইতে রচিত হইয়া আসিতেছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও পরিবেশ

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় স্মৃতিগ্রন্থগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয়

১। বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক এই বিষয় 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী' নামক প্রকাশ্যমান গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং, এখানে বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির একটি মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইল।

২। বালক, জিকন, যোগ্লোক (বা জোগ্লোক) ও জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি বিস্মৃত বাঙালী স্মৃতিকারগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ 'Some forgotten Smrti writers of Bengal' (Indian Historical Quarterly, 1956)।

একাদশ শতক হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ব্যাপী। এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে দেশ নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পালরাজবংশের পতনের পরে অভ্যুত্থান হইল ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুসারী সেনরাজগণের। তাঁহাদের পোষকতায় ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির চরম উন্নতি ঘটিল। স্মৃতি, কাব্য প্রভৃতিতে সেনযুগে বহু গ্রন্থ রচিত হইল। বল্লালসেন স্বয়ং কতক গ্রন্থ রচনা করিলেন; কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তনাদি সমাজসংস্কারও তাঁহার কীর্তি। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনও সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহারই সভাকবি ছিলেন জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী, শরণ ও গোবর্ধনাচার্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজা স্বরূপ হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের একাধারে প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বিখ্যাত গ্রন্থ। এই বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী রাজার বৃদ্ধবয়সে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব প্রধান হইয়া রাজার আনুগত্য অস্বীকার করিতে থাকিল। এই সুযোগে বক্তিয়াব খিলজি নামক এক তুরস্ক সৈন্যের নেতৃত্বে একদল মুসলমান বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিল। বৃদ্ধ রাজা প্রাণভয়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিলেন; সেখানেই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে তাঁহার মৃত্যু হইল। লক্ষ্মণসেনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে শুধু যে হিন্দু রাজত্বেরই অবসান হইল তাহা নহে, এই দেশের গৌরব-রবিও অস্তমিত হইল। সেন-রাজগণের শাসনে সমগ্র বঙ্গ একটি সুসংহত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, পালযুগে বৌদ্ধধর্মের বর্ধমান প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সেনরাজগণের চেষ্টায় এই বৌদ্ধধর্মপ্রবাহ স্তিমিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণের পলায়নের পরে বখ্তিয়ার বাংলাব মস্নদে আসীন হইলেন। তাঁহার শাসনকালে বহু হিন্দু ইস্লামে দীক্ষিত হইল এবং মঠ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরে মস্জিদ স্থাপিত হইল।

আলি মর্দান নামে এক ব্যক্তি বখ্তিয়ারকে হত্যা করিল। ইহার পরে ঘোর বিপ্লবের সূত্রপাত হইল; অন্তর্দ্রোহ, হত্যাকাণ্ড ও বলপূর্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ১২২৭-১২৮৭ খৃষ্টাব্দ—এই ষাট বৎসরের মধ্যে পনর জন

বাংলার শাসক হইলেন। এই দেশের উপর দিল্লীর আধিপত্য নামে পর্যবসিত হইল। তুঘ্রল খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বল্বনের আনুগত্য অস্বীকার করিলেন। সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় পুত্র বুঘ্রা খাঁকে তদীয় স্থলাভিষিক্ত করিলেন। বল্বন-আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাংলাদেশে এই সময়ে ইস্লাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হইল। সমাজের উচ্চস্তরের নিষ্পেষণে জর্জরিত নিম্নশ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং হিন্দু বৌদ্ধ দেবালয়ের স্থানে দরগাদি স্থাপিত হইল।

কালক্রমে বাংলাদেশে মাম্লুক সুলতান বংশের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটিল। সুলতান মহম্মদ তুঘ্লক বাংলাকে স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন। অবশেষে বঙ্গে তুঘ্লক শাসনেরও অবসান হইল।

ইহার পরে চঞ্চলা বঙ্গলক্ষ্মী ইলিয়াস্ শাহী বংশের শাসকগণের শরণাপন্ন হইলেন। এই ইলিয়াস্ শাহী বংশের শাসনকালের পরে অতি অল্পকালের জন্য হিন্দুর গৌরবরবি ঘন মেঘাবরণ হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজা গণেশ নামক হিন্দু রাজা কিছুকালের জন্য বঙ্গসিংহাসনে আসীন হইলেন। তদীয় পুত্র জিৎমল বা জয়মল যদু বা যদুসেন নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই যদু ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু, অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক হিন্দুধর্ম পুনরায় গ্রহণ করেন। তৎপরে আবার তিনি ইস্লাম মত গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন নামে পিতার উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বিশেষ পোষকতা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুট তাঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ইলিয়াস্ শাহী বংশ পুনরায় বাংলার শাসনাধিকার লাভ করেন। এই বংশের অবসান হয় খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে। তৎপর হুসেন শাহী বংশ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। এই আমলে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। হুসেন শাহ্-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাসাহিত্যের পরিপুষ্টি সুবিদিত।

এই বংশের পরে বাংলার শাসনপদে অধিষ্ঠিত হন আফ্গানগণ। ইঁহাদের

শাসনকাল ষোড়শ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। আফ্গানগণের পরে বাংলাদেশ মোগল শাসনাধীনে আসে।

এই ত গেল রাজনৈতিক অবস্থা। উক্ত পাঁচ শতাব্দীর সমাজ এবং ধর্ম-জীবনের ইতিহাসও বৈচিত্র্যময়। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'শূন্যপুরাণ', 'ময়নামতীর গান', মনসামঙ্গল বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও 'চণ্ডীমঙ্গল'াদি বাংলা গ্রন্থ হইতে তদানীন্তন সামাজিক অবস্থাটির ধারণা জন্মে। এই সকল গ্রন্থে অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি থাকা সত্ত্বেও সমাজের স্থূল চিত্রটি ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কুলজী গ্রন্থগুলিতেও সামাজিক অনেক তথ্য নিহিত আছে; কিন্তু, ইহাদের ঐতিহাসিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নহে।

পূর্বে লক্ষ্য করা হইযাছে যে, পালবংশের পতন ও সেনবংশের উত্থান—এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির উৎপত্তি হয়; উৎপত্তি হয়ত তাহার কিছু পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু এই যুগেই সর্বপ্রথম ইহা সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে দেশ বৌদ্ধধর্মপ্রবাহে প্লাবিত। এই প্রবাহ নব্যস্মৃতির উৎপত্তি হইতে চরম উন্নতিকাল পর্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বর্তমান ছিল; ইঁহার সাক্ষ্য বহন করে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', রূপরাম ও খেলারামের ধর্মমঙ্গল কাব্য ইত্যাদি গ্রন্থ। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। কিন্তু, তুর্কী আক্রমণের পরে, ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকে মুসলমানদের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়। হিন্দুদের ধর্মকার্যে বিঘ্ন, ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীত-ছেদন, হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার অপচেষ্টা এবং কাজীগণ কর্তৃক বহুবিধ অত্যাচারের বিবরণ এই যুগের কতক বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে জীবনীশক্তি ইহাকে প্রাচীনতর যুগ হইতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সজীব রাখিয়াছিল, তাহা এই যুগেও লুপ্ত হয় নাই। ফলে, এই ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত পুরাণ ও হরিরামের 'চণ্ডীকাব্য', মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণচণ্ডী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তৎকালে বর্ণ উপবর্ণের ভাগ বিভাগ স্পষ্টই বুঝা যায়।

এই যুগে সমগ্র বাংলার সমাজ-ও ধর্ম-চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম। এই ধর্ম যে তিনিই বাংলায় প্রবর্তন করিলেন,

তাহা নহে। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণীত না হইয়া থাকিলেও একথা অবিসংবাদিত যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের দীর্ঘকাল পূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। জয়দেব চণ্ডীদাসের কাব্যই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। চৈতন্যের ভাবাবেগে বৈষ্ণবধর্মের ফল্গুধারা বলিষ্ঠ প্রবাহে পরিণত হইয়া বাংলার জীর্ণ ও বিধ্বস্ত সমাজদেহে রসায়নের প্রয়োগ করিয়া ইহাকে নবীভূত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি অস্বীকার করিলেন এবং শাস্ত্রের যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়ের আবেগ ও ভক্তি উচ্চতর স্থান লাভ করিল। চৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া বহু গ্রন্থ রচিত হইল এবং এই ধর্মের অনুপ্রেরণায় অনেক কবি কাব্য রচনা করিলেন। যবন হইলেও হরিদাসকে সাগ্রহে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত করা হইল। মুসলমান পর্যন্ত এই ধর্মে মাতিয়া উঠিল। আলাওল, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও বাংলাভাষায় বৈষ্ণবকাব্য রচনা করিলেন।

এই যুগের অপর একটি ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য না করিলে সমাজ-চিত্রটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা হইল তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব। মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র ও রহস্যময় মন্ত্রের সাহায্যে শক্তিপূজা এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এই যুগে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি তন্ত্র বাংলার সমাজে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই যুগেই নবদ্বীপে বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব হয়।

উল্লিখিত পটভূমি ও পরিবেশে বঙ্গীয় স্মৃতির উদ্ভব এবং পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল।

যুগবিভাগ

সাধারণতঃ অনেকে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, বঙ্গীয় নব্যস্মৃতি বলিতে একমাত্র রঘুনন্দনের রচনাবলীই বুঝা যায়। এই ধারণার মূলে আছে রঘুনন্দনের অসাধারণ প্রতিভা ও তদ্রচিত বহু ও বিশাল গ্রন্থরাশি। বস্তুতঃ তাঁহার পূর্বে এবং পরে অনেক বাঙালী স্মৃতিকারের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু, সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে এবং পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ফলতঃ, পরবর্তী কালের জনসাধারণ নব্যস্মৃতি প্রসঙ্গে এক রঘুনন্দনকেই স্মৃতিপথে রাখিয়াছে।

বর্তমানে যে সকল বাঙালী স্মৃতিকারের গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করিয়া নেওয়া যায় ঃ—

(ক) প্রাক্-রঘুনন্দন যুগ।

(খ) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ।

(গ) অপ্রসিদ্ধ লেখকগণ।

স্মৃতিকারগণের পরিচয় ও গ্রন্থাবলী

বর্তমান প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুগের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনকাল লিপিবদ্ধ হইতেছে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির নাম ও বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া যাইতেছে।

(ক) প্রাক্-রঘুনন্দন যুগ

১। ভবদেব ভট্ট

উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরগাত্রে যে উৎকীর্ণ-লিপি আছে, উহা ভবদেবের প্রশস্তি। ইনি ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল নামক স্থানের অধিবাসী এবং রাজা হরিবর্মার 'সান্ধিবিগ্রহিক'। 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিটি তাঁহার নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়।

তাঁহার জীবনকাল লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও তাঁহাকে সাধারণতঃ খৃঃ ১১শ-১২শ শতকের লোক বলিয়া মনে করা হয়।

ভবদেব-রচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি এই ঃ—

(১) ব্যবহারতিলক—রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বর্তমানে অনাবিষ্কৃত। নাম হইতেই বুঝা যায়, গ্রন্থটি আইন কানুন সংক্রান্ত।

(২) কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি—'দশকর্মপদ্ধতি', 'সংস্কারপদ্ধতি' এবং 'ছন্দোগপদ্ধতি' প্রভৃতি নামেও ইহা পরিচিত। সামবেদীয় সংস্কারাদি ইহার আলোচ্য বিষয়।

(৩) প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ (বা,-নিরূপণ)—নামই বিষয়বস্তুর পরিচায়ক।

(৪) সম্বন্ধবিবেক—বিবাহে পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার।

(৫) শবসূতকাশৌচপ্রকরণ—জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ প্রভৃতি ইহার আলোচ্য।

২। জীমূতবাহন

রাঢ়ীয় পারিভদ্রকুলে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইঁহার জন্মকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই। অনুমান করা হয়, জীমূতবাহন খৃঃ একাদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী কোনকালে জীবিত ছিলেন।

তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় :—

(১) কালবিবেক—বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানোপযোগী কালনিরূপণ ইহার বিষয়বস্তু।

(২) ব্যবহারমাতৃকা—বিবাদপদ, বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

(৩) দায়ভাগ—ইহার আলোচ্য বিষয় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের উপযুক্ত সময়, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারিগণের ক্রম প্রভৃতি।

৩। অনিরুদ্ধ ভট্ট

ইনি ছিলেন চম্পাহট্টি নামক স্থানেব মহোমহোপাধ্যায় ও ধর্মাধ্যক্ষ এবং বঙ্গেশ্বর বল্লালের গুরু। বল্লালের রাজ্যকাল ১১৫৮ হইতে ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং, অনিরুদ্ধকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লেখক বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায়।

ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইটি প্রসিদ্ধ :—

(১) হারলতা—অশৌচসংক্রান্ত গ্রন্থ।

(২) পিতৃদয়িতা—'কর্মোপদেশিনীপদ্ধতি' বা 'কর্মোপদেশিনী' নামেও ইহা পরিচিত। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ নানাবিধ শ্রাদ্ধ, ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

'চাতুর্মাস্যপদ্ধতি' নামেও একটি গ্রন্থ তদ্রচিত বলিয়া মনে হয়।

৪। বল্লালসেন

অনিরুদ্ধ-শিষ্য বল্লাল ছিলেন একাধারে সমাজসংস্কারক ও সুপণ্ডিত। তৎপ্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথা আজ পর্যন্তও বাংলাদেশে বিদ্যমান। পূর্বেই তাঁহার রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তাঁহার নামাঙ্কিত :—

(১) দানসাগর—বিভিন্নপ্রকার দান সম্বন্ধে রচিত,

(২) অদ্ভুতসাগর—শুভাশুভ লক্ষণ ইহার আলোচ্য বিষয়,

(৩) প্রতিষ্ঠাসাগর } —'দানসাগরে'র ৫৫ ও ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে ইহাদের
(৪) আচারসাগর } উল্লেখ আছে।

৫। **হলায়ুধ**[১]

ইনি ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র ও বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ বা বিচারপতি। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল ছিল ১১৭৯ খৃঃ হইতে আনুমানিক ১২০২ খৃঃ পর্যন্ত ব্যাপী। হলায়ুধ পশুপতি ও ঈশান নামে দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা 'কর্মোপদেশিনী' নামেও পবিচিত। ইহাতে বাজসনেয় যজুর্বেদের কাণ্বশাখী ব্রাহ্মণগণের নিত্যকর্ম ও ও বিভিন্ন বৈদিক সংস্কারাদির পদ্ধতি এবং ঐ অনুষ্ঠানাদি সংশ্লিষ্ট বৈদিক মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে।

উক্ত গ্রন্থে হলায়ুধ স্বরচিত 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব' নামক গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও 'দ্বিজনযন' এবং 'শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা' নামক দুইখানি গ্রন্থ হলায়ুধের নামাঙ্কিত। কিন্তু, এই হলায়ুধ ও বঙ্গীয় হলায়ুধ অভিন্ন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ আছে। 'নবগ্রহমন্ত্রব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থটি সম্ভবতঃ বাঙালী হলায়ুধেরই রচনা। 'পারস্করগৃহ্যসূত্রে'র একটি ভাষ্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত[২]।

রঘুনন্দন 'সংবৎসবপ্রদীপ' নামে একটি গ্রন্থ হলায়ুধের নামের সহিত যুক্ত কবিয়াছেন। এই গ্রন্থটি সম্ভবতঃ উক্ত 'দ্বিজনয়ন' হইতে অভিন্ন[৩]।

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য,—

ব্রাহ্মণসর্বস্ব, সং দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, ভূমিকা এবং তদ্রচিত প্রবন্ধ A Pre-Sayana Vedic Commentator of Bengal, Our Heritage, Vol I, Pt. II.

২। দ্রঃ—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে'র ভূমিকা, পৃঃ ৪২-৪৩।

৩। এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য:—R. C. Hazra: The Samvatsara-pradipa, Indian Historical Quarterly, Vol. XXI, pages, 49-55. এবং 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে'র উক্ত সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ৪১-৪২।

৬। শূলপাণি

ইনি প্রাক্-রঘুনন্দনযুগের একজন খ্যাতনামা স্মৃতিকার ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। কিন্তু, ইঁহার জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। খৃষ্টীয় একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে কোনকালে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল—এই অনুমানমাত্র পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন।

শূলপাণি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর 'দীপকলিকা' নামক একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ সরল টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও তিনি রচনা করিয়াছিলেন :—

(১) দোলযাত্রাবিবেক, (২) ব্রতকালবিবেক, (৩) সম্বন্ধবিবেক, (৪) দত্তকবিবেক, (৫) একাদশীবিবেক, (৬) সংক্রান্তিবিবেক, (৭) দুর্গোৎসববিবেক, (৮) শ্রাদ্ধবিবেক, (৯) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, (১০) তিথিবিবেক।

গ্রন্থগুলির নামই উহাদের বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। আরও কতক গ্রন্থ শূলপাণির নামাঙ্কিত। কিন্তু, ঐ শূলপাণি বঙ্গীয় শূলপাণি হইতে অভিন্ন কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়।

৭। শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি

রঘুনন্দনের গুরু হিসাবে বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে শ্রীনাথের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। 'গুরুচরণাঃ', 'গুরুপাদাঃ' প্রভৃতি সম্মানসূচক পদে রঘুনন্দন শ্রীনাথের মতামতের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন। সুতরাং, শ্রীনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

শ্রীনাথ-রচিত গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—টীকা ও মৌলিক রচনা। তাঁহার রচিত টীকাগুলি এই :—

(১) সারমঞ্জরী—নারায়ণ-কৃত 'ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশে'র টীকা,

(২) তাৎপর্যদীপিকা—শূলপাণির 'তিথিবিবেকে'র টীকা,

(৩) শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা—শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র ব্যাখ্যা,

(৪) দায়ভাগটিপ্পনী—জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা।

শ্রীনাথের মৌলিক গ্রন্থগুলির নামের অন্ত্যভাগ অনুসারে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় :—

(ক) অর্ণববর্গ

(১) বিবাহার্ণব বা বিবাহতত্ত্বার্ণব,
(২) কৃত্যতত্ত্বার্ণব,
(৩) শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব।

(খ) দীপিকাবর্গ

(১) গূঢ়দীপিকা,
(২) শ্রাদ্ধদীপিকা।

(গ) চন্দ্রিকাবর্গ

(১) আচারচন্দ্রিকা,
(২) শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা,
(৩) দানচন্দ্রিকা।

(ঘ) বিবেকবর্গ

(১) দুর্গোৎসববিবেক,
(২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক,
(৩) শুদ্ধিবিবেক।

কুল্লূকভট্টের নামোল্লেখ না করিলে প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের বঙ্গীয় স্মৃতির ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। 'মনুসংহিতা'র 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকার রচয়িতা হিসাবে কুল্লূক বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীনতর মনুটীকাগুলির সঙ্গে তুলনায় কুল্লূকের টীকা প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত। তিনি 'স্মৃতিসাগর' নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন; ইহার 'শ্রাদ্ধসাগর' অংশটুকুর পুথি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত আছে[১]। তাঁহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল দিবাকর ভট্ট। তিনি কাশীতে 'মন্বর্থমুক্তাবলী' রচনা করিয়াছিলেন।

১। ঐ কলেজের পুথির তালিকার ২য় ভাগের ৪৪৬ নং পুথি দ্রষ্টব্য।

কুল্লুকের জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে, তিনি খৃঃ পঞ্চদশ শতকের লোক। কানে মহাশয় মনে করেন, ইনি ১১৫০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

(খ) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ

রঘুনন্দন বঙ্গীয় স্মৃতিগগনে উজ্জ্বলতম তারকা। 'স্মার্ত ভট্টাচার্য' বা শুধু 'স্মার্ত' নামেই তিনি পরবর্তী কালে সুবিদিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রঘুনন্দন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দন-প্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রায় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাঁহার রচিত বহু বিস্মৃত গ্রন্থ বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এক জীবনে রঘুনন্দন নানা বিষয়ে এতগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত গ্রন্থগুলি নিম্নলিখিতরূপ১ :—

(১) দায়ভাগটীকা, (২) তীর্থযাত্রাতত্ত্ব বা তীর্থতত্ত্ব, (৩) দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব বা যাত্রাতত্ত্ব, (৪) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, (৫) রাসযাত্রাপদ্ধতি, (৬) ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, (৭) গ্রহযাগতত্ত্ব বা গ্রহযাগপ্রমাণতত্ত্ব।

গোবিন্দানন্দের নিজের গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন বাগড়ি (=বর্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটী) নিবাসী গণপতিভট্টের পুত্র। গোবিন্দানন্দের উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণাচার্য'।

গোবিন্দানন্দের জীবনকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। কিন্তু, তিনি রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী এই সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই; তিনি রঘুনন্দনের সমকালীনও হইয়া থাকিতে পারেন।

১। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত 'দশকর্মপদ্ধতি' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। (দ্রঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের A Brief Cat. of Skt. Mss. No660,)।

গোবিন্দানন্দের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় :—

(১) দানক্রিয়াকৌমুদী, (২) শুদ্ধিকৌমুদী, (৩) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, (৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (৫) তত্ত্বার্থকৌমুদী ও (৬) অর্থকৌমুদী।

'তত্ত্বার্থকৌমুদী' ও 'অর্থকৌমুদী' শূলপাণি-রচিত যথাক্রমে 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে'র ও 'শুদ্ধিবিবেকে'র টীকা। শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র উপরেও সম্ভবতঃ গোবিন্দানন্দ একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

(গ) অপ্রসিদ্ধ লেখকগণ

এই শ্রেণীর সকল লেখককেই রঘুনন্দনোত্তর যুগের মনে করা যায় না। বৃহস্পতি রায়মুকুট নিঃসন্দেহে প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের লেখক। অন্যান্য লেখক-গণের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনকাল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু, অবশিষ্ট লেখকগণ রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী তাহ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এই সকল লেখকের মধ্যে অনেকে টীকা-টিপ্পনীমাত্র রচনা করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থগুলিতেও সাধারণতঃ মৌলিকতার অভাব দেখা যায়। সহজে ও সংক্ষেপে ছাত্রগণ বা জনসাধারণকে শাস্ত্রের মর্ম বুঝাইবার জন্যই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। রঘুনন্দনোত্তর যুগের লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ যে 'স্মার্তবর্ত্ম' মাত্র অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বীকারোক্তি হইতেই বুঝা যায়[১]। সুতরাং, ইঁহাদের সকলের নামের এবং গ্রন্থের উল্লেখ বর্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে শুধু রায়মুকুটের পরিচয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

রায়মুকুটের[২] নিবাস ছিল রাঢ়ে। তিনি মাহিন্তা গাঁই-এর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত।

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষণীয় :—সম্বন্ধোঽয়ং গোপালেন কৃতঃ স্মার্তস্য বর্ত্মনা (গোপাল ন্যায়-পঞ্চাননকৃত 'সম্বন্ধনির্ণয়')।

২। কেহ কেহ তাঁহার প্রকৃত নাম শ্রীনিবাস বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, শ্রীনিবাস মহিন্তাপনীয়ের নামাঙ্কিত 'শুদ্ধিদীপিকা' নামক গ্রন্থটি খৃঃ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল (দ্রঃ—Indian Antiquary, 1922, পৃঃ ১৪৬-৪৭)। সুতরাং, শ্রীনিবাস রায়-মুকুটের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী।

তাঁহার পিতা ছিলেন গোবিন্দ ও মাতা নীলমুখাম্নীদেবী। ইনি রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালাল-উদ্দীনের রাজত্বকালে পণ্ডিতাগ্রণী ছিলেন এবং জালাল-উদ্দীনের পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রায়মুকুট উপাধি জালাল উদ্দীন কর্তৃক প্রদত্ত। স্বীয় পৃষ্ঠপোষকের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে সম্ভবতঃ তিনি গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। রায়মুকুট যে একসময়ে স্মৃতিকার হিসাবে প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রঘুনন্দনকর্তৃক 'মলমাসতত্ত্ব', 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব', 'শুদ্ধিতত্ত্ব' ও 'তিথিতত্ত্ব' প্রভৃতিতে তাঁহার মতের বা গ্রন্থের উল্লেখ।

'স্মৃতিরত্নহার' ও 'রায়মুকুটপদ্ধতি' নামে তিনি দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১]।

এইশ্রেণীর অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে গোপাল ন্যায়পঞ্চানন সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য। তদ্রচিত আঠারখানি স্মৃতিগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গোপালের গ্রন্থগুলির নাম 'নির্ণয়'-অন্ত; যেমন, 'অশৌচনির্ণয়', 'আচারনির্ণয়' ইত্যাদি। অপ্রসিদ্ধ স্মৃতিকারগণের মধ্যে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের নামও উল্লেখ-যোগ্য। এই শ্রেণীর লেখকের মোট সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী।

পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীনিবাসী রুদ্র তর্কবাগীশের কৃতী পুত্র জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন Sir William Jones এর উৎসাহে 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামক এক বিশাল স্মৃতিসংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলিত করেন; ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল বিচারকগণের বিচারকার্যে সহায়তার জন্য হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ একত্র লিপিবদ্ধ করা। এই গ্রন্থেরই অংশবিশেষ কোলব্রুক্ (Colebrooke) ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং Colebrooke's Digest আখ্যায় উহা অভিহিত হয়।

'বিবাদভঙ্গার্ণবে'র ন্যায় 'বিবাদার্ণবসেতু' অপর একখানি সংগ্রহগ্রন্থ। Warren Hastings এর প্রেরণায় তদানীন্তন বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও অপর কয়েক জন পণ্ডিতকর্তৃক উহা প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রন্থটি প্রথমে ফার্সীতে অনূদিত হয়। ফার্সী হইতে উহা Halhed কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া Code of Gentoo Law নামে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১। তদ্রচিত অঙ্গবিবরক গ্রন্থের জন্য অভিধান প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নব্যস্মৃতির বিষয়বস্তু

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির নাম হইতে বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত বিষয়গুলির একটা ধারণা করা গেল। এই বিষয়গুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার। প্রাচীনস্মৃতির আলোচ্য বিষয়গুলিও এই ত্রিবিধ ভাগে বিভাজ্য। অতএব, দেখা যায়, বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত কোন বিষয়কেই বর্জন করেন নাই। ন্যায়, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা প্রাচীন স্মৃতির বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আপাতবিরোধী স্মৃতিবচনগুলির মধ্যে একবাক্যতা বা মৌল ঐক্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

আচারাংশে প্রধান আলোচ্য বিভিন্ন সংস্কার, পূজাপার্বণ, বিশেষতঃ দুর্গাপূজা, ব্রত ইত্যাদি।

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের ধারণা শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তপো নিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্থিতম্—অর্থাৎ, সেইরূপ ধর্মানুষ্ঠান বা কৃচ্ছ্রসাধনাই প্রায়শ্চিত্ত, যাহা পাপক্ষয়কর বলিয়া নিশ্চিত জানা গিয়াছে। 'পাপক্ষয়মাত্রসাধনত্ব'ই প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ। পাপের উৎপত্তি দুই প্রকারে হইতে পারে—বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্মের সেবন। পাপের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে—এক শক্তিদ্বারা পাপ পাপীকে নরকগামী করে, অপর শক্তিহেতু পাপী সমাজে 'অব্যবহার্য' হয়; অর্থাৎ, তাহার সহিত বিবাহ এবং ভোজনাদি সম্বন্ধ সমাজস্থ লোকের থাকেনা। প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ দুইটি উল্লেখযোগ্য নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—একটি তন্ত্রতা, অপরটি প্রসঙ্গ। অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎপ্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা—এক জাতীয় অনেক পাপ করিয়া একবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপী পাপমুক্ত হইতে পারে; এই নীতির নাম তন্ত্রতা। অন্যোদ্দেশেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ—এক ব্যক্তি গুরুতর ও লঘুতর পাপ করিয়া গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মুক্ত হইবে; এই নীতির নাম প্রসঙ্গ। অতিপাতক, মহাপাতক, উপপাতক ও অনুপাতক—পাপের এই চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। বয়স, বর্ণ প্রভৃতি ভেদে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ ভেদেও লঘু ও গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় স্মৃতির ব্যবহারাংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাতে যে বিচারপদ্ধতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। এই পদ্ধতির কোন কোন বিষয় বর্তমান যুগের বিচারালয়ে অনুসৃত রীতির অনুরূপ। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় স্মৃতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, দুইটি স্মৃতিবাক্যের বিরোধ হইলে বিচারক 'যুক্তি'র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মীমাংসা করিবেন। ভাষা বা অভিযোগপত্রের মধ্যে যে সকল বিবরণের ব্যবস্থা স্মৃতিকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্তমান যুগেও সে সমস্ত বিষয়ই **Plaint** বা আর্জিতে লিখিত হয়। স্মৃতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বিশেষ কোন বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ পূর্বে কোন বিচারালয়ে মীমাংসিত হইয়া থাকিলে সেই বিষয়ে নূতন করিয়া অভিযোগ করা চলে না। বর্তমান যুগের Res Judicata (Civil Procedure Code, Sec. 11) এই ব্যবস্থার অনুরূপ।

দায়ভাগ অংশে ভারতের অন্যান্য নব্যস্মৃতিকারের সঙ্গে তুলনায় বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে দেখা যায়। এই বিষয়ে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র উপর বিজ্ঞানেশ্বরকৃত 'মিতাক্ষরা' টীকাকে সমগ্র ভারত সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু, বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য তাহাকে 'মিতাক্ষরা'র আনুগত্য হইতে বিরত করিয়াছিল। জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' নামে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থই রচনা করিয়া ফেলিলেন। 'মিতাক্ষরা' ও 'দায়ভাগে'র মধ্যে মৌল পার্থক্য এই যে, পূর্বমতে পুত্রের জন্মমাত্রেই সে পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে পিতার সমান অংশীদার হইয়া থাকে। কিন্তু, দায়ভাগমতে পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বা পিতা স্বেচ্ছায় দান না করা পর্যন্ত ঐ সম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকারই জন্মে না। ব্যবহারাংশে পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ, বিবিধ প্রকার পুত্র, উত্তরাধিকারক্রম, স্ত্রীধন, অবিভাজ্য সম্পত্তি প্রভৃতি আইনের যাবতীয় জটিল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির উপর পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাব

নব্যস্মৃতিতে আলোচিত উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ ও ব্রত প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মকে জনসাধারণের অধিগম্য করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল।

স্ত্রী-শূদ্রাদির বেদাধ্যয়নে এবং বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে অধিকার ছিল না। ফলে, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও স্ত্রীলোকেরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইতেছিল। হিন্দু সমাজের এই সঙ্কটযুগে, সম্ভবতঃ সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, পুরাণজাতীয় গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে পুরাণগ্রন্থগুলি ও পৌরাণিক ধর্ম সমাজে ব্যাপকভাবে আদৃত হইয়াছিল। এ জন্যই বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ পৌরাণিক প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাবও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক প্রভাব সম্বন্ধে লক্ষণীয় এই যে, প্রাচীনতর নিবন্ধগুলিতে এই প্রভাব বিশেষ প্রকট নহে। রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব গভীরতম। তিনি বহু তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং অনেক অনুষ্ঠানে তন্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পালরাজগণের ধর্মমত ছিল বৌদ্ধ। তদানীন্তন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তি হইল। ধর্মাচরণে ও সাহিত্যে এই মতবাদ দৃঢ়মূল হইল। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব তন্ত্রাদি রচিত হইল এবং বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ সমাজকে প্রভাবিত করিল। তখন মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে বিধ্বস্ত সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্কট অবস্থা। ধর্ম ও সমাজ-জীবনের যখন এই অবস্থা তখন আবির্ভাব হইল রঘুনন্দনের। তাঁহার সমকালীন নবদ্বীপের অন্যতম রত্ন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের রক্ষাকল্পে রঘুনন্দন আত্মনিয়োগ করিলেও তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করেন নাই। তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে আপোষরফা না করিলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন ভাবিয়া তিনি তন্ত্রোক্ত অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

নব্যস্মৃতিতে প্রতিফলিত বাংলা দেশের সমাজ-চিত্র

যে সমাজের পটভূমিতে বাংলায় নব্যস্মৃতির উদ্ভব ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল তাহার একটি চিত্রের প্রতি আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। সমকালীন বাংলা

১। তন্ত্রপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য ও পুরাণ হইতে ঐ সমাজের অবস্থা জানা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তি সমাজ। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠানাদি অব্যাহত রাখাই এই শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য। বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে তদানীন্তন সমাজের অবস্থার প্রতিফলন স্বাভাবিক। বর্তমান প্রসঙ্গে স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত সমাজ-চিত্রের আলোচনা সংক্ষেপে করিব।

স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কাঠামোটি অবিকৃতরূপেই বিদ্যমান। বর্ণধর্মের অচলায়তনের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণ; তিনি অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা স্বীয় প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। শূদ্র নিকৃষ্টতম বর্ণ। সমগ্র নব্যস্মৃতির মধ্যে শূদ্রের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব পরিব্যাপ্ত। দ্বিজবর্ণের বহুবিধ সংস্কারের ব্যবস্থা থাকিলেও শূদ্রের একটি মাত্র সংস্কার বিবাহ। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন অপকর্ম করিলে উচ্চতর বর্ণ শূদ্রত্বে পরিণত হয়। ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক বটে, কিন্তু অন্ত্যবর্ণের হত্যাজনিত পাপ অনেক লঘু। 'কন্দুপক্ব' (বিনা জলে পক্ব) দ্রব্য, ক্ষীর, দধি ও শক্তু ভিন্ন শূদ্রকর্তৃক প্রস্তুত সকল খাদ্যদ্রব্যের ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈধ। বিচারাদি কার্যেও শূদ্রের কোন অধিকার নাই। রাজা কোন কারণে স্বয়ং বিচারকার্য্য করিতে অক্ষম হইলে প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে পারেন; ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয় এবং তদভাবে বৈশ্য। 'ব্যবহারমাতৃকায়' (পৃঃ ২৭৯) জীমূতবাহন বলিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে—শূদ্রং যত্নেন বর্জয়েৎ। শূদ্রের প্রতি এই অবজ্ঞা আরও তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে রঘুনন্দনধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকে :—

দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ কার্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

(স্মৃতিতত্ত্ব, ২, পৃঃ ১৯৮)

অর্থাৎ, এরূপ স্থলে দুশ্চরিত্র দ্বিজও নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও অনিয়োজ্য। এই সব ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই শাস্ত্রকারগণের মতে গুণ অপেক্ষাও জাতিবর্ণের স্থান উচ্চে। কিন্তু, কোন কোন পুরাণে, বিশেষতঃ দেবীপুরাণে (৫১।৪-৫), বর্ণ অপেক্ষা গুণেরই উচ্চতর স্থান স্বীকৃত হইয়াছে; এই পৌরাণিক ভাবেরই অনুবৃত্তি পাওয়া যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত এই উক্তিতে—চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।

আশ্রমধর্মকেও স্মৃতিনিবন্ধে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। অনাশ্রমী ব্যক্তির অনেক ধর্মকার্যে অধিকার নাই। কিন্তু, একটা বিশেষ বয়সের পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে পুরুষের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, গৃহিণীই গৃহ। সুতরাং, কাহারও পত্নীবিয়োগ হইলে সে আশ্রমচ্যুত হয়। গৃহস্থাশ্রমে পুনঃপ্রবেশের জন্য তাহার পুনর্বিবাহ কি আবশ্যক নয়? আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে বিপত্নীক ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে রণ্ডাশ্রমী; সুতরাং তিনি অনাশ্রমী নহেন এবং তাঁহার পক্ষে বিবাহ অনাবশ্যক।

স্ত্রীলোকগণের প্রতি বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রায়শ্চিত্তাদি ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতি কঠোরতার লাঘব করিয়াছেন। রজোদর্শনের পরে কন্যার অবিবাহিত থাকাকে তাঁহারা তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু, যোগ্যপাত্রের অভাব হইলে পিতৃগৃহে কন্যার আমরণ বাসেও দোষ নাই। স্বামীর অভাবে তদীয় সম্পত্তিতে স্ত্রীর ভোগস্বত্ব মাত্র জন্মে। স্ত্রীধন-শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর দানবিক্রয়াদির ক্ষমতা থাকে।

খাদ্যপানীয়াদি সম্বন্ধে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বিধিনিষেধ অসংখ্য। জাতিদুষ্ট (স্বভাবতঃ দূষিত), কালদূষিত (পর্যুসিত), সংসর্গদূষিত (অর্থাৎ লশুন ও পেয়ূষাদির[১] সঙ্গে রক্ষিত) দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ; এই নিষেধ সম্ভবতঃ দ্বিজাতি-মাত্রেই প্রযোজ্য। পানীয়ের মধ্যে সুরা নামক মদ্যের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা সর্বদা বর্জনীয়। সুরা ত্রিবিধা—গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী।

তাৎকালিক সমাজের নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত ছিলনা বলিয়াই মনে হয়। দুর্গোৎসবের দশমীকৃত্যে শবরোৎসব শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এবং নানা-রূপ অশিষ্ট আচরণ। নারীসম্ভোগে পুরুষগণের অধিকার অনেক স্থলে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থপাঠে মনে হয়, দাসীসম্ভোগে পুরুষের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। জীমূতবাহন ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন যে, পিতার অনুমতি থাকিলে পিতৃসম্পত্তিতে শূদ্রের অপরিণীতাদাসীগর্ভজাত পুত্র অন্যান্য পুত্রের

১। যে গাভীর প্রসব হইতে দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ।

তুল্যাংশে অধিকারী হইবে[১]। স্ত্রীর অসতীত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোন অবস্থায়ই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার কোন ব্যবস্থা বঙ্গীয় স্মৃতিতে দেখা যায়না।

আধুনিক যুগে বঙ্গদেশে রচিত স্মৃতিগ্রন্থ

যে নব্যস্মৃতি মধ্যযুগীয় বাংলাকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিল, সেই স্মৃতিশাস্ত্র-ধারার একটি ক্ষীয়মাণ প্রবাহ বর্তমান শতকেও এই দেশে বিরাজমান। নব্য-স্মৃতির বিধানের প্রতি বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ অত্যাপি শ্রদ্ধাশীল। শুধু তাহাই নহে। ময়মনসিংহ জিলানিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার[২] মহাশয় নব্যস্মৃতিতে আলোচিত নানা বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক কয়েকটি নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবন্ধগুলির নামের অন্ত্যভাগ 'চন্দ্রালোক'। এই নিবন্ধগুলির মধ্যে 'উদ্বাহচন্দ্রালোক'[৩] বাংলার পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত। তদ্রচিত অপর দুইটি নিবন্ধের নাম 'শুদ্ধিচন্দ্রালোক'[৪] ও 'ঔর্ধ্বদেহিকচন্দ্রালোক'[৫]। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শাস্ত্রের গতানুগতিক ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যাকে স্বীয় যুক্তিদ্বারা অগ্রাহ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'উদ্বাহচন্দ্রালোকে'র বিজ্ঞাপনের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয়টিতে ঈদৃশ গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য ও রচয়িতার সংস্কারমুক্ত মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"ধর্মশাস্ত্রং চ মূলং ধর্মাধর্ময়োর্ন নিবন্ধকর্তৃণাং মতম্। তদ্ যদি বিপরীতং শাস্ত্রং স্ফুটমুপলভ্যতে তদা নিবন্ধৃণাং মতমনপেক্ষণীয়মেব ভবতি শাস্ত্রৈক-শরণানাম্। অনুসরণীয়ং চ শাস্ত্রম্। .....তদ্ যেন যাবন্তি শাস্ত্রবাক্যান্যুপলব্ধানি পক্ষপাতমুৎসৃজ্য ধর্মরক্ষার্থং তেন তাবতামুপনিবন্ধনং কর্তুমুচিতম্। তৎ সর্বং কিলোপসভ্য সূক্ষ্মমতয়ো ধর্মতত্ত্বং নির্ণেষ্যন্তীতি। অতএব মমায়মুদ্যমঃ"।

তর্কালঙ্কার মহাশয় 'পরাশরস্মৃতি'র এবং সায়ণের 'কালনির্ণয়ে'র টীকাও

১। দায়ভাগ, ১০।২৯।

২। ইঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলীর বিবরণের জন্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৭।

৪। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৩।

৫। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৬।

রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা দুইটি যথাক্রমে ১৮৮৩—৯৯ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ইনি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ এক ব্রাহ্মণপরিবারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

কাশীচন্দ্র 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি কুড়িটি ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে শুধু 'মনুসংহিতা'র টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। 'উদ্ধারচন্দ্রিকা'[১] তদ্রচিত মৌলিক নিবন্ধ। যাহারা সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়াছে, তাহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণের সমস্যা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ছিলেন স্বর্গত গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার ও মাতা স্বর্গীয়া বিধুমুখী দেবী। গঙ্গাধরের পিতা কাশীচন্দ্র সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলার গৌরব দার্শনিকপ্রবর মধুসূদন সরস্বতী হরিদাসের অন্যতম পূর্বপুরুষ। হরিদাস কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হইযাছেন।

ইঁহার রচিত স্মৃতিগ্রন্থের নাম 'স্মৃতিচিন্তামণি'[২]। হিন্দুগণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মকার্য ও দৈনন্দিন কৃত্য সম্বন্ধে ব্যবস্থার সহিত বঙ্গানুবাদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

২। প্রথম প্রকাশিত—নকীপুর (খুলনা), ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। বর্তমানে ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রচলিত আছে।

৬

দর্শনশাস্ত্র

নব্যন্যায়ে বাংলার দান অসামান্য ও বিদগ্ধসমাজে প্রখ্যাত। কিন্তু, ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখারও চর্চা যে এদেশে হইত না, তাহা নহে। তবে, অদ্যাবধি প্রাপ্ত শাস্ত্রবিষয়ক বাঙালী-রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, বাংলাদেশে নব্যন্যায়ের যেরূপ ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, সেরূপ দর্শনশাস্ত্রের আর কোন বিষয়ের হইত না। বাঙালী নব্যন্যায়ে স্বীয় মনীষার যে পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনায় দর্শনান্তরে তাহার কীর্তি নগণ্য।

ষড়্‌দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এই দেশের কীর্তি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

মীমাংসা

'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা উদয়ন ও তদীয় টীকাকার বরদরাজের মতে, মীমাংসক শালিকনাথ ছিলেন বাঙালী। শালিকনাথ 'গৌড়মীমাংসক' বলিয়া খ্যাত; ইঁহার জীবনকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে। ইনি প্রভাকরের 'বৃহতী' ও 'লঘ্বী' টীকার উপর 'পঞ্চিকা' রচনা করিয়াছিলেন; রামানুজরচিত 'তন্ত্ররহস্যে' ইঁহার উল্লেখ আছে[১]।

'বালবলভীভুজঙ্গ' ভবদেব ভট্ট বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।[২] তিনি স্মার্ত হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন

১। বৃহতীং তথৈব লঘ্বীং টীকামধিকৃত্য শালিকনাথঃ,
ঋজুবিমলাং দীপশিখাং বিশাদর্থামকৃত পঞ্চিকাং ক্রমশঃ।

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নব্যস্মৃতিপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

বটে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংপৃক্ত মীমাংসাশাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তৌতাতিতমততিলক'[১] নামে ভবদেবের একখানি মীমাংসাগ্রন্থ আছে। ইহাতে কুমারিলভট্ট বা তৌতাতিতের মতানুসরণে জৈমিনির পূর্বমীমাংসার আলোচনা আছে।

মধ্যযুগের বাংলার খ্যাতিমান্ পণ্ডিত হলায়ুধ নব্যস্মৃতির ক্ষেত্রে সুবিদিত। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে ইনি স্বরচিত গ্রন্থসমূহের নামের মধ্যে 'মীমাংসাসর্বস্বে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন[২]। এই মীমাংসাগ্রন্থ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত।

'তত্ত্বচিন্তামণি'তে গঙ্গেশ (১৩শ শতক) 'গৌড় মীমাংসকে'র মত উল্লেখ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে মীমাংসাচর্চার ইতিহাসে অপর কতক গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায়; অবশ্য ইঁহারা নিতান্তই স্বল্পজ্ঞাত। নিম্নে ইঁহাদের ও ইঁহাদের গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গেল।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য[৩]

ইঁহার মীমাংসাগ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌমুদী'[৪]। এই গ্রন্থে রামকৃষ্ণ বাচস্পতিমিশ্রের 'শ্রাদ্ধচিন্তামণি', 'পরাশর-মাধবীয়' রচয়িতা মাধব ও শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের পূর্বেকার লোক নহেন।

১। ইণ্ডিয়া অফিসের ১৫৯১ সংখ্যক পুঁথি। ইহা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণগ্রন্থের প্রতিলিপি নহে। দ্রঃ—Kane : History of Dharmasastra, I, পৃঃ ৩০৩ ও Triennial Catalogue of Mss., Madras, 1919-1922, p. 5527, R. No. 3735.

২। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' (সং তেজশ্চন্দ্র), শ্লোকসংখ্যা ১৯।

৩। ইহার রচিত 'সম্বন্ধকৌমুদী' নামক একখানি স্মৃতিগ্রন্থ আছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংখ্যা ২২৩।

৪। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি[১]

ইনি জনৈক বিদ্যাভূষণের পৌত্র। ইনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ১৮শ শতকের আদিভাগে ইনি নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। 'ধর্মদীপিকা'[২] নামক গ্রন্থে চন্দ্রশেখর স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আবশ্যক মীমাংসাশাস্ত্রের ন্যায় আলোচনা করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের অপর মীমাংসাগ্রন্থের নাম 'তত্ত্বসংবোধিনী'। ইহাতে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বালাযুত রামজীবনের উল্লেখ আছে।

রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার

রঘুনাথ ছিলেন কাশীবাসী বাঙালী নৈয়ায়িক ও শিরোমণিসম্প্রদায়ভুক্ত[৩]। ইঁহার 'মীমাংসারত্ন'[৪] দুই খণ্ডে রচিত; একখণ্ডে মীমাংসাদর্শনোক্ত প্রমাণ ও অপর খণ্ডে প্রমেয়ের আলোচনা আছে। রঘুনাথ আনুমানিক খৃঃ ১৬শ শতকের লেখক।

সাংখ্য ও যোগ

কিম্বদন্তী এই যে, সাংখ্যমতের প্রবর্তক কপিল নাকি গঙ্গাসাগরসঙ্গমবাসী ছিলেন। এই স্থান বাংলাদেশে। এই কিম্বদন্তীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এই দেশের কতক পণ্ডিত যে সাংখ্যদর্শনের চর্চা করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে।

নবদ্বীপেব সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের পৌত্র ও জলেশ্বব বাহিনীপতির পুত্র ছিলেন স্বপ্নেশ্বর আচার্য। ইঁহার আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যবর্তী কোন

১। 'চন্দনধেনুদানবিধি' নামে ইঁহার নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিগ্রন্থ আছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংখ্যা ১০৯। ইঁহার পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য শাস্ত্রীর Notices, I, Preface, P. XX.

২। ব. সা. প. পুঁথিসংখ্যা ১৩১৮, ইণ্ডিয়া অফিস—৩।১৫৭০, শাস্ত্রী—১।১৯২, মিত্র—২।৬৫০।

৩। দ্রষ্টব্য :—Sarasvati Bhavana Studies, VI, P. 167.

৪। (ক) Cat. of Skt. Mss, Benares, PtI. 1923, P.X, 39.

(খ) India Office Catalogue, IV. 2216.

সময়ে। স্বপ্নেশ্বর-রচিত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' নামক সাংখ্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[১]।

ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র উপর বাঙালী-রচিত দুইটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। একটি শিবরাম চক্রবর্তীর পুত্র তর্কবাগীশের 'সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ'[২] (বা, সাংখ্যতত্ত্ববিলাস)। এই গ্রন্থের কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত একটি পুঁথির লিপিকাল ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ। অপরটি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'সাংখ্যকৌমুদী'।[৩] Catalogus Catalogorum (Vol. 1) এ Aufrecht রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-রচিত 'সাংখ্যসারে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

মাদ্রাজের Adyar গ্রন্থাগারে শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত 'সাংখ্যপ্রয়োগ' নামক একখানি গ্রন্থ আছে।

নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রেব সভাপণ্ডিত রামানন্দ 'সাংখ্যপদার্থমঞ্জরী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সাংখ্যসূত্রের টীকাকার অনিরুদ্ধকে কেহ কেহ বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, কোন কোন পণ্ডিত এই অনিরুদ্ধকে খৃঃ ১৬শ শতকেব লোক বলিয়া মনে করেন।[৪]

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু[৫]-রচিত 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য' উল্লেখযোগ্য। 'সাংখ্যসার' নামে একখানি নিবন্ধগ্রন্থও বিজ্ঞানভিক্ষু রচনা করিয়াছিলেন।

যোগদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু 'যোগবার্তিক' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর কবিরাজ সাংখ্যসূত্র ও পাতঞ্জলসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

ভট্টপল্লী-নিবাসী স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ঈশ্বর-কৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র 'পূর্ণিমা'[৬] নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যার রচয়িতা।

১। Hall : Index, p. 6,

২। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথির তালিকা—৩।১২।

৩। I. O, Ms. No. 1303; Mitra : Notices, No. 468.

৪। দ্রঃ—সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, এ. সো. জি ৯৪৩।

৫। ইঁহার সম্বন্ধে 'বেদান্ত' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৬। এই ব্যাখ্যা কারিকার বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৩।

বেদান্ত

কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ 'অহঙ্কার'-এর উক্তি :—

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধবিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥

ইহার অর্থ এইরূপ :—

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, এরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ কি ?

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বাঙালী তৎকালে (খৃঃ ১১শ শতকের শেষার্ধ) বেদান্তদর্শনের প্রতি হতাদর ছিল। কিন্তু, এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন বাংলায় দর্শনচর্চার অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিম্বা রাঢ়দেশের প্রতি নাট্যকারের কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, রাঢ়দেশ সমগ্র বঙ্গদেশের একটি অংশমাত্রকেই সূচিত করে। উক্ত শ্লোকে বৌদ্ধগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা-দেশে বৌদ্ধদর্শনের যে সবিশেষ আদর ছিল, বাঙালী-রচিত বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও দার্শনিক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

বৈদিক চিৎসুখাচার্যের (আঃ ১৪শ শতক) গুরু গৌড়েশ্বরাচার্যের নামে 'গৌড়' শব্দে তাঁহার বাঙালীত্বের ইঙ্গিত আছে কিনা বুঝা যায় না।

বলদেব বিদ্যাভূষণের সমসাময়িক অনূপনারায়ণ শিরোমণি বেদান্তসূত্রের 'সমঞ্জসাবৃত্তি'[১] রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে বেদান্তমত-প্রভাবিত বৈষ্ণবদর্শনবিষয়ক গ্রন্থাবলীর আলোচনা করা হইবে।

গৌড়পাদ

ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের পরমগুরু। ইঁহার রচিত 'গৌড়পাদকারিকায়' ইনি গৌড়াচার্য বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। আরবীয় পর্যটক অল-বেরুনী এক গৌড় সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন; ইনি ও গৌড়পাদ

১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদে ইহার একটি পুঁথি আছে।

সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি। গৌড়ের অধিবাসী বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে ঈদৃশ উপাধিতে অভিহিত করা হইত। অবশ্য তিনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। সুরেশ্বরাচার্যের সাক্ষ্য অনুসারে গৌড়পাদের জন্মস্থান বঙ্গদেশ। গৌড়পাদকারিকার রচনাকাল আনুমানিক ৭৮০ খৃষ্টাব্দ।

ইঁহার সর্বাপেক্ষা সুবিদিত গ্রন্থ গৌড়পাদকারিকা'; ইহা মাণ্ডুক্য-উপনিষদের ব্যাখ্যা। ইহাতে প্রাক্-শঙ্কর বেদান্তমত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ২১৫টি শ্লোক চারিটি ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে আলোচ্য আগম, দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য, তৃতীয়ে অদ্বৈত ও চতুর্থে অলাত-শান্তি। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে[১] গৌড়পাদের শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে।

উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ আরও দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—একটি ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র টীকা, অপরটি 'উত্তরগীতা'।

শ্রীধর

বৈশেষিক দর্শন প্রসঙ্গে ইঁহার পরিচয় লিখিত হইবে। স্বীয় 'ন্যায়কন্দলী' নামক গ্রন্থে শ্রীধর তদ্রচিত বেদান্তগ্রন্থ 'অদ্বয়সিদ্ধি'র উল্লেখ করিয়াছেন[২]।

বিজ্ঞানভিক্ষু

ইনি বেদান্তদর্শনে কীর্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু, ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ[৩] শতকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইঁহার ইত্যধিক ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত ব্যাখ্যার নাম 'বিজ্ঞানামৃতভাষ্য'। ইহাতে তিনি বেদান্তের সহিত সাংখ্য মতবাদের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

১। ১।৪।১৪।

২। 'ন্যায়কন্দলী'তে শ্রীধর 'তত্ত্ববোধসংগ্রহটীকা' নামেও স্বরচিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। দার্শনিকপ্রবর রাধাকৃষ্ণন Indian Philosophy (Vol 1, P. 48), গ্রন্থে বিজ্ঞান-ভিক্ষুর কাল ষোড়শ শতক বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি The Brahmasutra নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৯৪) লিখিয়াছেন যে, বিজ্ঞানভিক্ষু খৃঃ সপ্তদশ শতকের আদিভাগের লোক ছিলেন।

শঙ্করাচার্যের মতবাদের সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, শঙ্কর ব্রহ্মকে প্রায় বৌদ্ধগণের শূন্যের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অদ্বৈত-মতাবলম্বিগণকে বিজ্ঞানভিক্ষু 'কু-কল্পক' বলিয় নিন্দা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, পরমাত্মার দুইটি রূপ—ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ ও নির্বিকার। ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি ও পুরুষ। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদানকারণ; ব্রহ্ম অধিষ্ঠানকারণমাত্র। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ওতপ্রোত; কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, ইঁহাদের সংযোগ ঈশ্বরকৃত। এই দার্শনিকের মতে, ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা।

বিজ্ঞানের মতে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম 'অবিভাগ' হইলেও ইহারা অভিন্ন নহে। অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবেরও তাহাই। সাংখ্য-দর্শনও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য এবং পৃথকৃত্ব স্বীকার করে; কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, জীবাত্মা পৃথক্ হইলেও উহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, জীবের চরম গতিও ব্রহ্ম।

এই দার্শনিকের মতে, মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে; কিন্তু, পরব্রহ্মত্ব তাহার অধিগম্য নহে। মোক্ষলাভের অর্থ কার্যব্রহ্মলাভ, কারণব্রহ্মের লাভ সম্ভবপর নহে। কারণব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে সংসারের[১] নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু, উহা অপ্রাপ্য বলিয়া মুক্ত জীব কার্য্যব্রহ্মের সহিত ভোগের পরে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে।

ইঁহার মতে, প্রেম-ভক্তি চরমগতির সহায়ক। মোক্ষলাভের জন্য সাংখ্যের সহায়তা, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, আবশ্যক :—

শুদ্ধাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে।

সাংখ্যকে বলা হয় নিরীশ্বর। কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের সমর্থনে বলেন যে, সাংখ্য যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাহা নহে; সাংখ্যের ইহাই প্রতিপাদ্য যে, মোক্ষলাভের জন্য আত্মজ্ঞানই যথেষ্ট, ঈশ্বরকে এই উদ্দেশ্যে স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।

১। সংসার=পুনর্জন্ম।

মধুসূদন সরস্বতী

মধুসূদন ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রাম নিবাসী। এক কুলপঞ্জিকায় মধুসূদনের পিতার নাম দেখা যায় প্রমোদ পুরন্দর আচার্য। মধুসূদন প্রথমাশ্রমেই সংসার ত্যাগ করেন; তাঁহার গুরু ছিলেন বিশ্বেশ্বর সরস্বতী। তাঁহার 'মধুসূদন' নাম সন্ন্যাসাশ্রমে গুরু-দত্ত; পূর্বে তাঁহার নাম ছিল কমলজনয়ন। তিনি নবদ্বীপে ছিলেন হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র, গদাধর চক্রবর্তীর সতীর্থ[১] এবং পুরুষোত্তম সরস্বতীর অধ্যাপক।

মধুসূদনের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বলিয়া অনুমিত হয়[২]। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মধুসূদন কাশীবাসী হইলে 'রামচরিতমানস'-প্রণেতা তুলসীদাস নাকি তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। কিম্বদন্তী এই যে, ঐ কবির সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া মধুসূদন ঐ কবির প্রশংসা করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত শ্লোকে[৩]:—

আনন্দকাননে কশ্চিৎ[৪]জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা॥

[আনন্দকানন (অর্থাৎ কাশীতে) তুলসী নামে একটি সঞ্চরণশীল বৃক্ষ আছে, যাহার কবিতাকুসুমগুচ্ছ রামরূপ মধুকর-মণ্ডিত।]

কথিত আছে, মধুসূদন সম্রাট্ আকবরের সভায় বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

১। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উপভোগ্য :—

নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ। চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥

২। কেহ কেহ মনে করেন. মধুসূদন খৃঃ ১৭শ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের জন্য দ্রষ্টব্য অমরনাথ রায়ের প্রবন্ধ—Indian Culture, II. p. 326. মধুসূদনের জীবনী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য P. C. Divanjiর প্রবন্ধ—Madhusudana Sarasvati—his life and works—ABORI, VIII, p.149 এবং ইহার সমালোচনা ও Divanjiর উত্তর—ABORI, IX, pp. 309-328। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ—Sanskrit Scholars of Akbar's time—Vol. XIII, 1937.

৩। দ্রঃ—'রামচরিতমানস', সং নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী, ১৯৯৫ সংবৎ, ভূমিকা।

৪। পাঠান্তর—কাশ্যাম্।

মধুসূদন-রচিত দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ ও টীকাগুলি এই[১] :—

(১) অদ্বৈতসিদ্ধি,
(২) বেদান্তকল্পলতিকা,
(৩) অদ্বৈতমঞ্জরী,
(৪) অদ্বৈতরত্নরক্ষণ,
(৫) আত্মবোধটীকা,
(৬) আনন্দমন্দাকিনী,
(৭) প্রস্থানভেদ—(সমস্ত বিদ্যার সারোল্লেখপূর্ব্বক বেদান্তবিদ্যার প্রাধান্য প্রতিপাদন),
(৮) ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা,
(৯) শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা,
(১০) শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশটীকা,
(১১) সংক্ষেপশারীরকসারসংগ্রহ,
(১২) সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু-(শঙ্করাচার্যের 'দশশ্লোকী'র টীকা)।

উক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও তদ্রচিত 'ভক্তিসামান্যনিরূপণ', 'ভগবদ্ভক্তিরসায়ন', 'বেদস্তুতিটীকা', হরিলীলাব্যাখ্যা' এবং 'ভাগবতপুরাণপ্রথমশ্লোকব্যাখ্যা' নামক অপর কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকুতূহলনাটক'-রচয়িতা মধুসূদন ও এই মধুসূদন অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

মধুসূদনের দর্শনগ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান 'অদ্বৈতসিদ্ধি'। এই গ্রন্থের উপরে 'অদ্বৈতসিদ্ধ্যুপন্যাস', 'বৃহৎটীকা' ও 'লঘুচন্দ্রিকা' নামক তিনটি টীকা ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন। ব্যাসতীর্থ 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থে শঙ্কর ও তদনুগামিগণের অদ্বৈতবেদান্তমত সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা মধুসূদন এই গ্রন্থে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের প্রতি বাঙালীর বিমুখতার যে চিরন্তন কলঙ্ক, মধুসূদন তাহা দূর করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসে বাংলাদেশকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। মধুসূদনের গীতা-ভাষ্যও বাঙালীর গৌরবের বস্তু।

মধুসূদনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তাঁহার গভীর দার্শনিক মতবাদ ভক্তিবাদের নিকট নতিস্বীকার করিয়াছিল। মধুসূদনের মতে কৃষ্ণই যে পরমব্রহ্ম, তাহা তদ্রচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় :—

১। দ্রঃ—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের A History of Indian Philosophy, II, p. 225

বংশবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ-বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা যন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিং চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি ॥

বাসুদেব সার্বভৌম

নবদ্বীপের এই মহানৈয়ায়িকেব পবিচয ও জীবনকাল নব্যন্যায় প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

'অদ্বৈতমকরন্দ' নামক লক্ষ্মীধরকৃত প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থের উপর সার্বভৌম-বচিত টীকার পুথি পাওয়া গিয়াছে[১]। ইহার লিপিকাল ১৫৫১ শকাব্দ (= ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ)। এই টীকার কয়েকটি সমাপ্তিশ্লোকে রচয়িতাব পরিচয় এবং টীকাটির রচনার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। কর্ণাটরাজ কৃষ্ণরায়ের রাজ্যারম্ভে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান সচিবেব মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইহা বচিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশের বেদান্তদর্শনেব ইতিহাসে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ছাড়াও স্বল্পজ্ঞাত কতক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদেব পবিচয় ও কীর্তি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তিব বচিত 'তত্ত্বমুক্তাবলী মায়াবাদশতদূষণী'[২] নামক একটি গ্রন্থের অংশ খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের 'সর্বদর্শন-

১। Mitra: Notices, 2854.
২। (ক) India Office Catalogue, IV, 2469 (2011b)
(খ) Calcutta Sanskrit College Cat., III, 62.
(গ) এ. সো. জি ১০৫৫৫।

সংগ্রহে' (৪।১৫৫—পুনা সং) উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ণানন্দের গ্রন্থে ১২০টি শ্লোকে শঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করিবার প্রয়াস আছে[১]।

শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রঘুনাথ শিরোমণি-রচিত টীকার নাম 'খণ্ডনভূষণমণি'[২]।

গদাধর-রচিত 'ব্রহ্মনির্ণয়'[৩] নামক একটি বেদান্তগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গদাধর বাংলার সুবিদিত নৈয়ায়িক গদাধর কিনা তাহার সংশয়াতীত প্রমাণ নাই।

গৌড় ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী নাকি মধুসূদন সরস্বতীর সমসাময়িক ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ 'অদ্বৈতসিদ্ধি' ও 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র উপরে টীকা রচনা করেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন'[৪] বেদান্তে ব্রহ্মানন্দের মৌলিক রচনা।

গোবিন্দানন্দ নামে এক ব্যক্তির রচিত 'রত্নপ্রভা'[৫] নামক একখানি টীকা পাওয়া যায়; ইহা 'শারীরক-ভাষ্যটীকা'। এই গোবিনানন্দ মধ্যযুগের বাংলার খ্যাতনামা স্মৃতিকার গোবিন্দানন্দের সহিত অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি[৬] 'বেদান্তরহস্য'[৭] নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পদ্মনাভমিশ্রের[৮] 'খণ্ডনপরাক্রম'[৯] নামক একখানি বেদান্তগ্রন্থ আছে।

নন্দরাম তর্কবাগীশ (খৃঃ ১৭শ শতক) 'আত্মপ্রকাশক'[১০] নামক বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ বাচস্পতি (সন্ন্যাসাশ্রমের

১। দ্র—J R A S. 1883, p. 137 হইতে।

২। স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করেন যে, এই টীকার রচয়িতা রঘুনাথ নৈয়ায়িক-ধুরন্ধর শিরোমণি হইতে পৃথক ব্যক্তি।—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ৮৭।

৩। Cat. of Skt Mss. in private Libraries of Gujarat, IV. 72.

৪। Mitra : Notices, 1444.

৫। ব. স., প, ৯৯৪ সংখ্যক পুঁথি।

৬। বাংলাদেশের একজন আলঙ্কারিক এবং একজন বেদব্যাখ্যাতার নামও অনুরূপ। ইহারা তিনজনই কি অভিন্ন? (অলঙ্কার-প্রসঙ্গ ও বঙ্গে বেদচর্চা দ্রষ্টব্য)।

৭। 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ১৭৪।

৮। ইঁহার সম্বন্ধে বিবরণের জন্য কাব্যপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কাব্য দ্রষ্টব্য।

৯। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও আলোয়ারে ইহার পুঁথি আছে।

১০। India Office Cat., IV, 2400.

নাম—রামানন্দ তীর্থ) বহু বেদান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলি এই :—

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ,
(২) বেদান্তসারবিবৃতি,
(৩) ভগবদ্গীতার অদ্বৈতমতানুসারী টীকা,
(৪) অধ্যাত্মবিন্দু—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখপূর্বক বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা,
(৫) অধ্যাত্মসর্বস্ব,
(৬) জ্ঞানারণি—অদ্বৈত বেদান্তের সার আলোচনা,
(৭) তত্ত্বসংগ্রহ—বেদান্ত ও সাংখ্যের সাহায্যে হিন্দুগণের বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন।

রামতীর্থ-রচিত 'পদযোজনিকা'নামক টীকার একটি পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। (ব. সা. প. ক্রমিক সংখ্যা—৩৮)। ইহা 'উপদেশসাহস্রী'র টীকা।

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা গিরীশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ নানা শাস্ত্রের গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তসারের 'বেদান্তসারবিবৃতি' নামক একখানি টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন[১]।

এই প্রসঙ্গে গঙ্গাধর কবিরাজের[২] 'শারীরকসূত্র-ব্যাখ্যা', 'ঈশ্বরগীতা' ও 'ভগবদ্গীতা'র টীকা উল্লেখযোগ্য। তিনি তৈত্তিরীয় প্রভৃতি কয়েকটি উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে নৈয়ায়িক রাখালদাস ন্যায়রত্ন 'মায়াবাদ-নিরাস' নামক গ্রন্থে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাধারমণ দাস গোস্বামী 'শারীরকসূত্রার্থ-সংগ্রহ'[৩] নামক একটি ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।

১। Sastri, Report, 1900-1905, p. 9, এই নামের ব. সা. প. পুথিসংখ্যা ১০০৩ রামতীর্থ যতির নামাঙ্কিত।

২। পরিচয়ের জন্য বৈদ্যক শাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩। Mitra : Notices II. 697.

রঘুনাথ সার্বভৌমের 'সিদ্ধান্তার্ণব'[১] বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বনে রচিত।

বাঙালী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ নীরস দর্শনশাস্ত্রকে সরসভাবে পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'[২] নামক গ্রন্থ বেদান্তমতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনার উদ্দেশ্যে পদ্যময় রচনা।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশ বেদান্তচর্চায় বিমুখ ছিল না। এই গ্রন্থ এবং টীকা টিপ্পনীগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দর্শনগ্রন্থসমূহের বঙ্গাক্ষরে লিখিত বহু অনুলিপি সংরক্ষিত আছে; উহাদের মধ্যে কতক উপনিষদ এবং অন্যান্য বেদান্তগ্রন্থও আছে।

ন্যায়বৈশেষিক

শ্রীধর ভট্ট

ইনি স্বীয় গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন: ইঁহার জন্ম হইয়াছিল খৃষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে। শ্রীধর ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরিস্থষ্টি (=আধুনিক ভূরস্থট) গ্রাম নিবাসী; তাঁহার পিতামহের নাম বৃহস্পতি; পিতা ছিলেন বলদেব ও মাতার নাম অচ্চোকা। তিনি কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীধরের গ্রন্থের নাম 'ন্যায়কন্দলী'[৩]; ইহা বৈশেষিক সূত্রের প্রশস্তপাদরচিত "পদার্থধর্মসংগ্রহ' নামক ভাষ্যের টীকা। কাহারও কাহারও মতে, ইহা উদয়নাচার্যের 'কিরণাবলী'র পূর্বে রচিত এবং উদয়ন শ্রীধরের নামোল্লেখ না করিলেও 'কিরণাবলী'র অনেক স্থলে কন্দলীকারের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন্যায়কন্দলী'র রচনাকাল ৯৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ।

ন্যায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ শ্রীধরই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন; এই জন্যই 'ন্যায়কন্দলী' ব্যাপকভাবে আদৃত হইয়াছিল।

১। Mitra: Notices, VI, 2099.

২। Mitra: Notices, IV, 1493.

৩। কাশীতে মূলসহ প্রকাশিত।

ইহার যে দুইটি টীকা বিদ্যমান, তাহার একটি মৈথিল পদ্মনাভের রচনা ও অপরটি লিখিয়াছিলেন পশ্চিম ভারতীয় জৈনাচার্য রাজশেখর। ইহা হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থ বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই।

জগদীশ তর্কালঙ্কার

জগদীশ বাংলার নব্যন্যায়ে প্রখ্যাত। ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইবে।

'প্রশস্তপাদভাষ্যে'র উপর জগদীশের টীকার নাম 'দ্রব্যসূক্তি'[১]। 'গুণসূক্তি' নামেও তদ্রচিত একটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়[২]। মনে হয়, জগদীশ 'প্রশস্তপাদভাষ্যে'র উভয় ভাগেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, 'তর্কামৃত' নামক একখানি বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থ জগদীশ-প্রণীত[৩]। কিন্তু, এই গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে[৪]।

চন্দ্রগোমী

ইঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ও জীবনকাল ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

তিব্বতীয় ঐতিহ্যমতে চন্দ্রগোমী তর্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং 'ন্যায়সিদ্ধ্যালোক' নামে একটি তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও পঞ্চানন তর্করত্ন

ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত সেরপুরনিবাসী স্বর্গত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার[৫] কণাদের বৈশেষিক দর্শনের একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি'র একখানি টীকাও তর্কালঙ্কার মহাশয় রচনা করিয়াছিলেন[৬]।

১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

২। দ্রঃ—বাঙালীর সারস্বত অবদান, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৭, ১৬৮।

৩। দ্রঃ—রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy, II, p 31 (পাদটীকা) ও 181।

৪। ব সা প পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৫। পরিচয়ের জন্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

৬। হরিদাস ভট্টাচার্য নামক জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থের একখানি ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে 'তত্ত্বাবলি'[১] নামক গ্রন্থ পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের 'পবিষ্কার'[২] নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যাব রচয়িতা।

এই প্রসঙ্গ-সমাপ্তির পূর্বে গঙ্গাধব কবিরাজ[৩] ও চিরঞ্জীবের[৪] উল্লেখ আবশ্যক। গঙ্গাধর ন্যায় ও বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। চম্পূকাব্যের আকারে বচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'তে চিরঞ্জীব সকল দর্শনের মূল মতবাদ সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নব্যন্যায়

এই প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে 'নব্যন্যায়' শব্দটির তাৎপর্য আলোচ্য। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীন ও নব্য ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত। প্রাচীন ন্যায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে নব্যন্যায় ঠিক কখন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা না গেলেও খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে[৫] মিথিলায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নব্যন্যায় যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক অভিনব গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া মৈথিল ও গৌড় নব্যন্যায়ের এই দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ে প্রভেদ কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রাচীন ন্যায় পদার্থ-শাস্ত্র এবং নব্যন্যায় প্রমাণ-শাস্ত্র। প্রাচীন ন্যায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা রহিয়াছে। কিন্তু, নব্যন্যায়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিচাব বিশ্লেষণ প্রধান। প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এই শাস্ত্রকারগণ নানা সংজ্ঞা বা লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। এই সমস্ত লক্ষণ যাহাতে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

১। গ্রন্থকারের স্বীয় ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৬৯।

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৬।

৩। বৈদ্যকশাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৪। অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৫। দ্রঃ—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান পৃঃ ১৫-১৭।

ফলে, লক্ষণের ভাষার বিশুদ্ধতা এবং যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বদাই সতর্ক। প্রমাণসমূহের স্বরূপ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, সেগুলি স্বভাবতঃই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রে বাঙালীর অসাধারণ মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। 'তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে'—বাঙালীর এই দম্ভোক্তি সার্থক। ইহা প্রকৃতই গৌরবের বিষয় যে, সমগ্র ভারতে নব্যন্যায়ে গৌড় সম্প্রদায়ের মতামত শ্রদ্ধার সহিত আদৃত হইয়া আসিতেছে। বাংলা-দেশে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তদীয় 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান'[১] নামক গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গে নবন্যায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

অনেকের ধারণা এই যে, বাংলাদেশে নব্যন্যায়চর্চার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বাংলার গৌরব রঘুনাথ শিরোমণি। কিন্তু, বস্তুতঃ শিরোমণির বহুকাল পূর্বেই নব্যন্যায়ে গৌড়মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নব্যস্মৃতিতে রঘুনন্দনের ন্যায় ন্যায়গগনে রঘুনাথ প্রদীপ্ত ভাস্কর—তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষার ফলে এই শাস্ত্রে বঙ্গদেশ ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। নব্যন্যায়ে এই দেশের খ্যাতির কেন্দ্রস্থল ছিল নবদ্বীপ, বাংলার বহু দূরস্থিত বিদগ্ধজনসেবিত কাশীধামও নব্যন্যায়ে নবদ্বীপের শাখাকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রচলিত একটি কিম্বদন্তী এই যে, বাসুদেব সার্বভৌম মৈথিলী ন্যায়কেশরী পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে সমগ্র 'চিন্তামণি' ও 'কুসুমাঞ্জলি'র কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। কিন্তু, এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। উক্ত দীনেশ বাবুর মতে, বাসুদেবেরও পূর্বে বঙ্গীয় নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বাংলার নব্যন্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণিই সমধিক প্রসিদ্ধ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এই শাস্ত্র উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

অতএব, তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বঙ্গীয় নব্যন্যায়ের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করা যাইতে পারে :—

(ক) প্রাক্-শিরোমণি যুগ,
(খ) শিরোমণি-যুগ,
(গ) শিরোমণি-উত্তর যুগ।

(ক) প্রাক্-শিরোমণি যুগ

নবদ্বীপে যে কোন্ সুদূর অতীতে এই শাস্ত্রচর্চার ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। নব্যন্যায়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মৈথিল গ্রন্থকার নিজ নিজ গ্রন্থে গৌড়মতের উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন ঠক্কুরের 'আলোককণ্টকোদ্ধার', গোপীনাথ ঠক্কুরের 'অনুমানমণিসার' প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ বিদ্যমান। অথচ এই সকল মত সার্বভৌম বা শিরোমণির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সার্বভৌমেরও পূর্বে নব্যন্যায়চর্চায় বাংলার খ্যাতি এই দেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের জীবনকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ; গোপীনাথের অভ্যুদয়কাল ঐ শতকের শেষভাগে।

১। বাসুদেব সার্বভৌম

নব্যন্যায়চর্চার ইতিহাসে প্রবাদ-অনুমানের জাল ভেদ করিয়া সর্বপ্রথম যাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তিনি বাসুদেব সার্বভৌম। সার্বভৌমের যশও ছিল সার্বভৌম।

সার্বভৌমের জীবনকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশক হইতে ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার পিতার নাম নরহরি বিশারদ ও মাতা ছিলেন ভাগীরথী। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে সার্বভৌমের জীবনী সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি নবদ্বীপে পিতার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন এবং চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপে রাজভয়হেতু পুরীতে চলিয়া যান। পুরীতে সার্বভৌমের সহিত চৈতন্যের বেদান্তসংক্রান্ত বিচার এবং সার্বভৌমকর্তৃক

চৈতন্যমতের স্বীকার প্রভৃতির কথা কৃষ্ণদাস উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

সার্বভৌম দীর্ঘকাল উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ) ও প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৬-১৫৩৯) সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরী হইতে কাশীধামে গমন করেন এবং শেষজীবন সেখানেই যাপন করেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্বভৌমের ছাত্র।

বাসুদেবের 'অনুমানমণিপরীক্ষা'[১] গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনুমানখণ্ডের টীকা। স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় অনুমান করেন যে, কাশীর সরস্বতীভবনে 'শব্দমণি-পরীক্ষা' নামক যে গ্রন্থের পুথি সংরক্ষিত আছে ঐ গ্রন্থও বাসুদেব-রচিত।

২। জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য

ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে সার্বভৌমের পুত্র বলিয়া ইঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জলেশ্বরের 'মহাপাত্র ভট্টাচার্য' প্রভৃতি পরিচয় তদ্রচিত গ্রন্থের পুষ্পিকায় রহিয়াছে। তাঁহার জন্ম আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৪৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে।

পক্ষধরমিশ্রের 'শব্দালোক' গ্রন্থের উপর 'শব্দালোকোদ্দ্যোত'[২] নামক টীকা ইঁহার রচনা।

জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর-রচিত কোন ন্যায় গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু, 'শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে' তিনি স্বরচিত ন্যায়গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাক্-শিরোমণি যুগের অপর কয়েকজন পণ্ডিত নব্যন্যায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থান্তরে উল্লেখাদি হইতে অনুমিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে এক কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ছাড়া অপর সকলের গ্রন্থ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। ইঁহাদের নাম—শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি, পুণ্ডরীকাক্ষ

১। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত। পুঁথিতে এই গ্রন্থের নাম নাই। গ্রন্থকারের নানারূপ উক্তি হইতে ইহার উক্তরূপ নাম অনুমিতমাত্র।

২। (ক) কাশীর সরস্বতী ভবনে ন্যায়বৈশেষিক, ৩৫৮ সংখ্যক পুঁথি।

(খ) বঙ্গে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি।

বিদ্যাসাগর, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান ন্যায়াচার্য, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি ও শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়[১]।

৩। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস

'আইন্-ই-আক্বরী' গ্রন্থে সম্রাট্ আকবরের সময়ে ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের এক তালিকায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইঁহার জন্মকাল আঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ষষ্ঠ দশকে। ইনি নবদ্বীপের বিষ্ণুদাস বাচস্পতির পুত্র।

বিদ্যানিবাসের একটিমাত্র ন্যায়গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকার প্রত্যক্ষ খণ্ডের অংশমাত্র ; নাম 'তত্ত্বমণিবিবেচন'[২]।

'দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি' ও 'সচ্চরিতমীমাংসা' নামক দুইটি গ্রন্থও ইঁহার রচিত বলিয়া মনে হয় ; প্রথমটি 'দোলারোহণপদ্ধতি'[৩] নামে পরিচিত, দ্বিতীয়টি ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক রচন।

(খ) শিরোমণি-যুগ

রঘুনাথ শিরোমণির কুলপরিচয় ও জন্মকাল লইয়া তর্কবিতর্কের শেষ নাই। দীনেশ বাবু এই সম্বন্ধে নানা প্রবাদ ও যুক্তিপ্রমাণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিরোমণির আবির্ভাবকাল ১৪৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে। চৈতন্য শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া যে একটি প্রচলিত ধারণা আছে, তাহা নিতান্তই অমূলক বলিয়া দীনেশ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শিরোমণি মিথিলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। পক্ষধরকে তিনি 'সামান্যলক্ষণ' সংক্রান্ত বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের কীর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই সময় হইতেই নাকি নবদ্বীপ ভারতে নব্যন্যায়চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১। দীনেশ বাবুর মতে, ইনি ও বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকার শূলপাণি অভিন্ন।

২। কাশীর সরস্বতীভবনে পুথি সংরক্ষিত আছে।

৩। কাশীধামের চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধি' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রঘুনাথ-রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে :—

(১) প্রত্যক্ষমণিদীধিতি—ইহা গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকা। সম্পূর্ণ গ্রন্থ অদ্যাবধি অপ্রকাশিত।

(২) আনুমানদীধিতি—ইহা উক্ত চিন্তামণির অনুমানখণ্ডের টীকা এবং শিরোমণির শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া পরিগণিত। ইহা নানাবিধ টীকাসহ বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়াই নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের সম্প্রদায় গঠিত হয়।

(৩) শব্দমণিদীধিতি—'তত্ত্বচিন্তামণি'র শব্দখণ্ডের উপর রঘুনাথ টীকা রচনা করেন নাই—এরূপ ধারণা ভ্রান্ত এবং এই গ্রন্থই রঘুনাথ-রচিত বলিয়া দীনেশবাবু প্রমাণ করিয়াছেন।

(৪) আখ্যাতবাদ—ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধ। ইহা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি-প্রকাশিত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র শেষ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) নঞ্‌বাদ—ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধ। উক্ত সোসাইটি-প্রকাশিত শব্দখণ্ডের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৬) পদার্থখণ্ডন—এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে রঘুনাথ চির-প্রচলিত পদার্থ-বিভাগ খণ্ডন করিয়া নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছেন।

(৭) দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি।

(৮) গুণকিরণাবলীদীধিতি—কাশীর সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।

(৯) আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি—কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

(১০) ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি।

উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি ছাড়াও, নিম্নলিখিত তিনটি বাদগ্রন্থ[১] শিরোমণি-রচিত বলিয়া জানা যায় :—

কৃতিসাধ্যতানুমান, বাজপেয়বাদ ও নিযোজ্যান্বয়বাদ।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত অপর কয়েকটি ন্যায়গ্রন্থও শিরোমণি-রচিত বলিয়া ধারণা অনেকের আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে'র 'খণ্ডনভূষণ-মণি' নামক টীকাগ্রন্থ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দীনেশবাবু নির্ভরযোগ্য যুক্তি-

প্রমাণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

রঘুনাথ-রচিত 'মলিম্লুচবিবেক' নামক একটি স্মৃতিগ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১]

এই যুগে নবদ্বীপে অপর দুইজন খ্যাতিমান্ নৈয়ায়িকের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন জানকীনাথ ভট্টাচার্যচূড়ামণি ও অপরজনের নাম কণাদ তর্কবাগীশ।

জানকীনাথের জন্ম হইয়াছিল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে। তিনি স্বীয় গ্রন্থে দীধিতিকার শিরোমণির মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী—ইহা একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে যেখানেই নব্যন্যায়ের চর্চা হইত, সেখানেই এই গ্রন্থ শ্রদ্ধার সহিত অধীত হইত। এই গ্রন্থে তাঁহার 'মণিমরীচি' ও 'তাৎপর্যদীপিকা' নামক গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ আছে; ইহাদের মধ্যে প্রথমটি 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা এবং অপরটি উদয়নাচার্যের 'ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি'র টীকা।

(২) আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ—গৌতমসূত্রের পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা।

জানকীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব পঞ্চানন 'আত্মতত্ত্বপ্রবোধ'[২] নামক গ্রন্থে পিতৃকৃত 'আত্মতত্ত্বদীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

'আত্মতত্ত্বদীপিকা'র পুথি অনাবিষ্কৃত। উক্ত 'আত্মতত্ত্বপ্রবোধে'র আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ—বৌদ্ধমতের নিরসনপূর্বক ঈশ্বরসিদ্ধি ও মুক্তিবিবেচন। এই গ্রন্থে শিরোমণিমতের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতর সীমা ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমিত হয়।

জানকীনাথের পুত্র কণাদ তর্কবাগীশ ছিলেন শিরোমণি যুগের স্মরণীয় অন্যতম নৈয়ায়িক। কণাদ স্বীয় গ্রন্থে যে-'চূড়ামণি'র উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তদীয় জনক জানকীনাথ ভট্টাচার্যচূড়ামণি। কণাদের জীবনকাল

১। দ্রষ্টব্য—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ৮৬।

২। এই গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি পাওয়া যায়, 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ১০৭ (পাদটীকা), ১০৮।

খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বলিয়া অনুমিত হয়।

কণাদ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) ভাষারত্ন[1],

(২) 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনুমান খণ্ডের টীকা[2]।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে তাঁহার স্বরচিত 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ইহার পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত।

অফ্রেশের (Aufrecht) তালিকায় কণাদের নামাঙ্কিত 'অপশব্দখণ্ডনা'খ্য গ্রন্থ উক্ত বাঙালী কণাদের রচিত হইতে পারে না—ইহা ৺দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন।

(গ) শিরোমণি-উত্তর যুগ

শিরোমণি-যুগে যে প্রতিভার উজ্জ্বলতম বিকাশ দেখা গেল, এই যুগে তাহার ক্ষীয়মাণ রূপটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই যুগটিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—টীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগ।

এই যুগে প্রতিভার স্ফুরণ তেমন দেখা না গেলেও, টীকাকারগণের বিশ্লেষণী-শক্তির প্রমাণ তাঁহাদের রচিত টীকাটিপ্পনীগুলিতে আছে। টীকাকার-গণের কালানুক্রমিক পরিচয় ও তাঁহাদের রচিত টীকা-গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য

হরিদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ তাঁহাকে বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ও রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ বলিয়া মনে করা হয়।

হরিদাস যে একদা নৈয়ায়িক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শিরোমণির দীধিতি তর্কগ্রন্থের উপর গাদাধরী বা গদাধর-রচিত

১। সং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

২। এসিয়াটিক্ সোসাইটির ৭৮৫ এবং ৩৫০৪ সংখ্যক পুথি।

টীকায় তাঁহার উল্লেখ। হরিদাসও হয়ত দীধিতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, হরিদাসের এইরূপ টীকা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত।

'কুসুমাঞ্জলি'র কারিকাংশের উপর হরিদাস টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, পক্ষধর মিশ্রের তিনখণ্ড আলোকেরও হরিদাস-রচিত টীকা আছে[১]।

কৃষ্ণদাস সার্বভৌম

কৃষ্ণদাসের নাম নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত নহে। কেহ কেহ মনে করেন, হয়ত তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন না। তাঁহার জীবনকাল সম্ভবতঃ খৃঃ ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

(১) প্রত্যক্ষদীধিতিপ্রসারিণী[২]

ইহা শিরোমণির 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি'র টীকা।

(২) অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী[৩]

শিরোমণির 'অনুমানদীধিতি'র টীকা। এই গ্রন্থের তর্কপ্রকরণ পর্যন্ত এসিয়াটিক্ সোসাইটি, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) আখ্যাতদীধিতিপ্রসারিণী[৪]

শিরোমণির 'আখ্যাতবাদে'র টীকা।

১। R. L. Mitra, Notices, Nos 2850-52.
'শব্দমণ্যালোকটিপ্পনী—সরস্বতীভবন, কাশী।
'অনুমানালোকব্যাখ্যা— " " ।
শব্দমণিপ্রকাশ—H. P. Sastri, Notices, IV. p. 288.

২। H. P. Sastri, Notices, I, p. 226.

৩। (ক) Des. Cat of Skt Mss. in Sanskrit College, Calcutta, Nyaya, p. p 149-50.
(খ) Tanjore Catalogue, p. p. 4569-72.
(গ) India Office Cat., I, p 267.
(ঘ) No. 253 of 1895-1902 (Poona).

৪। তাঞ্জোরের সরস্বতী মহলে রক্ষিত পুঁথির বিবরণ সম্বন্ধে সেখানের তালিকার পৃঃ ৪৫৭২-৭০ দ্রষ্টব্য।

(৪) নঞ্‌বাদটিপ্পন[1]

শিরোমণির 'নঞ্‌বাদে'র টিপ্পনী।

(৫) গুণদীধিতিটীকা

শিরোমণির 'গুণকিরণাবলীদীধিতি'র টীকা। এই গ্রন্থ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। পরবর্তী একটি গ্রন্থে ইহাব পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে[2]।

(৬) আনুমানালোকপ্রসারিণী

কৃষ্ণদাস স্বরচিত 'অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী'তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু, এই গ্রন্থ এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত।

(৭) ভাষাপরিচ্ছেদ।

(৮) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি এযাবৎ বিশ্বনাথ পঞ্চানন-রচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, সম্প্রতি ৺দীনেশ ভটাচার্য মহাশয় নানা যুক্তিপ্রমাণ বলে ইহাদিগকে কৃষ্ণদাস সার্বভৌম কর্তৃক বচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবাব চেষ্টা করিযাছেন[3]।

রামভদ্র সার্বভৌম

নবদ্বীপেব বিদ্বৎসমাজে সবিশেষ খ্যাতিমান্ নৈয়ায়িক রামভদ্রেব অভ্যুদয়কাল খুব সম্ভবতঃ খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষ তিন পাদ ব্যাপী।

তাঁহার বচিত গ্রন্থগুলি এইরূপ:—

(১) ন্যায়রহস্য[4]

ইহা গৌতমসূত্রের ব্যাখ্যা; ইহা রামভদ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

১। Stein's Catalogue, p. 147.

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'বাঙালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ১১৫।

৩। দ্রষ্টব্য: 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ১১৭।

৪। (ক) কাশীর সরস্বতীভবনের ন্যায়বৈশেষিক ১৯ সংখ্যক পুথি।
(খ) (গ) পুণার ভাণ্ডারকার ইন্‌ষ্টিটিউটের পুথি।
(ঘ) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির ৬৬৯ সংখ্যক পুথি।

(২) গুণরহস্য[১]

ইহা একখানি প্রকরণ গ্রন্থ ;

(৩) সিদ্ধান্তসার

ইহা বাদসমষ্টি ; শুধু 'মোক্ষবাদ' এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে[২]।

(৪) সমাসবাদ[৩]

ইহাতে ন্যায়মতে সমাসের শক্তি বিচার করা হইয়াছে।

(৫) শব্দানিত্যতাবাদ[৪],

(৬) সুবর্ণতৈজসত্ববাদ[৫]।

(৭) পদার্থতত্ত্ববিবেচনপ্রকাশ[৬]

ইহা শিরোমণি-রচিত 'পদার্থখণ্ডনে'র টীকা।

(৮) সিদ্ধান্তরহস্য

ইহার নামমাত্র জানা যায় ; গ্রন্থটি অনাবিষ্কৃত।

(৯) নঞ্‌বাদটীকা[৭]

ইহা শিরোমণির নঞ্‌বাদের টীকা।

(১০) কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মত সমর্থন করিয়া ৺দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই ব্যাখ্যার কতক অংশ শঙ্করমিশ্র-কৃত ও অপর অংশ রামভদ্রীয়।

রামভদ্র-রচিত 'সময়রহস্য' নামক একটি স্মৃতিনিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে[৮]।

১। Tanjore Catalogue, p. 4447. অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানেই ইহার প্রতিলিপি আছে।

২। Tanjore Catalogue, p. p. 4774-76.

৩। Mitra's Notices, No. 2252.

৪। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত।

৫। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির ৯২৬৮ সংখ্যক পুথি।

৬। কাশীতে প্রকাশিত।

৭। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি III. G. 148।

৮। দ্রঃ—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১২৫।

জগদ্গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার

'জগদ্গুরু' উপাধি হইতে মনে হয়, ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের কোন সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

শ্রীরাম-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

(১) অনুমানদীধিতিটীকা[১]

ইহা শিরোমণির 'অনুমানদীধিতি'র টীকা।

(২) আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটিপ্পনী[২]

শিরোমণির 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি'র টিপ্পনী।

শ্রীরামের অপর কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হইলেও, মনে হয়, তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[৩]

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি খৃঃ ষোড়শ শতকের মহানৈয়ায়িকগণের অন্যতম।

ভবানন্দ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়টি শিরোমণির কতক গ্রন্থের টীকা এবং অবশিষ্টগুলি পক্ষধর মিশ্র কৃত 'আলোক' গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

(১) প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা,

(২) অনুমানদীধিতিটীকা[৪]—ইহা ভবানন্দের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু, ইহার কোন প্রতিলিপি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই; অথচ বাংলার বাহিরে পুনা, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের পুথিশালায় ইহার প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ভবানন্দের এই গ্রন্থ যে একদা প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট

১। কাশীর সরস্বতীভবনে একটি পুথি আছে।

২। কাশীর চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'আত্মতত্ত্ববিবেকে'র সংস্করণে মুদ্রিত।

৩। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫০।

৪। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ইহার প্রথমাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রমাণ কাশীর নৈয়ায়িক মহাদেব ভট্ট কর্তৃক রচিত ইহার 'ভবানন্দী-প্রকাশ' ও 'সর্বোপকারিণী' নামক দুইখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

(৩) আখ্যাতবাদটীকা[১],

(৪) নঞ্‌বাদটীকা[২],

(৫) গুণদীধিতিটীকা[৩],

(৬) লীলাবতীশিরোমণিটীকা[৪],

(৭) প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী[৫],

(৮) অনুমানালোকসারমঞ্জরী[৬],

(৯) শব্দালোকসারমঞ্জরী[৭],

(১০) শব্দমণিসারমঞ্জরী।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া, ভবানন্দ 'শব্দার্থসারমঞ্জরী' ও 'কারণতাবিচার নামক দুইখানি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থের নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

কারকচক্র, দশলকারবিবেচন, আখ্যাতবিচার, ষট্‌সমাসবিবেচন।

'কারণতাবিচার' একখানি বাদগ্রন্থ[৮]।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ

ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

গুণানন্দ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি শিরোমণি-রচিত কয়েকটি গ্রন্থের টীকা।

১। একটি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।

২। মাথুরীর শব্দখণ্ডের সংস্করণে নঞ্‌বাদের সহিত প্রকাশিত।

৩। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি (H. M. 121)।

৪। (ক) India Office Catalogue, I, p. 668.

(খ) পুণার পুথি No, 178 of 1895-98।

৫। (ক) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার একাধিক প্রতিলিপি আছে।

(খ) Stein : Jammu Catalogue, 1894, p. p, 145, 332-3।

৬। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুথি।

৭। India Office Catalogue, II. 561.

৮। পুণার ভাণ্ডারকার ইন্‌ষ্টিটিউটের No. 159 of 1899-1915.

(১) গুণবিবৃতিবিবেক[১]—শিরোমণির 'গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি'র টীকা।

(২) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিবিবেক[২]—শিরোমণির 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি'র টীকা।

(৩) অনুমানদীধিতিবিবেক—'বৌদ্ধাধিকারদীধিতিবিবেক'এ ইহার উল্লেখ আছে।

(৪) লীলাবতীদীধিতিবিবেক[৩]।

(৫) প্রত্যক্ষমণিটীকা[৪]—মূল প্রামাণ্যবাদাদির উপর রচিত।

(৬) ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতাৎপর্যবিবেক[৫]—কারিকাংশ ও গদ্যাংশ উভয়েরই ব্যাখ্যা আছে।

(৭) শব্দালোকবিবেক[৬]—পক্ষধরমিশ্রের 'আলোক' গ্রন্থের শব্দখণ্ডের টীকা।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ

নব্যন্যায়ে নবদ্বীপের খ্যাতিসৌধের অন্যতম স্তম্ভ মথুরানাথ। তাঁহার অভ্যুদয়কাল খৃঃ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় বলিয়া অনুমিত হয়।

মথুরানাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি মৌলিক রচনা ও অপর গ্রন্থগুলি টীকা বা ব্যাখ্যা।

মৌলিক রচনা

'সিদ্ধান্তরহস্য'[৭] মথুরানাথের বিশাল মৌলিক গ্রন্থ। ইহা কতকগুলি প্রকরণে বিভক্ত; প্রকরণের মোট সংখ্যা ৭৫ এবও বেশী।

১। India Office Catalogue, I, p. 666.

২। Ulwar Catalogue., p. 54.

৩। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুথি।

৪। ঐ

৫। ঐ

৬। ঐ

৭। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি পুথি রক্ষিত আছে।

টীকাগ্রন্থ

(১) তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য—ইহা গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা। 'উপমানখণ্ড' ভিন্ন অপর তিন খণ্ডেরই টীকা পাওয়া গিয়াছে; এই তিন খণ্ডের টীকা কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) রহস্য—পক্ষধর মিশ্রের 'আলোক' টীকার টীকা। সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই; অংশবিশেষ নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে[১]।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি শিরোমণির কতক গ্রন্থের উপর টীকা:—

(১) অনুমানদীধিতিমাথুরী[২],

(২) গুণদীধিতিমাথুরী—অনেক পুথিশালায়ই প্রতিলিপি আছে।

(৩) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিমাথুরী[৩],

(৪) লীলাবতীদীধিতিমাথুরী—একাধিক পুথিশালায় রক্ষিত প্রতিলিপি।

(৫) আখ্যাতবাদটীকা[৪]।

উদয়নাচার্যের মূলগ্রন্থের উপর মথুরানাথ নিম্নলিখিত টীকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

(১) দ্রব্যকিরণাবলীটীকা—বহু প্রতিলিপি বর্তমান।

(২) গুণকিরণাবলীটীকা—ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশমাত্র পাওয়া যায়।

(৩) বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি[৫]—উদয়নাচার্যের 'আত্মতত্ত্ববিবেক' প্রকরণের উপর টীকা।

১। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৫।

২। (ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (কলিকাতা) ১০৩৮ সংখ্যক পুথি।

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৯৮ সংখ্যক পুথি।

৩। পুথি দুষ্প্রাপ্য (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৬)।

৪। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত শব্দখণ্ডের ২য় ভাগের শেষে ইহা শিরোমণির 'আখ্যাতবাদ' সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল গ্রন্থে ইহা আংশিক মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ধমানোপাধ্যায়ের কতক গ্রন্থের উপর মথুরানাথের নিম্নলিখিত টীকাগুলি পাওয়া যায় :—

(১) দ্রব্যপ্রকাশটীকা—বর্ধমানের 'দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশে'র টীকা। ইহার কয়েকটি পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

(২) গুণপ্রকাশবিবৃতি—বর্ধমানের 'গুণকিরণাবলীপ্রকাশে'র টীকা। ইহার প্রথমাংশ মাত্র স্থানে স্থানে রক্ষিত আছে।

(৩) লীলাবতীপ্রকাশটীকা—বর্ধমানের 'ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশে'র টীকা। ইহার কিয়দংশ মাত্র নানা স্থানে পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীত বল্লভাচার্যের 'ন্যায়লীলাবতী' প্রকরণের উপর 'লীলাবতীমাথুরী'র খণ্ডিত পুথি অনেক স্থানে আছে।

'আখ্যাতবাদটীকা'য় মথুরানাথ স্বরচিত 'সুপ্‌শক্তিবাদ' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অপর এক স্থানে তদ্রচিত 'গোতমসূত্রমাথুরী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু, উভয় গ্রন্থই লুপ্ত।

এতদ্‌ব্যতীত 'মঞ্জরীটীকা' ও 'মহিম্নঃস্তবটীকা' নামক দুইখানি গ্রন্থ মথুরানাথের রচিত বলিয়া দীনেশ বাবু মনে করেন ; অবশ্য, এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই।

জগদীশ তর্কালঙ্কার

'অনুমানদীধিতিটীকা'র শেষে জগদীশ বলিয়াছেন—

কুর্বন্তি নিত্যমনুমানমণেবনেকে প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতিনীতিভাজঃ।
এষা পুনস্তদপি নৈব নিজংনিগূঢ়ংভাবং প্রকাশয়তি তেন মমৈষ যত্নঃ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকের প্রয়াস সত্ত্বেও অনুমানদীধিতির অর্থ এখনও সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই ; এজন্যই আমার এই প্রয়াস।

জগদীশের এই উক্তি সার্থক ; কারণ, তাঁহার টীকা এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, তৎপূর্ববর্তী লেখকগণের টীকাসমূহ প্রায় বিস্মৃতই হইয়া গিয়াছিল। জগদীশের টীকাগুলি 'জাগদীশী' আখ্যায় সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে।

১। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

কোন কোন গ্রন্থে, জগদীশের 'জগদ্‌গুরু' উপাধি হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুমেয়; তৎকালে এই উপাধি বিশেষ খ্যাতিমান্ পণ্ডিতের নামের সঙ্গেই যুক্ত হইত। নবদ্বীপে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে জগদীশ বাল্যাবস্থায় দুরন্ত ছিলেন এবং অধিক বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রচলিত শ্লোকটি উপভোগ্য :—

আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাৎ জগচ্চ তদনন্তরম্
ইদানীং গুণসম্পত্ত্যাং জগদীশায়তে জগা ॥

অর্থাৎ জগদীশকে প্রথমে জগা, জগু ও জগৎ প্রভৃতি তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু, সেই জগা জ্ঞান সম্পদে এখন জগদীশ হইয়াছে।

জগদীশ শুধু টীকা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত মৌলিক গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) শব্দশক্তিপ্রকাশিকা[১]—ইহাতে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর ন্যায়মতে অতি সূক্ষ্ম বিচার করা হইয়াছে। ইহা অদ্যাবধি একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(২) তর্কামৃত—তর্কসম্বন্ধে রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ইহার রচয়িতা জগদীশ কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে[২]।

(৩) ন্যায়াদর্শ[৩]—কাশীর চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধি'নামক গ্রন্থে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন, কারণতাবিচার ইহার একটি পরিচ্ছেদ, তেমনই জগদীশ-বচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ 'ন্যায়াদর্শে'রই বিভিন্ন অংশ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

'ময়ূখ' নামে জগদীশ মূল 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের চারি খণ্ডেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

(১) প্রত্যক্ষময়ূখ—ইহার মঙ্গলবাদ মাত্র পাওয়া যায়।

(২) অনুমানময়ূখ[৪],

১। রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশের টীকা সহ কাশীতে মুদ্রিত।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৪৪-৫।

৩। নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারের ৬৯৯ সংখ্যক পুথি।

৪। (ক) মাদ্রাজের পুথিশালায় রক্ষিত R. 4029 সংখ্যক পুথি।

(খ) Tanjore Catalogue, p. p. 4607-8।

(৩) উপমানময়ূখ—গ্রন্থটি লুপ্ত ; একটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে।
(৪) শব্দময়ূখ—ইহারও কয়েকটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে।

শিরোমণির দীধিতির উপর জগদীশের নিম্নলিখিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) অনুমানদীধিতিটীকা[১]—ইহাই জগদীশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং অদ্যাপি নব্যন্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে অধীত হয়।
(২) প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা—খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত।
(৩) লীলাবতীদীধিতিটীকা[২]।

উল্লিখিত গ্রন্থরাজি ছাড়াও, জগদীশ 'দ্রব্যসূক্তি'[৩] ও 'গুণসূক্তি' নামক দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি মূল বৈশেষিকভাষ্যের টীকা। দ্বিতীয়টির উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়[৪]।

এই যুগের কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার	অনুমানদীধিতি
গোবিন্দ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী	(১) সমাসতত্ত্ব,
	(২) পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যা।
রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি	(১) শব্দার্থরহস্য,
	(২) লীলাবতীবিবৃতিরহস্য,
	(৩) শব্দমণিরহস্য।
	(উক্ত সকল পুস্তকই অনাবিষ্কৃত।)

১। কাশীর চৌখাম্বা গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।
২। Mitra's Notices, No 1203.
৩। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।
৪। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৬৮।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ	(১) আখ্যাতবাদটীকা,
	(২) নঞ্‌বাদটীকা,
	(৩) বাদতত্ত্ব।
রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন	(১) বিবাহতত্ত্ব,
	(২) বাক্যতত্ত্ব,
	(৩) নির্ধারণতত্ত্ব,
	(৪) বিধিতত্ত্ব,
	(৫) কাবকতত্ত্ব।

গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

এই যুগের শেষভাগে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ নৈয়ায়িক গদাধব। গদাধরেব আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে।

মূল 'তত্ত্বচিন্তামণি'ব শব্দখণ্ড ও অনুমানখণ্ডেব উপর গদাধব-রচিত টীকা আছে। ইহাদেব অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

পক্ষধর মিশ্রের 'আলোক'গ্রন্থের উপর গদাধর 'শব্দমণ্যালোকটীকা' 'প্রত্যক্ষালোকটীকা' ও 'অনুমানালোকটীকা' রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা-গুলির অংশমাত্র পাওয়া যায়।

শিরোমণির কতক গ্রন্থেব উপর গদাধরের নিম্নলিখিত টীকাগুলি পাওয়া যায়:—

(১) অনুমানদীধিতিটীকা[১]—ইহা গদাধরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অদ্যাবধি নৈয়ায়িক-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত।

(২) নঞ্‌বাদব্যাখ্যা[২]।

(৩) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিটীকা[৩]।

১। কাশীর চৌখাম্বা গ্রন্থমালায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত।

২। কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত শব্দখণ্ডের পরিশিষ্টে মূলসহ মুদ্রিত।

৩। চৌখাম্বায় অংশতঃ মুদ্রিত।

উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত গদাধর রচিত 'কুসুমাঞ্জলিটীকা' নামক একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়[১]।

প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, গদাধর ৬৪টি বাদগ্রন্থ রচনা করেন; প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ অবশ্য সম্ভবপর নহে। এই বাদগ্রন্থের মধ্যে 'শক্তিবাদ', 'মুক্তিবাদ' 'ব্যুৎপত্তিবাদ' 'বিষয়তাবাদ' ও 'বিধিস্বরূপ' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, ইহারা মুদ্রিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ ছাড়াও কতক গ্রন্থকারের এবং গ্রন্থের নাম মাত্র পাওয়া যায়। ইহারা এই যুগের বলিয়াই অনুমিত হয়। সুতরাং তৎকালে বাংলাদেশে নব্যন্যায়চর্চা যে কত ব্যাপক ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পত্রিকা-যুগ

উক্ত গদাধর টীকাযুগ ও পত্রিকাযুগেব মধ্যবর্তী সীমারেখায় দণ্ডায়মান বিবাট পুরুষ। তাঁহার পর হইতে বাংলাদেশে, প্রধানতঃ নবদ্বীপে, এক শ্রেণীর নৈয়ায়িকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর এই তিন জন প্রধান নৈয়ায়িকের সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অনুপপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাঁহাদের এই ধরণের আলোচনা সম্বলিত রচনাগুলি 'পত্রিকা' নামে সুপ্রচলিত ছিল। এই রচনাব রীতে তাঁহাদের উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় নাই বটে, কিন্তু ইহাদেব মধ্যে তাঁহাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ শিরোমণি-রচিত দীধিতিগ্রন্থ অবলম্বনেই বচিত হইয়াছিল; দীধিতিগ্রন্থসমূহের মধ্যে অনুমানখণ্ডের চর্চাই ছিল প্রধান। এই যুগের স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে খৃঃ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ধরা যায়।

১। Kielhorn: Search of Mss., Central Provinces, 1874, p. 144.

পত্রিকা ছাড়া, এই যুগে কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনীও রচিত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান পত্রিকা ও টীকাকারগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল[১] :—

জয়দেব তর্কালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি, জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য, শঙ্কর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত, গোলোক ন্যায়রত্ন, (ত্রিবেণীর) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, দুলাল তর্কবাগীশ, (শান্তিপুরের) গোস্বামী ভট্টাচার্য, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ।

কাশীধামে সুদূর পঞ্চদশ শতকেই যে নব্যন্যায়চর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা বাঙালী নৈয়ায়িকের কীর্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তদবধি পণ্ডিতবহুল ঐ তীর্থক্ষেত্রে অনেক বাঙ্গালী নৈয়ায়িক স্বীয় গৌরব-বর্তিকা চির-উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের পুথি বাংলাদেশে বিরল।

কাশীধামের বাঙালী নৈয়ায়িকগণকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়—প্রগল্ভাচার্যের সম্প্রদায়, শিরোমণি-সম্প্রদায় ও জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ভেদে ইঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল[২] :—

প্রগল্ভ-সম্প্রদায়

প্রগল্ভাচার্য, জগদ্গুরু বলভদ্র মিশ্র, পদ্মনাভ মিশ্র।

শিরোমণি-সম্প্রদায়

জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি, বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, গৌরীকান্ত সার্বভৌম, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, জগদ্গুরু জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ।

চূড়ামণি-সম্প্রদায়

নরসিংহ পঞ্চানন (প্রধান)।

বর্তমান শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ময়মনসিংহনিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় 'কুসুমাঞ্জলি'র ও বৈশেষিকদর্শনের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, চতুর্থ অধ্যায়।

২। ইঁহাদের পরিচয় ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাঙালীর সারস্বত অবদান, পঞ্চম অধ্যায়।

৭

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব

প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনের মধ্যে বহু প্রভেদ। প্রভেদগুলি মোটা-মুটি এইরূপ। ষড়্দর্শনের মধ্যে এক সাংখ্য ছাড়া আর সকল মতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে ষড়্দর্শনের মধ্যে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। শব্দপ্রমাণে শ্রুতি বা বেদই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদর্শনে বাদ, জল্প প্রভৃতি নানা তর্কপদ্ধতির সাহায্যে স্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত কবিবার চেষ্টা দার্শনিকগণ করিয়াছেন। পরমাত্মাব সহিত জীবাত্মার একীভাবই সাধারণতঃ চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরমদেবতা এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য। প্রমাণসমূহের মধ্যে একমাত্র শব্দপ্রমাণই বৈষ্ণবদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। 'শব্দ' বলিতে তাহারা নির্দেশ করিয়াছেন বৈষ্ণব পুরাণসমূহকে, বিশেষতঃ 'ভাগবত-পুরাণ'কে। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বেদান্তসূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যাদ্বারা স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শনে 'ভাগবত'কেই বেদান্তসূত্রের স্বয়ং ব্যাসকর্তৃক রচিত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই পুরাণই বাঙালী বৈষ্ণবগণের শ্রুতি। প্রাচীন শ্রুতির প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা নাই, তাহা নহে। কিন্তু, ঐ শ্রুতি তাঁহাদের মতে, এই যুগে বোধগম্য নহে। বাদাদি প্রচলিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আদর্শকে এই দেশীয় বৈষ্ণবগণ সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে, শ্রুতির প্রতি স্থির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই চরম সত্য উপলব্ধির উপায়।

সুতরাং, দেখা যায়, 'ভাগবতে'র দৃঢ় ভিত্তির উপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শনের সৌধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের

মতবাদ হইতে বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর মতবাদ বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের চিন্তাধারা চৈতন্যকেন্দ্রিক, চৈতন্যই তাঁহাদের নিকট চরম সত্তা ও পরম উপেয়। ইঁহাদের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা; ইহা তাঁহাদের দৃঢ়মূল বিশ্বাস এবং এই সিদ্ধান্ত কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। এই ধারণাকেই বলা হইয়াছে 'গৌরপারম্যবাদ'। নরহরি গৌরনাগরভাব'এর প্রবর্তক; এই মতবাদ অনুসারে, রাগানুগাভক্তির সাহায্যে ভক্ত চৈতন্যকে নাগর এবং নিজকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। মুরারির মতে, ভগবানের অবতার দ্বিবিধ—যুগাবতার ও কর্মাবতার; চৈতন্য কলিকালের যুগাবতার। কবিকর্ণপূরও চৈতন্যকে দ্বিভুজ কৃষ্ণ বলিয়া মনে করেন।

চৈতন্যের প্রতি বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভক্তি তাঁহাদের চৈতন্যের নমস্ক্রিয়া ও তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাসূচক উক্তিসমূহে প্রকাশিত হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে 'গৌরপারম্যবাদ' বা 'গৌরনাগরভাব' প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণ ও তদীয় লীলাই তাঁহাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহাদের মতে, কৃষ্ণ অবতার নহেন; তিনি স্বয়ং ভগবান ও ভক্তের চরম লক্ষ্য। চৈতন্যেব দেবত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব; তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যলীলার কোন স্থানই নাই।

চৈতন্যের আচার্য বাসুদেব সার্বভৌম 'তত্ত্বদীপিকা'[১] নামক গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সনাতনকৃত 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' রূপগোস্বামিরচিত 'সংক্ষেপভাগবতামৃত' ও জীবগোস্বামিপ্রণীত 'ষট্সন্দর্ভ প্রধান গ্রন্থ।

বৃহদ্ভাগবতামৃত[২]

ইহার রচনাভঙ্গী পুরাণের ন্যায়; 'মহাভারতে'র পরিশিষ্টস্বরূপ জৈমিনিকর্তৃক জনমেজয়ের নিকট যেন ইহার বিষয়বস্তু কথিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে

১। সরস্বতী ভবন সিরিজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৮।
২। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৪।

মূলের সঙ্গে গ্রন্থকার-রচিত 'দিগ্‌দর্শনী' নামক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। পুরাণাকারে রচিত হইলেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফুরণও দেখা যায়। ইহার নাম হইতেই গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। ভাগবতসমুদ্র মন্থন করিয়াই কবি এই অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন; শুধু বক্তব্য বিষয়ে নয়, রচনা-শৈলীতেও উক্ত গ্রন্থের অনুকরণ সনাতনের রচনায় স্পষ্ট।

গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রথম খণ্ডে আছে নারদকর্তৃক কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তের অন্বেষণের আখ্যান। নারদ নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে বৃন্দাবনের গোপীগণের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারাই কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত। ইঁহারাই মধুরভাবের অধিকারী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান রাধা।

ভক্তের নিকট কৃষ্ণের বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র পরম ভক্তেরই সম্মুখে কৃষ্ণ চরমরূপে দেখা দিয়া থাকেন। ভক্তের স্বর্গ বৃন্দাবন; শুধু এই স্থানেই যথার্থ ভক্তি হেতু কৃষ্ণের অপ্রকট লীলা ভক্তের নিকট প্রকট হয়।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার ভক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়খণ্ডে প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন।

সংক্ষেপ-(বা, লঘু-) ভাগবতামৃত[১]

গ্রন্থটি শ্লোক ছন্দের কবিতায় দুই ভাগে রচিত; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। কৃষ্ণামৃতে গ্রন্থকার কৃষ্ণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ভক্তামৃতে আছে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীভাগ।

গ্রন্থকার নিজে বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সনাতনের বৃহত্তর গ্রন্থের সংক্ষেপণ মাত্র। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, রূপের গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে।

১। (ক) বৃন্দাবন তর্কালঙ্কারের 'রসিকরঙ্গদা' টীকা সহ প্রকাশিত, রাধারমণ প্রেস্, মুর্শিদাবাদ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

(খ) সং গৌরচন্দ্র ভাগবত দর্শনাচার্য) উক্ত টীকা ও বলদেব বিদ্যাভূষণের 'সারঙ্গরঙ্গদা' সহ), কলিকাতা, ১৯৩৪।

কৃষ্ণামৃত অংশে গ্রন্থকারের প্রধান বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ ত্রিবিধ—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ। নানা গ্রন্থে ও ঐতিহ্যে বর্ণিত সকল অবতারই কৃষ্ণের অবতার; এই অবতারসমূহ তিন প্রকার :—

পুরুষাবতার—তিনরূপে প্রকাশিত; মহৎস্রষ্টা, অণ্ডসংস্থিত ও সর্বভূতস্থিত।

গুণাবতার—রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতা শিব।

লীলাবতার—এই অবতার বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই; 'ভাগবতে' (১।৩) চব্বিশটি অবতার উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ দশাবতার নামে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা এই শ্রেণীর অবতার।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার কৃষ্ণের মধ্যে একত্ব-পৃথকত্ব ও অংশিত্ব-অংশত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের মতে, কৃষ্ণ বাসুদেব নহেন। বাসুদেব পুরুষাবতারের একটি প্রকাশমাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

ভক্তামৃত অংশে রূপগোস্বামী সনাতনের বৃহত্তর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ণ করিয়াছেন; নিম্নলিখিত ভক্তগণের তালিকায় পর পর লিখিত ভক্ত পূর্বপূর্ব ভক্ত অপেক্ষা মহত্তর :—

প্রহ্লাদ, পঞ্চপাণ্ডব, যাদবগণ (ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব,) ব্রজদেবী বা গোপীগণ (ইঁহাদের মধ্যে রাধা গরিষ্ঠা)। ভক্তের পক্ষে, কৃষ্ণের উপাসনার ন্যায় কৃষ্ণভক্তের উপাসনাও বিধেয়।

সনাতনের গ্রন্থ একটি দীর্ঘ কাব্য। কিন্তু, রূপের গ্রন্থ নিবন্ধজাতীয়। সুতরাং, শেষোক্ত গ্রন্থে বিবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'মহাভারত', পুরাণ, বিশেষতঃ 'ভাগবত', তন্ত্র, আগম, গীতা, বেদান্তসূত্র ও ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য বহুগ্রন্থ গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন।

জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ[1]

জীবগোস্বামীর জীবন-বৃত্তান্ত ও কাল বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জীবের ছয়টি সন্দর্ভ সবিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সন্দর্ভগুলির নাম যথাক্রমে—তত্ত্ব—, ভগবৎ—, পরমাত্ম—, শ্রীকৃষ্ণ—, ভক্তি—, ও প্রীতি-সন্দর্ভ। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্ট-স্বরূপ জীব 'সর্বসংবাদিনী'[2] নামক গ্রন্থটিও রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার রূপ ও সনাতনের নিকট হইতে সন্দর্ভসমূহের রচনায় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, 'দাক্ষিণাত্য ভট্ট'-বিরচিত একটি গ্রন্থের ঋণও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে, এই 'দাক্ষিণাত্য ভট্ট' বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপালভট্ট। সন্দর্ভগুলিতে জীব 'ভাগবত'কে প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন।

সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন অতি পরিচ্ছন্নভাবে আলোচিত হইয়াছে। পূর্বসূরিগণের ঋণ গ্রন্থকার স্বীকার করিলেও এবং 'ভাগবত' তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইলেও গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য সন্দর্ভগুলিতে সুস্পষ্ট। সন্দর্ভগুলির সবিস্তার আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। সুতরাং, উহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

'তত্ত্বসন্দর্ভে'র প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রমাণ। প্রাচীন হিন্দুদর্শন সমূহে স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব বা অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণ সমূহের মধ্যে জীবগোস্বামীর মতে একমাত্র

১। 'তত্ত্ব—', 'ভগবৎ—'ও 'পরমাত্ম-সন্দর্ভ' রাধারমণ প্রেস হইতে প্রকাশিত, মুর্সিদাবাদ, ১৩১৭, ১৩২৪ ও ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ' প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, নবদ্বীপ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

'ভক্তি-সন্দর্ভ' (অন্য পাঁচটি সন্দর্ভ সহ) শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮২২ শকাব্দ।

'প্রীতি-সন্দর্ভ' প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও নোয়াখালি হইতে প্রকাশিত।

২। সং রসিক বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

শব্দপ্রমাণই গ্রাহ্য তাঁহার মতে, অপর সকল প্রমাণই নিম্নলিখিত চতুর্বিধ দোষে দুষ্ট :—

(১) ভ্রম—এক দ্রব্যকে অপর দ্রব্য বলিয়া অনুভূতি,

(২) প্রমাদ—অনবধানতা জনিত ভ্রান্তি,

(৩) বিপ্রলিপ্সা—প্রতারণার ইচ্ছাজনিত ভ্রান্তি ,

(৪) করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুত্বজনিত ভ্রান্তি।

জীব যে শব্দভিন্ন অপর প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার মতে, অপর প্রমাণগুলির স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না; শব্দের সহায়ক হিসাবে উহাদের উপযোগিতা স্বীকার্য; কিন্তু, শব্দপ্রমাণ প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ।

প্রাচীন হিন্দুদর্শনে একমাত্র শব্দপ্রামাণ্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইতিহাস এবং পুরাণকেও শব্দপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিযাছেন। পুরাণ সহজে বোধগম্য এবং শূদ্র ও স্ত্রীজাতির অধিগম্য বলিয়া ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণের প্রাধান্য অধিকতর। পুরাণ-সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবপুরাণ সকল সর্বাধিক প্রামাণ্য। ইহাদের মধ্যে আবার 'ভাগবতে'র স্থান সর্বোচ্চ।

প্রমাণ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীব প্রমেয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'ভাগবতে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিকে কেন্দ্র করিয়াই এই অংশটি রচিত :—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥

'ভগবৎসন্দর্ভে'র প্রধান আলোচ্য বিষয় উক্ত 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে'র ভগবৎ-স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে জীবগোস্বামী ভগবানের শক্তি ও গুণসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গুণ ও শক্তিসমূহ ভগবানে আরোপিত নহে, তাঁহার স্বরূপভূত; ভগবানের সহিত ইহাদের শুধু সংযোগসম্বন্ধই নাই, সমবায় সম্বন্ধও বর্তমান। 'ভগবৎ' শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে পুরাণের প্রমাণানুসারে বলা হইয়াছে যে, 'ভ' বর্ণে বুঝায় 'ভর্তৃ' বা 'সম্ভর্তৃ' ও 'গ' বর্ণে 'গময়িতৃ' বা 'নেতৃ'; এক 'ভগ' শব্দে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের

সমাবেশকে বুঝান হইয়া থাকে। গ্রন্থকারের মতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি প্রাকৃত গুণ শুধু জীবেরই থাকে, ভগবান্ ত্রিগুণাতীত; তিনি অপ্রাকৃত গুণসমূহের অধিকারী। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ—পরা বা স্বরূপ-শক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ বিচিত্র; এই সম্বন্ধের ভেদ ও অজ্ঞেয়, অভেদও অজ্ঞেয়। সুতরাং, ইহার নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ; এই মতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে ভগবান্‌কে বলা হইয়াছে চিৎ-ঘন, আনন্দ-ঘন ও রস ঘন ইত্যাদি; 'ঘন' শব্দে তাঁহার মূর্তিকেই বুঝান হইয়াছে। সুতরাং, ভগবান্ অমূর্ত নহেন, তিনি মূর্তিমান্। কিন্তু, এই মূর্তি প্রাকৃত জড়মূর্তি নহে; ইহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ভগবান্ অজাত। অবতাররূপে যখন তাঁহার জন্মের কথা বলা হয়, তখন তাঁহার প্রাদুর্ভাবমাত্র কথিত হয়, জন্ম নহে। ভগবৎ-তত্ত্বের প্রসঙ্গে জীবগোস্বামী ভগবানের নামমাহাত্ম্যও কীর্তন করিয়াছেন; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নাম ও নামীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। এই শক্তিমান্ ভগবানের বাসস্থানও আছে; কিন্তু, সেই ধাম প্রপঞ্চাতীত, পরিদৃশ্যমান জগতের বহু ঊর্ধ্বে। ভগবানের সম্যগ্ দর্শনের একমাত্র উপায় ভক্তি; ইহা জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়সী।

'পরমাত্ম-সন্দর্ভে' পরমাত্মার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধই পরমাত্মা; সুতরাং, ভগবানের মায়াশক্তি ও জীবশক্তির আলোচনাই এই সন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সমস্ত জীবকে ভগবদুন্মুখ ও ভগবৎ-পরাঙ্মুখ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। জীব-গোস্বামী জীব ও পরমাত্মার একত্বে আস্থাহীন। তাঁহার মতে, জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও 'প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ'। জীবের বহুত্ব থাকিলেও সকল জীবই 'একরূপভাক্'; সকল জীব একরূপ হইলেও কর্মফলহেতু বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। মায়াশক্তিকে বলা হইয়াছে বহিরঙ্গা শক্তি। এই মায়া শাঙ্কর বেদান্তমতের মায়া হইতে ভিন্ন। শঙ্করের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত; ইহা সত্য নহে, ময়োমাত্র। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, জগৎ ভগবানের গুণমায়া বা উপাদান মায়ার পরিণাম; ইহার অস্তিত্ব বাস্তব।

জীবগোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা প্রধান

গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে জীব 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'কে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'হরিবংশ' ও 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব সন্দর্ভগুলিতে যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে সেই তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—'শ্রীমদ্ভাগবতে'র এই উক্তিমূলে (১।৩।২৮) গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত অবতারসমূহের মধ্যে বলরাম-সহিত কৃষ্ণ ভিন্ন অপর সকলেই পরমপুরুষের 'অংশাবতার' বা কলাবতারমাত্র। একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ :—

(১) চতুঃসন, (২) বরাহ, (৩) সাত্বত তন্ত্রের রচয়িতা নারদ, (৪) নর ও নারায়ণ, (৫) কপিল, (৬) দত্তাত্রেয়, (৭) যজ্ঞ, (৮) ঋষভ, (৯) পৃথু, (১০) মৎস্য, (১১) কূর্ম, (১২) ধন্বন্তরি, (১৩) মোহিনী, (১৪) নরসিংহ, (১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, (১৭) ব্যাস, (১৮) রাম, (১৯-২০) বলরাম ও কৃষ্ণ, (২১) বুদ্ধ, (২২) কল্কি।

নানা যুক্তি ও প্রমাণবলে জীব ইহাও প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন যে, পুরুষের উক্ত অবতারসমূহ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এক কৃষ্ণেরই প্রকাশ। ভগবান্ কৃষ্ণের সমস্ত ঐশী শক্তি বিদ্যমান ; এই স্বরূপশক্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই প্রধান।

কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রসঙ্গে জীব গীতার সারমর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কৃষ্ণই পরমপূজ্য দেবতা, বাসুদেব নহেন। দ্বিভুজ কৃষ্ণের নরাকৃতিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ রূপ ; চতুর্ভুজ বাসুদেব স্বয়ং কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ মাত্র। গীতায় উক্ত বিশ্বরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ—এই মতের নিরসন করিতে গিয়া জীব বলিয়াছেন, কৃষ্ণ-রূপই শ্রেষ্ঠ ; কৃষ্ণের ইচ্ছামত বিশ্বরূপের প্রকাশ হয় মাত্র।

কৃষ্ণের ভগবত্তা ও নিত্যস্থিতিতে যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে জীব বলিয়াছেন 'দুর্বুদ্ধি' ; তাহারা 'অনাদিপাপবিক্ষেপে'র ফলে মোহান্ধ। কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রসঙ্গে জীব কৃষ্ণের বিভুত্ব, প্রাকৃতবাস্তবাতিরিক্তত্ব, স্বপ্রকাশত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব প্রভৃতি গুণের আলোচনা করিয়াছেন।

'ভগবৎ-সন্দর্ভে' ভগবানের যে ধাম বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণেরও বাস-

স্থান। কৃষ্ণধাম স্বতন্ত্রতাহেতু সর্বোপবিস্থিত; ইহারই নাম গোলোক বা মহাবৈকুণ্ঠ।

এই মহাবৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ বাস করেন 'পরিকর'গণ সমভিব্যাহারে; এই পরিকর বা পার্শ্বচরেরা কৃষ্ণের 'স্বজন' ও 'সজাতীয়'। দ্বারকায় ও মথুরায় যাদবগণ কৃষ্ণের পরিকর; গোপ ও গোপীগণ তাঁহার পরিকর বৃন্দাবনে। ভগবানের পরিকরগণ প্রকৃত বৈষ্ণব; তাঁহারা জন্ম-ও কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত। গোপীগণের যে 'গুণময় দেহ' ত্যাগ ও 'জারবুদ্ধি'তে কৃষ্ণ সেবার কথা বলা হইয়া থাকে, জীব তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিযাছেন। 'গুণময় দেহ' ত্যাগের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, রাস-রজনীতে গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলির উদ্দেশ্যে গমন করিলে প্রত্যেক গোপই কৃষ্ণেব স্বীয় স্ত্রীকে নিজপার্শ্ববর্তিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কৃষ্ণের এই মায়িক দেহের সৃষ্টি ও তদভ্যন্তরে গোপীগণের প্রবেশই 'গুণময় দেহত্যাগে'র তাৎপর্য। 'জারবুদ্ধি'র ব্যাখ্যায় জীব বলিয়াছেন যে, ইহাদ্বারা কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণেব প্রেমাতিশয্যই সূচিত হইয়াছে; তাঁহাদেব কৃষ্ণরতি নারীব জারপ্রীতিরই তুল্য। তাঁহারা কৃষ্ণকে জাররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন মাত্র; তাঁহাব সহিত তাঁহাদের জারবৎ কোন সংযোগ ঘটে নাই।

কৃষ্ণধামের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃষ্ণের ন্যায় ইহাও 'সর্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপক'। ভগবানেব 'অচিন্ত্যপ্রভাবে' ইহা পরিদৃশ্যমান জগতেও অবস্থান করে। লীলা ও পরিকরভেদে কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে (অর্থাৎ বৃন্দাবনে) অবস্থিত হয়। কৃষ্ণলোকের প্রকাশ তাঁহার লীলানুযায়ী ত্রিবিধ—অপ্রকট, প্রাপঞ্চিক ও প্রকট।

কৃষ্ণেব লীলা দ্বিবিধ—প্রকট ও অপ্রকট; প্রকটলীলা কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তির গোচর হয়। অপ্রকটলীলার উপলব্ধি দ্বিবিধা—'মন্ত্রোপাসনাময়ী'ও 'স্বারসিকী'; প্রথম প্রকাব উপলব্ধি মন্ত্র ও উপাসনাদ্বারা সম্ভব, দ্বিতীয়প্রকার উপলব্ধি হইতে পারে স্বাভাবিক ভক্তিরসের সাহায্যে।

কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সম্বন্ধ জীবগোস্বামী কর্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, গোপীগণ 'কৃষ্ণবধূ', কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী; সুতরাং, পরকীয়াবাদ ভ্রান্ত। গোপগণের সহিত তাঁহার বিবাহ ও যৌনসম্বন্ধ

কালে গোপীগণ কৃষ্ণের মায়াশক্তিবলে প্রচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের পরিবর্তে তদনুকারী মায়িকরূপ গোপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, জীবের মতে, গোপীগণ কৃষ্ণের 'নিত্যপ্রেয়সী'; ইঁহারা তাঁহার স্বরূপশক্তিরই প্রকাশ বলিয়া ইঁহাদের সঙ্গে হইত তাঁহার নিত্যলীলা।

কৃষ্ণের বিভিন্ন ধামে ও লীলায় তাঁহার স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীর প্রকাশ বিভিন্নরূপ। মথুরা ও দ্বারকায় এই স্বরূপশক্তির সাধারণ নাম 'মহিষী'; কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী তাঁহার 'মহিষী'। ইঁহাদের মধ্যে আটজন 'পট্টমহিষী' বা প্রধানা মহিষী; 'পট্টমহিষী'র প্রত্যেকটি এক একটি শক্তির প্রতীক। যেমন, সত্যভামা ভূশক্তি, যমুনা কৃপাশক্তি ইত্যাদি। এই দুই ধামে রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া তিনি 'স্বয়ংলক্ষ্মী'।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রকাশ ব্রজদেবী বা গোপীগণ। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের ভাবের তারতম্য অনুসারে এবং তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের বিভিন্নতা অনুযায়ী, গোপীগণের নানারূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। রাধা 'মহাভাবে'র অধিকারিণী বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমা; কৃষ্ণ ইঁহার নিকট সম্যক্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'ভবিষ্যোত্তরপুরাণ' ও 'স্কন্দপুরাণে'র প্রমাণবলে জীবগোস্বামী যথাক্রমে দশটি ও আটটি প্রধানা গোপীর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

'ভাগবতে' 'রাধা' শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ঐ গ্রন্থের মূর্ধন্য বা আদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীব বলিয়াছেন যে, 'তদ্ ধীমহি'—ইহাতে 'তৎ' শব্দের দ্বারা রাধা ও কৃষ্ণের শক্তি ও শক্তিমান্ সম্বন্ধই সূচিত হইয়াছে।

জীবগোস্বামী 'ভক্তিসন্দর্ভে' ভক্তির লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য মার্গসমূহের তুলনায় ভক্তিমার্গের প্রাধান্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের মতে, ভগবানের প্রতি প্রবণতার দিক্ হইতে লক্ষ্য করিলে, জীব দ্বিবিধ। একপ্রকার জীবের ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়; অন্যপ্রকার জীবের ভগবৎপ্রবণতা মায়া-শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং, তাহার মধ্যে 'ভগবৎ-সাম্মুখ্যে'র জন্য আবশ্যক ভক্তি।

সুখদুঃখাদির দ্বারা ভগবানের আনন্দবিধান ভিন্ন অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয় বলিয়া ভগবদ্ভক্তি অহৈতুকী বা অকিঞ্চনা এবং অপ্রতিহতা।

জ্ঞান এবং যোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্রেয়সী। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় বটে; কিন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ বা অপবর্গ নহে। যোগেব দ্বাবা বিশ্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে সত্য; কিন্তু, এই উপলব্ধিও মোক্ষ নহে। ভগবানের প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকারই মোক্ষ; ইহা একমাত্র ভক্তিদ্বাবাই লভ্য। সুতরাং, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা ভগবানের অংশমাত্র অধিগম্য হইলেও তাঁহাব সম্যগ্-দর্শন ও সান্নিধ্যলাভ একমাত্র ভক্তিসাধ্য। কর্মমার্গের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য-বিধানে জীব প্রধানতঃ গীতারই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাব মতে, ভক্তিলাভ করিতে হইলে কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। কর্মেব চরম উদ্দেশ্য নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি; কর্মে অনাসক্তি ও ইহাব ফলত্যাগের দ্বারা কর্মসমূহকে ভগবানের আনন্দার্থে উৎসর্গই নৈষ্কর্ম্য। কিন্তু, এই উৎসর্গেও কর্মের সহিত আবশ্যক ভক্তি। অন্যান্য মার্গের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গিয়া জীব প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জ্ঞান, যোগ, কর্ম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সবই উৎকর্ষের জন্য 'তৎসাপেক্ষ', অর্থাৎ ভক্তির উপর নির্ভবশীল, কিন্তু, ভক্তি স্বতন্ত্র। সুতবাং, ভক্তি হইতে পারে শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়া হইযাছে শুদ্ধাভক্তিকে।

ভক্তিব প্রভাব ও উপকাবিতা নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) অপ্রাবব্ধপাপহারিত্ব ও প্রারব্ধপাপঘ্নত্ব,
(২) তদ্বাসনাহারিত্ব (তৎ = পাপ),
(৩) অবিদ্যাহরত্ব,
(৪) জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসর্বহেতুত্ব,
(৫) নির্গুণত্ব,
(৬) পরমসুখরূপত্ব,
(৭) ভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকস্বয়ংপ্রকাশত্ব,
(৮) ভগবদ্বিষয়রতিপ্রদত্ব,
(৯) ভক্তবিষয়ক ভগবৎপ্রিয়ত্বৈকহেতুত্ব।

ভক্তিলাভের প্রথম সোপান ভগবৎকৃপা; আবার এই কৃপালাভের প্রকৃষ্ট উপায় ভক্তেব ও সাধুর সঙ্গ। এই সঙ্গ হইতে জন্মে উপাস্য ও উপাসনার প্রতি রুচি এবং তৎপর চিত্তে জাগ্রত হয় শ্রদ্ধা; ভক্তির প্রথম অবস্থাই শ্রদ্ধা।

ইহা হইতেই গুরুবাদের উৎপত্তি। যাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রবণ করা যায় তিনি শ্রবণগুরু, যিনি শিষ্যচিত্তকে ভক্তির জন্য প্রস্তুত করেন তিনি শিক্ষাগুরু এবং যাঁহাব নিকট হইতে মূল গোপনীয় মন্ত্র লাভ করা যায় তিনি মন্ত্রগুরু। শ্রবণ-ও শিক্ষা-গুরু অনেক হইলেও 'শ্রীমন্ত্রগুরুস্তু এক এব।'

'ভক্তি' শব্দেব ব্যুৎপত্তি ভজ্ ধাতু হইতে; ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। ভগবৎ-সেবাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক অনুগতিই সেবা। উৎপত্তি ও প্রকাব অনুসারে ভক্তি ত্রিবিধ;—

(১) আবোপসিদ্ধা—স্বাভাবিক ভক্তির অভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্মদ্বারা উদ্রিক্ত ভক্তি,

(২) সঙ্গসিদ্ধা—সাধুসঙ্গজনিত ভক্তি,

(৩) স্বরূপসিদ্ধা—ইহা ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ; তাহাব অজ্ঞাতসারেও ইহাব উৎপত্তি হইতে পারে; যেমন, প্রহ্লাদের ভক্তি। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অপব কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া জ্ঞানমিশ্রা বা কর্মমিশ্রা হইলে হয় সকৈতবা। ভগবৎ-প্রীতি ভিন্ন উদ্দেশ্যান্তর না থাকিলে ইহা হয় অকৈতবা।

অকৈতবা ভক্তির দুইটি অবস্থা—বৈধী ও বাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা প্রবর্তিত হয বলিয়া বৈধী ভক্তির এই নামকবণ হইযাছে। বাগ বা সহজ চিত্তবৃত্তির অনুগমন কবে বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থার নাম 'রাগানুগা'; ইহাতে শাস্ত্রবিধির কোন আবশ্যকতা নাই। বৈধীভক্তিব বিভিন্ন অবস্থা বা স্তব নিম্নলিখিতরূপ :—

শরণাপত্তি বা ভগবান্‌কেই একমাত্র শরণ বলিয়া মনে করা, গুরুসেবা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকারী। ভগবানেব শক্তিস্বরূপ দিব্যপরিকরগণ শক্তিমানের প্রতি রাগাত্মিকা ভক্তি প্রদর্শন করেন; এইরূপ ভক্তিতে আছে শুধু রাগ। বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ঃ প্রেমা রাগঃ—বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর স্বাভাবিক আসক্তির আতিশয্যই রাগ।

রাগাত্মিকা ভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে জীব বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের কাম 'প্রাকৃতকাম' নহে, ইহা 'প্রেমৈকরূপ'; কৃষ্ণের সহিত

লীলাতে গোপীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি, নিজেদের আনন্দ-উপভোগ নহে।

'প্রীতিসন্দর্ভে' জীবগোস্বামী মুক্তির স্বরূপ, ভগবৎপ্রীতি, ভক্তিরস, কৃষ্ণ-গোপী সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

'দুঃখ-নিবৃত্তি ও 'সুখপ্রাপ্তি' মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। একমাত্র ভগবৎ-প্রীতিই এই দুইটি লাভের উপায়। জীব 'তদীয়' হইলেও ভগবদ্বিষয়ে তাহার অজ্ঞতা মায়াশক্তিপ্রসূত; জীবের ভগবদ্‌জ্ঞানাভাব 'প্রাগভাব'মাত্র, 'ধ্বংসাভাব' বা 'অত্যন্তাভাব' নহে। সুতরাং, ভগবৎকৃপায় এই অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে জীবকে ভগবানেব সহিত এক মনে কবা হয় নাই। জীবেব ভগবৎপ্রাপ্তিই মুক্তি। ভগবানেব সাক্ষাৎকারই ভগবৎপ্রাপ্তি; ইহা সবদুঃখনিবারক ও অনন্ত আনন্দজনক। একমাত্র প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপব। সুতরাং, ভগবৎপ্রীতিই চরম কাম্য।

ভগবানের সাক্ষাৎকাব আন্তব ও বাহ্য এই দুইপ্রকাব হইতে পারে। তিনি ধ্যানীর ধ্যানগোচর হইতে পাবেন, আবাব বাহ্যরূপে ভক্তেব প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। বাহ্যরূপে তাঁহাব সাক্ষাৎকাব অধিকতর কাম্য।

ভগবদ্দর্শনেব জন্য প্রীতি বা প্রেমভক্তিব প্রয়োজন—ইহা পূর্বে বলা হইযাছে। প্রীতিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে এই দর্শনলাভ ঘটে না। ভগবানেব অবতারসমূহের সম্যক্ সাক্ষাৎকার প্রীতিহীন ব্যক্তিগণের লাভ হয় নাই; তাঁহারা আভাসমাত্র লাভ করিয়াছেন। এইরূপ প্রীতিহীন ব্যক্তি দ্বিবিধ—বিদ্বেষী ও বহির্মুখ। শেষোক্তপ্রকার লোক ভগবানের প্রতি উদাসীন বা বিমুখ।

মৃত্যুর পরে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা পাঁচ প্রকার হইতে পারে:—

(১) সালোক্য—দেবলোকপ্রাপ্তি,

(২) সার্ষ্ট্য—দৈবশক্তি বা অবস্থার তুল্য শক্তি বা অবস্থা লাভ,

(৩) সারূপ্য—দৈবরূপ লাভ,

(৪) সামীপ্য—দেবসান্নিধ্য লাভ,

(৫) সাযুজ্য—দেবতার সহিত একীভাব।

'সামীপ্য' ভিন্ন অন্য সকল প্রকার মুক্তিতে অন্তঃসাক্ষাৎকার ঘটে, সামীপ্যে বহিঃসাক্ষাৎকার ঘটে ; সুতরাং, অপর চারিপ্রকার মুক্তির তুলনায় সামীপ্য শ্রেষ্ঠ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে মুক্তিলাভের ফল নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) মায়াশক্তির প্রভাব খণ্ডনপূর্বক ভক্তিপ্রসূত প্রীতিদ্বারা জীবের স্বরূপোপলব্ধি,

(২) মৃত্যুর পরে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগপূর্বক গুণাতীত অবস্থালাভ,

(৩) ভক্তিমূলক কর্মভিন্ন অন্য সকলপ্রকার কর্মের সঙ্গত্যাগ ও সমস্ত সংশয় ও দুঃখের নিবৃত্তি,

(৪) সংসার বা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি,

(৫) ভগবানের সাক্ষাৎকারজনিত পরমানন্দলাভ,

(৬) মুক্ত জীবের ভগবান্ হইতে পৃথক সত্তা এবং প্রীতির বিভিন্ন অবস্থা স্বরূপ বিভিন্ন রসের আস্বাদ। অবিমিশ্র প্রীতির নাম শুদ্ধাভক্তি বা কৈবল্য ; ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে মুক্তি কাম্য না হইলে উহা কৈতব বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃত ভক্তের মুক্তিকামনার উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যথার্থ ভগবদ্ভক্ত বা 'একান্তী' দ্বিবিধ—জাতপ্রীতি ও অজাতপ্রীতি। জাত-প্রীতি ভক্ত ত্রিবিধ :—

(১) 'তদীয়ানুভবমাত্রনিষ্ঠ'—যাঁহার একমাত্র কাম্য ভগবদনুভূতি ; ইঁহাকেই বলা হয় 'শান্তভক্ত'।

(২) রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী দিব্য পরিকর।

(৩) 'পরিকরবিশেষাভিমানী' রাগানুগাভক্তির অধিকারী ; ইনি নিজকে বিশেষ কোন পরিকররূপে কল্পনা করিয়া সেবা ও অর্চনা দ্বারা দাস্য, সখ্য প্রভৃতি রসাস্বাদ কামনা করেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবৎপ্রীতি 'প্রেমভক্তি' নামে অভিহিত। ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রকাশই প্রীতির 'স্বরূপলক্ষণ'। চিত্তের 'দ্রবতা', 'রোমহর্ষ' ও 'অশ্রুপাত' প্রভৃতি উহার তটস্থলক্ষণ'। ভক্তচিত্তে প্রীতির আবির্ভাব দুইপ্রকার অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে :—

(১) ভক্তচিত্তসংস্ক্রিয়াবিশেষ'—ইহা ভক্তচিত্তের প্রস্তুতি বিধান করে,

(২) 'অভিমানবিশেষ'—ইহা ভক্তচিত্তে দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবের সৃষ্টি করে।

প্রথমোক্ত প্রভাবের ফলে ক্রমশঃ ভক্তচিত্তে উদ্রিক্ত হয় রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব। অতুলনীয় উল্লাসজনিত উন্মাদের নাম মহাভাব।

শান্ত, দাস্য মৈত্র্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভগবৎ-প্রীতির মূলীভূত ভাব; ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেয়। রসশাস্ত্রে এই পাঁচটি ভক্তিভাবেরই নাম স্থায়িভাব; ইহাদের প্রত্যেকটী কৃষ্ণরতি বলিয়া খ্যাত। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া, লৌকিক কাব্যরসের ন্যায়, এই স্থায়িভাবগুলি অলৌকিক রসে পরিণত হয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের এই পঞ্চবিধ ভক্তিরসকে এক কথায় বলা হয় প্রীতি বা প্রেমভক্তি। ইহাদের তুলনায় গৌণ আরও সাতটি রস আছে; যথা :—হাস্য, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও অদ্ভুত।

ভক্তি কখনও রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা, জীবগোস্বামী এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতে 'দেবাদিবিষয়া' ভক্তি একটি ভাবমাত্র; ইহা কাব্যরসের ন্যায় কখনও রসত্বে পরিণত হইতে পারে না। জীবের মতে, এই আপত্তি 'প্রাকৃতদেবাদিবিষয়া' ভক্তি অর্থাৎ সাধারণ দেবদেবীর প্রতি ভক্তিতে প্রযোজ্য; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের ভক্তির পক্ষে নহে। ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসের ভিত্তিস্বরূপ লৌকিক রতি অপেক্ষা অলৌকিক কৃষ্ণরতির আস্বাদ অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণভক্তির রসে পরিণতিতে কোন বাধা নাই; 'ভাগবতে'ও ভক্তি ভগবদ্রস এবং ভক্ত রসিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

কাব্যরসের আধারের আলোচনায় জীব চারিটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) অনুকার্য, (২) অনুকর্তা, (৩) সহৃদয় সামাজিক, (৪) অভিনেতা স্বয়ং রুচিমান্ হইলে তিনি এবং দর্শকবৃন্দ।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রমতে প্রথম তিনপ্রকার আধারেই ভগবৎপ্রীতিরূপ রস অবস্থান করে। এই শাস্ত্রে অনুকার্য পরিকর ভক্তিরসের মুখ্য আধার;

কারণ, প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত রসই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিরসের ক্ষেত্রে অনুকর্তা ও সামাজিক উভয়েই ভক্ত; কারণ, ভক্ত ভিন্ন অপর সকলেই রসানুভূতির অযোগ্য। কৃষ্ণরতির আলম্বনবিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। তাঁহার প্রিয় ব্যক্তিগণও আলম্বনস্বরূপে পরিগণিত হন। কৃষ্ণসম্বন্ধী গুণ, জাতি, ক্রিয়া দ্রব্য ও কাল উদ্দীপনবিভাব। কৃষ্ণরতির অনুভাব উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক। প্রথম প্রকার অনুভাবের নৃত্য গীত প্রভৃতি বহিশ্চেষ্টা দেখা যায়। কম্প, অশ্রুপাত ও মূর্ছা প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুভাব। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের ৩৩টি অনুভাব বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে; তবে, ইহারা সবই কৃষ্ণরতির সহিত সংযুক্ত।

রসাভাসের আলোচনায় জীব রূপগোস্বামী হইতে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন। জীবের মতে, রসবিরোধ রসাভাসের অন্তর্গত। রসাভাস একটি দোষ বলিয়া 'ভাগবতে' ইহার স্থান নাই; কারণ, এই গ্রন্থের অবলম্বন রসোল্লাস। কৃষ্ণসম্বন্ধী কাব্যে মুখ্য বা গৌণ অঙ্গিরসের আস্বাদ অসামঞ্জস্যকর মুখ্য বা গৌণ রসের দ্বারা ব্যাহত হইলে রসাভাসের সৃষ্টি হইতে পারে। অঙ্গিরসের সহিত বিরোধী বা অসমঞ্জস ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের যোজনাতেও রসাভাসের উৎপত্তি হইতে পারে।

কৃষ্ণ-গোপী সম্বন্ধের আলোচনায় জীব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের আসক্তি 'প্রাকৃতকাম' নহে; তাঁহাদের পরকীয়া ভাব মায়ামাত্র, বস্তুতঃ তাঁহারা কৃষ্ণের স্বীয়া। গোপীগণ কৃষ্ণের যথার্থ প্রিয় হইলেও তিনি যে দ্বারকায় রাজকুমারীগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহারা ও গোপবধূগণ 'একাত্মা'। কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহাদের লজ্জাচ্ছেদ; প্রেমের পূর্বরাগে লজ্জাদূরীকরণই সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। গোপীগণের মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠা ও কৃষ্ণের প্রিয়তমা; 'ভাগবতে'ও উক্ত হইয়াছে যে, রাসলীলাতে কৃষ্ণ রাধাকেই কেলির জন্য অপর গোপীগণ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী তদীয় পিতৃব্য সনাতনের আদেশে সনাতন-রচিত 'বৈষ্ণব-তোষণী'র একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন: ইহার নাম 'লঘুতোষণী'। 'বৈষ্ণব-তোষণী' 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের ব্যাখ্যা।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া জীব নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও রচনা করিয়াছিলেন :—

(১) কৃষ্ণার্চাদীপিকা—কৃষ্ণ-অর্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি,
(২) 'গোপালতাপনী' উপনিষদের টীকা,
(৩) 'ব্রহ্মসংহিতা'র ব্যাখ্যা,
(৪) 'পদ্মপুরাণে'র যোগসারস্তবের টীকা,
(৫) 'অগ্নিপুরাণে'র গায়ত্রী-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা,
(৬) 'পদ্মপুরাণে'র রাধাকৃষ্ণপদচিহ্ন বিষয়ক অধ্যায়সমূহের টীকা,
(৭) 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ভ' নামক টীকা।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

ইঁহার পরিচয় বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও টীকাসমূহ বিশ্বনাথ-রচিত :—

(১) সারার্থদর্শিনী (ভাগবতের টীকা),
(২) ভগবদ্গীতার টীকা,
(৩) মাধুর্যকাদম্বিনী
(৪) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা,
(৫) গুণামৃতলহরী,
(৬) প্রেমসম্পুট,
(৭) স্বপ্নবিলাসামৃত,
(৮) অনুরাগবল্লী,
(৯) রূপচিন্তামণি,
(১০) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম,
(১১) স্তবকথামৃত,
(১২) গৌরগণচন্দ্রিকা।

কর্ণপূর

ইঁহার জীবনী নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ইনি 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক গ্রন্থে বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী ও সেই সঙ্গে অনেক তত্ত্বেরও আলোচনা করিয়াছেন।

রূপ কবিরাজ

ইঁহার 'সারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি Aufrecht কর্তৃক জবগোস্বামীর নামাঙ্কিত হইলেও[১] বস্তুতঃ ইহার রচয়িতা

১। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন, এই মত সমর্থনযোগ্য। (দ্রষ্টব্য :— Indian Antiquary, 1930, p. 23.)।

রূপ কবিরাজ নামক জনৈক পণ্ডিত। এই রূপের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইঁহার জীবনকালও নির্ধারণ করা যায় না। তবে, গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৬২৮ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়[১]।

হরিভক্তিবিলাস

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস'। বৈধীভক্তি সংক্রান্ত বিধিনিষেধের জন্য ইহা বৈষ্ণবসমাজে সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু, এই গ্রন্থের রচয়িতা কে এই সম্বন্ধে সংশয়াতীত প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে মনে হয়, ইহা গোপালভট্ট-রচিত। কিন্তু, এই গোপালভট্ট বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর অন্যতম কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

নরহরি চক্রবর্তীর সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প গোপালভট্টের মনে উদিত হয় এবং সনাতন গোস্বামী গোপালভট্টের নামে 'হরিভক্তিবিলাস' রচনা করেন[২]। মনোহর দাসের মতে, এই গ্রন্থের কাঠামোটি সনাতনের রচিত এবং গোপালভট্ট পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে বচনাদি সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন। 'লঘুবৈষ্ণবতোষণী'তে জীব গোস্বামীও এই গ্রন্থ সনাতন-রচিত বলিয়াছেন। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্য চরিতামৃতে' (মধ্য – ১।৩৫,৩৬ [৩]; অন্ত্য—৪।২২১[৪])।

'হরিভক্তিবিলাসে'র 'দিগ্‌দর্শনী' নামক সংস্কৃত টীকা সনাতন গোস্বামীর নামাঙ্কিত।

১। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য 'সারসংগ্রহ', সং কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, কলিকাতা ১৯৪৯ (ভূমিকা)।

২। করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্টমনে। সনাতন গোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামি সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন॥

৩। হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।....এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।

৪। সনাতন গ্রন্থ কৈলা......হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব আচার।

'হরিভক্তিবিলাস' ২০টি বিলাস বা অধ্যায়ে রচিত। ইহাতে আলোচিত বিষয়গুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

গুরু, শিষ্য, মন্ত্র, দীক্ষা, আহ্নিককৃত্য, পূজা, দেবতার মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, বৈষ্ণব ভক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, নামমাহাত্ম্য, উপবাস ও পাক্ষিককৃত্য, মাসিককৃত্য ও উৎসবাদি, পুরশ্চরণ, মূর্তিনির্মাণ, মন্দিরনির্মাণ।

গ্রন্থটি শ্লোকছন্দে রচিত এবং পুরাণাদির উদ্ধৃতিতে পূর্ণ।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

ইঁহার জন্ম হয় উড়িষ্যায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে। বলদেবের গুরু ছিলেন 'বেদান্তস্যমন্তক' প্রণেতা রাধাদামোদর ও শিষ্য উদ্ধবদাস।

বলদেব নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন :—

(১) গোবিন্দভাষ্য[১], (২) প্রমেয়রত্নাবলী ও (৩) সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক। 'গোবিন্দভাষ্য' বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা। 'প্রমেয়রত্নাবলী' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। 'সিদ্ধান্তরত্ন' 'গোবিন্দভাষ্যে'রই সংক্ষিপ্তসার।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও বলদেব 'ভগবদ্গীতা'র ও দশোপনিষদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য

বৈষ্ণবদর্শনে ও ভক্তিতত্ত্বে বাঙালীর দান প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের শান্তিপুর-নিবাসী গোস্বামী ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার নাম রাধামোহন। রাধামোহনের আবির্ভাবকাল খৃঃ অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে নির্ণীত হইয়াছে[২]। তিনি তৎকালে শান্তিপুরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধামোহনের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ভাগবততত্ত্বসার'[৩]। 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র যে সমস্ত শ্লোক সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আছে, উহাদের কোন কোনটির ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। নবদ্বীপ গোস্বামীর 'শ্রীগৌরাঙ্গমঙ্গলসঙ্গীতলীলারসতত্ত্বসারসংগ্রহ' গ্রন্থে উক্ত

১। পুরাণকার্যালয় (কলিকাতা) হইতে ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

২। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৩৭।

৩। পুঁথি (Mitra : Notices, No. 668)।

গ্রন্থের অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে[১]। রাধামোহনের অপর গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান—

তত্ত্বসংগ্রহ[২] (বেদান্তদর্শনের বৈষ্ণব ব্যাখ্যা), ভক্তিরহস্য (ভাগবতের শ্রুতিস্তুতি ও ব্রহ্মস্তুতির ব্যাখ্যা), কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব[৩], শ্রীকৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা[৪], তত্ত্বদীপিকা[৫] (গৌতমীয়তন্ত্রের ব্যাখ্যা), শ্রীকৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহ[৬], তত্ত্বসন্দর্ভ-টিপ্পনী[৭], কৃষ্ণতত্ত্বামৃত[৮], কৃষ্ণভক্তিরসোদয়[৯]।

বৈষ্ণবভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত আরও দুইটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; এই গ্রন্থদ্বয় সুবিদিত নহে। ইহাদের মধ্যে একটি গোপাল দাসের 'ভক্তিরত্নাকর'[১০]। ইহাতে মুক্তির উপায় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য এবং ভাগবতপুরাণের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। গ্রন্থখানি 'শাকে রুদ্রাশুগশশধরে অর্থাৎ ১৫১১ শকাব্দে (=১৫৮৯ খৃঃ) সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

অপর গ্রন্থখানির নাম 'সাধ্যসাধনকৌমুদী'[১১]; ইহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত। ঈশ্বর ও সখা প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থখানি 'কুমুদ' নামক চারিটি পরিচ্ছেদে রচিত।

১। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৩৮।

২। (ক) Mitra : Notices, No. 688, (খ) I. O. Cat., p. 811

৩। (ক) Mitra : Notices, No. 4507, (খ) ব. সা. প., ৮৯৬ সংখ্যক পুঁথি।

৪। ব. সা. প., ৮৯৭ সাখ্যক পুঁথি।

৫। ঐ, ১৭৭, ৩২৬, ৩৩৫ সংখ্যক পুঁথি।

৬। Mitra : Notices, 3137.

৭। মূলসহ মুদ্রিত, দেবকীনন্দন প্রেস্, কলিকাতা, চৈতন্যাব্দ ৪৩৩।

৮। Mitra : Notices, 1183.

৯। ঐ, 1192. I. O. Cat., No. 2505.

১০। Mitra : Notices, IX. 2918.

১১। Mitra : Notices, VII. 2517.

পুরাণ

'পুরাণ' শব্দে অতি প্রাচীন কালে বুঝাইত ইতিহাস, আখ্যান প্রভৃতি; কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে 'ইতিহাসপুরাণ' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু, বিশিষ্ট এক শ্রেণীর গ্রন্থকে বুঝাইতেও 'পুবাণ' পদের প্রয়োগ প্রাক্-খৃষ্ট যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পুরাণ যে প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ অসংখ্য। 'ইতিহাস-পুবাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ' এই একটিমাত্র উক্তি হইতেই বুঝা যায়, পুবাণের অনুশীলন ব্যতীত বেদাধ্যয়নও সম্পূর্ণ বিবেচিত হইত না। যাজ্ঞবল্ক্য শুধু অবশ্য-অধিগম্য বিদ্যা হিসাবেই পুরাণের উল্লেখ করেন নাই; তাঁহার মতে, পুরাণ ধর্মের অন্যতম উৎস[১]। অন্যত্র পুবাণ চতুর্দশ বিদ্যার অন্যতম বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে[২]।

বিদ্যাব্যসনী বাঙালী পণ্ডিতগণ স্বভাবতই এই পুবাণ সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাংলা দেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। কথকতাব মাধ্যমে পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যান বাঙালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল। পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালী সাহিত্যিক নানাবিধ মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কতক বাংলা গ্রন্থকে তাঁহারা পুরাণ আখ্যাতেই অভিহিত করিয়াছিলেন; যেমন, হাকন্দপুরাণ (=ধর্মমঙ্গল), নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণবপুরাণ-গুলির, বিশেষতঃ 'ব্রহ্মবৈবর্ত' ও 'ভাগবত' পুরাণের, গভীর প্রভাব সুবিদিত;

১। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি—১. ১. ৩।

২। ষড়ঙ্গাশ্চত্বারো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ॥

শুধু প্রভাব বলিলেই হয় না, এই পুরাণগুলি বাংলার বিষ্ণুভক্তগণের জীবন দর্শন গঠন করিয়া দিয়াছিল।

বাঙালীর অধিমানস জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারা পোষণ করে। ইহারই ফলে, সে গতানুগতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লয় না। সেই জন্যই, কি নব্যস্মৃতির ক্ষেত্রে, কি নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে সে প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে অধিগত করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, নূতন সৃষ্টিও করিয়াছে। এই সিসৃক্ষা পুরাণের ক্ষেত্রেও তাহাকে নূতন গ্রন্থাবলীর রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে।

পুরাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ বাংলাদেশের রচনা বলিয়া মনে হয়, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এই দেশে উহাদেব উৎপত্তির সমর্থনে প্রধান যুক্তিসমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল[১]।

দেবীপুরাণ[১]

ইহা একটি শাক্ত উপপুরাণ; ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ১২৮। বিন্ধ্যপর্বতে সিংহারূঢ়ারূপে অবতীর্ণা দেবীর কীর্তিকলাপ ও পূজা এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। 'যোগনিদ্রা' এবং 'আদ্যা পরা শক্তি' হইলেও দেবী প্রধানতঃ শিবের শক্তি এবং অন্যান্য দেবগণের শক্তি উমা, দাক্ষায়ণী, কালী, চণ্ডী প্রভৃতির সহিত অভিন্না।

উপলভ্যমান 'দেবীপুরাণ' সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের আদিম রূপ নয়, একটি পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, শিব কর্তৃক ব্রহ্মার নিকট এই শাস্ত্র দশ লক্ষ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছিল এবং ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকট এক লক্ষ শ্লোকে ইহা বলিয়াছিলেন। এই সকল উক্তি এই গ্রন্থটির ক্রমক্ষীয়মাণ রূপের ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হয়। ইহার বর্তমান খণ্ডিত আকারও এই ধারণার সমর্থক। ইহাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদ নাই; প্রথম পাদের অধিকাংশই লুপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থটির আরম্ভ যেন সহসা হইয়াছে। কতক স্থানে কথোপকথনও যেন প্রসঙ্গক্রমে স্বাভাবিক ভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নাই;

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রাজেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের প্রবন্ধ 'The Devipurana'—New Indian Antiquary, V, 1942-43.

যেমন, শৌনক ও মনুর সংলাপ। পরবর্তী কতক স্মৃতিনিবন্ধে দেবীপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া যে সকল পংক্তি ও শ্লোকের উল্লেখ আছে, উহাদের অনেক অংশই বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থে ইহার 'শাস্ত্র' বা 'পুরাণ' নামে উল্লেখ থাকিলেও, অন্যান্য পুরাণে ইহাকে পুরাণ বা উপপুরাণের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। রঘুনন্দন[১] ভিন্ন বঙ্গীয় কোন স্মৃতিনিবন্ধকার ইহার উল্লেখ করেন নাই। এই গ্রন্থে তন্ত্রের গভীর প্রভাবই সম্ভবতঃ ইহার প্রতি এই ঔদাসীন্যের কারণ।

'দেবীপুরাণে' স্বতন্ত্রপ্রভাবে ব্রহ্মাপূজার উল্লেখ, ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উল্লেখ, ইহার উপর বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র সম্ভাব্য প্রভাব প্রভৃতি হইতে মনে হয়, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই।

এই পুরাণে কামাখ্যা, কামরূপ, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট ও বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ হইতে ইহার উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পোত বা জলযানের বারংবার উল্লেখ হইতে হাজরা মহাশয় মনে করেন, ইহা সম্ভবতঃ তম্‌লুক্ বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল; তম্‌লুক্ হইতে ভারতের বাহিরে নানাস্থানে জলযান প্রেরিত হইত।

এই গ্রন্থপাঠে মনে হয়, ইহার রচনার বহুকাল পূর্ব হইতেই দেবীপূজাব ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং দেবীশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে কালতন্ত্র, মূলতন্ত্র, ভূততন্ত্র প্রভৃতি বহু তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ আছে। তান্ত্রিক মন্ত্রপ্রয়োগ, ন্যাস, মুদ্রা, প্রভৃতির ব্যবস্থাও এই গ্রন্থে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মদ্য মাংসের বিধানও দেখা যায়। 'দেবীপুরাণে'র মতে, কুমারী কন্যা স্বয়ং দেবীর মূর্ত প্রতীক; সুতবাং দেবীপূজায় কুমাবীপূজা ও কুমারীভোজন অপরিহার্য। ইহাতে কামিকা, অপরাজিতা ও মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যা প্রভৃতি রহস্যময় বিদ্যার উল্লেখ ও গুরুপূজার বিধি আছে।

যাহাদের বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতে অধিকার নাই, তাহাদের দেবীর পূজায়

১। শুধু রঘুনন্দন (স্মৃতিতত্ত্ব, জীবানন্দ সম্পাদিত, ১, পৃঃ ৭৯২-৩) 'কূর্মপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত বলিয়া নির্দিষ্ট শ্লোকে ইহাকে অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিতত্ত্বের এই অংশটি অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

ও ব্রতে অবাধ অধিকার এই গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। দেবীপূজায় উচ্চতর বর্ণের নির্গুণ ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্ শূদ্রও শ্রেয়[১]। নারীর স্থান অতি উচ্চে; এমন কি, নারীপূজাও ইহাতে বিহিত হইয়াছে[২]। শুধু স্ত্রীলোক ও শূদ্র সম্বন্ধেই যে 'দেবীপুরাণ' সবিশেষ উদার, তাহা নহে; চণ্ডাল, পুক্কস্ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিও দেবীপূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ[৩]

এই পুরাণ পূর্ব, মধ্য ও উত্তর—এই তিন খণ্ডে রচিত। এই খণ্ডগুলিতে অধ্যায়-সংখ্যা[৪] যথাক্রমে ৩০, ৩০, ২১[৫]।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র আলোচ্য বিষয়গুলি এইরূপ :—

ব্যাসজাবালিসংবাদ, পিতৃমাতৃভক্তি, তুলাধারোপাখ্যান, গুরুনির্ণয়, তীর্থসমূহের উৎপত্তি, স্বরূপ ও মাহাত্ম্য, তীর্থকৃত্য, তুলসীর উদ্ভব ও মাহাত্ম্য, শ্রীফলের উৎপত্তি ও বিল্ববৃক্ষমাহাত্ম্য, আমলকী-প্রাদুর্ভাব, নৈমিষারণ্যসম্ভব, রাবণবধোপায়, সীতাবৃত্তান্ত, হনূমদাগমন, দেবীবোধনোপায়, রাবণবধ, কালতীর্থ-

---

১। ৫১।৪-৫। এই ভাবেরই যেন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে—চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে এই ভাবধারা যে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহারই পূর্বাভাস এই পুরাণে রহিয়াছে।

২। ২২।১৯, ৯০।২১, ৯১।৬১।

৩। (ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ (বঙ্গাক্ষরে), ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

(খ) বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ (দেবনাগর অক্ষরে), কলিকাতা, ১৮৮৮-৯৭ খৃষ্টাব্দ। এই পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রাজেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের প্রবন্ধ The Brhaddharmapurana, a thirteenth century work of Behgal. (Journal of the University of Gauhati, VI, 1955).

৪। বিব্লিওথেকা সংস্করণে মধ্যখণ্ড আরম্ভ করা হইয়াছে একত্রিংশত্তম অধ্যায় দ্বারা, কিন্তু, উত্তরখণ্ড নূতন করিয়া প্রথম অধ্যায় দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডই নূতন করিয়া আরব্ধ হইয়াছে।

৫। বিব্লিওথেকা সংস্করণে উত্তরখণ্ডে মাত্র ১৪টি অধ্যায় আছে।

কথন[১], রামায়ণোৎপত্তি, জয়াবিজয়াসংবাদ, শুকজৈমিনিসংবাদ, দক্ষদধীচিসংবাদে সতীস্বয়ংবর হইতে সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞনাশ পর্যন্ত বৃত্তান্ত, সতীব্রহ্মাদি-সংবাদ, শুকজৈমিনিসংবাদে গঙ্গাজন্ম, শিবগঙ্গাসমাগম, শিবগান, অদিতিবর-প্রাপ্তি, বামনচরিত, গঙ্গাবতরণ, সগরপুত্রোদ্ধার, উমালাভ, গঙ্গাতীরে কর্তব্যাকর্তব্য, মন্বন্তরবংশ, প্রণামবিধি, ব্রাহ্মণাদিবর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পূজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্ম, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা, কালধর্ম, পাতক, বৃহদ্ধর্মপুরাণ পাঠের ফল।

যে সকল যুক্তিবলে ইহাকে বাংলাদেশের গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়; উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান :—

(১) ইহাতে ছত্রিশ সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে (৩।১৩)—ইহারা সকলেই অব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ইহাদের অন্তর্গত।. এই ছত্রিশ জাতিব সবগুলি বাংলাদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান; বৈদ্য এই প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যত্র কোথাও নাই।

(২) এই গ্রন্থে (৩।১।২৩-২৪) নিম্নলিখিত পদবীগুলি বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিহিত হইয়াছে :—ব্রাহ্মণের 'দেবশর্মা', ক্ষত্রিয়ের 'রায়' ও 'বর্মণ', বৈশ্যের 'ধন', শূদ্রের 'দাস', ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের স্ত্রীলোকের 'দেবী', বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের স্ত্রীলোকের 'দাসী'। এই পদবীগুলি, বিশেষতঃ 'দেবী' ও 'দাসী', অদ্যাপি বাংলাদেশে প্রচলিত।

(৩) ইহাতে কতক সংস্কৃত ধাতু ও শব্দের সেইরূপ অর্থে প্রয়োগ আছে, যেরূপ একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। যথা :—

(ক) উপবেশন আর্থ 'বস্' ধাতু (১।৩।৭৫),

(খ) প্রতিজ্ঞা অর্থে 'স্বীকার' (১।২।২-৪),

(গ) প্রচুর বুঝাইতে 'বিলক্ষণ' (২।১৪।৫৬)।

(৪) এই পুরাণে কালীর যে মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং যে মালসী গানের সাহায্যে এই দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে, (১।২৩) তাহা বাংলা দেশের ও আসামের বৈশিষ্ট্য।

১। পূর্ণিমাদি প্রশস্ত কালে করণীয় কর্মের আলোচনা।

(৫) দুর্গার এই পুরাণোক্ত শারদীয়া পূজা (১।২২) এই দেশে অতি ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত।

(৬) কার্তিকী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় রাসযাত্রা (১।২৩) বাংলাদেশে অদ্যাপি বর্তমান।

(৭) গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র স্থানসমূহের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাংলাদেশের পদ্মাবতী (=পদ্মা) ও ত্রিবেণী (=মুক্ত বেণী) র উল্লেখ (১।৬।২৭ হইতে) ইহাতে আছে। হুগ্‌লী নদীকে গঙ্গা হইতে অভিন্ন ও পদ্মাকে পবিত্র নদী স্বরূপে প্রতিপন্ন করিবার যথেষ্ট প্রয়াসও ইহাতে লক্ষণীয়।

(৮) কালীর স্তুতিচ্ছলে (৩।১৬।৩৭-৪৫) তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা' বলা হইয়াছে এবং কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্পগুলির ইঙ্গিত আছে। এই গল্পগুলি একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত এবং এই দেশের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য সমূহে বিশদভাবে বর্ণিত।

(৯) বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে গীত এই পুরাণে আছে (২।১৪।৮৮ হইতে) তাহাতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

দূতিকোবাচ—কেশব কমলমুখীমুখকমলং
কমলনয়ন কলয়াতুলমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্॥

* * *

প্রিয়োবাচ—রসিকেশ কেশব হে।
রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসমিব হে॥

(১০) এই পুরাণে বিশেষ কয়টি দিন ছাড়া বিশেষ কতক প্রকার মৎস্য-ভক্ষণের বিধান আছে (৩।৫।৪৪-৪৬)। একমাত্র বাংলাদেশের কতক স্মৃতিনিবন্ধকারই ব্রাহ্মণের মৎস্যভক্ষণের বিধান করিয়াছেন।

(১১) ইহাতে যে সকল গাছপালা ও ফুলের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে

যোগেশ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন[১] যে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ বর্ধমান জিলার পূর্বাঞ্চলের লোক ছিলেন।

(১২) পীঠস্থানসমূহের মধ্যে কামরূপ, বক্রেশ্বর ও উজ্জয়িনী—মাত্র এই তিনটির উল্লেখ ইহাতে আছে (১।১৪)। ইহাদের মধ্যে বক্রেশ্বর বীরভূম জিলায় অবস্থিত ও উজ্জয়িনী বর্ধমান জিলার আধুনিক মঙ্গলকোট নামক স্থান। কামরূপ এই দেশেরই সংলগ্ন।

(১৩) এই গ্রন্থের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির প্রায় সবই এই দেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

(১৪) বাঙ্গালী কবিগণের প্রিয় 'চৌত্রিশা' নামক রচনাপদ্ধতি[২] ইহাতে আছে (২।২০।১৩৪—৭১)।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিরূপিত না হইলেও, ইহার আভ্যন্তরীণ কতক প্রমাণ হইতে ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে ওজন অর্থে 'সেরক' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (৩।৪।১১-১৩); এই 'সেরক'ই বর্তমান 'সের'। এই নামের ওজন মুসলমানগণ প্রবর্তন করেন। এই পুরাণের উপর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব পূর্বে লক্ষিত হইয়াছে। বাংলাদেশে যবনগণের বিস্তার ও তৎকর্তৃক উৎপীড়নের উল্লেখ ইহাতে আছে (৩।৬।৮৯) 'যবন' শব্দে মুসলমানগণেরই উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত কারণে, এই গ্রন্থের রচনাকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইতে পারেনা বলিয়াই মনে হয়। এই পুরাণের একটি প্রাচীন পুঁথির লিপিকাল (১৮০১ বিক্রমাব্দ), গ্রন্থান্তরে ইহার উল্লেখ ও ইহার শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রভৃতি নানা প্রমাণ হইতে ডঃ হাজরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' খৃঃ ১৫শ শতকের মধ্যভাগের পরবর্তীকালে রচিত হইয়া থাকা সম্ভবপর নহে।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেয়। ইহাতে বিষ্ণু ও তদীয় পূজার মাহাত্ম্য এবং গঙ্গাতীরবর্তী পবিত্র

১। ভারতবর্ষ, ১৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, (১৩৩৬-৩৭ বঙ্গাব্দ)।

২। দ্রঃ—দীনেশ সেন প্রভৃতি সম্পাদিত মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' পৃঃ৩২১-৮।

স্থানসমূহের বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও নবদ্বীপের কোন উল্লেখ নাই। নবদ্বীপ চৈতন্যোত্তর বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহা হইতে গ্রন্থটিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের রচনা বলিয়া মনে করা অসমীচীন নহে। ডঃ হাজরা মনে করেন, ইহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষভাগের রচনা। যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, ইহা ১৩শ শতকের কিঞ্চিৎ পরবর্তী।

এই পুরাণে তদানীন্তন 'বঙ্গসমাজের চিত্রটি সুষ্ঠুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেই সময়ে বর্ণাশ্রমধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ, একদিকে বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ততন্ত্রের প্রসার ও জনপ্রিয়তা, অপরদিকে মুসলমানগণকর্তৃক অত্যাচার উৎপীড়ন ইত্যাদি। তন্ত্রধর্মাবলম্বিগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। হিন্দুগণেব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক কলহ বিদ্যমান ছিল; অনেকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াসের ফলেই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটি একাধারে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তশাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে (৩।২১।৫)।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ[১]

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' 'একাম্রপুরাণ' ও অন্যান্য কতক গ্রন্থে উপপুরাণ-সমূহের তালিকায় এই উভয় পুরাণের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। 'বৃহন্নন্দিকেশ্বরে'র নাম, কোন কোন স্থলে, 'বৃহন্নন্দীশ্বর' বা 'বৃহন্নন্দী'। 'নন্দিকেশ্বর পুরাণ'কে 'নন্দীশ্বরপুরাণ' বা 'নন্দিকেশপুরাণ' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে কিছু জানা যায় না। বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে এই পুবাণের উদ্ধৃতিসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহাতে শরৎকালে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উড়িষ্যার একমাত্র গদাধর ছাড়া শুধু বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণই এই দুইটি পুরাণকে প্রামাণ্য বলিয়া সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুই পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য:—ডঃ হাজরার প্রবন্ধ—The Brhannandikes'vara and the Nandikes'vara Purana (B. C. Law Volume, Pt. II)।

'বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্তদুর্গাপূজাপদ্ধতি' নামক গ্রন্থের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই সকল কারণে, উক্ত দুইটি উপপুরাণ বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গদাধরের 'কালসার', রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব', শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থে 'বৃহন্নন্দিকেশ্বরে'র উল্লেখ ও উহা হইতে উদ্ধৃতি আছে। জীমূতবাহনের 'কালবিবেকে' কিন্তু দুর্গাপূজাপ্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও 'বৃহন্নন্দিকেশ্বরে'র কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং, মনে করা যায়, এই গ্রন্থ জীমূতবাহনের সময় তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই বা ইহা জীমূতবাহনের পরবর্তী কালের রচনা। জীমূতবাহনের কালও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। মনে করা হয়, তিনি খৃষ্টীয় একাদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী কোন কালে জীবিত ছিলেন।

'বৃহন্নন্দিকেশ্বরে'র ন্যায় 'নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র[১] বিষয়বস্তুও অজ্ঞাত। পরবর্তী স্মৃতিনিবন্ধসমূহে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ হইতে মনে হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার আলোচ্য:—শারদীয়া ও বাসন্তীপূজার পদ্ধতি, শিবলিঙ্গ পূজার সুফল, মাংসভক্ষণের নিন্দা, বিবাহের যোগ্যা ও অযোগ্যা কন্যার লক্ষণ ইত্যাদি। 'নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে অনির্ণেয়।

'নন্দিকেশ্বরপুরাণ' ও 'নন্দিপুরাণ' যে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তাহা ডঃ হাজরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[২]

ক্রিয়াযোগসার[৩]

প্রকাশিত সংস্করণগুলিতে এবং পুঁথিগুলির প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় 'পদ্মপুরাণে'র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া আছে। কিন্তু, গ্রন্থমধ্যে

১। ইহা 'নন্দীশ্বরপুরাণ' নামেও অভিহিত হয়।

২। Journal of Ganganath Jha Research Institute, Allahabad, Vol II, pp. 312-313.

৩। (ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ,

(খ) বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্ হইতে 'পদ্মপুরাণে'র সহিত প্রকাশিত। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরার প্রবন্ধ—The Kriyayogasara, an

কোথাও 'পদ্মপুরাণে'র সহিত ইহার যোগসূত্রের কোন উল্লেখ নাই। 'নারদীয় পুরাণে' (১।৯৩) 'পদ্মপুরাণে'র বিভিন্ন খণ্ডের নাম ও বিষয়বস্তুর যে উল্লেখ আছে, তাহাতে 'ক্রিয়াযোগসারে'র কোন উল্লেখ নাই। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' (১।২৫।২৪) অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, 'ক্রিয়াযোগসার' বাস্তবিক পক্ষে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ।[১]

বিশ্বের উৎপত্তি, ধ্যানযোগ অপেক্ষা ক্রিয়াযোগ[২] বা কর্মযোগের প্রাধান্য, বৈষ্ণবের দৈনন্দিন কর্তব্য, 'ওঁ নমো রামায়', 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এবং 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রশংসা, কৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রপ্রশংসা, বিভিন্ন যুগে, বিশেষতঃ কলিযুগে, লোকের আচার ব্যবহার—মোটামুটি এই বিষয়গুলি 'ক্রিয়াযোগসাবে'র আলোচ্য।

ইহাতে ভক্তির প্রশংসা আছে এবং দাস্যভক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেয়।[৩] অবতারসমূহের মধ্যে কৃষ্ণের পরিবর্তে বলরামের উল্লেখ ইহাতে আছে।

যে সকল কারণে এই গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান :—

(১) ইহার অধিকাংশ পুঁথি বাংলাদেশে প্রাপ্ত; ভারতের অন্যত্র এই গ্রন্থের পুঁথি বিরল;

(২) অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল পুঁথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত;

independent Upa-purana written in Bengal (Bharatiya Vidya, Vol. XII.. 1951, pp, 59-58) ।

১। ইদমতিশয়গুহ্যং নিঃসৃতং ব্যাসবক্ত্রাদ্।
রুচিরম্ উপপুরাণং প্রীতিদং বৈষ্ণবানাম্॥ (ক্রিয়াযোগসার—২৬।৫৫)

২। ক্রিয়াযোগ বলিতে বুঝায়—(১) গঙ্গা শ্রী ও বিষ্ণুর পূজা, (২) দান, (৩) ব্রাহ্মণ-ভক্তি; (৪) একাদশীব্রত, (৫) ধাত্রীবৃক্ষ ও তুলসীর প্রতি শ্রদ্ধা ও (৬) অতিথিসেবা।

৩। হরেরভক্তো বিপ্রোঽপি বিজ্ঞেয়ঃ শ্বপচাধিকঃ।
হরিভক্তঃ শ্বপাকোঽপি বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণাধিকঃ॥

(৩) বাঙ্গালী লেখকগণই সর্বপ্রথম ইহাকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন[১] ;

(৪) গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম—এই তিন স্থানে গঙ্গাকে অতি পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও শেষোক্ত স্থানের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় গ্রন্থকারের সমধিক উৎসাহ উল্লেখযোগ্য ; গঙ্গাসাগরসঙ্গম অদ্যাবধি বাংলাদেশে একটি পরম তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত।

(৫) এই গ্রন্থে গল্প অর্থে 'প্রস্তাব', বণিক্ অর্থে 'সাধু'[২], কুলকুচা বা কুলি অর্থে 'কল্লোল' শব্দের প্রয়োগ ইহার বাংলাদেশে উৎপত্তির ইঙ্গিত দেয়।

ক্রিয়াযোগসারে পাষণ্ডগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ ও ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 'পাষণ্ড' শব্দে বৈদিক আচারাদির বিরোধী বৌদ্ধগণকে প্রধানতঃ বুঝান হইত। এই গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে বিল্বমঙ্গলের অনুকরণে একটি আখ্যান আছে। এই সকল কারণে ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী নয় বলিয়াই মনে হয়। ইহার একটি পুঁথির লিপিকাল ১৫৫৬ শকাব্দ (=১৬৩৪ খৃঃ)। ১৩শ-১৪শ শতকে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' ইহার উল্লেখের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে তান্ত্রিক প্রভাব তেমন নাই। এই সকল যুক্তি হইতে অনুমান করা যায়, ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতক।

১। বাংলাদেশের 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ইহার উল্লেখ পূর্বে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২। এই অর্থে 'সাধু' শব্দের ব্যবহার 'হিতোপদেশ' ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় না। 'হিতোপদেশ' খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশে রচিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ অর্থে 'সাধু' শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য :—

শীঘ্র জানাইলা দুয়া সাধুর সদন॥
বেলা হইল অবশেষ সাঙ্গ হৈল স্তুতি।
শালগ্রাম শিলাজল খায় ধনপতি॥ কবিকঙ্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী), ১৫৮ পৃঃ।
এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন।
বার মাসের দুঃখকথা করায় স্মরণ॥ ঐ, ১৬৪ পৃঃ।

মহাভাগবতপুরাণ[1]

ইহা 'ভাগবতপুরাণ' বা 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে পৃথক্ গ্রন্থ। 'মহাভাগবত-পুরাণে' (১৬,৮,১৩ ইত্যাদি) ইহা পুরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে; এক স্থানে 'মহাপুরাণ' বলিয়াও ইহার উল্লেখ আছে (১।১৬ এবং অধ্যায়গুলির পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য)। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'ও[2] অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম বলিয়া এই গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের প্রারম্ভে চারিটি মঙ্গলশ্লোক আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, দেবী 'আদ্যা প্রকৃতি', 'পরা' ও 'স্বর্গাপবর্গদা'। তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া শম্ভুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন; দেবীকে জায়ারূপে লাভ করিতে শম্ভুকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইয়াছিল এবং তিনি দেবীর চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে এই পুরাণের উৎপত্তি ও মর্ত্যলোকে প্রচার বর্ণিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্যে দেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন পুরাণ বর্ণনার জন্য শৌনকাদি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সূত 'মহাভাগবতপুরাণ' সবিস্তারে বিবৃত করেন। প্রথমতঃ এই পুরাণ মহেশ-কর্তৃক নারদসকাশে বর্ণিত হইয়াছিল; তারপর ব্যাস জৈমিনির নিকট ইহা বিবৃত করেন। অন্যান্য অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি প্রধান :—

দেবীর সতীরূপে জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ, দশমহাবিদ্যার রূপধারণ, স্বদেহ হইতে ছায়াকালীর সৃষ্টি, দক্ষযজ্ঞনাশ, একান্নটি মহাপীঠের উৎপত্তি, সর্বোত্তম পীঠরূপে কামরূপের প্রশংসা, রাবণ কর্তৃক ছায়াসতীর অপহরণ, পার্বতীরূপে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহ, ব্রহ্মবিজ্ঞান, দেবীর গঙ্গারূপে জন্ম, গঙ্গার মর্ত্যলোকে অবতরণ, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়া পূজায় দেবীর অকাল বোধনের বৃত্তান্ত।

রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণবর্ণিত ঘটনা-

---

১। গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস (বোম্বাই) হইতে প্রকাশিত, ১৯১৩। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরার প্রবন্ধ—The Mahabhagavata-purana, a work of Bengal, Indian Historical Quarterly, March, 1952.

২। কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির সংস্করণ, ১।২৫।

বলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষভাগে রহিয়াছে এই ঘটনাবলীর বর্ণনায় অনেক নূতনত্ব দেখা যায় [১]।

এই পুরাণখানি শাক্তমতাবলম্বী। ইহাতে কালীই পরমব্রহ্ম এবং পরা বা মূল প্রকৃতি। ত্রিগুণাত্মক পুরুষ তাঁহারই সৃষ্টি। পুরুষের মধ্যে যে সিসৃক্ষা, তাহা দেবীরই প্রেরণা। পুরুষের রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ হইতে যথাক্রমে জন্মলাভ করিয়াছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। প্রকৃতি নিজেকে মায়া, বিদ্যা ও পরমারূপে বিভক্ত করিয়াছেন; সতী, গঙ্গা, দুর্গা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি এক দেবীরই বিভিন্নরূপ। এই গ্রন্থে কাশী ও কৈলাস যথাক্রমে মর্তের ও স্বর্গের সর্বোত্তম পুণ্যস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং শিব অন্যান্য দেবগণ, বিশেষতঃ বিষ্ণু, অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ডঃ হাজরা যে সমস্ত যুক্তিবলে এই গ্রন্থের উৎপত্তিস্থল কামরূপের নিকটবর্তী বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান :—

(১) ৬৯-৭০ অধ্যায়ে ভাগীরথী ও পদ্মার যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই নদীদ্বয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় নিবিড় এবং ইহারা তাঁহার নিকট অতি পবিত্র।

(২) এই গ্রন্থে রামের কাহিনীর সঙ্গে শারদীয়া পূজা যুক্ত হইয়াছে এবং দুর্গার এই পূজার যে বর্ণনা আছে বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজাপদ্ধতি তাহার অনুরূপ[২]।

(৩) এই পুরাণে প্রযুক্ত কতক সংস্কৃত শব্দের সহিত অদ্যাপি প্রচলিত বাংলা শব্দের সাদৃশ্য বাঙালী কর্তৃক এই গ্রন্থের রচনার ইঙ্গিত দেয়। যথা :— গর্ব চূর্ণ (৯।৫৯), দুঃখপ্রকাশ অর্থে আ–ক্ষিপ্ ধাতু (১২।৪), লোকলজ্জা (১১।৬১), বিস্ময়ার্থে 'উ মা'[৩] (=বাংলা বিস্ময়সূচক 'ওমা') ইত্যাদি।

১। ডঃ হাজরার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

২। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্তমান বাংলার দুর্গাপূজায় প্রচলিত শত্রুবলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। ২১।৫৯।

(৪) এই পুরাণের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির প্রায় সবই বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

(৫) পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে একমাত্র বাঙালী লেখকগণই এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন বা ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

(৬) নবগ্রহকবচ, ভগবতী গীতা, শিবসহস্রনামস্তোত্র, কামাখ্যাকবচ প্রভৃতি যেসকল গ্রন্থ এই পুরাণের অংশবিশেষ বলিয়া দাবী করে, উহাদের স্বতন্ত্র পুঁথিসমূহ বাংলাদেশের সর্বত্র, বিশেষতঃ পূর্ব অঞ্চলে, পরিব্যাপ্ত।

(৭) এই পুরাণের কতক অধ্যায় (১১—১২, ৭৬—৭৮) কামরূপের প্রশস্তি সম্বন্ধে রচিত; একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে কামরূপ সর্বোত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'মহাভাগবতে'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। এই সম্বন্ধে কতক অনুমান করা যায় মাত্র। এই গ্রন্থের মধ্যে এবং 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' ইহাকে মহাপুরাণ বলিয়া অভিহিত করিলেও ইহা যে প্রাচীন গ্রন্থ নহে তাহা সুনিশ্চিত। এক 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ভিন্ন অপর কোন পুরাণে 'মহাভাগবতে'র উল্লেখ নাই; 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৩ শ হইতে ১৪ শ শতকের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী কালে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং, 'মহাভাগবতে'র রচনাকাল ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী—এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কলিযুগের রাজগণের বর্ণনায় 'ম্লেচ্ছরূপিণঃ' শব্দটি হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহা তুর্কী অভিযানের পরে বঙ্গে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায় এই ধারণা ভ্রান্ত। এই শব্দে গ্রন্থকার হয়ত দুর্নীতিপরায়ণ রাজগণকে সাধারণভাবে ম্লেচ্ছরূপী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রদেশান্তরে মুসলমান শাসকগণের প্রভাবও গ্রন্থকারের মনে ঈদৃশ তুলনার উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারে।

তদানীন্তন বঙ্গসমাজের চিত্র অঙ্কনে 'মহাভাগবত' যথেষ্ট সহায়তা করে। ইহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে এই দেশে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায় শক্তিশালী ছিল এবং তান্ত্রিক প্রভাব সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অনুস্যূত হইয়াছিল। 'মহাভাগবতে' বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ভাব লক্ষণীয়।

দেবীভাগবত[১]

গ্রন্থটি দুই অর্ধে বিভক্ত; প্রতিটি অর্ধে ছয়টি স্কন্ধ আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই নিম্নোদ্ধৃত দেবীগায়ত্রীটি আছে:—

সর্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাং চ ধীমহি।
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ॥

'দেবীভাগবতে'র নাম হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা দেবী সম্বন্ধেই রচিত। এই পুরাণের মতে, দেবীই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ও অপর সকলের শক্তিরূপিণী; দেবীযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পূজা। এই গ্রন্থের এক স্থানে[২] বলা হইয়াছে যে, দেবীকর্তৃক উক্ত একটি পংক্তি অবলম্বনে এক সময়ে লক্ষ শ্লোকাত্মক একটি বৃহত্তর রূপ ইহার ছিল এবং উহারই সংক্ষিপ্ত রূপ উপলভ্যমান 'দেবীভাগবত'। ভিণ্টারণিৎস্ (Winternitz) ইহাকে শৈব পুরাণ মনে করিলেও বস্তুতঃ ইহা শাক্ত গ্রন্থ।

'দেবীভাগবতে' তদানীন্তন সমাজের একটি চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, তৎকালে সমাজে বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ ও দেবীর প্রাধান্য ছিল এবং ইঁহাদের উপাসকগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন; যথা—বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, সৌর, গাণপত্য, শৈব, পাশুপত, কাপালিক, লিঙ্গধারী, ত্রিশূলধারী, ভৈরব, বামাচারী, কৌলক, তপ্তমুদ্রাঙ্কিত, বৈখানস ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর উপাসকগণ বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিকে প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন; কিন্তু, ইঁহাদেব অধিকাংশই ছিলেন আগম বা তন্ত্র-প্রভাবিত। সমাজে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকপন্থীও ছিলেন। এই সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কলহাদি বিদ্যমান ছিল। 'দেবীভাগবতে' হিন্দুগণের

১। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরার প্রবন্ধ—The Devi-bhagavata--Journal of Oriental Research, Madras, Vol. XXI. pts. I—IV এবং Miscellany—Is the Devi-bhagavata the source of Deogath Relief of Nara-Narayana, Indian Historical Quarterly, December, 1953.

এই গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্করণগুলি প্রধান:—(১) সংস্কৃত পুস্তকালয়, বারাণসী; (২) বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই, (৩) বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা।

২। ১২।১৪।১—৪।

সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট। পুরাণকার কোন কোন স্থানে[১] বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ, শিব, সূর্য, গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন নহেন; যাহারা ইঁহাদের ভেদ কল্পনা করে, তাহারা নরকগামী হয়। কিন্তু, তিনি স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার উপাসনা অনুমোদন করিয়াছেন[২]। এই গ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুকে দেবগণের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে, কোথাও বা শিব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, আবার অংশবিশেষে কৃষ্ণ পরব্রহ্মরূপে বিবেচিত হইয়াছেন। কিন্তু, দেবী সকল দেবেরই প্রাণ ও শক্তিস্বরূপা।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইহা 'ভাগবত'[৩] অথবা 'শ্রীমদ্ভাগবত'[৪] নামে অভিহিত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত মনে করেন যে, 'দেবী-ভাগবত'ই আদি ও প্রকৃত 'ভাগবত' এবং বৈষ্ণব 'ভাগবত' বোপদেব[৫] কর্তৃক লিখিত এবং প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থ। কিন্তু, নানা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ডঃ হাজরা দেখাইয়াছেন যে, এই ধারণা ভ্রান্ত।

'দেবীভাগবতে'র অধ্যায় সমূহের পুষ্পিকায় ইহাকে 'মহাপুরাণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও ইহার অর্বাচীনত্বের প্রমাণের অভাব নাই। ইহার ৭।৩৯ শ্লোক স্পষ্টতঃই 'কূর্মপুরাণে'র ১।১২ শ্লোক অবলম্বনে রচিত। 'কূর্মপুরাণে'র রচনাকালের ঊর্ধ্বতব সীমারেখা খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্বে নহে। 'দেবীভাগবতে'র নবম স্কন্ধের প্রায় সকল অধ্যায়ই বর্তমান 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের' প্রকৃতিখণ্ড হইতে গৃহীত; শেষোক্ত পুরাণ দশম শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণে 'দেবীভাগবতে'র রচনাকাল খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগের পূর্বে হইতে পারে না বলিয়া মনে করা হয়।

১। ৩।৬।৫৩—৫৬; ৬।১৮।৩০—৩১; ৯।৩৩।৮—১১ ইত্যাদি।

২। ৯।৩৪।৮৩।

৩। ১।১।১৬, ১৮, ২১ ইত্যাদি; ১।১৫।৪৭, ৪৯, ৫৪, ১।১৬।১৫ প্রভৃতি।

৪। ১।২।১১; ১।৩।৩৪, ৩৯, ২।৪।৬৮ ইত্যাদি।

৫। বোপদেব হেমাদ্রির সমসাময়িক। হেমাদ্রির জীবনকাল ১২৬০—১৩০৯ খৃষ্টাব্দ।

'দেবীভাগবতে' 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন'গণের যেরূপ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই পুরাণের রচনাকালে ভারতে মুসলমানগণ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, ইহার রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা সম্ভবতঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে স্থাপিত হইতে পারে।

টি. এন্. রামচন্দ্রন্ মনে করেন[১] যে, নরনারায়ণের দেওগড় উৎকীর্ণ আলেখ্য (Deogarh relief) দেবীভাগবতোক্ত নরনারায়ণের তপস্যার কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই আলেখ্যের কাল, কাহারও মতে, ৬০০ খৃষ্টাব্দ এবং কাহারও মতে, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ। রামচন্দ্রন্-এর মতে, 'দেবীভাগবতে'র উৎপত্তি ষষ্ঠ শতকের পরে হইতে পারেনা। কিন্তু, ডঃ হাজরার মতে, 'দেবী-ভাগবতে'র কাহিনীর সঙ্গে দেওগড় আলেখ্যের কোন সম্বন্ধ নাই[২]।

যে সকল কারণে 'দেবীভাগবত'কে বংলাদেশের গ্রন্থ বলিয়া মনে করা যায়, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান :—

(১) এই গ্রন্থের কতক শব্দ ও বাক্যাংশ বাংলা শব্দের ও বাক্যাংশের সংস্কৃত প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়। যথা—দূষণংকস্ম দীয়তে (১।১৭।২৪)=কার দোষ দিব? নাহং গৃহং করিষ্যামি (১।১৫।১)=আমি ঘর করব না; অর্থাৎ বিবাহ করিব না বা গৃহী হইব না; কথং করোমি নাকারম্ (৭।২০।৩) =না করি কেমন করিয়া?; ঐ ঐ ইতি...... দৃষ্টা ব্যাঘ্রাদিকং বনে (৩।৯।৪৩) (নিকটের কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইতে 'ঐ' শব্দ বাংলায় প্রযুক্ত হয়); 'ভোঃ' স্থলে 'হে'র প্রয়োগ (৯।৬।২৯); সম্মতি অর্থে 'স্বীকার' পদ (৯।১২।৭২-৭৪) ইত্যাদি।

(২) 'ক্ষ'কে পৃথক্ বর্ণ-স্বরূপে গণনা।

১। Indian Historical Quarterly, XXVII, 1951, পৃঃ ১৯১-১৯৬।

২। ঐ, December, 1953, পৃঃ ৩৮৭—৩৯২।

(৩) পদ্মাবতী (=বর্তমান পদ্মা নদী)কে পবিত্র নদী, এমন কি গঙ্গার সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা।

(৪) সপ্তম বা অষ্টম বার পর্যন্ত ব্যভিচারিণী নারীকে বুঝাইতে 'পুঙ্গী' শব্দের বারংবার প্রয়োগ[১]।

(৫) বাংলাদেশে রচিত 'মহাভাগবত' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র ন্যায় এই গ্রন্থেও রাবণবধার্থে রামকর্তৃক দুর্গার অকালবোধনের বর্ণনা আছে (৩।২৭-৩০ অধ্যায়; ৯।১।১৪৬)।

(৬) দেবীর স্নানসামগ্রীর মধ্যে পৌণ্ড্রেক্ষুরসের গুণগান; পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন প্রাচীনকালে বাংলার একটি অংশকে বুঝাইত।

(৭) বাংলাদেশের 'মহাভাগবতা'দি অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও বিষ্ণুকর্তৃক ছিন্ন সতীদেহের অংশ পতনে সিদ্ধপীঠসমূহের উৎপত্তির উল্লেখ।

(৮) দেবীর এক রূপ হিসাবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশস্তি ও পূজার উল্লেখ (৯।১।৮৩ প্রভৃতি ও ৯।৪৭।১—৩৭)।

(৯) বাংলাদেশে রচিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র অংশবিশেষ এই পুরাণে গৃহীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের কতক অংশ হইতে কিন্তু মনে হয় যে, ইহা বাংলার বাহিরে কোন অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে দুর্গাপূজাকে 'নবরাত্রব্রত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; এই ব্রতের পদ্ধতি বাংলার দুর্গাপূজাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। 'দেবীভাগবতে' পীঠস্থানের সংখ্যা ১০৮ এবং তন্মধ্যে একমাত্র পৌণ্ড্র-বর্ধন বাংলায় অবস্থিত; কিন্তু, বাংলাদেশে ৫১ পীঠের কাহিনী প্রচলিত। এই সমস্ত যুক্তি ছাড়াও অপর একটি কারণে মনে হয়, ইহার উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ নহে। এই গ্রন্থের পুঁথি বাংলাদেশে বিরল। 'দেবীভাগবতে' বর্ণিত আছে যে, কাশীতে সুবাহু রাজা সর্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন এবং কাশী হইতেই দুর্গাপূজা প্রদেশান্তরে বিস্তার লাভ করে।

১। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 'পুঙ্গীর পুত' এবং 'পুঙ্গীর ভাই' অদ্যাপি গালাগালিতে ব্যবহৃত হয়।

উক্ত যুক্তিগুলি বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বংলাদেশে এই গ্রন্থের উৎপত্তির সমর্থনে যুক্তিগুলিই সংখ্যায় অধিকতর। ডঃ হাজরা মনে করেন যে, গ্রন্থকার বাংলার শাক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই; তবে তিনি কাশীকে দেবীপূজকের শ্রেষ্ঠ স্থান বিবেচনা করিয়া সেখানেই বসতি স্থাপন করেন এবং 'দেবীভাগবত' রচনা করেন।

কালিকাপুরাণ[১]

রঘুনন্দন একটি 'দুষ্প্রাপ্য কালিকাপুরাণে'র উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। অধুনাপ্রাপ্ত 'কালিকাপুরাণ'টি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কে. এল্. বড়ুয়া মহাশয়ের মতে[২], ইহা কামরূপে ধর্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত হইয়াছিল। তীর্থনাথ শর্মা মহাশয় এই মতের সমর্থন করিয়াছেন[৩]। কিন্তু, ডঃ হাজবা কতক যুক্তির অকতারণা করিয়া প্রমাণ কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন[৪] যে, ইহা ধর্মপালের সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে কবিবার সঙ্গত কারণ নাই; ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতক অথবা একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহোদয়ের মতেও দশম শতকই ইহার সম্ভাব্য রচনাকাল[৫]।

এখানে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান প্রসঙ্গে কামরূপে রচিত গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু 'কামরূপ' এককলে একটি রাজ্যকে বুঝাইত; বর্তমান কালের পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইদানীং 'কামরূপ' মাত্র একটি জিলার নামে পর্যবসিত হইয়াছে।

১। ইহার সম্বন্ধে ডঃ হাজরার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, XXII, 1941, পৃঃ ১—২৩।

২। Early History of Kamarupa, পৃঃ ১৬৩—১৬৪।

৩। Indian Historical Quarterly, XXIII, 1947, পৃঃ ৩২২—২৬।

৪। দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরা-রচিত প্রবন্ধ—Bharatiya Vidya, XVI. No. 1, 1956, পৃঃ ৩৫-৪০।

৫। ভারতবর্ষ, ১৭শ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৭৭ পৃঃ।

বিভিন্নরূপে কালীর কীর্তিকলাপের ও কালীপূজার বর্ণনা উপলভ্যমান 'কালিকাপুরাণে'র[১] বিষয়বস্তু।

ইহার 'রুধিরাধ্যায়'[২] নামক একটি অধ্যায়ে কালীর উদ্দেশ্যে নরবলি ও পশুবলির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইহার একটি অধ্যায়ে রাজনীতির আলোচনাও দেখা যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' বিভিন্ন সঙ্করবর্ণের যে বিবরণ পাওয়া যায়, এই পুরাণের বর্ণ-বিবরণও প্রায় তদ্রূপ। এই উপবর্ণগুলি বাংলাদেশের সমাজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক বৈদ্যনামক একটি উপবর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈদ্য উপবর্ণ একমাত্র বাংলাদেশেই বিদ্যমান। এই পুরাণটি যে বাংলাদেশের রচনা তাহা আর একটি কারণেও মনে হয়। ইহাতে কৈবর্তগণের উদ্ভব সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলাদেশের কৈবর্ত-বিদ্রোহ একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা; অদ্যাপি কৈবর্ত উপবর্ণ বঙ্গসমাজে বিদ্যমান।

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র রচনাকাল অজ্ঞাত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন[৩] যে, বর্তমান গ্রন্থটি[৪] এই পুরাণের আদিম রূপ নহে। আদি 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' খুব সম্ভব খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল; বাঙালী পণ্ডিতগণ দশম শতক হইতে ইহার নবরূপায়ণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ষোড়শ শতকে ইহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে

১। বোম্বাইয়ের বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্ ও কলিকাতার বঙ্গবাসী প্রেস্ হইতে প্রকাশিত।

২। W. C, Blaquiere কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত—Asiatick Researches, Vol. 5 (4th ed., London, 1807)।

৩। ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, আষাঢ়, পৃঃ ৯৪-১০৪। Wilson মনে করেন যে, এই পুরাণ মুসলমান আক্রমণের পরে সংকলিত হইয়াছিল। (দ্রঃ Wilson; Essays, Vol. I, পৃঃ ১২০)।

৪। সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা।

স্মৃতিনিবন্ধকারগণ এই পুরাণ হইতে যে সমস্ত পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাদের অধিকাংশই বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। উক্ত নিবন্ধকারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও কাল খৃঃ ষোড়শ শতক। অতএব, ইহা মনে করা অসমীচীন নহে যে, ষোড়শ শতকের লেখকগণের নিকট বর্তমান রূপের 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' অজ্ঞাত ছিল।

দাক্ষিণাত্যের স্মৃতিকার দেবণভট্টের 'স্মৃতিচন্দ্রিকা'য় 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'[১]-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা দেবণভট্ট সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত স্বতন্ত্র কোন পুরাণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই পুরাণের বিষয়বস্তু চারিটি খণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও কৃষ্ণজন্মখণ্ড। এই গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণলীলা। কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করাই ছিল বোধ হয় সঙ্কলয়িতার প্রধান উদ্দেশ্য। নানা কাহিনীর সঙ্গে ইহাতে স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। স্মার্ত বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীলোকের কতব্য, দান, পূজা, কর্মবিপাক ও নরক, ব্রাহ্মণের মহিমাকীর্তন, ব্রত ইত্যাদি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনায় 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' অপরিহার্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ভাগবতপুরাণে' রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্মবৈবর্ত'পুরাণে রাধাকে কৃষ্ণের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রসস্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। একমাত্র এই পুরাণেই রাধার সহিত কৃষ্ণের যথারীতি বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে; ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পুরাণকার পরকীয়াতত্ত্বের সমর্থন করেন নাই। 'ভাগবতে' কৃষ্ণের শারদীয় রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু, ব্রহ্মবৈবর্তে' বসন্তকালীন রাসলীলার বর্ণনা আছে। এই পুরাণে কৃষ্ণপূজার শৃঙ্গারাত্মক মাধুর্যের দিকে অধিকতর জোর দেওয়া হইলেও ঐশ্বর্যের দিকটিও যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই পুরাণের উক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য

১। বঙ্কিমচন্দ্র 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'কে ব্যঙ্গ করিয়া 'কৈবর্তপুরাণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সনৎকুমার-সংহিতা[১]

'শিবপুরাণ' কয়েকটি 'সংহিতা'য় বিভক্ত; সংহিতাগুলির সংখ্যা আদিতে সম্ভবতঃ ছিল বার। 'শিবপুরাণ'এর বর্তমান দুইটি সংস্করণে সংহিতা-সংখ্যা বিভিন্ন। বঙ্গবাসী-সংস্করণে সংহিতা ছয়টি এবং বেঙ্কটেশ্বর-সংস্করণে সাতটি।

এই পুরাণের সংহিতাগুলির মধ্যে 'সনৎকুমারসংহিতা'টি নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়:—

(১) এই সংহিতার অধিকাংশ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বাংলাদেশে।

(২) বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ সর্বপ্রথম তাঁহাদের গ্রন্থে এই সংহিতার সাহায্য লইয়াছেন। একমাত্র হেমাদ্রি ছাড়া অপর কোন অবাঙালী স্মৃতিকার বোধ হয় ইহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

(৩) পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 'শিবপুরাণ'এ 'সনৎকুমার-সংহিতা' অংশটি নাই।

কতক যুক্তিবলে ডঃ হাজরা অনুমান করেন যে, মূলতঃ 'সনৎকুমার-সংহিতা'ই 'শিবপুরাণ' নামে অভিহিত ছিল, পরে এই পুরাণে অন্যান্য সংহিতা সংযোজিত হইয়াছিল।

'সনৎকুমার-সংহিতা'র রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের কোন সময়ে; ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ৫৯। জগৎসৃষ্টি, যোগমাহাত্ম্য, রুদ্রমাহাত্ম্য, লিঙ্গপূজা, তীর্থাদিকথন, দানমাহাত্ম্য, বায়ুনাড়িকাদিনিরূপণ, কাশীমাহাত্ম্য, বিপ্রমাহাত্ম্য—এই সংহিতার এইগুলিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত কতক উপপুরাণ বাংলা দেশে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'কল্কি-পুরাণ' অন্যতম; ইহার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পুঁথিসমূহের অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতর সীমা খৃঃ ১৮শ শতকের প্রারম্ভ। 'বৃহন্নারদীয়পুরাণে'র কয়েকটি শ্লোক বাংলাদেশে সুবিদিত

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Our Heritage, Vol. I, p. p. 59—61, 66—68,

এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে বহুল-প্রচলিত। এইরূপ দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

যস্য মাতা গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥ (১০।৪৪)
আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥ (১১।৯৩)

এই উপপুরাণটিও বাংলাদেশে রচিত হইয়া থাকিতে পারে; অবশ্য, এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তের অনুকূল কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। 'বৃহন্নারদীয়-পুরাণে'র রচনাকাল সম্ভবতঃ ৭৫০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দ। 'আঙ্গিরস উপ-পুরাণ' (আঃ ৯০০ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ) পশ্চিমবঙ্গে বা উড়িষ্যায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 'লঘুভাগবতপুরাণ' (আঃ ৮০০—১০০০ খৃষ্টাব্দ) সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

পুরাণসর্বস্ব

কুলধর নামক এক ব্যক্তি ছিলেন গৌড়দরবারে একজন কর্মচারী। তিনি জাতিতে ছিলেন বণিক্ এবং সুলতান তাঁহাকে প্রথমে 'সত্য খাঁ' ও পরে 'শুভরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবর্ধন পাঠক নামে এক ব্যক্তি দ্বারা তিনি পুরাণ ও স্মৃতিবিষয়ক একটি সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করাইয়াছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'পুরাণসর্বস্ব'[১], সংকলনকাল ১৩৯৬ শকাব্দ (=১৪৭৪—৭৫ খৃষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থ হইতে কুলধরের উক্ত পরিচয় ছাড়াও জানা যায় যে, তিনি ছিলেন গৌড়বাসী গজপতির পৌত্র ও পুরুষোত্তমের পুত্র।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের পুথির বিবরণে বলিয়াছেন যে, ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্যশাসনপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ হইতে শ্লোক সংকলিত হইয়াছে এবং উহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পুরাণের সারসংকলনস্বরূপ আরও কয়েকটি গ্রন্থ এই দেশে রচিত

১। Mitra : Notices, VI. 2068.

হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পুরাণসার'[১] ও 'পুরাণার্থপ্রকাশক'[২]-এর উল্লেখ করা যায়। 'পুরাণসার' নদীয়ার রাজা রুদ্র রায় কর্তৃক ১৭শ খৃষ্টাব্দে শ্লোকে রচিত; শ্লোকসংখ্যা ১৪,০০০ এরও অধিক। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান—বিশ্বসৃষ্টি, চতুর্দশ মনুর বিবরণ, পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের, বর্ণনা, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন বর্ণের কর্তব্য, বিষ্ণু, শিব ও দেবীর পূজা, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থের বর্ণনা, রত্নপরীক্ষা, পুরাণ উপপুরাণ সমূহের নাম ইত্যাদি।

'পুরাণার্থপ্রকাশক' রাধাকান্ত তর্কবাগীশ-রচিত। ষড়্দর্শন-মত, সৌরাদি-মাস, মেষাদিরাশি ও পুরাতন রাজবংশ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বর্ণনা ইহাতে আছে।

পুরাণের যে কয়খানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও পদ্ধতি বাঙালী-রচিত বলিয়া জানা যায়, উহাদের মধ্যে প্রধান গ্রন্থগুলির নাম, গ্রন্থকর্তার নামসহ, নিম্নে লিখিত হইল। এই তালিকা-বহির্ভূত বাঙালী রচিত বহু চণ্ডীটীকা ও ভাগবতব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়।

(গ্রন্থনাম বর্ণানুক্রমিক)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
চণ্ডীটীকা	পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর	পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত কুমিল্লাস্থিত রামমালা পাঠাগারের পুথিশালায় রক্ষিত। (দ্রঃ—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ৫৪)	ব্যাকরণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় দ্রষ্টব্য। এই টীকার একটি পুথির অনুলিপিকাল ১৭১৫ শকাব্দ (= ১৭৯৩ খৃঃ)।
তত্ত্বপ্রকাশিকা (মার্কণ্ডেয় চণ্ডীটীকা)	গোপাল চক্রবর্তী	ব. সা. প. ৭৭৫, ১৫০০।	

১। ঐ, IX. 3310.

২। ঐ, II. 537.

তত্ত্বসার	রাধামোহন শর্মা	Mitra : Notices, II. 668.	'ভাগবতে'র সারার্থ।
নন্দিকেশ্বর-পুরাণদর্শিতা দুর্গাপূজাপদ্ধতি	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি	ব. সা. প. ১৭০৫।	অলঙ্কার প্রসঙ্গে যে রামনাথের নাম পাওয়া যায়, ইনি সম্ভবতঃ তাঁহাব সহিত অভিন্ন। (অলঙ্কারপ্রসঙ্গ ।
ভাগবত-দশম-স্কন্ধকতিপয়-শ্লোকবিচার	চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য	Sastri : Notices I. 258.	
ভাগবত-ব্যাখ্যালেশ	গোপাল চক্রবর্তী	ঐ, I. 259.	
ভাগবতটীকা	শ্রীনাথ চক্রবর্তী		
ভাগবতবিচার	গঙ্গাধর কবিরাজ (ইঁহার পরিচয় বৈদ্যকশাস্ত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)		ইহাতে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'ভাগবত'কে মহাপুরাণ বলা যায় না।

ভাবার্থদীপিকা-দীপন (শ্রীধর-স্বামীর 'ভাগবত টীকা'র ব্যাখ্যা —দ্বিতীয় স্কন্ধীয়)	রাধারমণ দাস	ব. সা. প. ১৪৫৫।	
ঐ (তৃতীয় স্কন্ধীয়)	ঐ	ঐ, ১৪৫৬।	
ঐ (পঞ্চম স্কন্ধীয়)	ঐ	ঐ, ১৪৫৭।	
শ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যা	রঘুনাথ চক্রবর্তী	ক. বি. ৫৩৫।	আদ্যশ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা শ্রীধরীয় শ্রুতি-স্তুতির ব্যাখ্যা।
সারার্থদর্শিনী	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ক. বি. ২২৪।	ভাগবতটীকা।
সুবোধিনী	মাধবানন্দ চক্রবর্তী	Sastri : Notices, IV. 125.	

পুরাণে বাঙালীর কীর্তির আলোচনায় ভট্টপল্লী-নিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। পুরাণবিষয়ে তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই বটে; কিন্তু, অধিকাংশ পুরাণ উপপুরাণের মূল পুথি হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গানুবাদসহ উহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া[১] তিনি বাঙালীর পুরাণপাঠের পথ সুগম করিয়াছেন এবং কতক মূল পুরাণকে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে স্মৃতির দিবালোকে স্থাপন করিয়াছেন। শুধু পুরাণেই নহে, অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার কীর্তি স্মরণীয়। 'মহাভারত' ও 'রামায়ণে'র সংস্করণ এবং

১। বঙ্গবাসী-সংস্করণ।

বঙ্গানুবাদ ছাড়াও তিনি কোন কোন দর্শনগ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সংস্কৃতে রচনা করিয়া গিয়াছেন। দর্শনপ্রসঙ্গে উহাদের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি কতক স্মৃতিগ্রন্থের এবং তন্ত্রের সংস্করণ ও বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। একটি সংস্কৃত নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন।

৯

ব্যাকরণ

বর্তমান যুগে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় পাণিনির ব্যাকরণ যে সোৎসাহে আলোচিত হইত, তাহার প্রমাণ বাঙালী-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী'-অনুসারী ব্যাকরণ ও 'অষ্টাধ্যায়ী'র টীকাটিপ্পনী। পালযুগের বৈয়াকরণ বিমলমতির বাঙালীত্ব সম্বন্ধে অনেক সন্দিহান। 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের নামাঙ্কিত 'শতশ্লোকী' নামক বৈদ্যকগ্রন্থে প্রাপ্ত পরিচয় হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে বোপদেব বগুড়া জিলার মহাস্থান নগরনিবাসী বৈদ্য ছিলেন। কিন্তু, তদীয় নামের সহিত যুক্ত 'মুক্তাফল' ও 'হরিলীলাবিবরণ' নামক গ্রন্থ দুইটি হইতে মনে হয়, বোপদেব দেবগিরির যাদবরাজ মহাদেবের (খৃঃ ১৩শ শতক) মন্ত্রী হেমাদ্রির আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত শরণদেব 'দুর্ঘটবৃত্তি' নামক বৈয়াকরণ গ্রন্থের প্রণেতা কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু, সুপ্রসিদ্ধ 'চান্দ্রব্যাকরণ'কার চন্দ্রগোমী যে বাঙালী ছিলেন তাহা সংশয়াতীত। অপর যে সকল বৈয়াকরণকে বাঙালী বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক 'চান্দ্রব্যাকরণে'র জন্য বাংলাদেশ এই শাস্ত্রে গর্ব করিতে পারে।

বাংলাদেশে ব্যাকরণচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ বাঙালী বৈয়াকরণই বৌদ্ধ এবং, সম্ভবতঃ এই কারণে, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। চন্দ্রগোমী ও জিনেন্দ্র পালযুগের লেখক। সুতরাং, তাঁহাদের বৌদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, পুরুষোত্তমদেব যদি লক্ষ্মণসেনের সমকালীন হইয়া থাকেন তাহা হইলে হিন্দু

রাজার আদেশে বৌদ্ধ পণ্ডিত কর্তৃক ব্যাকরণপ্রণয়ন একটু অদ্ভুত মনে হয়। তবে সেনরাজগণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না বলিয়া ইহা অসম্ভব নহে।

ক্রমদীশ্বর

'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীশ্বর, কাহারও কাহারও মতে, বাঙালী ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার বাঙালীত্বের নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ নাই। উক্ত গ্রন্থের অষ্টম পাদের অন্তে গ্রন্থকারের যে আত্মপরিচয় আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি পূর্বগ্রামনিবাসী ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, 'পূর্বগ্রাম' শব্দে তিনি পূর্ববঙ্গের কোন 'গ্রামকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, 'পূর্বগ্রাম' দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ছিল[১]।

'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের সঙ্গে মহারাজাধিরাজ জুমর নন্দীর নাম যুক্ত; কখনও কখনও এই গ্রন্থকে 'জৌমর ব্যাকরণ' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই ব্যাকরণের উপর জুমর-রচিত বৃত্তির নাম 'রসবতী'। জুমর নন্দীর জীবনকাল খৃঃ পঞ্চদশ শতকে বলিয়া বিবেচিত হয়। গোয়ীচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি 'সংক্ষিপ্তসারে'র একখানি টীকা রচনা করেন; তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, যদিও এ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত প্রমাণ নাই। গোয়ী-চন্দ্রের টীকার উপরেও বহু টীকা[২] রচিত হইয়াছিল। গোয়ীচন্দ্রের টীকাকার-গণের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য বংশীবদন ও নরনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন।

'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণটি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরই সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পাণিনির কয়েকটি কঠিন সূত্র বর্জিত হইয়াছে। গ্রন্থটি সন্ধি, তিঙন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিত, কারক, সুবন্ত ও সমাস—এই সাতটি পাদে বিভক্ত। ইহার অষ্টম পাদটি প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে রচিত; ইহা সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণের অধিকাংশ উদাহরণ 'ভট্টিকাব্য' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১। এই সম্বন্ধে Indian Culture পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। এই টীকাকারগণের নাম নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে (দ্রঃ Indian Culture, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১)।

চন্দ্রগোমী[1]

ইনি প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইঁহার জন্ম হইয়াছিল উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে। এই সংবাদ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের গ্রন্থ ও চন্দ্রগোমি-রচিত 'মনোহরকল্প' নামক স্তোত্র হইতে জানা যায়। তাহা ছাড়া, তিব্বতী 'পাগ-সাম-জোন্-জাং' গ্রন্থের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি কোন কারণে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিব্বতী 'তেঙ্গুরে' তালিকাভুক্ত এক গ্রন্থে তাঁহাকে, সম্ভবতঃ এই কারণেই, 'দ্বৈপ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'তেঙ্গুরে' চন্দ্রগোমি-রচিত 'আর্যতারাদেবীস্তোত্রমুক্তিকামালা' নামক গ্রন্থের অনুবাদে তাঁহার অমরচন্দ্র নামও দেখা যায়। তিব্বতদেশীয় ঐতিহ্য এই যে, চন্দ্রগোমী নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণ এবং কাব্য ছাড়াও তিনি নাকি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক বজ্রযান সাধনা বিষয়ে ৩৬টি গ্রন্থ এবং তারা ও মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে কয়েকটি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার নামের অন্ত্যভাগ 'গোমিন্' হইতে বুঝা যায়, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। তদীয় ব্যাকরণের স্বরচিত বৃত্তির প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে সর্বজ্ঞ-স্তুতিও তাঁহার বৌদ্ধত্বের অপর একটি প্রমাণ। তিব্বতীয় ঐতিহ্য হইতেই জানা যায় যে, চন্দ্রগোমী নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নালন্দায় নাকি বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী চন্দ্র-কীর্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। চন্দ্রগোমী নালন্দার আচার্যপদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি কিনা ইহা পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের বিষয়। কেহ কেহ মনে করেন, একই নামে একজন প্রাচীন ও একজন অর্বাচীন পণ্ডিত ছিলেন। কালক্রমে উভয় ব্যক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমীর কাল সংশয়াতীত নহে। কতক বাহ্যিক

১। ইঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের জন্য 'কাব্য' ও 'নাট্যসাহিত্য' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রমাণের (external evidence) বলে তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে শুধু একটা অনুমান করা চলে। ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়ে' এবং কল্‌হণের 'রাজ-তরঙ্গিণী'তে চন্দ্রাচার্য নামক এক বৈয়াকরণ ও তাঁহার ব্যাকরণ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, চন্দ্রাচার্য ও চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি। পাণিনির ব্যাকরণের বামন-জয়াদিত্য কর্তৃক রচিত 'কাশিকা' টীকায় চন্দ্র-গোমীর ৩৫টি সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; অবশ্য, চন্দ্রগোমীর নামোল্লেখ করা হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, মনে করা হয় যে, চন্দ্রগোমী সম্ভবতঃ সপ্তম শতক বা তাহার পূর্বেই জীবিত ছিলেন। 'চান্দ্রব্যাকরণে'র একটি সূত্রের বৃত্তিতে গুপ্তরাজ কর্তৃক হূণ-বিজয়ের উল্লেখ আছে। ইহাকে কেহ কেহ চন্দ্রগোমীর সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া থাকেন।

চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ 'চান্দ্রব্যাকরণ'[১] নামে সুপ্রসিদ্ধ। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'কে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া একটি ব্যাকরণ রচনা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। পাণিনির আটটি অধ্যায়ের স্থলে চন্দ্র ছয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পাণিনির প্রায় ৪,০০০ সূত্রের স্থলে 'চান্দ্রব্যাকরণে'র সূত্র-সংখ্যা ৩,১০০। 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক ব্যাকরণ ও স্বরপ্রক্রিয়াকে চন্দ্রগোমী বর্জন করিয়াছেন। পাণিনির প্রত্যাহারসমূহের মধ্যে একটি তিনি গ্রহণ করেন নাই এবং পাণিনির কয়েকটি প্রত্যাহারের স্থলে নিজে প্রত্যাহার উদ্ভাবন করিয়াছেন। পাণিনির কোন কোন সূত্রকে উচ্চারণ-সৌকর্যের উদ্দেশ্যে তিনি পরিবর্তিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, 'কাশিকা'-ধৃত উল্লিখিত সূত্র-গুলিই চন্দ্রগোমীর মৌলিক রচনা। 'চান্দ্রব্যাকরণ' অনেক সময়ে 'অসংজ্ঞক' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই ব্যাকরণে পৃথক্‌ভাবে সংজ্ঞা-বিধায়ক সূত্র নাই। পাণিনি-প্রযুক্ত 'সংজ্ঞা' শব্দটির পরিবর্তে চন্দ্র 'নামন্' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াও 'চান্দ্র-ব্যাকরণে'র ঈদৃশ আখ্যা হইয়া থাকিতে পারে।

উল্লিখিত ছয়টি অধ্যায় ছাড়াও, 'চান্দ্রব্যাকরণে' উণাদি সূত্র, ধাতুপাঠ,

১। সং Bruno Liebich, Leipzig, 1902.

লিঙ্গানুশাসন, উপসর্গবৃত্তি ও বর্ণসূত্র প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উনাদি-প্রক্রিয়া পাণিনির উণাদিপ্রক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। চান্দ্র-ধাতুপাঠ পরবর্তী কালে কাতন্ত্র ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছিল। উপসর্গবৃত্তি একমাত্র তিব্বতীয় অনুবাদে পাওয়া যায়। বর্ণসূত্র পাণিনীয় শিক্ষার অনুরূপ।

এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কালক্রমে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত হওয়ায় কেবল বৌদ্ধগণের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ পাণিনির প্রভাব তৎকালে এত গভীর ছিল যে, সমাজে অন্য ব্যাকরণের প্রতি জন সাধারণ স্বভাবতঃই হতাদর হইয়াছিল; 'চান্দ্রব্যাকরণ' কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত পাণিনীয় পদ্ধতির বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু, সিংহল বৌদ্ধপ্রধান হইলেও এই ব্যাকরণের প্রতি সিংহলী বৌদ্ধগণ অনুরক্ত ছিলেন না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, কাশ্যপ নামক জনৈক বৌদ্ধ 'চান্দ্রব্যাকরণে'র 'বালাববোধ' নামক একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন; ইহা অতিশয় জনপ্রিয় হওয়ায় মূল 'চান্দ্রব্যাকরণ' জনসাধারণ আলোচনা করিত না।

'ন্যায়সিদ্ধ্যালোক' নামে একটি তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থও চন্দ্রগোমি-রচিত বলিয়া জানা যায়।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি ও মৈত্রেয়রক্ষিত[১]

জিনেন্দ্র বাঙালী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন[২]। বিখ্যাত আলঙ্কারিক ভামহ (খৃঃ ৭ম শতকের শেষপাদ হইতে ৮ম শতকের মধ্যভাগ) তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, জিনেন্দ্র খৃঃ ৮ম শতকের মধ্যভাগের পরবর্তী হইতে পারেন না। তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন, 'জিনেন্দ্র' নামই তাহার সাক্ষী। তাহা ছাড়া, 'বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য' বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন পুঁথিতে তাঁহাকে 'স্থবিররাজেন্দ্র' আখ্যা দেওয়া

১। মৈত্রেয় রক্ষিতের পরিচয় ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য K. C Sastri মহাশয়ের প্রবন্ধ, 'Our Heritage, vol. IV, pt. 1, pp 89-98.

২। দ্রঃ—দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ, Sir Asutosh Comm. vol. III, pt. I.

হইয়াছে। তৎকৃত 'ধাতুপ্রদীপে'র প্রারম্ভে মঞ্জুঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও তাঁহার বৌদ্ধত্বের ইঙ্গিত দেয়।

জিনেন্দ্র 'অষ্টাধ্যায়ী'র 'কাশিকা' নামক টীকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'কাশিকা-বিবরণপঞ্জিকা'[১] নামক গ্রন্থে; ইহাই 'ন্যাস' নামে সমধিক পরিচিত।

জিনেন্দ্রের গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন মৈত্রেয়রক্ষিত। এই টীকার নাম 'তন্ত্রপ্রদীপ'। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ কোন পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু, ইহার উপলভ্যমান অংশ হইতেই ব্যাকরণে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মৈত্রেয় 'ধাতুপ্রদীপ' নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পাণিনির ধাতুপাঠ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থের উপর 'ধাতুপ্রদীপটীকা' নামক একটি টীকা আছে। সায়ণাচার্য (খৃঃ ১৪শ শতক) 'মাধবীয়ধাতুবৃত্তি'তে মৈত্রেয়রক্ষিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে রক্ষিতের গ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হয়। পুরুষোত্তমদেব (খৃষ্টীয় ১২শ শতক) 'ললিতবৃত্তি' ও 'জ্ঞাপকসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে মৈত্রেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, মৈত্রেয়ের জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক। মৈত্রেয় স্বয়ং 'মহাভাষ্যে'র টীকাকার কজ্জটের (=কৈয়ট) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈয়টের কাল খৃঃ একাদশ শতকের পূর্বভাগে; ইহাই রক্ষিতের কালের ঊর্ধ্বতর সীমারেখা।

মৈত্রেয় রক্ষিত কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু, কতক যুক্তিবলে তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গ্রন্থের উপলভ্যমান সকল পুথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 'তন্ত্রপ্রদীপে'র একখানি পুথিও বাংলাদেশের বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই।

পুরুষোত্তমদেব

ইনি কোন্ প্রদেশের লোক ছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে নির্ধারণ করা যায় না। ইঁহার রচিত 'ভাষাবৃত্তি'র টীকাকার সৃষ্টিধর বলিয়াছেন যে, পুরুষোত্তমদেব

১। সং শ্রীশ চক্রবর্তী, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯১৩।

লক্ষ্মণসেনের আদেশে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা হইতে পুরুষোত্তমকে বাঙালী বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলিও এই অনুমানের অনুকূল—

(১) বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এর মধ্যে 'ভাষাবৃত্তি'তে কোন পার্থক্য করা হয় নাই; বাঙালী লেখকগণের ইহা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(২) পাণিনির ২।২।২৪ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিতে পুরুষোত্তম 'লেখকো নাস্তিদোষকঃ' কথাটি লিখিয়াছেন; বাঙালী লিপিকারগণের মধ্যে এই কথাটি বহুলপ্রচলিত।

(৩) পাণিণির ৬।২।১১০ সংখ্যক সূত্রের ব্যখ্যায় 'পদ্মাবতী' নদীর উল্লেখ; এই নদী বাংলাদেশের পদ্মানদী বলিয়াই মনে হয়।

সৃষ্টিধরের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হইলে পুরুষোত্তম বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক, অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক। সর্বানন্দ ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তমের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ একই শতকের গোয়ীচন্দ্র 'সংক্ষিপ্তসারে'র টীকায় 'ভাষাবৃত্তি'র অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'ভাষাবৃত্তি'র প্রারম্ভিক শ্লোকে পুরুষোত্তম বুদ্ধদেবের বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন উদাহরণে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে, মনে হয়, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ।

'হারাবলী' ও 'ত্রিকাণ্ডশেষ' প্রভৃতি অভিধান, 'গণবৃত্তি', 'পরিভাষাবৃত্তি' নামক ব্যাকরণগ্রন্থ, 'সুভাষিতমুক্তাবলী' নামক কোশকাব্য এবং 'বিষ্ণুভক্তি-কল্পলতা' নামক স্তোত্র পুরুষোত্তমের নামাঙ্কিত। কিন্তু, এই পুরুষোত্তম ও 'ভাষাবৃত্তি'কার অভিন্ন কিনা সেই বিষয়ে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই।

পুরুষোত্তমের 'ভাষাবৃত্তি'[১] পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র টীকা। পুরুষোত্তম 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশের বৃত্তি রচনা করেন নাই। সংক্ষেপ ও সহজ-বোধ্যতা 'ভাষাবৃত্তি'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ইহার উপর 'ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি' নামক একটি টীকা সৃষ্টিধর রচনা করেন।

১। সং (ক) শ্রীশ চক্রবর্তী, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯১৮,

(খ) Bibliotheca Indica, New Series, No. 1318, কলিকাতা, ১৯১২ (সৃষ্টিধরের ব্যাখ্যা সহ)।

শরণ

ইঁহার পরিচয় বিবিধ কাব্যপ্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

জয়দেব ইঁহার সম্বন্ধে 'শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে:' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, 'দুর্ঘটবৃত্তি'কার শরণদেব ও ইনি অভিন্ন ব্যক্তি। 'দুর্ঘটবৃত্তি' একটি ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থ; ইহাতে যে সমস্ত প্রয়োগ অপাণিনীয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই প্রয়োগগুলির শুদ্ধি বিচার করা হইয়াছে।

রূপগোস্বামী

দূতকাব্যপ্রসঙ্গে ইঁহার পরিচয় ও জীবনকাল লিখিত হইয়াছে।

রূপগোস্বামী 'সংক্ষেপ-(বা লঘু-) হরিনামামৃতব্যাকরণ' নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন[১]। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলি রাধাকৃষ্ণের বা কৃষ্ণলীলার নামাঙ্কিত; অধিকাংশ সূত্রে বিষ্ণুর বা তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেবদেবীর নাম আছে। কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল। প্রথম সূত্রটি এই—'নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রম:'। সংজ্ঞা-প্রকরণের আদি সূত্র—'তত্রাদৌ চতুর্দশ সর্বেশ্বরা:'; অর্থাৎ, পাণিনির 'অচ্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত স্বরগুলির নাম সর্বেশ্বর। ঐ প্রকরণের দ্বিতীয় সূত্র—'দশ দশাবতারা:'; পাণিনির 'অক্' প্রত্যাহারে যে সবর্ণগুলিকে বুঝান হইয়াছে, উহাদের নাম দশাবতার। ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝাইতে 'বিষ্ণুজন' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—'কাদয়ো বিষ্ণুজনা:'। সর্বেশ্বর-(=স্বর) সন্ধি

১। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যাকরণ, সনাতন গোস্বামী কর্তৃক রচিত। (দ্র:—শ্রীশ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণম্, সং পুরীদাস, পরিশিষ্ট পৃ: ১ এবং 'হরিনামামৃতম্', মুর্শিদাবাদ সংস্করণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, বিজ্ঞাপন ও 'বালতোষিণী' টীকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ :—

"....সনাতনগোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ....জীবগোস্বামিনামা গ্রন্থকার:...,. হরিনামামৃতাখ্য-বৈষ্ণবব্যাকারণমারভমাণ:..·..·।"

সুশীল দে মহাশয় মনে করেন যে, এই ব্যাকরণখানি জীবগোস্বামি-রচিত এবং ইহা 'বৃহৎ' ও 'লঘু' এই দুই আকারে প্রচলিত ছিল। (দ্র:—Early Hist. of Vaisnava Faith ইত্যাদি গ্রন্থ (১৯৪২), পৃ: ১১৬।

প্রকরণের প্রথম সূত্রটি এই—'দশাবতার একাত্মকে মিলিত্বা ত্রিবিক্রমঃ'; দশাবতার অর্থাৎ সবর্ণগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিবিক্রম অর্থাৎ দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়। উদাহরণ আছে—কৃষ্ণাগ্রে, হরি হরীতি বিষ্ণূদয় ইত্যাদি।

এই ব্যাকরণ প্রণয়নে গ্রন্থকারের কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় আছে বটে; কিন্তু, 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাকরণগুলির তুলনায় ইহাতে ব্যাকরণশিক্ষাপদ্ধতিতে কোন অভিনবত্ব নাই। ব্যাকরণ শিক্ষা ও পবিত্র-নামসংকীর্তন[১]—এই উভয় উদ্দেশ্যের যুগপৎ সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ণবগণের হিতার্থে ইহা রচিত হইয়াছিল।

জীবগোস্বামী

ইঁহার জীবনী বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত ব্যাকরণের ন্যায় জীবগোস্বামীও 'হরিনামামৃত'[২] নামক একটি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থটি পূর্বগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহত্তর। সম্ভবতঃ পূর্বগ্রন্থের ন্যূনতা-পূরণই ছিল জীবের উদ্দেশ্য।

ইনি স্ব-রচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্টস্বরূপ 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুসূত্র-মালিকা' (?) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

ইনি রত্নাকরের পৌত্র ও শ্রীকান্তের পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন ভট্টিকাব্যের টীকাশেষে। ইঁহার জন্মকাল নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নাই; খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ হইতে কলাপব্যাকরণসংক্রান্ত অনেক গ্রন্থের লেখকই বিদ্যাসাগরের মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। এই সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে:—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।২।১৪।

২। সং—(ক) পুরীদাস, ১৯৪৭, (খ) "বালতোষিণী" টীকা সহ—গোপীচরণ দাস (২য় সংস্করণ—ব্রজনাথ মিশ্র, মুর্শিদাবাদ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)।

পুণ্ডরীকাক্ষ নানাবিষয়েই গ্রন্থ[১] রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) কাতন্ত্রপ্রদীপ—দুর্গসিংহ-রচিত 'কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা'র ব্যাখ্যা। ইহার অংশ-বিশেষ মুদ্রিত হইয়াছে[২] এবং কতক অংশের পুথির বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩]

(২) ন্যাসটীকা,
(৩) কারককৌমুদী
(৪) তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ
} এই তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ 'কাতন্ত্রপ্রদীপে' আছে।[৪]

(৫) কাতন্ত্রপরিশিষ্টটীকা।[৫]

বলরাম পঞ্চানন

ইঁহার নাম ও উপাধি হইতে মনে হয়, ইনি ছিলেন বাঙালী। কিন্তু, ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

'প্রবোধপ্রকাশ'[৬] নামক একটি ব্যাকরণগ্রন্থ বলরাম-রচিত। ইহা একখানি শৈব ব্যাকরণ। ইহাতে স্বরবর্ণের নাম 'শিব' ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহকে অভিহিত করা হইয়াছে 'শক্তি' নামে।

'ধাতুপ্রকাশ' নামক একটি ধাতুপাঠও বলরামের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়।

১। অলঙ্কার-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। গুরুনাথ বিদ্যানিধির কলাপব্যাকরণের সংস্করণ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ ও ৪৩৪৮ সংখ্যক পুথি।

৪। 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ৫৫। 'তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ' সম্ভবতঃ ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ।

৫। (ক) আংশিকভাবে মুদ্রিত (গুরুনাথ বিদ্যানিধির ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্' নামক গ্রন্থে)।

(খ) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি—Eggeling : India Office Cat., p. 769.

৬। দ্রঃ—Belvalkar : Systems of Sanskrit Grammar, p. 114. পুথির জন্য দ্রষ্টব্য I. O. II. 911.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০ ১৮৯১)

এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের পরিচয় বাংলাদেশে নূতন করিয়া দেওয়ার নহে। ইনি মৌলিক কোন ব্যাকরণ রচনা না করিয়া গেলেও পাণিনির ব্যাকরণ পাঠের পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'[১] না থাকিলে 'অষ্টাধ্যায়ী'র চর্চা অন্ততঃ বাংলাদেশ বোধ হয় অনেক পূর্বেই লুপ্ত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাণিনির সূত্রগুলিকে সহজভাবে উপস্থাপিত করিয়া শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পাণিনির একটি দীর্ঘসূত্রের স্থলে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সূত্র তিনি রচনা করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে পূর্বাচার্যগণের সংজ্ঞা বুঝাইতে পাণিনি কোন সূত্র রচনা করেন নাই। এইরূপ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংজ্ঞাবোধক সূত্র রচনা করিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) পাণিনির দুর্বোধ্য সূত্রের পরিবর্তে সহজ সূত্র

'পঞ্চমী বিভক্তে' স্থলে 'নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে' 'বোপসর্জনস্য' স্থলে 'সহঃ সো বিভাষা'।[২]

(৩) দীর্ঘসূত্রের সংক্ষেপ

'প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা' স্থলে 'অভিধেয়মাত্রে প্রথমা' এবং 'কর্তরি'।

(৩) সংজ্ঞাবোধক সূত্র

পাণিনি কারকের সংজ্ঞাবোধক কোন সূত্র রচনা করেন নাই। এই শব্দ বুঝাইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিলেন—ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্। পাণিনি সমাসের কোন সংজ্ঞা দেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাস বুঝাইতে বলিলেন—একপদীভাবঃ সমাসঃ।

১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১ম ভাগ, ১৮৫৩, ২য় ভাগ, ১৮৫৩, ৩য় ভাগ, ১৮৫৪ ; ৪র্থ ভাগ, ১৮৬২।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'উপক্রমণিকা' (কলিকাতা, সম্বৎ ১৯০৮ (সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর জন্য বাংলায় রচিত।

'ব্যাকরণকৌমুদী' চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সংজ্ঞা, পরিভাষা, সন্ধি, শব্দরূপ, লিঙ্গপ্রকরণ ও বিবিধ বিষয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে তিঙন্তপ্রকরণ, সনন্তাদি প্রক্রিয়া, আত্মনেপদ পরস্মৈপদ বিধান, বাচ্য, কৃৎ-প্রকরণ এবং চতুর্থ খণ্ডে কারক, বিভক্তি, সমাস, তদ্ধিত, স্ত্রীপ্রত্যয় ইত্যাদি।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

ইনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত সেরপুরনগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। ইঁহার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ ও ব্রহ্মময়ী। কলিকাতার সরকারী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ইনি অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি আছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যাকরণগ্রন্থের নাম 'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া'[১]। ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের নিজের উক্তি[২] নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> "কাতন্ত্রে ছান্দসক্রিয়ায়া উপেক্ষিতত্বাৎ কাতন্ত্রানুসারিণী কাতন্ত্রছন্দঃ-প্রক্রিয়েয়মস্মাভির্বিরচিতা। ঔণাদিকা অপি ছান্দসাঃ শব্দা ব্যুৎপাদিতাঃ।..... ..। সূত্রং বৃত্তিশ্চোভয়মপি ময়ৈব ব্যরচি।'[২]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও বাঙালী-রচিত অপর কতক ব্যাকরণগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্তসার ও টীকাটিপ্পনী। এই জাতীয় প্রধান প্রধান প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম, উহাদের রচয়িতার নামসহ, নিম্নে লিখিত হইল।

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৬।

২। 'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া'র অনুক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

[গ্রন্থনাম বর্ণানুক্রমিক]

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
অব্যয়বিবেক	তারাপদ চৌধুরী		পাটনায় প্রকাশিত, সংবৎ ২০০২।
অষ্টমঙ্গলা (দুর্গসিংহের বৃত্তির অষ্টম-পাদের টীকা)	রামকিশোর চক্রবর্তী	Sastri : Notices, I. 17	
আশুবোধব্যাকরণ	তারানাথ তর্কবাচস্পতি		'অষ্টাধ্যায়ী' অবলম্বনে রচিত।
উপসর্গবৃত্তি	ভরতমল্লিক	Sastri : Notices, II. 23	
কবিরাজ	সুষেণচার্য		কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা-টিপ্পনী।
কলাপসার	রামকুমার ন্যায়ভূষণ	Sastri : Notices, I. 44	গ্রন্থকারের পরিচয়—বন্দ্যবংশজ রামগতি বাচস্পতি-সুত।
কলাপতত্ত্বার্ণব	রঘুনন্দনাচার্য শিরোমণি	I. O 759 Mitra : Notices, VII. p. 101	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
কলাপতত্ত্ববোধিনী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)	রামচন্দ্র	Sastri : Notices, I. 41-43	গ্রন্থকারের পরিচয়—শিবপুরতপাকীয় উত্তরচাইবগ্রাম-নিবাসিকাঞ্জীকুল-সমুদ্ভবরহরিহরাত্মজ।
কাতন্ত্রবৃত্তি, কাতন্ত্রপরিশিষ্ট	শ্রীপতিদত্ত		ইনি কি বাঙালী ?
কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা	ত্রিলোচন দাস	ব.সা.প. ২৫৭ (ক)-(গ), ১২৮০, ১২৮৮	
কাতন্ত্ররহস্য	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি		রামনাথ-রচিত এই গ্রন্থ ও অন্যান্য ব্যাকরণ-গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ১৭৪। ইঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় অলঙ্কার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
কাতন্ত্রচন্দ্রিকা বা কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-চন্দ্রিকা	রামদাস চক্রবর্তী	Sastri : Notices, I. 48	
কাত্যায়নবার্তিক-ব্যাখ্যা	গঙ্গাধর কবিরাজ		

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
কারকচক্র	ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	ব.সা.প. ২৯৪ সংখ্যক পুথি।	
কারকরহস্য	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি		
কারকোল্লাস	ভরতমল্লিক	প্রকাশিত, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ (কলিকাতা), সংখ্যা ৮।	
কৃৎপাদবিবরণ	রঘুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়	Sastri : Notices, II 39	
কৃন্মঞ্জরী	শিবরাম দাসশর্মা	এ. সো. ভি ৪৪০২	গ্রন্থকার গোপীরমণ চক্রবর্তীর পুত্র।
কৌমারব্যাকরণ-টীকা	গঙ্গাধর কবিরাজ		
গণপাঠ	গঙ্গাধর কবিরাজ	Sastri : Notices, 247	'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ অনুসারে রচিত।
গণমার্তণ্ড	নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন	I.O. 839	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
চাঙ্গুবৃত্তি	চাঙ্গুদাস	এ. সো. জি ১৭৫১, ৮৯২৩, ৫৫৭৬ বি	গ্রন্থকার বৈদ্য। গ্রন্থটিকে বলা হইয়াছে, 'বৈয়াকরণ-জীবাতু'; ইহাতে ৬০টি কারিকায় ব্যাকরণের পরিভাষা ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে।
চৈতন্যামৃত	কবিকর্ণপূর		এই গ্রন্থের রচয়িতা কবিকর্ণপূর কিনা তাহার সংশয়াতীত প্রমাণ নাই।
ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন	গঙ্গাধর কবিরাজ		
ত্রিসূত্রব্যাকরণ	গঙ্গাধর কবিরাজ		
দশলকারার্থ-বিচার	ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	ক. বি. ৬২৩	
দ্রুতবোধব্যাকরণ	ভরতসেন	ব. সা. প. ৮৮১; I. O. 907 (490)	শেষোক্ত পুথিতে 'দ্রুতবোধিনী' নামক ভরতের স্বরচিত একটি টীকা আছে। এই গ্রন্থে তিনটি প্রকরণ আছে—সন্ধি ও সুপ্‌প্রকরণ, তিঙন্ত প্রকরণ, কৃৎপ্রকরণ। এই ব্যাকরণ রচনার ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য এ. সো. পুথির তালিকা, ষষ্ঠ খণ্ড, Preface, p CXIV.

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
ধাতুপ্রবোধ	কালিদাস চক্রবর্তী	Sastri : Notices, II. 109	
ধাতুচন্দ্রিকা	কবিচন্দ্র		ইঁহার পরিচয় অলঙ্কার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। স্বীয় 'কাব্যচন্দ্রিকা'য় ইনি এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।
ধাতুচিন্তামণি-টীকা	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি		
ধাতুমালা	ষষ্ঠীদাস বিশারদ	Sastri : Notices, I. 198	গ্রন্থকারের পরিচয়—বৈদিক ব্রাহ্মণ, জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের পুত্র।
ধাতুরত্নাকর	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ক. বি. ৫০২	পদ্যে রচিত। লিপিকাল—১৬৭১ শকাব্দ (=১৭৪৯ খৃঃ)।
ধাতুরত্নাবলী	রাধাকৃষ্ণ শর্মা	1. 0. 840	
পরিশিষ্টপ্রবোধ	গোপীনাথ তর্কাচার্য্য	Sastri : Notices, I 224 এ. সো। মি ৪৫২৫, ৩৮৯৭, ১৬১৩, ১৬১৪	শ্রীপতিদত্তের 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টে'র ব্যাখ্যা।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
পরিশেষ-সিদ্ধান্ত-রত্নাকর	শিবরাম চক্রবর্তী	এ. সো. জি ৩৪৪৯	কাতন্ত্রের টীকা
প্রয়োগোত্তম-রত্নমালা বা প্রয়োগরত্নমালা	পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য	Mitra : Notices, V. 1819, VII. 2273 ব. সা. প. ৬১০-৬১৬	পাণিনির সংক্ষিপ্ত-সার। সন্ধিপ্রকরণ হইতে কৃৎ প্রকরণ পর্যন্ত পদসমূহের প্রয়োগকথন। মণিপুররাজ মল্লদেবের আদেশে রচিত।
বর্ণবিবেকটীকা	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি		
বর্ণপ্রকাশ	কর্ণপূর গোস্বামী	Sastri : Notices, I. 328.	
বাক্যগোবিন্দ	রামেশ্বর সেন	Sastri : Notices, II. 184	
বাক্যতত্ত্ব	সিদ্ধান্ত পঞ্চানন	Mitra : Notices : I. 296	
বালবোধিনী	দামোদর কবিভূষণ	Mitra : Notices, IX. 2929	কারক সমূহের দার্শনিক আলোচনা ও প্রয়োগ ইহার বিষয়বস্তু।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
বিভক্তিতত্ত্ব	রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী	Sastri: Notices, I. 333	
ব্যাকরণকৌমুদী	বলদেব বিদ্যাভূষণ		দ্রষ্টব্য :—চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ২০৭।
ব্যাকরণসংগ্রহ	গঙ্গাধর শর্ম্মা	Mitra: Notices, II. 547	'মুগ্ধবোধে'র সার-সংকলন।
ব্যাকারদীপিকা	নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন	ব. সা. প. চি ৪২৪	"সংক্ষিপ্তসারে বালবোধিন্যাঃ টীকা সমাসপাদান্তা।"
ব্যাখ্যাসার	হরিরাম চক্রবর্ত্তী		কাতন্ত্রের টীকা।
ঐ	রামদাস		,,
ভাবার্থ	মহেশ পঞ্চানন	Sastri, Notices, II. 231	সংক্ষিপ্তসারব্যাখ্যা-সুবন্ত পাদ।
মনোরমা	রামনাথ	Sastri, Notices, I. 270	কাতন্ত্রীয়ধাতুগণবৃত্তি। গ্রন্থকারের পরিচয়—বেদগর্ভতর্কাচার্য্যাত্মজ, রায়িকুলপ্রসূত।
	বেদগর্ভ তর্কাচার্য	এ. সো.কি ৩৪০৯	কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি।
মুগ্ধবোধ-টিপ্পনী	রামতর্কবাগীশ	ব. সা. প. ২২১, ৭২২, ৭৪৭, ৭৫২, ১৩৪৭-৫০	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
মুগ্ধবোধটীকা	ঐ মাধব তর্কসিদ্ধান্ত	ঐ, ৫৮৯।	দ্রষ্টব্য :—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ২২০। ইঁহার পরিচয় ও জীবনকাল অলঙ্কারপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
ঐ	গঙ্গাধর কবিরাজ		
ঐ	কাশীনাথ বিদ্যানিবাস		ইঁহার পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ১৭৫-১৭৮।
রূপপ্রকাশ	কুল্লূকভট্ট	Sastri, Notices, I. 324	ধাতুর অর্থ নির্ধারণ-পূর্বক ধাতুরূপ নিরূপণ।
লঘুবৃত্তি	ভাবসেন		
লিঙ্গাদি-সংগ্রহ	ভরতসেন	Mitra, Notices, II. 529	
লিঙ্গাদি-সংগ্রহ	রামনাথ বিদ্যাভূষণ	Sastri, Notices, II. 182	
শব্দার্থ-রত্ন	তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি		প্রকাশিত, কলিকাতা, সম্বৎ ১৯০৮। ব্যাকরণের নানাবিষয় "বৈয়াকরণমত-জিজ্ঞাসূনাং বঙ্গদেশীয়ানামুপকারার্থম্" এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।
ষত্বকারিকা	মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়	ব. সা. প. ৮২৫।	
শব্দশাস্ত্র-বিবৃতি	রঘুনন্দন ভট্টাচার্য	Sastri, Notices, I. 353	কলাপের কৃদন্তাংশের টীকা।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
শব্দবোধ-প্রকাশিকা	রামকিশোর		বোম্বাইয়ে প্রকাশিত। দ্রঃ—চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১৭৩। গ্রন্থকারের পরিচয়—পূর্ববঙ্গের মেহারের সর্ববিদ্যাবংশীয়।
শব্দসাধ্য-প্রবোধিনী	রামনাথ চক্রবর্তী	Sastri, Notices, I. 355	কাতন্ত্রানুসারে অকারাদি শব্দের রূপকথন।
শব্দাবলী	রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার	I. O. 889	সুপদ্মব্যাকরণের শব্দরূপ-বিষয়ক অংশের শ্লোকাত্মক সারসংকলন।
সংক্ষিপ্ত-সারে বাল-বোধিন্যাঃ টিপ্পনী (সন্ধিপাদীয়া)	বংশীবদন ভট্টাচার্য	ব. সা. প ৫৪৩	
ঐ (সুবন্তপাদীয়া)	ঐ	ঐ, ১৭।	
ঐ (ষষ্ঠীপাদীয়া)	ঐ	ঐ,৬৯৪।	
সংক্ষিপ্তসারসুবন্ত-টীকাদীধিতি	রামেশ্বর তর্কা-লঙ্কার	Sastri, Notices, III. 323	
সংক্ষিপ্তসার-কারক-পাদটিপ্পনী	গোপাল চক্রবর্তী	Sastri, Notices, VIII. 321	
সংক্ষিপ্তসার-কৌমুদী	অভিরাম বিদ্যালঙ্কার	Sastri, Notices, I. 390	
সংক্ষিপ্তসারটীকা	ন্যায়পঞ্চানন	ক. বি. ৪১০। Sastri, Notices, I. 391	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
সারনির্ণয়	রমাকান্ত চক্রবর্তী	Sastri, Notices, I. 403	কলাপের নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিত প্রকরণের পরিপূরকস্বরূপ রচিত।
সারস্বতপ্রদীপ	বিদ্যাভূষণ	Sastri, Notices, I. 404.	
সারাবলী	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ক. বি. ৪৯৪-৫০১ Sastri Notices, II. 245.	সন্ধিপাদ, তিঙন্ত, কৃৎ, তদ্ধিত, কারক, সুবন্ত, সমাস। এই পুথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথির অনুলিপিকাল ১৬৪৬ শকাব্দ (=১৭২৪ খৃঃ)।
সুখলেখন	ভরতমল্লিক		কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। ইহাতে শব্দবিধি ও বস্তুবিধি প্রভৃতি শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে। শুদ্ধ সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে শিক্ষাদান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।
সেতুসংগ্রহ	গঙ্গাধর তর্কবাগীশ	ব. সা. প. ৪৫	মুগ্ধবোধটীকা। ইহা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রচিত। গঙ্গাধর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, অনেক বাঙালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা বিষয় সম্বন্ধে বহু বাদগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন [১]।

১। এইরূপ গ্রন্থসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান"।

১০
অভিধান

প্রাচীন কাল হইতেই অভিধান-পাঠ, এমন কি অভিধানের অংশবিশেষ মুখস্থ করা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অভিধান-সাহিত্যের প্রতি বাঙালী পণ্ডিতগণ স্বভাবতঃই অবহিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধান এবং প্রসিদ্ধ অভিধানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে এইরূপ গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় সংক্ষেপে লিখিত হইল।

পুরুষোত্তমদেব

ইনি ও বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম সম্ভবতঃ অভিন্ন। বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমের পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম-রচিত 'ত্রিকাণ্ডশেষ'[১] বিখ্যাত অভিধান। ইহা তিন অধ্যায়ে রচিত এবং 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র পরিশিষ্টস্বরূপ। 'অমরকোষে'র অপূর্ণ অংশ পূরণ করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১।১।২) নিজেই বলিয়াছেন। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' শ্লোকাকারে রচিত।

পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম 'হারাবলী', 'বর্ণদেশনা' ও 'দ্বিরূপকোষ'। 'হারাবলী'[২] ২৭৮টি শ্লোকে রচিত; ইহাতে সাধারণতঃ অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 'বর্ণদেশনা'[৩] গ্রন্থটি গদ্যে রচিত। ইহাতে বিভিন্নরূপ বর্ণবিন্যাসবিশিষ্ট শব্দের সংগ্রহ আছে। ইহার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, গৌড়ীয় লিপিরূপের জন্য যে সকল শব্দের বানানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে, সেই জাতীয় অনেক শব্দের

১। টীকাসহ প্রকাশিত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই।

২। 'অভিধানসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, বোম্বাই, ১৮৮৯।

৩। দ্রঃ—India Office Catalogue, 1039-40; I.246b.

আলোচনা ইহাতে আছে। 'দ্বিরূপকোষ'[1] ৭৫টি শ্লোকে রচিত। ইহাতে এমন শব্দ সকল সংগৃহীত হইয়াছে যাহাদের বর্ণবিন্যাস-পদ্ধতি দ্বিবিধ।

'একাক্ষরকোষ'[2] নামক একটি অভিধানও পুরুষোত্তমের নামের সহিত যুক্ত।

সর্বানন্দ

ইনি আর্তিহরপুত্র ও বন্দ্যঘটীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সর্বানন্দ ১০৮১ শকাব্দ (=১১৫৯-৬০ খৃঃ) স্বীয় গ্রন্থরচনার কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বানন্দের টীকায় বহু পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও 'ভাগবতে'র উল্লেখ নাই। ইহাদ্বারাও তাঁহার উক্ত কাল সমর্থিত হয়; কারণ, 'ভাগবত' সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের পূর্বে বাংলাদেশে প্রচলিত হয় নাই।

'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র উপর সর্বানন্দের বিখ্যাত টীকার নাম 'টীকাসর্বস্ব'[3]। এই টীকার কোন পুথি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার পুথি দক্ষিণভারতে ও নেপালে পাওয়া গিয়াছে; ইহা এই টীকার ব্যাপক প্রসিদ্ধির অন্যতম প্রমাণ।

সর্বানন্দের টীকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাংলা ভাষার তদ্ভব ও দেশী শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্দগুলির মধ্যে কতক অবিকৃতভাবে এবং কতক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে অদ্যাপি বাংলাভাষায় বিদ্যমান। 'টীকাসর্বস্ব' হইতে এইরূপ কয়েকটি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হইল[4]; শব্দগুলির পার্শ্বে মূল সংস্কৃত এবং আধুনিক বাংলাভাষায় প্রযুক্ত রূপ সন্নিবেশিত হইল।

১। উক্ত 'অভিধানসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত।

২। ঐ।

৩। সং গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম্, ১৯১৪-১৭।

৪। ঈদৃশ শব্দসমূহের সংগ্রহের জন্য দ্রষ্টব্য যোগেশ রায় ও বসন্ত রায়ের প্রবন্ধ— ব. সা. প. পত্রিকা—১৩২৬, পৃঃ ৮৫-৯২, ৯৩-১০৪।

টীকাসর্বস্বে লিখিত	মূল সংস্কৃত শব্দ বা সমার্থক সংস্কৃত শব্দ	আধুনিক বাংলা
কড়কচ	?	কড়কচ (লবণ)
কলি	কলিকা	কলি
খড়কী	?	খিড়কী
খোপ্যক	কবরী	খোঁপা
ঘোল	তক্র	ঘোল
টোপর	শীর্ষক	টোপর
ডাউক	দাত্যূহ	ডাহুক (পক্ষিবিশেষ)
পরস্থ	পরশ্ব	পরস্থ
বাদিয়া, বেদিয়া	?	বেঁদে
রসাউণ	লশুন	রশুন বা রসুন
হরিআল	হারীত (পক্ষী)	হড়িয়াল

ত্রিলোচনদাস[১]

ইনিই সম্ভবতঃ দুর্গসিংহের 'কাতন্ত্রবৃত্তি'র পঞ্জিকাকার ত্রিলোচনদাস। 'অমরকোষে'র একটি টীকা ত্রিলোচনের নামাঙ্কিত দেখা যায়। ইঁহার পিতার ও পুত্রের নাম যথাক্রমে মেঘ ও গদাধর। বোপদেবের 'কাব্যকামধেনু'তে ত্রিলোচনের উল্লেখ আছে। 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা'র একখানি পুঁথির লিপিকাল ১২৭৩ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং ইহাকেই তাঁহার জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পরমানন্দ চক্রবর্তী

'অমরকোষে'র 'মালা' নামক একটি টীকা পরমানন্দের নামাঙ্কিত[২]। ইনি 'কাব্যপ্রকাশে'র টীকাকার পরমানন্দ হইতে অভিন্ন হইলে ইঁহার জীবনকাল

১। দ্রঃ—নলিনী দাসগুপ্তের প্রবন্ধ—Indian Culture, ২য় খণ্ড, ১৯৩৫-৩৬, পৃঃ ২৬২ এবং Colebrooke এর Miscellaneous Essays, ২য় ভাগ, London, ১৮৭৩।

২। দ্রঃ (ক) H. P. Sastri, Notices of Skt. MSS., Second Series, Vol. IV No. 19

খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্যভাগ হইতে ১৫শ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে মনে করা যাইতে পারে।[১] 'অমরকোষে'র টীকাকার পরমানন্দ ছিলেন ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার সালিকনি গ্রাম নিবাসী।

জটাধর

স্বীয় গ্রন্থে ইনি 'চাটুগ্রাম' নিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। চাটুগ্রাম সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম। 'অমরকোষে'র নারায়ণ বিদ্যাবিনোদাচার্য-রচিত টীকা হইতে জানা যায়, জটাধর তাঁহার পিতামহ।

'অভিধানতন্ত্র' নামে জটাধর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[২]

Aufrecht এর মতে, এই গ্রন্থখানি রায়মুকুটের সমকালে সংকলিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে জটাধর জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বৃহস্পতি রায়মুকুট[৩]

'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র উপর রায়মুকুটের টীকার নাম 'পদচন্দ্রিকা'[৪]। ইহার রচনাকাল ১৩৫৩ শকাব্দ (=১৪৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ)। এই টীকাটিতে বৃহস্পতি বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের[৫] উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাটি খুব বিস্তৃত।

(খ) K. V, Nyayabhusana : Catalogue of printed books and Mss. in Skt—Asiatic Society, Bengal, I-IV, পৃঃ ১২।

১। দ্রঃ—S. K. De : History of Sanskrit Poetics, 1960, I, পৃঃ ১৬২।

২। দ্রঃ (ক) Works of H. H. Wilson, Vol V, London, 1865, p. 233.

(খ) Mitra : Notices of Skt. Mss., II, No. 592.

৩। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে নব্যস্মৃতি-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৪। এ. বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহার অংশমাত্র প্রকাশিত হয়।

৫। এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের জন্য দ্রষ্টব্য Aufrecht—ZDM G, 28, p.p. 109-118.

ভরতমল্লিক বা ভরতসেন[১]

ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, ইনি ছিলেন হরিহর খাঁর বংশধর ও গৌরাঙ্গ মল্লিক বা গৌরাঙ্গ সেনের পুত্র। ভরত বর্ধমানে পাটলি-পাড়াব কল্যাণমল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করেন। তাঁহাব জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। তদ্রচিত 'চন্দ্রপ্রভা'[২] নামক গ্রন্থের একটি পুঁথিব শেষে লিখিত আছে—ভরতমল্লিকস্য স্বহস্তলিখিতপুস্তক-সমাপ্তিঃ। শকাব্দাঃ ১৫৯৭। যদি ইহা প্রকৃতই উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল বা উক্ত পুঁথির লিপিকাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভরত নিশ্চয়ই ১৫৯৭ শকাব্দ বা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দেব অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুক্তি হইতে তাঁহাকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেব লোক বলিয়া ধরা যায়। 'অমরকোষে'র ভরত-রচিত 'মুগ্ধবোধিনী' টীকাব একটি পুঁথির[৩] তারিখ ১৬২২ শকাব্দ (=১৭০০ খৃষ্টাব্দ)। এই তারিখও উক্ত অনুমানের সমর্থক। স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য যুক্তিপ্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভরতের গ্রন্থাবলী ১৬৫০ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইযাছিল।

Aufrecht বলেন,[৪] ভরত ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন প্রমাণ নাই। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির সংস্কৃত পুঁথির তালিকার ষষ্ঠ খণ্ডের একস্থানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভরত সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক ছিলেন। কিন্তু, ঐ তালিকার অপর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, ভরতেব জীবনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি দুইটি স্পষ্টতঃই পরস্পরবিরোধী। 'বিশ্ব-কোষে'র ত্রয়োদশ খণ্ডে (পৃঃ ২৭৬) নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন যে, ভরত ১৭৫৮ শকাব্দে (=১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন।

১। ইঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ--Bharatamallika and his patron (IHQ., XVIII, 1942) এবং 'মেঘদূত', সং জে. বি. চৌধুরী, ভূমিকা।

২। সং বিনোদলাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৮১৪ শকাব্দ (=১৮৯২ খৃষ্টাব্দ)।

৩। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিসংখ্যা জি ৪৬৭৫।

৪। Catalogus Catalogorum, I, p. 396.

বোপদেবের 'কবিকল্পদ্রুমে'র টীকায় (১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ) দুর্গাদাস অনেকবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভবতের জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা খৃষ্টীয় ১৬শ—১৭শ শতকের অন্তর্বর্তী কোন সময়ে।

কতক অভিধান, ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থ ও কয়েকটি কাব্যের টীকা ভরতের নামের সহিত যুক্ত।[১]

তদ্রচিত অভিধানগুলি এই :—

(১) একবর্ণার্থসংগ্রহ[২]—একবর্ণবিশিষ্ট শব্দের সংগ্রহ; ইহা শ্লোকে রচিত।

(২) দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ[৩] (বা, দ্বিরূপকোষ)—শ্লোকাকারে রচিত। ইহাতে দ্বিরূপবিশিষ্ট সমার্থক শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়াছে; যথা—ঈশ্বরী, ঈশ্বরা; চণ্ডী, চণ্ডা; অবগাহ, বগাহ; বিশ্রাম. বিশ্রম।

(৩) মুগ্ধবোধিনী[৪]—ইহা 'অমরকোষে'র টীকা। ইহাতে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের অনুসরণে 'অমরকোষে'র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৪) লিঙ্গাদিসংগ্রহ[৫]—'অমরকোষে'র টীকা। ইহাতে 'অমরকোষ'-ধৃত শব্দগুলির লিঙ্গ নির্দেশিত হইয়াছে।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি[৬]

'ত্রিকাণ্ডবিবেক' নামে ইনি 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র একটি

১। ব্যাকরণ ও কাব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। সং সুরেশ ব্যানার্জি, IHQ., March, 1960

৩। I. O. Ms. No 1041 (1334b).

৪। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির তালিকা, ষষ্ঠ খণ্ড, ক্রি ৩৩১৮, ৫১৪৮, ৫১৬২।

৫। Mitra : Notices, II. No. 529. ব. সা. প. এর ৩৪০ সংখ্যক পুঁথিটির নাম 'অমরকোষটীকা'। এই নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি পুঁথি আছে (পুঁথিসংখ্যা ৫৫৬)।

৬। অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

টীকা রচনা করিয়াছিলেন।[১] টীকাটির রচনাকাল ১৫৫৫ শকাব্দ (= ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দ)।

রঘুনাথ চক্রবর্তী

সামন্তসার নামক স্থাননিবাসী গৌরীকান্তের পুত্র রঘুনাথ 'অমরকোষে'র উপরে 'ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি'[২] নামে একখানি টীকা রচনা করেন।

নারায়ণ বিদ্যাবিনোদাচার্য

ইনি ছিলেন পূর্বগ্রামনিবাসী। ইঁহার পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে বাণেশ্বর ও জটাধর। নারায়ণের জীবনকাল অনিশ্চিত। Aufrecht এর মতে, নাবায়ণেব পিতামহ জটাধরের 'অভিধানতন্ত্র' নামক গ্রন্থ রায়মুকুটের সমকালে রচিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে, নারায়ণের কাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বলিয়া মনে করা যায়।

'অমরকোষে'র-নারায়ণকৃত টীকার নাম 'শব্দার্থসন্দীপিকা'।[৩]

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ইনি নৈয়ায়িক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অনুমান করা যায় যে, ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন।

'অমবকোষে'র যে টীকা বা টিপ্পনী ইনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'নামলিঙ্গাখ্যকৌমুদী'।

শ্রীরাম তর্কবাগীশ বা রামশর্মা

ইঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই জানা যায় না। দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ (১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ) মুগ্ধবোধব্যাকরণের টীকায় ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা

১। দ্রঃ— Colebrooke: Miscellaneous Essays, II, p. 57 এবং India Office Catalogue, II. Ms. No. 1324 ও 832, ক্রমিক সংখ্যা 962, 963

২। চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কারকর্তৃক মূলসহ প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮২৩ শকাব্দ।

৩। (ক) India Office Catalogue, II. Ms. No. 713 (ক্রমিক সংখ্যা ৯৬৪)।

(খ) Triennial Catalogue of Skt. Mss., pt I, Sanskrit C, 1928, R. No. 3645.

হইতে Grierson মনে করেন যে, শ্রীরামের জীবনকাল খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগের পরে না হওয়াই সম্ভব।

'অমরকোষে'র একখানি টীকা শ্রীরাম রচনা করিয়া সেই টীকার একটি টিপ্পনীও প্রণয়ন করেন।[১] টীকাকার কলাপব্যাকরণের অনুসরণ করিয়াছেন।

গোপাল চক্রবর্তী

গোপালরচিত 'চণ্ডীর' টীকায় তাঁহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় বংশোদ্ভব এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল দুর্গাদাস। তাঁহাকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া মনে করা হয়।[২]

গোপাল 'অমরকোষে'র একখানি টীকা[৩] রচনা করিয়াছিলেন।

মাধবকর[৪]

ইঁহার 'পর্যায়রত্নমালা' বা 'রত্নমালা'য়[৫] প্রধানতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কতক শব্দ সংকলিত হইয়াছে।

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার

ইনি ছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী ও পার্বতীর পুত্র।

'অমরকোষে'র মথুরেশকৃত টীকার নাম 'সারসুন্দরী'।[৬] ইহাতে শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে মথুরেশ 'সুপদ্মব্যাকরণে'র অনুসরণ করিয়াছেন। 'শব্দরত্নাবলী[৭] নামক একখানি অভিধানও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'নানার্থশব্দ' নামক যে গ্রন্থটি মথুরেশের নামাঙ্কিত, উহা প্রকৃতপক্ষে তদীয়

১। Mitra : Notices, VII, No. 2512

২। নলিনী দাসগুপ্ত-রচিত প্রবন্ধ The Bengali Commentators on the Amarakosa, Indian Culture ; II, পৃঃ ২৬৬।

৩। Colebrooke : Miscellaneous Essays, II, পৃঃ ৫২—৫৩ (পাদটীকা)।

৪। ইঁহার পরিচয় বৈদ্যকশাস্ত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৫। বৈদ্যকশাস্ত্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৬। Mitra : Notices, II. 572 ; VII. 2465,

৭। (ক) ঐ. II, 1105 ;

(খ) I. O. 1512.

'শব্দরত্নাবলী'রই অংশবিশেষ। মথুরেশের উভয় গ্রন্থেই রচনাকাল আছে ১৫৮৮ শকাব্দ (=১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ)।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ

ইনি ছিলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রামনন্দন বিদ্যালঙ্কারেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার অভিধানের নাম 'প্রাণকৃষ্ণ-শব্দাব্ধি'; ইহা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আনুকূল্যে সংকলিত। রঘুমণির অপর অভিধানের নাম 'শব্দমুক্তামহার্ণব'। ইহা Wilson এর সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানেব আদর্শ ছিল।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

ইঁহার জীবনকাল ১৮২২—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

তদ্রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীব মধ্যে 'বাচস্পত্য'[১] নামক অভিধান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ছয় খণ্ডে বচিত এই অভিধানে শব্দগুলির প্রকৃতিপ্রত্যয় ও লিঙ্গ নির্ণয়পূর্বক অর্থ লিখিত হইযাছে। সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাসবাক্য দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে বাংলা প্রতিশব্দও আছে।

তারানাথরচিত অপর অভিধানেব নাম 'শব্দস্তোমমহানিধি'।[২] ইহাতে শব্দগুলির লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক উহাদেব প্রকৃতিপ্রত্যয় নিরূপিত হইযাছে এবং শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থ সংস্কৃতে লিখিত হইযাছে। সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাস-বাক্যও ইহাতে আছে। পূর্বোক্ত অভিধানের তুলনায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ তিনি সংকলন করিয়াছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব

ইঁহার জীবনকাল ১৭৮৪—১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

এই রাজা ছিলেন অতীব বিদ্যোৎসাহী। ইঁহার অনুপ্রেরণায় ও অর্থানুকূল্যে ৩৬ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত 'শব্দ-কল্পদ্রুম' নামক বিশাল অভিধান সংকলন করেন। ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় বঙ্গাক্ষরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে,

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৭৩—১৮৮৪।

২। ঐ, ১৮৭৬ (২য় সংস্করণ) ও ১৯১৪ (৪র্থ সংস্করণ)।

তদানীন্তন বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে এই গ্রন্থ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের গৌববের বিষয় এই যে, Dr. Lenz ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের Journal of Royal Asiatic Society তে এই অভিধানের সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং Wilson তদীয় Sanskrit Dictionary র প্রথম সংস্করণে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। Sanskrit Worterbuch নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র বহু উল্লেখ আছে।

এই অভিধানে আছে শব্দসমূহের প্রকৃতিপ্রত্যয় ও লিঙ্গনির্ণয়। সংস্কৃত অর্থ ও, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাংলা প্রতিশব্দ লিখিত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থের নামও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থাদি ছাড়াও বাঙালী-রচিত কতক অভিধানের সন্ধান পাওয়া যায়। 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র যে সকল টীকা সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অপর কতক টীকাও বাঙালী-রচিত। এইরূপ অভিধান ও টীকাগুলীর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

[রচয়িতৃগণের নাম বর্ণানুক্রমিক]

রচয়িতা	গ্রন্থ	অভিধান অথবা টীকা	পুথি	মন্তব্য
কাশীনাথ বসাক	শব্দার্ণবাভিধান	অভিধান	Mitra : Notices, iv. 1490	আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম, ৩য় ও ৫ম খণ্ড লুপ্ত। সংকলয়িতার পুত্র জয়গোপাল বসাকের উদ্যোগে ৬০ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত। এই অভিধানে শব্দগুলির নিরুক্তি ও অর্থ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থটি 'শব্দকল্পদ্রুম' অপেক্ষা বিস্তৃততর।

রচয়িতা	গ্রন্থ	অভিধান	পুথি	মন্তব্য
কাশীনাথ তর্কালঙ্কার	শব্দসন্দর্ভসিন্ধু	অভিধান	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিসংখ্যা ৮৩৫ (পুথির তালিকা, ৭ম খণ্ড)।	ইহাতে শব্দগুলির পার্শ্বে 'অমরকোষ' হইতে প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।
চক্রপাণিদত্ত	শব্দচন্দ্রিকা	অভিধান	Mitra: Notices, II. 562	বৈদ্যক শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দসমূহের সংকলন।
দেবকীনন্দন কবিরাজ	বৈষ্ণবাভিধান	অভিধান	Mitra: Notices, IV. 1625	চৈতন্যের পার্ষদগণের নাম ও উপাধির সংকলন।
নারায়ণ	পদার্থকৌমুদী	অমরকোষ-টীকা	Mitra: Notices, II. 922	
পঞ্চানন ভট্টাচার্য	দেশীয়রাজ-শেখরকোষ	অভিধান	Mitra: Notices, I. 315	পর্যায় শব্দের অভিধান।
পদ্মনাভদত্ত	ভূরিপ্রয়োগ	অমরকোষ-টীকা	Mitra: Notices, II. 530	
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী		অমরকোষটীকা	Sastri: Notices, 1. 9	
রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী	রত্নমালা	,,	Sastri: Notices, 1. 7 এ. সো. জি ৩৫০৩।	

রচয়িতা	গ্রন্থ	অভিধান	পুথি	মন্তব্য
রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার	বৈষম্যকৌমুদী	অমরকোষ-টীকা	অভিধান	Colebrooke: Miscellaneous Essays, II.p. 57 (পাদটীকা)।
রামেশ্বর শর্ম্মা	শব্দমালা		Mitra: Notices, II. 532	'শব্দার্ণব' ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে সংকলিত শব্দকোষ।
ঐ	প্রদীপমঞ্জরী	অমরকোষ-টীকা	1.0. 981	
শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী		অমরকোষটীকা	Sastri: Notices, 1.8	
সুভূতিচন্দ্র	কামধেনু	ঐ		তিব্বতীয় 'তেঙ্গুরে' ইহার অনুবাদমাত্র আছে।

১১

অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্র ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র

অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকলা—এই সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্য। অলঙ্কারাদি বিষয়ে বাঙালী-রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীর্তি উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিষয়ে বাঙালীর কীর্তি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

অলঙ্কার

কবিকর্ণপূর[১]

কবিকর্ণপূর-রচিত 'অলঙ্কারকৌস্তুভে'র[২] দশটি 'কিরণে' নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

কাব্যলক্ষণ, শব্দার্থ, ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, রসভাবতদ্ভেদ, গুণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, রীতি, দোষ।

মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ'-অনুসরণে গ্রন্থখানি রচিত। ইহাতে অধিকাংশ উদাহরণশ্লোকই কৃষ্ণস্তুতিবিষয়ক। এই গ্রন্থে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেমকে রসের অন্তর্গত করা হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণের সমালোচনা করিয়া কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন, 'কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্'।

এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত টীকাবলী[৩] বাংলাদেশে ইহার ব্যাপক অধ্যয়নের সাক্ষী :—

গ্রন্থকারের স্বরচিত টীকা 'অলঙ্কারকৌস্তুভকিরণ',
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারবোধিনী',
বৃন্দাবন তর্কালঙ্কার চক্রবর্তীর 'অলঙ্কারকৌস্তুভদীধিতিপ্রকাশিকা',
লোকনাথ চক্রবর্তীর 'অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা'।

১। পরিচয় ও কালের জন্য নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। প্রকাশিত (ক) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারবোধিনী' টীকাসহ, মুর্শিদাবাদ, ১৮৯৯,
(খ) রাধারমণ প্রেস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯০৭,
(গ) বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯২৩-২৪।

৩। টীকাগুলি পুঁথি আকারে পাওয়া যায়। (দ্রঃ—S. K. De : Sanskrit Poetics, 1960, I. p. 257. 'সারবোধিনী' প্রকাশিত (উপরে ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

কবিচন্দ্র

বাংলাদেশের একাধিক লেখকের এই নাম বা উপাধি ছিল বলিয়া মনে হয়[১]। আলঙ্কারিক কবিচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন কবিকর্ণপুর ও কৌশল্যার পুত্র, বিদ্যাবিশারদের পৌত্র এবং কবিভূষণ ও কবিবল্লভের পিতা। ঐ গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি ছিলেন 'দীর্ঘাঙ্কগ্রামনিবাসী' দত্তকুলোদ্ভব বৈদ্য। 'চিকিৎসারত্নাবলী'[২] নামক বৈদ্যকগ্রন্থ কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত; এই গ্রন্থে কবিচন্দ্রের উক্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং, উভয়েই যে এক ব্যক্তি সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। 'চিকিৎসারত্নাবলী'র রচনাকাল লিখিত আছে ১৫৮৩ শকাব্দ (= ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ)। এই কবিচন্দ্রের পিতা কবিকর্ণপুর এবং পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর অভিন্ন কিনা এই বিষয়ে কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে যে কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে, সেই কবিচন্দ্র নিশ্চয়ই বর্তমান কবিচন্দ্র নহেন; কারণ, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেই 'পদ্যাবলী' সঙ্কলিত হইয়াছিল।

কবিচন্দ্র-রচিত অলঙ্কারগ্রন্থের নাম 'কাব্যচন্দ্রিকা'[৩]। এই গ্রন্থের পনরটি 'প্রকাশে' নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

কাব্যলক্ষণ, শব্দশক্তি, রস, ভাব, রসভেদ, রসাভাস, কাব্যভেদ, প্রমাণ-নিরূপণ, রীতি, গুণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দোষ, কবিতোপায় ও নাট্য।

এই গ্রন্থে কবিচন্দ্র প্রাচীন আলঙ্কারিক ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন :—

কবিকল্পলতা, সাহিত্যদর্পণ, রামচন্দ্রচম্পূ, রত্নাবলীকাব্য, শান্তিচন্দ্রিকা ও স্তবাবলী।

তিনি পুরুষোত্তম নামক এক গ্রন্থকার এবং 'সারলহরী' ও 'ধাতুচন্দ্রিকা' নামক স্ব-রচিত দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

১। এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য 'পদ্যাবলী (সং এস্. কে. দে), পৃঃ ১৯০-১৯২।

২। বৈদ্যকশাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩। পুথির জন্য দ্রষ্টব্য—Eggeling : I. O. Cat., III. পৃঃ ৩৪৯-৫২ ;
Aufrecht : Bodleian Cat., II. 1864.

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি

ইঁহার রচিত 'সংস্কারপদ্ধতিরহস্যে'র রচনাকাল ১৫৪৪ শকাব্দ[১] (=১৬২২ খৃষ্টাব্দ)। রামনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গন্ধর্ব রায় উপাধিধারী 'মহাকুলীন নৃপতি নারায়ণ'; কিন্তু, এই নারায়ণের পরিচয় অজ্ঞাত।

রামনাথ-রচিত দুইটি অলঙ্কারবিষয়ক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—একটি 'রহস্যপ্রকাশ'[২] নামক কাব্যপ্রকাশটীকা, অপরটি 'কাব্যরত্নাবলী'[৩]।

অলঙ্কার ছাড়াও অভিধান, ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[৪]।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

ইঁহার পরিচয় বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যাভূষণের নামের সহিত 'কাব্যকৌস্তুভ' নামক একখানি অলঙ্কারগ্রন্থের নাম সংযুক্ত দেখা যায়।[৫] এই বিদ্যাভূষণ ও বলদেব অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিম্নলিখিতরূপ :—

কাব্যফল, শব্দার্থবৃত্তি, রস, রীতি, দোষ, ধ্বনিভেদ, মধ্যমকাব্য ও অলঙ্কার।

মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে'র উপর ইনি 'সাহিত্যকৌমুদী' নামে একখানি টীকা রচনা করেন; এই টীকার 'কৃষ্ণানন্দিনী' নামক একটি টিপ্পনী তিনি নিজেই রচনা করিয়াছিলেন।

চিরঞ্জীব

ইনি রামদেব (বা, বামদেব) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য নামেও পরিচিত।

চিরঞ্জীব-রচিত অলঙ্কারগ্রন্থের নাম 'কাব্যবিলাস'[৬]। 'কাব্যবিলাস' দুইটি

১। দ্রঃ—Aufrecht এর Catalogus Catalogorum, I, 516 a.

২। „ ঐ , I, 102 a.

৩। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৭৪।

৪। ঐ।

৫। Stein এর Jammu and Kashmir Catalogue, পৃঃ ৫৯, ২৬৮।

৬। সং—বটুকনাথ শর্মা ও জগন্নাথ হোশিং, বারাণসী, ১৯২৫।

পরিচ্ছেদে রচিত, পরিচ্ছেদের নাম 'ভঙ্গি'। 'প্রথমাভঙ্গি'তে গ্রন্থকার 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'শরদাগম' অনুযায়ী কাব্যলক্ষণ দিয়া চমৎকারিত্বই কাব্যের প্রধান লক্ষণ—'অভিনব' অলঙ্কারিকগণের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর, মম্মটের মতে কাব্যপ্রয়োজন এবং জয়দেবমতে কাব্যকারণ আলোচনা করিয়া চিরঞ্জীব রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি শান্তরসকে নবম রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভানুদত্তের মায়ারস এবং বৈষ্ণবগণের বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস স্বীকার করেন নাই। 'মধুররস' শব্দটিও চিরঞ্জীব প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার মতে, কাব্যে রসের স্থান ঠিক কি তাহা বুঝা যায় না। তবে, তিনি দণ্ডী বামনাদির ন্যায় রসকে অলঙ্কার বা রীতির তুলনায় গৌণ স্থান দিতে সম্মত নহেন। আবার, বিশ্বনাথ প্রভৃতির ন্যায় রসকে তিনি কাব্যের সর্বস্বও মনে করেন না। তাঁহার মতে, কাব্যের যে 'চমৎকার' তাহা রস বা অলঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

গ্রন্থটির 'দ্বিতীয়া ভঙ্গি'তে চিরঞ্জীব অলঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা, বৃত্তি ও উদাহরণ দিয়াছেন। তৎকর্তৃক আলোচিত অলঙ্কারগুলির সংখ্যা মম্মটের তুলনায় অধিকতর এবং অপ্পয্যদীক্ষিত প্রভৃতির তুলনায় অল্পতর। অর্থালঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা তিনি নিয়াছেন 'চন্দ্রালোক' ও 'কাব্যপ্রকাশ' হইতে; শব্দালঙ্কারেব সংজ্ঞাগুলি নেওয়া হইয়াছে 'কুবলয়ানন্দ' ও 'চন্দ্রালোক' হইতে। বৃত্তি ও উদাহরণগুলি গ্রন্থকারের স্বরচিত। শ্লোকগুলির কাব্যোৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

'কাব্যবিলাসে' গ্রন্থকার স্বরচিত 'কল্পলতা' ও 'শিবস্তোত্র' নামক দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'শৃঙ্গারতটিনী' নামক একখানি গ্রন্থও চিরঞ্জীবের নামাঙ্কিত।[১] 'মাধবচম্পূ' ও 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' নামে দুইখানি চম্পূকাব্যও ইনি রচনা করিয়াছিলেন[২]। 'বৃত্তরত্নাবলী'[৩] নামক ছন্দগ্রন্থ ইঁহার অপর একটি কীর্তি। ইহাতে সুজাউদ্দৌল্লার আমলে ঢাকার নায়েব দেওয়ান যশোবন্ত সিংহের প্রশস্তিসূচক শ্লোক আছে; শ্লোকগুলি উদাহরণস্বরূপ।

১। দ্রঃ—Cat, Cat, I. 660 b.

২। কাব্যপ্রসঙ্গে 'গদ্যকাব্য ও চম্পূ' দ্রষ্টব্য।

৩। দ্রঃ—H. P. Sastri : Notices of Skt. Mss., iii. No. 280.

উক্ত ছন্দগ্রন্থের রচনাকাল ১৬৫৩ শকাব্দের (=১৭৩১ খৃষ্টাব্দ) কাছাকাছি সময়। উল্লিখিত ‘কাব্যবিলাস’ গ্রন্থটি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রচিত[১]। সুতরাং, চিরঞ্জীবকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের লোক বলিয়া মনে করা যায়।

চিরঞ্জীবের গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ তাঁহার ‘বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী’তে, তাঁহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়[২]। তাঁহার বংশাবলী এইরূপ :—

দক্ষ
|
কাশীনাথ
(সামুদ্রকাচার্য)
|
রাজেন্দ্র | রাঘবেন্দ্র | মহেন্দ্র বা মহেশ

রাঘবেন্দ্র
(ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের
ছাত্র এবং শতাবধান
বলিয়া খ্যাত।)
|
চিরঞ্জীব

চিরঞ্জীবের অধ্যাপকের নাম ছিল রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার; রঘুদেব ছিলেন কাশীবাসী অন্যতম বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। কাহারও কাহারও মতে, চিরঞ্জীব ছিলেন গোয়ালিয়রের অন্তর্গত লাহাইর-পতি রাজা গোবর্ধনের আশ্রিত। চিরঞ্জীবের পূর্বপুরুষের বাস ছিল হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে। ‘মাধবচম্পূ’র পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে, চিরঞ্জীব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী’র এক শ্লোকে (১।২১) তিনি লিখিয়াছেন যে, পিতার মৃত্যুর পরে তিনি কাশীতে অধ্যাপনা করিতেন।

১। দ্রঃ—S. K. De : History of Sanskrit Poetics, I, p. 280.

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৪-১৪২।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'কাব্যদীপিকা'[১]। মম্মট ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকের গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা একটি সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র।

কান্তিচন্দ্র খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেণীদত্ত তর্কবাগীশ

ইঁহার রচিত 'অলঙ্কারচন্দ্রোদয়'[২] নামক একখানি গ্রন্থ আছে।

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ

ইঁহার অলঙ্কারগ্রন্থের নাম 'কাব্যচন্দ্রিকা'[৩]। এই গ্রন্থের দুইটি টীকা আছে—একটি জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ-রচিত; অপরটির নাম 'অলঙ্কারমঞ্জুষা'।

ইনি বিদ্যানিধির পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

বেচারাম ন্যায়ালঙ্কার

ইঁহার গ্রন্থের নাম 'কাব্যরত্নাকর'।

বেচারাম রাজারামের পুত্র। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ও দেবেশ্বরের 'কবিকল্পলতা'[৪] নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকাকার বেচারাম সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

গঙ্গাধর কবিরাজ[৫]

ইঁহার অলঙ্কারগ্রন্থের নাম 'প্রাচ্যপ্রভা'। ইহা 'অগ্নিপুরাণে'র অলঙ্কারাংশ অবলম্বনে রচিত।

১। প্রকাশিত (ক) কলিকাতা, ১৮৭০, ১৮৮৬,
(খ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের টীকাসহ, কলিকাতা, ১৯১৯,
(গ) লাহোর, ১৯৩৯ (সং হরিদত্ত শাস্ত্রী, সংস্কৃত ও হিন্দী টীকা সহ)।

২। I. O. 1198.

৩। প্রকাশিত (ক) কুমিল্লা, ১৮৮৫,
(খ) ঢাকা, ১৮৮৬ (জগদ্বন্ধুর টীকা সহ);
(গ) বোম্বাই, ১৯১২ ('অলঙ্কারমঞ্জুষা' সমেত)।

৪। দ্র.—S. K. De : Sanskrit Poetics, 1960, I, p. 305.

৫। পরিচয় বৈদ্যকশাস্ত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার[১]

ইঁহার রচিত অলঙ্কার গ্রন্থের নাম 'অলঙ্কারসূত্র'[২]।

শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

ইনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী। ইঁহার জীবনকাল ১৮৬৮-১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার রচিত 'অলঙ্কারদর্পণ'[৩] নামে একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[৪]

ইঁহার রচিত 'কাব্যকৌমুদী'[৫] নামক গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হইলেও মৌলিক রচনা। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 'সাহিত্যদর্পণে'র একখানি সরল টীকাও[৬] রচনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত টীকাগুলি ছাড়া বাঙালী-রচিত প্রধান টীকাগুলির বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

'কাব্যপ্রকাশে'র টীকা

টীকাকার	পরিচয় ও কাল	টীকার নাম থাকিলে তাহা	মন্তব্য
পরমানন্দ চক্রবর্তী	খ্যাতনামা নৈয়ায়িক[৭]। ইঁহার গুরু ঈশানাচার্য। আঃ খৃঃ ১৫শ শতক।	কাব্যপ্রকাশ-বিস্তারিকা[৮]	'অমরকোষে'র 'মালা' নামক টীকার রচয়িতা পরমানন্দ ও ইনি অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

১। পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ।

৩। দ্রঃ—Krishnamachariar : History of Classica Sanskrit Literature, p. 1085.

৪। নব্যস্মৃতিপ্রসঙ্গে ইঁহার পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৫। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৬। ঐ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (মূলসহ)।

৭। দ্রঃ—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ৬২।

৮। Cat. Cat., I. 101, II. 19, III. 22

টীকাকার	পরিচয় ও কাল	টীকার নাম থাকিলে তাহা	মন্তব্য
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর[১]			ইঁহার 'কলাপ-দীপিকা'[২] নামক ভট্টিকাব্য-টীকায় এই টীকার উল্লেখ আছে।
জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য[৪]		রহস্যপ্রকাশ[৩]	
গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী[৫]			
মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার	খৃঃ ১৭শ শতক	কাব্য-প্রকাশাদর্শ বা কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থচিন্তামণি	জীবানন্দ বিদ্যা-সাগর কর্তৃক সম্পাদিত, কলি-কাতা, ১৮৭৬। ব. সা. প. এর ৬৪৮ সংখ্যক পুঁথি মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের নামাঙ্কিত; ইহা সম্ভবতঃ একই গ্রন্থ।

১। পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
২। কাব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য (টীকাটিপ্পনী)।
৩। পরিচয় নব্যন্যায় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
৪। Mitra : Notices, 1651.
৫। পরিচয় নব্যন্যায় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। গদাধর-রচিত টীকার জন্য দ্রষ্টব্য :—
(ক) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির ৬৫৮৩ সংখ্যক পুঁথি।
(খ) Des. Cat. of Skt. Mss. in Calcutta Sanskrit College, VII. 13.
(গ) Mitra, : Notices, 1527.

টীকাকার	পরিচয় ও কাল	টীকার নাম থাকিলে তাহা	মন্তব্য
জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন	নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক রামভদ্র সার্বভৌমের শিষ্য এবং কাশীবাসী প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। শিষ্য জনার্দন ব্যাস কর্তৃক 'জগদ্গুরু' আখ্যায় অভিহিত। আঃ খৃঃ ১৭শ শতক।	কাব্যপ্রকাশতিলক ; জয়রামী ও রহস্যদীপিকা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত[১]।	

বিবিধ অলঙ্কারগ্রন্থের টীকা

টীকাকার	পরিচয়	মূলগ্রন্থের নাম	টীকার নাম থাকিলে তাহা	মন্তব্য
ত্রিভুবন দেব		কাব্যাদর্শ	কাব্যাদর্শটীকা Sastri : Notices, IV.58	

১। পুঁথির জন্য দ্রষ্টব্য—(ক) Cat. Cat., I, 101b, 779a ; 19b, 193b.
(খ) Calcutta Sanskrit College Catalogue, 305, 2154.
(গ) Cat. of Skt. Mss. in Oriental Library, Mysore, 298.

টীকাকার	পরিচয়	মূলগ্রন্থের নাম	টীকার নাম	মন্তব্য
পদ্মনাভ মিশ্র[১]		চন্দ্রালোক (জয়দেব[২]-কৃত)	চন্দ্রালোক-প্রকাশ-শরদাগম[৩]	বৈশেষিক ভাষ্যের 'সেতু' নামক টীকায় পদ্মনাভ "মৎ-কৃতালঙ্কার-ভাস্কর-কাব্য-প্রকাশ-প্রকাশ-তৎখণ্ডনৈকাবলী বিবরণ—শরদাগমমনোরমাদৌ" এই উক্তিতে স্ব-রচিত ছয়টি অলঙ্কার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই।

১। পরিচয় ঐতিহাসিক কাব্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। ইঁহাকে কেহ কেহ 'গীতগোবিন্দ'কার জয়দেবের সহিত অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু, সুশীল দে মহাশয়ের মতে, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনি খৃঃ দ্বাদশ শতকের শেষপাদ হইতে চতুর্দশ শতকের প্রথমপাদের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। (দ্রঃ—Sanskrit Poetics, 1960, I, pp. 196-199)

৩। কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ।

টীকাকার	পরিচয়	মূলগ্রন্থের নাম	টীকার নাম	মন্তব্য
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর[1]		সম্ভবতঃ বামনের 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'	বামনটীকা	ভট্টিকাব্যের তদ্রচিত 'কলাপদীপিকা' নামক টীকায় উল্লেখ।
		কাব্যাদর্শ	কাব্যাদর্শদীপিকা বা কাব্যাদর্শটীকা	ঐ।
মহেশ্বর ভট্টাচার্য	বাঙালী নৈয়ায়িক মহেশ্বর হইলে ইনি খৃঃ ১৭শ শতকের লোক[2]। 'চরিতাভিধান' অনুসারে ইঁহার জন্মকাল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ এবং ইঁহার পিতার নাম মুকুন্দরাম বিশারদ।	ঐ	ঐ[3]	

১। পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
২। দ্রঃ—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৯১।
৩। ব. সা. প., ২৯৫ সংখ্যক পুঁথি।

টীকাকাব	পরিচয়	মূলগ্রন্থের নাম	টীকার নাম	মন্তব্য
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও নলডাঙ্গার রাজার সভাপণ্ডিত। তৎপর বর্ধমানের রাজার ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যালয়ে পণ্ডিত। ১২৭২ বঙ্গাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন।	কাব্যচন্দ্রিকা	কাব্যমালিকা[১]	জগদীশ্বর-প্রণীত 'হাস্যার্ণব' নামক প্রহসনের একটি টীকা মাধব রচনা করেন[২]।
রামচরণ তর্কবাগীশ	আঃ ১৭শ শতক।	সাহিত্যদর্পণ	সাহিত্যদর্পণ-টীকা[৩]।	

ছন্দ

গঙ্গাদাস

'ছন্দোমঞ্জরী'[৪] নামক গ্রন্থের সূচনায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাদাস বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ছিলেন বৈদ্য গোপালদাস এবং মাতা সন্তোষা। ঐ গ্রন্থের উপসংহারে দেখা যায়, গঙ্গাদাস ষোল সর্গে 'অচ্যুতচরিত' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'কংসারিশতক' (গোপালশতক ?) ও 'দিনেশশতক' (সূর্যশতক ?)—এই দুইটি স্বকৃত গ্রন্থের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। 'ছন্দোমঞ্জরী'তে মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি।

২। দ্রষ্টব্য—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ২২০।

৩। মূলসহ প্রকাশিত, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

৪। সং গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

হইয়াছে ; মুরারি খৃঃ ৯ম-১০ম শতকের লোক। সুতরাং, গঙ্গাদাস তৎপরবর্তী লেখক।

গঙ্গাদাসের নিজের ভাষায়ই 'ছন্দোমঞ্জরী' বিবিধ ছন্দগ্রন্থের সারসংকলন। সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত, বিষমবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত—এই কয়টি বিষয় ছাড়াও গঙ্গাদাস স্বীয় গ্রন্থে গদ্যপ্রকরণ নামক একটি অংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সাধরণতঃ যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তিনি শুধু সেগুলিরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অধিকাংশ উদাহরণশ্লোকই গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা এবং কৃষ্ণের বিবিধ বৃন্দাবন-লীলাবিষয়ক।

'ছন্দোমঞ্জরী'র দুইটি টীকা উল্লেখযোগ্য—একটি জগন্নাথ সেনের 'ছন্দোমঞ্জরীটীকা' (1 0. 1101), অপরটি চন্দ্রশেখরের 'ছন্দোমঞ্জরীজীবন' (1. 0. 1102)।

রামচন্দ্র কবিভারতী[১]

ইনি 'বৃত্তমালা'[২] নামে ছন্দবিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, কেদারভট্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃত্তরত্নাকরে'র উপর রামচন্দ্র 'বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা'[৩] নামক একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন ; ইহার রচনাকাল ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ।

'বৃত্তমালা'[৪] নামক একখানি ছন্দগ্রন্থ কবিকর্ণপূরের[৫] নামাঙ্কিত।

চন্দ্রমোহন ঘোষের 'ছন্দঃসারসংগ্রহ'[৬] একখানি সংকলন গ্রন্থ।

ছন্দশাস্ত্রের 'পদ্যমুক্তাবলী' নামক একটি গ্রন্থ গৌরীচরণ চৌধুরীর পুত্র কাশীনাথ পাঁচ পরিচ্ছেদে ১৭২৫ শকাব্দে (= ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) রচনা করেন।[৭]

১। পরিচয়ের জন্য কাব্যের অন্তর্গত স্তবস্তোত্রপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। সং M. P. Ekarayaka, Colombo.

৩। 'বৃত্তরত্নাকরে'র নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণে প্রকাশিত।

৪। ব. সা. প. পুঁথিসংখ্যা ১০১১ (ঙ)।

৫। পরিচয় নাট্যসাহিত্যপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৩।

৭। দ্রঃ—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ২০৭।

নাট্যশাস্ত্র

এই শাস্ত্রে এক রূপগোস্বামীর[১] 'নাটকচন্দ্রিকা'[২] ছাড়া বাংলাদেশে রচিত অপর কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে দশবিধ রূপকের মধ্যে এক নাটকের আলোচনাই রূপগোস্বামী করিয়াছেন। নাটক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে :—

সাধারণ লক্ষণ, নায়ক, রূপকের প্রকারভেদ, সন্ধি ও পতাকা প্রভৃতি এবং উহাদের ভাগবিভাগ, অর্থোপক্ষেপক, অঙ্ক ও দৃশ্য, ভাষাবিধান, বৃত্তি ও উহার প্রয়োগ।

এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে নেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে রূপ বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ভরত-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং ভরতের মতের বিরোধী বলিয়া তিনি সাধারণতঃ 'সাহিত্যদর্পণ'কে বর্জন করিয়াছেন।[৩]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র

বাংলার বৈষ্ণবগণের রসশাস্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্র হইলেও প্রাচীনতর অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে ইহার বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নয় বলিয়া প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে ইহার প্রধান প্রভেদের কথা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। 'নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে ভরত রসের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন :—বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। অর্থাৎ, স্থায়িভাবের সহিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব সংযুক্ত হইয়া রসের সৃষ্টি করে। এই সাহিত্যিক রস আস্বাদ করেন 'সহৃদয়' ব্যক্তি। রসোৎপত্তির মূলক্রম মানিয়া লইয়া বৈষ্ণবগণ সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভক্তি নামক ভাবকে রস বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। এই রসের স্থায়িভাব তাঁহাদের মতে কৃষ্ণরতি

১। জীবনী দূতকাব্যপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। সং—(ক) রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ), ১৯০৭।
(খ) পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৮।

৩। নাতীব সঙ্গতত্বাদ্ ভরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ॥

এবং ইহার আস্বাদ করিবেন সহৃদয়ের পরিবর্তে ভক্ত। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের আটটি[১] রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ নিম্নলিখিত পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস স্বীকার করিলেন :—

(১) শান্ত, (২) প্রীত, (৩) প্রেয়, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুররস।

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের শৃঙ্গাররসের নাম ইঁহারা দিলেন মধুর, উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার ভক্তিরস; কিন্তু, এই শৃঙ্গারের আলম্বনবিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। এই রস প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; ইহারই নাম ভক্তিরসরাজ। উক্ত মুখ্য ভক্তিরসগুলি ছাড়া, তাঁহারা নিম্নলিখিত সাতটি গৌণ ভক্তিরস স্বীকার করিলেন :—

বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, করুণ ও অদ্ভুত।

রূপগোস্বামী

দূতকাব্যপ্রসঙ্গে ইঁহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে।

ইঁহার বৈষ্ণবরসশাস্ত্রবিষয়ক দুইটি গ্রন্থের নাম 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'[২] ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'[৩]। প্রথম গ্রন্থটি চারিটি অংশে বিভক্ত; এক একটি অংশের নাম 'বিভাগ'। এই বিভাগগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ :—পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর।

প্রত্যেকটি 'বিভাগ' কতকগুলি 'লহরী'তে বিভক্ত। এই গ্রন্থে রূপ ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাব ও বিভাব প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ করিয়াছেন। এই বিশাল গ্রন্থে লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যই প্রকাশিত হয় নাই; ইহাতে ভক্তচিত্তের উপলব্ধিও প্রকট হইয়াছে।

১। কাহারও কাহারও মতে, শান্তরস লইয়া নয়টি।

২। সং (ক) রাধারমণ প্রেস্, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (জীবগোস্বামীর 'দুর্গমসঙ্গমনী' নামক টীকাসহ)।

(খ) দামোদর গোস্বামী, বারাণসী, ১৯৩২ (উক্ত টীকা সহ)।

৩। কাব্যমালা সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৩ (জীবগোস্বামীর 'লোচনরোচনী' টীকা ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকা সহ)।

এইরূপ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠের ধৈর্য বা যোগ্যতা অনেকেরই থাকে না। স্বভাবতঃই ইহার সংক্ষিপ্তসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল; এই কাজ করিয়াছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু'[১] নামক গ্রন্থে।

রসশাস্ত্রে উজ্জ্বলরসের প্রাধান্য ছিল বলিয়াই বোধ হয় রূপগোস্বামী শুধু এই রসের বিশ্লেষণে 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের শৃঙ্গাররসের আদর্শে তিনি 'নায়কচূড়ামণি' কৃষ্ণ ও গোপীগণাশ্রিত, বিশেষতঃ বৃন্দাবনেশ্বরী নায়িকা রাধাশ্রিত, শৃঙ্গারের নানা অবস্থার সূক্ষ্ম ভাগ বিভাগাদি করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের 'তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা' হ্লাদিনী শক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছেন। নায়িকাগণ দ্বিবিধা—স্বকীয়া ও পরকীয়া। সৌভাগ্য অনুসারে তাঁহারা হইতে পারেন অধিকা, সমা এবং লঘ্বী। প্রকৃতি অনুযায়ী নায়িকা হইতে পারেন প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী। এইরূপ আরও ভাগ বিভাগের বর্ণনা আছে। সম্ভোগশৃঙ্গার মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। স্বপ্নে সম্ভোগের নাম গৌণ সম্ভোগ। প্রত্যেক প্রকার সম্ভোগের চারিটি অবস্থা—পূর্বরাগের পরে 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ', মানের পরে বিপরীত ভাবের সহিত মিশ্রিত 'সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ', নিকট প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে 'সম্পন্ন সম্ভোগ' ও দূর প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে 'সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগ'।

বিপ্রলম্ভেরও চারিটি অবস্থা:—(১) পূর্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেম-বৈচিত্ত্য অর্থাৎ প্রেমাতিশয্য হেতু প্রিয়ার সান্নিধ্যেও প্রেমিক কর্তৃক বিরহের আশঙ্কা ও (৪) প্রবাস।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র 'উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ'[১] নামে একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন।

১। সং প্রাণগোপাল গোস্বামী, নবদ্বীপ, ১৯২৭।

জীবগোস্বামী

'রসামৃতশেষ' নামক গ্রন্থটি আলওয়ার ক্যাটালগে সনাতনের নামের সহিত যুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা জীব-রচিত বলিয়া মনে হয়[১]। ইহা প্রধানতঃ 'সাহিত্যদর্পণ' অবলম্বনে রচিত ও রূপের উক্ত দুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ।

রূপের উক্ত দুইটি গ্রন্থের ব্যাখ্যাও জীব রচনা করিয়াছিলেন। জীব-রচিত ব্যাখ্যা দুইটির নাম যথাক্রমে 'দুর্গমসংগমনী' ও 'লোচনরোচনী'[২]।

কাব্যপ্রসঙ্গে জীবের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে।

১। দ্রঃ—Early History of Vaisnava Faith and Movement, পৃঃ ১১৭।

২। কাব্যমালা সংস্করণে মন্ত্রাহ প্রকাশিত।

১২

বৈদ্যকশাস্ত্র

বৈদ্যকশাস্ত্রের বা আয়ুর্বেদের চর্চা বাংলাদেশে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত, সেই সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি[১]তে (শ্লোক ২৩) আছে, যে, তিনি ছিলেন 'আয়ুর্বেদাস্ত্র-বেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়ঃ'। 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র 'দীপকলিকা' নামক ব্যাখ্যায় শূলপাণি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্বীয় গভীর ব্যুৎপত্তির কথা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশের বৈদ্যকশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই শাস্ত্রে বাঙালী পণ্ডিতগণের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাংলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দেশের পণ্ডিতগণ চরক সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন নাই। তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সেই চিন্তার ফলস্বরূপ অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র শুধু মানুষের রোগ নির্ধারণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেই আলোচনা করে নাই, পশুচিকিৎসকবিষয়ক গবেষণাও ইহাতে আছে। পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' ঋষি পালকাপ্যে[২]র নামে প্রচলিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই গ্রন্থটি বাঙালীর রচনা; কিন্তু, এই সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ নাই।

বৈদ্যকশাস্ত্রে যে বাঙালী পণ্ডিতগণ মৌলিক গ্রন্থ বা টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ও তদীয় গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১। খৃঃ ১১শ—১২শ শতক।

২। বা পালকাপ্য।

মাধব

এই নামে একাধিক ব্যক্তি বৈদ্যকশাস্ত্রের ইতিহাসে পরিচিত[১]। ইঁহাদের মধ্যে মাধবকর নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিষক্‌সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। 'কর' পদবী হইতে তাঁহাকে সাধারণতঃ বাঙালী মনে করা হয়[২]। কিন্তু, মাধবের 'রুগ্‌বিনিশ্চয়' গ্রন্থে তাঁহার নামের শেষে 'কর' নাই। মাধবের পিতার নাম ইন্দুকর[৩]। এই জন্যই সম্ভবতঃ টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ মাধবের নামও 'কর'-অন্ত করিয়া দিয়াছেন। ইন্দুকর শব্দের অর্থ চন্দ্রের কিরণ; 'কর' এস্থলে পদবী নাও হইতে পারে। সুতরাং ইন্দুকরের পুত্র বলিয়াই মাধব মাধবকর নাও হইতে পারেন। নামের অন্তে 'কর' থাকিলেই যে তাহা সর্বত্র পদবীকে বুঝায় না, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'রসিকজীবন'-প্রণেতা ভাস্করের নাম করা যায়[৪]। মাধবের বাঙালীত্বের সমর্থনে নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, তদীয় 'রুগ্বিনিশ্চয়' বা নিদান গ্রন্থটি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অধীত হয়। এই যুক্তি অবশ্যই অখণ্ডনীয় নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মাধবের 'পর্যায়রত্নমালা' গ্রন্থে বাংলা দেশী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যুক্তি বিবেচনীয় বটে; কিন্তু মাধবের বাঙালীত্বের বিরুদ্ধযুক্তিগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহার প্রসিদ্ধ নিদানের একখানিও বাংলা পুঁথি পাওয়া যায় না এবং মাধবের টীকাকারগণ সকলেই অবাঙালী। কাশ্মীরের দৃঢ়বলের নিকট নিদানগ্রন্থ সুপরিচিত ছিল; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মাধবের প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমায়িত ছিল না।

১। "বৈদ্যকে তিনজন মাধব প্রসিদ্ধ—রুগ্‌বিনিশ্চয়কর্তা মাধব, দ্রব্যগুণবেত্তা মাধব এবং সুশ্রুতটিপ্পনকার শ্রীমাধব"। বনৌষধিদর্পণ—বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ, পৃ ৩২।

২। দ্রঃ—নলিনী দাসগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ—'The Vaidyaka Literature of Bengal' (Indian Culture, Vol. III পৃঃ ১৫৪)।

৩। অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী (খৃঃ একাদশ শতক) বৈদ্যকশাস্ত্রের 'নিঘণ্টু' নামক এক গ্রন্থের রচয়িতা রূপে ইন্দুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ে'র একজন টীকাকারের নাম ইন্দু: এই ইন্দু ও ইন্দুকর কি অভিন্ন?

৪। দ্রঃ—সুশীল দে-রচিত প্রবন্ধ On Some Vaidyaka Writers of Bengal (Indian Culture, Vol. IV, পৃঃ ২৭৩।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ হইতে নবম শতকের আদিভাগের মধ্যে 'রুগ্‌বিনিশ্চয়' আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সুতরাং, অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতর সীমা অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ। নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় মনে করেন[১], মাধবের পিতা ইন্দুকর সপ্তম শতকের পরবর্তী লোক হইতে পারেন না।

উক্ত 'রুগ্‌বিনিশ্চয' 'গদবিনিশ্চয়' নামেও পরিচিত। ইহা 'নিদান' নামেই অধিকতর প্রচলিত। ইহার বিষয়বস্তু রোগনির্ধারণ, রোগের চিকিৎসা নহে। গ্রন্থকারের নিজের মতেই ইহা শিক্ষার্থী ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে রচিত।

এই গ্রন্থের টীকাকারগণের[২] মধ্যে বিজয়রক্ষিত সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার উপর 'সিদ্ধান্তচিন্তামণি' নামেও একটি টীকা আছে। বাচস্পতি-কৃত 'আতঙ্কদর্পণ' নামে একটি টীকারও সন্ধান পাওয়া যায়[৩]।

মাধবের নামাঙ্কিত অপর একটি গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা'[৪]। ইহার নাম হইতেই বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়।

খাদ্যাখাদ্য ও পরিপাকবিষয়ক 'কূটমুদ্গর'[৫] নামক গ্রন্থ মাধবের নামাঙ্কিত।

পরবর্তী গ্রন্থাদিতে 'দ্রব্যগুণ'[৬] এবং 'পর্যায়রত্নমালা'[৭] নামক দুইটি গ্রন্থও মাধবের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়।

১। দ্রঃ উক্ত দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ—Indian Culture, III, পৃঃ ১৫৪।

২। ইঁহাদের সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—(ক) Eggeling's I. O. Catalogue, V, পৃঃ ৯৩৩, ৯৩৫-৩৬ ;
(খ) Mitra : Notices, IV. 1634,
(গ) Mitra : Bikaner Catalogue, পৃঃ ৬৫২ ;
(ঘ) Sastri : Notices, I. 320.

৩। দ্রঃ—বনৌষধিদর্পণ—বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ, পৃঃ ৪৩।

৪। Bikaner Catalogue, No. 1413 এবং Buhler এর Gujarat Catalogue, Fascicle IV, 1873, পৃঃ ২৩০।

৫। "বোম্বাই হইতে প্রকাশিত" (নলিনী দাসগুপ্ত)।

৬। চক্রদত্তের উপর শিবদাসের টীকায় উল্লেখ আছে। দ্রঃ—দেবেন্দ্রসেনের সংস্করণ ; পৃঃ ১২৮।

৭। সং তারাপদ চৌধুরী, Patna University Journal, Vol. II.

মাধবকৃত 'রসকৌমুদী'র[১] বিষয়বস্তু নানা রোগের চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধ। এই মাধব ও মাধবকর অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

'আয়ুর্বেদরসশাস্ত্র', 'ভাবস্বভাব', 'মুগ্ধবোধ' প্রভৃতি আয়ুর্বেদবিষয়ক গ্রন্থ মাধবের নামের সহিত যুক্ত। কিন্তু, এই মাধব সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত মাধব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি[২]।

বৃন্দমাধবের 'সিদ্ধযোগা'খ্য একটি গ্রন্থ বর্তমান আছে। ইঁহাকে কেহ কেহ পূর্বোক্ত মাধবের সহিত অভিন্ন মনে করিলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক কোন প্রমাণ নাই। বৃন্দমাধব বাঙালী কিনা তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বেদভাষ্যকাব মাধবাচার্য দাক্ষিণাত্যবাসী ও পূর্বোক্ত মাধবের দীর্ঘকাল পরবর্তী লোক।

চক্রপাণিদত্ত

'চিকিৎসাসারসংগ্রহ' বা 'চিকিৎসাসংগ্রহ' গ্রন্থে চক্রপাণি যে স্বীয় পরিচয়[৩] দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইঁহার অগ্রজের নাম ভানু ও পিতার নাম নারায়ণ। নারায়ণ ছিলেন গৌড়রাজ নয়পালের কর্মচারী ও 'রসবত্যধিকারী' বা রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক। নয়পাল খৃষ্টীয় ১১শ শতকের[৪] লোক। চক্রপাণির বংশ লোধ্রবলী কুলীন; প্রসিদ্ধি এই যে, লোধ্রবলী কুলীনবংশের বাস ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির গুরু ছিলেন নরদত্ত।

চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ'। ইহার আলোচ্য বিষয় রোগনির্ধারণ ও ধাতব দ্রব্যের গুণাগুণ। ইহা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ।

১। Mitra : Notices, IV. 1616.

২। দ্রঃ—নলিনী দাসগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৪।

৩। গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োহন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী॥

৪। কবিরাজ বিরজাগুপ্ত প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চক্রপাণি ভবদেবের পরবর্তী ও শ্রীকণ্ঠের পূর্ববর্তী। বনৌষধিদর্পণ, (বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ), পৃঃ ২৪।

এই গ্রন্থ ছাড়াও ইনি চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থের যথাক্রমে 'আয়ুর্বেদদীপিকা' (বা, চরকতাৎপর্যদীপিকা[১]) এবং 'ভানুমতী' নামক দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণি-রচিত অপর দুইটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম 'শব্দচন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ'। 'শব্দচন্দ্রিকা' ভেষজ গাছপালা ও আকরদ্রব্যাদির তালিকা। 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ' নামটিই উহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক।

'চিকিৎসাসার' বা 'গূঢ়বাক্যবোধক'[২] এবং 'সর্বসারসংগ্রহ'[৩] নামক গ্রন্থ দুইটিও চক্রপাণির নামাঙ্কিত। এই চক্রপাণির পরিচয় নিরূপিত হয় নাই।

উক্ত 'চিকিৎসাসারসংগ্রহে'র টীকা 'রত্নপ্রভা'র-রচয়িতা নিশ্চলকর, কাহারও কাহারও মতে, বাঙালী ও রামপালের সমসাময়িক। কেহ কেহ মনে করেন, নিশ্চলকর বিজয়রক্ষিতের অন্যতম ছাত্র। 'চিকিৎসাসারসংগ্রহে'র উপর শিবদাসের টীকার নাম 'তত্ত্বচন্দ্রিকা'; ইহা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

সুরেশ্বর বা সুরপাল

ইঁহার পিতামহ বা প্রপিতামহ দেবগণ চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্রের 'অন্তরঙ্গ'[৪] ছিলেন; পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন বঙ্গেশ্বর রামপালের সভাচিকিৎসক। সুরেশ্বর ছিলেন ভীমপাল নামক এক রাজার 'অন্তরঙ্গ'। ইনি পালযুগের শেষভাগে বা তাহার কিছুকাল পরে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সুরেশ্বর-রচিত :—

(১) শব্দপ্রদীপ[৫]—ঔষধে ব্যবহৃত গাছগাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণ-বিচার।

১। Mitra : Notices, 2160.

২। দ্রঃ নলিনী দাসগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৭।

৩। দ্রঃ—(ক) Catalogue of Sanskrit Mss. in Private Libraries of N. W, Provinces, II Benares (1874), 586.

(খ) Oudh Catalogue of Skt Mss. by Devi Prasad. VI, 14.

৪। এই শব্দটির অর্থ, কাহারও কাহারও মতে, মন্ত্রী। চক্রপাণির টীকাকার শিবদাসের মতে, 'অন্তরঙ্গ' শব্দে বুঝায় অভিজাত বংশের বিশ্বস্ত বৈদ্য।

৫। Eggeling's In-ia Office Cat., VI pp. 974-5.

(২) বৃক্ষায়ুর্বেদ—ইহার বিষয়বস্তু প্রথম গ্রন্থের অনুরূপ।

(৩) লোহপদ্ধতি[১]

বা

লোহসর্বস্ব—ঔষধে লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে রচিত।

শিবদাস[২]

ইনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ইনি শিখরেশ্বরের সভাসদ সাহীসেন হইতে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ। শিবদাসের পিতা অনন্তসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জিলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানে) মালঞ্চি নামক স্থানে।

'চক্রসংগ্রহে'র উপর শিবদাস-রচিত টীকার নাম 'তত্ত্বচন্দ্রিকা'। 'চরকতত্ত্ব-দীপিকা' নামে একখানি চরকটীকাও শিবদাস রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর

ইনি ছিলেন মুর্শিদাবাদবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ। ইঁহার জন্ম ও মৃত্যু হয় যথাক্রমে ১৭৯৮ এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। গঙ্গাধর ছিলেন বৈদ্যকুলজাত এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় প্রথিতযশা কবিরাজ।

চরকের উপর গঙ্গাধরের টীকার নাম 'জল্পকল্পতরু'[৩]। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের টীকা হইলেও মাঝে মাঝে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণায় ইহা ছাত্রগণের পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়াছে। গঙ্গাধর 'অগ্নিপুরাণে'র আয়ুর্বেদ অংশেরও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে কবিরাজ হইলেও নানা শাস্ত্রে তাঁহার গভীর

১। Des. Cat. of Skt. & Pkt. MSS. in Bombay Branch of Royal Asiatic Soc., Velankar, I, p. 65.

২। দ্রষ্টব্য :—বনৌষধিদর্পণ—বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ, পৃঃ ৩৫।

৩। প্রকাশিত, বহরমপুর, বিক্রম সংবৎ ১৯৩৫।
"ইহা মুদ্রিত হইলেও তাদৃশ সুলভ নহে"।—বনৌষধিদর্পণ, বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ, পৃঃ ২৫। গঙ্গাধর উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও "কয়েকখানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।"—শারীরপরিচয়, পূর্বখণ্ড, পৃঃ ২০।

ব্যুৎপত্তি ছিল এবং কতক উপনিষদ, শারীরকসূত্র, সাংখ্য ও ন্যায়বৈশেষিক দর্শন, গীতা, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিবিষয়ক বহু গ্রন্থের টীকা তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন; কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার মৌলিক রচনাও বিদ্যমান।

উমেশ গুপ্ত কবিরত্ন

ইঁহার প্রণীত 'বৈদ্যকশব্দসিন্ধু'[১] আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিস্তৃত অভিধান।

গণনাথ সেন

ইঁহার জন্ম হয় খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের কোন সময়ে। ইনি কলিকাতায় প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। গণনাথ সেন মহাশয়ের নিম্নলিখিত বংশপরিচয় পাওয়া যায়[২]—বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর বংশধর ছিলেন কাশীবাসী গঙ্গাধর কবিরাজ। তাঁহার পৌত্র ছিলেন কাশীরাজের চিকিৎসক বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথেব পুত্র ছিলেন গণনাথ।

গণনাথ দুইখানি আয়ুর্বেদগ্রন্থ সংস্কৃতে প্রণয়ন করেন। ইঁহার 'প্রত্যক্ষশারীর'[৩] নামক পুস্তকটি একখানি সংগ্রহগ্রন্থ; আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় মীমাংসা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থটি তিনভাগে বিভক্ত—

(১) শাবীবোপক্রমণিকা, শারীব পবিভাষা ও অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু প্রভৃতির বিবরণ।

(২) পেশী, ধমনী প্রভৃতির বর্ণনা।

(৩) মস্তিষ্ক ও সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর বিবরণ, পঞ্চেন্দ্রিয়বিজ্ঞান, তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র এবং পঞ্চবায়ুতত্ত্ব ইত্যাদির বর্ণনা।

গণনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'সিদ্ধান্তনিদান'[৪]; ইহাতে চরক সুশ্রুতাদি

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ।

২। তৎপুত্র সুশীল সেন কর্তৃক সংকলিত 'দ্রব্যগুণসংহিতা'র (কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) উপসংহার শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।

৩। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৯১৯।

৪। ঐ, ১৯২২।

মূল গ্রন্থ হইতে বাত-পিত্ত-কফ তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ও রোগপরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের সংকলন ও গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা আছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটি Human Anatomy বিষয়ক এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু Etiology, Pathology ও Symptomatology।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের উপর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'রসজলনিধি'[১] নামক একটি গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত যোগীন্দ্রনাথ সেন-রচিত চরক-টীকা ও হারাণ চক্রবর্তীর সুশ্রুত-টীকা উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অল্পজ্ঞাত বা অজ্ঞাত এমন কতক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতা বাঙালী। এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

[গ্রন্থকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক]

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
অরুণ দত্ত [পিতা—মৃগাঙ্কদত্ত। বিজয়রক্ষিত (খৃঃ ১৩শ শতকের মধ্যভাগ) অরুণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্বে' (১১৫৯ খৃঃ) ও রায়মুকুটের 'পদার্থচন্দ্রিকা'য় (১৪৩১ খৃঃ)	বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ে'র 'সর্বাঙ্গসুন্দরা'খ্যা টীকা ও সুশ্রুতটীকা।	Cat. of Skt. Mss. in Private Libraries of N. W. Provinces, I (1874), p. 594	

১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৯২৬।

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
যে শাব্দিক অরুণ দত্তের উল্লেখ আছে, তিনি ইঁহার সহিত অভিন্ন কিনা বলা যায় না।]			
ঈশ্বরসেন	চরকটীকা	দ্রঃ—বনৌষধিদর্পণ —বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ, পৃঃ ২৪।	
কবিচন্দ্র [পরিচয়ের জন্য অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]	চিকিৎসারত্নাবলী	(১) Eggeling : I. O Cat., V, pp. 958-59. (২) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির তালিকা, ১১শ খণ্ড, পুথিসংখ্যা ২৫। (৩) Cat. Cat. II. 166	
কালীচরণ বৈদ্য	চিকিৎসাসারসংগ্রহ	ব.সা.প. পুথিসংখ্যা ৭৬৫।	
গঙ্গারাম দাস	শরীরনিশ্চয়াধিকার	Mitra : Notices, IX. 2933.	অন্তঃসত্ত্বা নারীর কিরূপে থাকা উচিত সেই বিষয়ে রচিত।
গয়াদাস	সুশ্রুতটীকা		

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
গোপাল সেন	যোগামৃত	Mitra : Notices, IV. 1618	
গোবিন্দরাম সেন বা গোবিন্দরাম কবিরাজ	নাড়ীবিজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা	(১) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির তালিকা, ১১শ খণ্ড, পুথিসংখ্যা ৩৬। (২) ক.বি. পুথিসংখ্যা ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯।	ক.বি. ৩০৮ সংখ্যক পুথির পুষ্পিকায় গ্রন্থের নাম আছে 'নাড়ীপ্রকাশ'।
গোবিন্দ সেন [কৃষ্ণবল্লভ-পুত্র। ইনি ও পূর্বোক্ত গোবিন্দরাম সেন কি অভিন্ন ব্যক্তি?]	পরিভাষা-প্রদীপ	ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কালীশচন্দ্র সেনের বঙ্গানুবাদ-সম্বলিত সংস্করণটি (১৮৮৫ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য।	এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের কতক পারিভাষিক শব্দ ও উহাদের অর্থ শ্লোকাকারে লিপি-বদ্ধ আছে।
চক্রপাণিদাস	অভিনবচিন্তামণি		
জগন্নাথ দত্ত	চিকিৎসারত্ন		
জিনদাস	চবকটীকা	দ্রঃ—বনৌষধিদর্পণ—বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ।	
নারায়ণদাস	(১) দ্রব্যগুণ	Mitra : Notices, I. 209	
	(২) পরিভাষা	Mitra : Notices, I. 210	বৈদ্যকশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ-সংকলন ও উহা-দের অর্থ।
পরমেশ্বর রক্ষিত	গণাধ্যায়	Mitra : Notices, I. 211	"গণপঠিতৌষধাদি-কথনম্"।

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (পরিচয়ের জন্য তন্ত্রপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)	প্রাণকৃষ্ণ-ঔষধাবলী		
প্রীতিরাম সেন	সারতৈলিক	ব. সা. প. পুথি-সংখ্যা ৭৪৫	
বঙ্গসেন[১] (ইঁহার স্বীয় পরিচয় হইতে মনে হয়, ইঁহার নিবাস ছিল কাঞ্জিকা গ্রামে। এই গ্রামই, কাহারও কাহারও মতে, রাঢ়ের কাঞ্জি-বিল্লী গ্রাম। ভাণ্ডার-করের Deccan College Catalogueএ বঙ্গসেনের গ্রন্থের দুইটি পুথির উল্লেখ আছে। উহা-দের লিপিকাল ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দ। 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে'র টীকায়	চিকিৎসাসারসংগ্রহ		

১। ইঁহার কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—(ক) পি. কে. গোড়ের Indian Culture, III, পৃঃ ৫৩৫, (খ) নলিনী দাসগুপ্তের প্রবন্ধ—ঐ, IV, পৃ ১০৯, (গ) ত্রিবেদীর প্রবন্ধ—ঐ, পৃ ১২৯।

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
হেমাদ্রি (খৃঃ ১৩শ শতক) বহুস্থলে বঙ্গসেনের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কলাপ-ব্যাকরণের উপর বঙ্গসেনের আখ্যাত-বৃত্তি ঐ ব্যাকরণপাঠে সবিশেষ উপযোগী। ইঁহার পিতার নাম গদাধর বৈদ্য বা বৈদ্য গদাধর)।			
বিজয়রক্ষিত ("হর্ণেল সাহেব মনে করেন, বিজয়রক্ষিতের সময় ১২৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। বিজয়রক্ষিত ছিলেন আরোগ্যশালার অর্থাৎ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। তাই তাঁহার উপাধি দেখা যায় 'আরোগ্যশালীয়'।"[১])	ব্যাখ্যামধুকোষ		মাধবনিদানের টীকা।

১। চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১০৩।

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
বিশ্বনাথ সেন	পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়	Mitra : Notices, IX. 2939.	
বৈদ্য রঘুনন্দন	মুগ্ধবোধ	Sastri : Notices, II. 166.	
রাজবল্লভ	রাজবল্লভ-দ্রব্যগুণ	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিতালিকা, ১১।৬৭	
রাধামাধব সেন	রত্নাবলী	ব. সা. প. পুথিসংখ্যা ৪৯৪ ; Cat. Cat., I. 492.	
রাম সেন	রসসারামৃত	Mitra : Notices, I. 205.	
রামচন্দ্র গুহ	বঙ্গেন্দ্রচিন্তামণি	(১) ব. সা. প. পুথি-সংখ্যা ১০৭৩, (২) I. O. No. 2758, (৩) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিতালিকা, ১১।৬৪	
শঙ্কর সেন	নাড়ীপ্রকাশ	ব. সা. প. পুথিসংখ্যা ৭৪৪ ; Cat. Cat., I. 285	
শ্রীকণ্ঠ দত্ত (কথিত আছে, ইনি বিজয়রক্ষিতের শিষ্য এবং তদীয় অসমাপ্ত টীকা ইনি সমাপ্ত করেন।)	কুসুমাবলী		বৃন্দের 'সিদ্ধ-যোগে'র টীকা।

গ্রন্থকার ও তদীয় পরিচয়	গ্রন্থ	পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়	মন্তব্য
শ্রীকান্ত দাস	বৈষ্ণববল্লভ	Sastri : Notices, I. 342	
সুশীল সেন [কবিরাজ গণনাথ সেনের পুত্র]	দ্রব্যগুণ-সংহিতা (১ম ভাগ)	প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।	গ্রন্থটি ১২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। চরক, সুশ্রুত, 'ভাবপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দ্রব্য-গুণ বিষয়ক শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংকলয়িতা নিজেও কতক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। শ্লোকগুলির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদ আছে।
হরানন্দ দাস কবিরাজ	চিকিৎসাসারদীপিকা	Sastri : Notices, I. 114	
হেরম্ব সেন	গূঢ়বোধক	Mitra : Notices, I. 206	ইহা বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাবিষয়ক।

১৩

বৌদ্ধতন্ত্র ও দর্শন[১]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ঠিক কোন্ কালে সর্বপ্রথম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, পালযুগের পূর্বেই যে এদেশে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহাব প্রমাণ তদানীন্তন বাঙালী মনীষিগণ কর্তৃক রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহেব তিব্বতীয় অনুবাদ।

বাংলার পালবাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহাদের রাজত্বকালে যেমন বৌদ্ধ-ধর্মেব প্রসার হইয়াছিল, তেমনই বহু বৌদ্ধ গ্রন্থও বচিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এই সকল গ্রন্থেব অধিকাংশই বাংলাদেশে লুপ্ত। তিব্বতীয় ভাষায় ইহাদেব অনুবাদ না থাকিলে এই সকল গ্রন্থ বা উহাদেব বচয়িতৃগণ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পাবিতাম না। এই গ্রন্থগুলি বা উহাদেব অনুবাদ বাঙালীব মনীষা ও ধর্মজীবনেব মূক সাক্ষী। কিন্তু, তিব্বতীয় ভাষা ও সাহিত্যে অধিকাব না থাকিলে এই গ্রন্থগুলিব সম্যক্ বিবরণ ও উহাদের বচয়িতৃ-গণেব যে-পরিচয় তিব্বতীয় গ্রন্থে নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে।

পাল-পূর্ব ও পালযুগেব প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থকাব ও গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইযা আছে, সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

শীলভদ্র

ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙের ভারত-বিবরণই প্রায় একমাত্র অবলম্বন। বাংলাদেশেব সমতটবাসী এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে শীলভদ্রেব জন্ম হয। তিনি ভারতেব নানা স্থানে পর্যটন কবিয়া নালন্দায় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। হুযেন্‌সাঙ যখন নালন্দায় যান, তখন শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধগণের

১। বাঙালী বৌদ্ধগণের রচিত কাব্যনাটকাদি গ্রন্থের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁহাদের তন্ত্র ও দর্শনবিষয়ক গ্রন্থাবলী আলোচ্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। সঙ্ঘবাসিগণ শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাকে 'সদ্ধর্মনিধি' আখ্যায় অভিহিত করিতেন। হুয়েন্ সাঙ্ তাঁহার নিকট যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। আঃ ৬৫৪ খৃষ্টাব্দে শীলভদ্র পরলোকগমন করেন।

তিব্বতীয়ে 'তেঙ্গুরে' শীলভদ্র-রচিত 'আর্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান' নামক একটি গ্রন্থের অনুবাদ রক্ষিত আছে। হুয়েন্ সাঙের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের কতক গ্রন্থের চীনা অনুবাদমাত্র পাওয়া যায়।

শান্তরক্ষিত

ইনি একসময়ে নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কোন সময়ে শান্তরক্ষিত তিব্বতে গিয়া ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সেখানে একটি মঠ স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে, ইনি জাহোরের রাজবংশজাত। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন যে, পূর্ববঙ্গের সাভার নামক স্থানেরই তিব্বতীয় নাম জাহোর। শরৎ দাস মহাশয় শান্তরক্ষিতকে গৌড়-বঙ্গের লোক বলিয়া মনে করেন। ইঁহার জন্ম হয় জাহোরে ৭০৫ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু তিব্বতে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে।

ইনি 'তত্ত্বসংগ্রহ'[১] নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের সহিত তুলনায় মহাযান বৌদ্ধদর্শনের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের প্রয়াস এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তাঁহার 'তত্ত্বসিদ্ধি' অপর একটি উপলভ্যমান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত প্রধানতঃ বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বনে ইনি কতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের তিব্বতীয় অনুবাদমাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়।

কমলশীল

ইঁহাকে বাঙালী মনে করা হয়। ইনি ছিলেন শান্তরক্ষিতের শিষ্য। তদীয় 'তত্ত্বসংগ্রহে'র উপরে কমলশীল 'পঞ্জিকা'[২] নামক একখানি টীকা রচনা করেন। ইঁহার জন্ম হয় ৭১৩ খৃষ্টাব্দে।

১। সং কৃষ্ণমাচার্য, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজ, ৩০ সংখ্যক গ্রন্থ, বরদা, ১০২৬ (১ম খণ্ড)। মূলের সঙ্গে কমলশীলের পঞ্জিকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

২। মূলসহ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজে প্রকাশিত।

শান্তিদেব

ইনি ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন কালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। 'তেঙ্গুরে' ইঁহাকে জহোরের (=ঢাকা জিলার সাভার গ্রাম?) অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে, শান্তিদেব ছিলেন রাজকুমার এবং তিনি তারাদেবীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন বরণ করিয়াছিলেন।

শান্তিদেব অনেক গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'শিক্ষাসমুচ্চয়'[১] ও 'বোধিচর্যাবতার'[২] নামক গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে বুদ্ধত্বকামী ব্যক্তির জীবনাদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শান্তিদেব মহাযানদর্শনের অনুসরণে জাগতিক জীবনের সব কিছুর অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, লাভ-ক্ষতি সবই অবাস্তব। তিনি পাঠককে এই উপদেশ দিতে চাহিয়াছেন যে, অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া পার্থিব জীবনের দুর্দশা হইতে অব্যাহতিলাভই হওয়া উচিত মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

'বোধিচর্যাবতারে' যে কবিত্ব একেবারেই নাই, তাহা নহে। কিন্তু, সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা দার্শনিক মতবাদ প্রচারের প্রতি লেখকের লক্ষ্য অধিকতর। তিনি গ্রন্থারম্ভে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই গ্রন্থ নিজের জন্য এবং যাঁহাদের প্রকৃতি তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ তাঁহাদের জন্য রচিত হইয়াছে[৩]।

গ্রন্থটি নিম্নলিখিত নয়টি পরিচ্ছেদে রচিত :—

(১) বোধিচিত্তানুশংসা, (২) পাপদেশনা, (৩) বোধিচিত্তপরিগ্রহ, (৪) বোধিচিত্তাপ্রমাদ, (৫) সংপ্রজন্যরক্ষণ, (৬) ক্ষান্তিপারমিতা, (৭) বীর্যপারমিতা, (৮) ধ্যানপারমিতা, (৯) প্রজ্ঞাপারমিতা।

১। সং Bendall, Bibliotheca Buddhica, St. Petersburg, 1897.

২। Bibliotheca Indica সংস্করণ (প্রজ্ঞাকরমতির 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা' সহিত)।

৩। "স্বমনো বাসয়িতুং কৃতং মমেদম্"—বোধিচর্যাবতার, ১।২।

"অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যেদ্
অপরোঽপ্যেনমতোঽপি সার্থকোঽয়ম্" ।। ঐ, ১।৩।

'বোধিচর্যাবতারে'র কয়েকটি শ্লোক, শান্তিদেবের রচনার নিদর্শনস্বরূপ, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

রাত্রৌ যথা মেঘঘনান্ধকারে
বিদ্যুৎ ক্ষণং দর্শয়তি প্রকাশম্।
বুদ্ধানুভাবেন তথা কদাচিল্
লোকস্য পুণ্যেষু মতিঃ ক্ষণং স্যাৎ॥ (১।৫)

[মেঘ হেতু গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে যেমন ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকের জন্য বস্তু-সমূহকে প্রকাশিত করে, তেমনই বুদ্ধানুভাব হেতু কখনও ক্ষণকালের জন্য মানুষের পুণ্যকর্মে মতি হয়।]

তস্মাচ্ছুভং দুর্বলমেব নিত্যং
বলং তু পাপস্য মহৎ সুঘোরম্।
তজ্জীয়তেঽন্যেন শুভেন কেন
সংবোধিচিত্তং যদি নাম ন স্যাৎ॥ (১।৬)

[অতএব, পুণ্য সর্বদাই দুর্বল; কিন্তু, পাপের শক্তি অতি ভীষণ। 'সংবোধিচিত্ত'[১] যদি না থাকে তাহা হইলে অন্য কোন্ পুণ্যের দ্বারা উহা (অর্থাৎ, পাপ) জিত হয়?]

কদলীব ফলং বিহায় যাতি
ক্ষয়মন্যৎ কুশলং হি সর্বমেব।
সততং ফলতি ক্ষয়ং ন যাতি
প্রসবত্যেব তু বোধিচিত্তবৃক্ষঃ॥ (১।১২)

[অন্য সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ কদলীর ন্যায় ফল দান করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, বোধিচিত্তরূপ বৃক্ষ অনবরত (সুখসম্পত্তিরূপ) ফল প্রসব করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।]

প্রজ্ঞাকরমতি এই গ্রন্থের 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

১। "সম্যক্সংবোধৌ বুদ্ধত্বে যচ্চিত্তং সর্বসত্ত্বসমুদ্ধরণাভিপ্রায়েণ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমধ্যাশয়েন মনসিকারঃ" (প্রজ্ঞাকরমতির পঞ্জিকা)।

কুমারবজ্র

ইনি মহীপাল-নয়পালের সমসাময়িক; অর্থাৎ, আঃ খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগ হইতে একাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী।

তিব্বতীয় ঐতিহ্য এই যে, তিনি বৌদ্ধ কালচক্রযান সম্বন্ধে 'চক্রসম্বর-মণ্ডলবিধিতত্ত্বাবতার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

দিবাকরচন্দ্র

'তেঙ্গুরে'র সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, দিবাকর ছিলেন বাঙালী, রাজা নয়পালের সমসাময়িক এবং আচার্য মৈত্রীপার শিষ্য। নয়পালের কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্বার্ধ।

উক্ত 'তেঙ্গুরে' দিবাকর-রচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মবিষয়ক কতক গ্রন্থের অনুবাদ আছে। 'হেরুকসাধন' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ।

জেতারি

এই নামে দুইজন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের কথা জানা যায়। প্রাচীনতর জেতারির বাসস্থান ছিল বরেন্দ্রে। তিনি ছিলেন বাংলার গৌরব অতীশ দীপঙ্করের গুরু। রাজা মহীপালের সময়ে ইনি বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত ছিলেন।

অতীশ গুরু জেতারি-রচিত তিনখানি ন্যায়গ্রন্থের ও এগারখানি বজ্রযান সাধন গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদমাত্র পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লামা তারনাথের বিবরণে দেখা যায়, জেতারি একশত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর[১]

তিব্বতীয় সুম্পা-রচিত 'পাগ-সাম-জোন্-জাং' গ্রন্থে ও 'তেঙ্গুরে' সংরক্ষিত অতীশের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হইতে অতীশ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়।

বাংলাদেশে বিক্রমণিপুরে গৌড়রাজবংশে অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে কল্যাণশ্রীর ঔরসে ও প্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁহাকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

১। ইঁহার জীবনী ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য 'বঙ্গীয় মহাকোষ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৯০।

আখ্যা দেন। তিনি কালক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া সুবর্ণদ্বীপে ধর্মাচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বহুকাল অধ্যয়ন করিয়া সিংহলে ভ্রমণান্তে মগধে গমন করেন। রাজা মহীপালের নিমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীল বিহারে গেলে রাজা নয়পাল তাঁহাকে প্রধান আচার্যপদে নিযুক্ত করেন। তিব্বতের তদানীন্তন রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার তের বৎসর তিব্বতে অবস্থানকালে তিনি নাকি প্রায় দুইশত বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় 'তেঙ্গুর' গ্রন্থে তাঁহার বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আছে। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

> বোধিমার্গপঞ্জিকা, বোধিপথপ্রদীপ, একবীরসাধন, প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থপ্রদীপ, রত্নকরণ্ডোদ্‌ঘাটনামমধ্যমকোপদেশ, লোকাতীত-সপ্তাঙ্গবিধি।

অতীশ-রচিত গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই বজ্রযান-সাধনা সংক্রান্ত।

তিব্বতের পথে নেপাল হইতে তিনি বঙ্গের রাজা নয়পালকে সংস্কৃতে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন ; ইহার নাম 'বিমলরত্নলেখ'।

জ্ঞানশ্রীমিত্র

দীপঙ্করের সমসাময়িক গৌড়বাসী এই বৌদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমশীলবিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন।

বৌদ্ধন্যায়ের 'কার্যকারণভাবসিদ্ধি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জ্ঞানশ্রী-রচিত। ইহার তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদমাত্র আছে। মাধবাচার্য-রচিত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' এই গ্রন্থের আলোচনা আছে।

রত্নাকরশান্তি

ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-শান্তির নামাঙ্কিত দুইটি বাংলা গীত আছে[১], সেই শান্তিই, বোধ হয়, রত্নাকর শান্তি। ইনি কয়েকখানি বৌদ্ধতন্ত্র ও দুইখানি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১। দ্রঃ—বৌদ্ধ গান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূমিকা, পৃঃ ২৮।

অভয়াকরগুপ্ত

ইঁহার জন্ম হয় বাংলাদেশের কোন ক্ষত্রিয়কুলে। কাহারও কাহারও মতে, ইনি ছিলেন উড়িয়া বা বিহারী। অভয়াকর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

'তেঙ্গুরে'র সাক্ষ্য অনুসারে তিনি প্রায় কুড়িখানি বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা। এই সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্ততঃ চারিখানির মূল সংস্কৃত রূপ পাওয়া যায়। অভয়াকরের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম—

মর্মকৌমুদী (অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার টীকা), বোধিপদ্ধতি, শ্রীমঞ্জু-বজ্রাদিক্রমাভিসময়সমুচ্চয়নিষ্পন্ন (যোগাবলী নাম), বজ্রযানাপত্তিমঞ্জরী, আম্নায়মঞ্জরী ('শ্রীসম্পুটতন্ত্ররাজ' নামক গ্রন্থের টীকা)।

বিভূতিচন্দ্র

বাংলার রাজা রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গস্থ জগদ্দল বিহারের অন্যতম প্রধান পণ্ডিতের নাম বিভূতিচন্দ্র। ইনি বাঙালী ছিলেন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। তিব্বতীয় ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন 'রাজপুত্র'; তাঁহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না। তিনি নাকি টীকা টিপ্পনী ছাড়া কয়েকখানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

ইঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায়না। তবে, অনুমান করা যায় যে, তিনি অভয়াকরগুপ্তের হয় সমসাময়িক না হয় কিঞ্চিৎ পরবর্তী; অভয়াকরের কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের কোন সময়ে। এই অনুমানের কারণ এই যে, বিভূতি অভয়াকরের কতক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ নিজে করিয়াছিলেন অথবা অনুবাদ করিতে অপরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "তিনি 'অমৃতকর্ণিকা' নামে 'নাম-সঙ্গীতি'র একখানি টীকা রচনা করেন; ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।"[১]

১। দ্রঃ—প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃঃ ৪১।

দানশীল

বাংলার জগদ্দল বিহারের অন্যতম বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন দানশীল। তিনি শাক্যশ্রীভদ্র নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া অভয়াকরগুপ্তের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ করেন; সুতরাং দানশীল অভয়াকরের সমকালীন অথবা পরবর্তী ছিলেন—এ অনুমান অসমীচীন নয়।

দানশীল 'পুস্তকপাঠোপায়' নামক একখানি মূল গ্রন্থ রচনা করেন এবং অপর পণ্ডিতগণের সঙ্গে যুক্তভাবে সংস্কৃত-তিব্বতীয় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন।

প্রজ্ঞাবর্মা

ইনি ছিলেন বাংলাদেশের কাপট্যবিহারের একজন আচার্য। ইঁহাকে পালযুগের লোক বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইঁহার আবির্ভাবকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না।

বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ ছাড়া, ইনি 'উদানবগ্‌গে'র উপর ধর্মত্রাতের অসম্পূর্ণ টীকাটি সমাপ্ত করেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের 'বিশেষস্তবটীকা' ও 'দেবাতিশয়স্তোত্রটীকা' নামক দুইটি টীকা রচনা করেন।

উক্ত বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ ব্যতীত এমন কতক বৌদ্ধগ্রন্থ-রচয়িতার নাম জানা যায়, যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ইঁহাদের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই। এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

(গ্রন্থকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক)

গ্রন্থকার	পরিচয়	গ্রন্থ
কুমারচন্দ্র	বিক্রমপুরী বিহারের অন্যতম অবধূত।	'কৃষ্ণযমারিতন্ত্রে'র 'রত্নাবলী' টীকা, 'শ্রীবজ্রভৈরবতন্ত্রপঞ্জিকা' ও অপর একখানি তন্ত্রশাস্ত্রের টীকা। (তিব্বতীয় অনুবাদমাত্র পাওয়া যায়।)

গ্রন্থকার	পরিচয়	গ্রন্থ
নাগবোধি	বঙ্গাল দেশের শিবসেরা নামক স্থানের অধিবাসী। 'উড্ডিয়ানবিনির্গত' বলিয়া ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নাগার্জুনশিষ্য বলিয়া কথিত।	'যমারিসিদ্ধচক্রসাধন', 'আর্যনীলাম্বরধরবজ্রপাণিসাধন' প্রভৃতি তেরখানি তন্ত্রগ্রন্থ। (তিব্বতীয় অনুবাদমাত্র আছে।)
পুতলি	বঙ্গালদেশের শূদ্রবংশে জাত; ৮৪ সিদ্ধ-পুরুষের অন্যতম।	'বোধিচিত্তবায়ুচরণভাবনোপায়' (তিব্বতীয় অনুবাদমাত্র প্রাপ্ত।)
বোধিভদ্র	সোমপুর বিহারের আচার্য।	রহস্যানন্দতিলক, সমাধিসম্ভাব-পরিবর্ত, বোধিসত্ত্বসম্বরবিধি, যোগলক্ষণসত্য, বোধিসত্ত্বসম্বর-বিংশতিপঞ্জিকা, কালচক্রগণিত-মুখাদেশ প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ। (তিব্বতীয় অনুবাদমাত্র আছে।)
মোক্ষাকরগুপ্ত	জগদ্দলবিহারের আচার্য	?
শুভাকর	জগদ্দলবিহারের আচার্য শাক্যশ্রীভদ্রের গুরু।	

বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্য

এই দেশে সহজসিদ্ধির অনুসরণকারী যে সকল বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্য' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের রচিত দোহাবলী 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সংস্কৃত ভাষায় তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সন্ধান পাওয়া যায় তিব্বতীয় 'তেঙ্গুরে'। কুক্কুরিপাদের নামাঙ্কিত ছয়টি তন্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে সাক্ষ্য উক্ত 'তেঙ্গুরে' আছে। ইহাদের

মধ্যে অন্ততঃ তিনটি[১] মহামায়াবিষয়ক বলিয়া মনে হয়। শবরির নামের সহিত দশখানি বজ্রযানী গ্রন্থ যুক্ত আছে। ইনিই সম্ভবতঃ শবরীশ্বর। শবরীশ্বর-রচিত বজ্রযোগিনী সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ আছে। লুই-পা চারখানি বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; ইহাদের মধ্যে 'অভিসময়বিভঙ্গ' অন্যতম। লুই-পা ও মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন কিনা তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। কতক সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থ মৎস্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'অবতারিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তৎসম্প্রদায়ের নামাঙ্কিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি এই :—

(১) শ্রীকামাখ্যাগুহ্যসিদ্ধি,
(২) অকুলাগমতন্ত্র,
(৩) গোরক্ষশতক,
(৪) গোরক্ষভুজঙ্গ,
(৫) গোরক্ষসহস্রনামস্তোত্র,
(৬) নিত্যাহ্নিকতিলক,
(৭) গোরক্ষসংহিতা,
(৮) কৌলজ্ঞাননির্ণয়,
(৯) জ্ঞানকারিকা,
(১০) কুলানন্দতন্ত্র,
(১১) অকুলবীরতন্ত্র।

ইহাদের মধ্যে প্রধান ও বৃহত্তম 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়'।[২] গোরক্ষ-রচিত 'বায়ু-তত্ত্বভাবনোপদেশ' নামক একটি বৌদ্ধতন্ত্র আছে। এই গোরক্ষ ও গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ অভিন্ন। জালন্ধরিপাদের নামাঙ্কিত চারিটি বজ্রযানী গ্রন্থ আছে; তন্মধ্যে একখানি সরোরুহবজ্র-কৃত 'হেবজ্রসাধনে'র 'শুদ্ধিবজ্রপ্রদীপ' নামক টীকা। এই জালন্ধরি সম্ভবতঃ গোপীচাঁদের গুরু। বিরূপ-রচিত বলিয়া দশখানি বজ্রযান গ্রন্থের সন্ধান 'তেঙ্গুরে' পাওয়া যায়। তিলোপা বা তৈলিকপাদের নামের সহিত যুক্ত চারখানি বজ্রযানী গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় সংরক্ষিত আছে। সরহ বা সরহপাদ (=রাহুলভদ্র) একজন বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য। 'তেঙ্গুরে' প্রায় পঁচিশখানি তন্ত্র ইঁহার নামাঙ্কিত। ইহাদের মধ্যে দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'সাধনমালা'য় (১।৭৯) ও 'সাধনসমুচ্চয়'-এ (১৭৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একটি 'সাধনমালা'য় (২।৪৬৬-৬৮) পাওয়া যায়।

২। সং P. C. Bagchi, Calcutta, 1934.

মৎস্যেন্দ্রনাথ ও কৌলজ্ঞাননির্ণয়[১]

মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম মচ্ছেন্দ্র, মচ্ছেন্দ ও মচ্ছিন্দ্র প্রভৃতি নানারূপেই পাওয়া যায়; 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'র 'পটল'গুলির পুষ্পিকায় 'মচ্ছঘ্ন' নামটিও পাওয়া যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতকেব আদিভাগে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীর অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে (=আধুনিক সন্দ্বীপ) বাস করিতেন। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' লিখিত আছে যে, ইহা 'মচ্ছঘ্নপাদাবতারিত', অর্থাৎ, মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা হইতে মনে হয়, গ্রন্থখানি মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ঐতিহ্য এই যে, মৎস্যেন্দ্র কৌলসম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থখানি ২৪টি 'পটলে' বিভক্ত। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে :—

'কুল' শব্দের অর্থ,কুলজ্ঞ বা 'কৌল' কর্তৃক পালনীয় আচার, 'অকুলবীর' তত্ত্ব, শিব-শক্তির সম্বন্ধ, বিন্দু, নাদ, কলা, মোক্ষ, পূজাপদ্ধতি, ধ্যানযোগ, সহজ-তত্ত্ব, মারণ ও দীর্ঘায়ু-লাভ প্রভৃতির শক্তি অর্জনের উপায়, ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুমোদিত প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির নিন্দা ও যোগের প্রাধান্য, তীর্থজ্ঞান, ডাকিনী যোগিনীর স্বরূপ।

উক্ত কতক বিষয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে আলোচনা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

কুললক্ষণ

সেই অবস্থার নাম 'কুল' যে অবস্থায় চিত্ত ও দৃষ্টি মিলিত হয়, ইন্দ্রিয় সমূহের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়, মানুষের স্বীয় শক্তি জীবের সঙ্গে একীভূত হয় এবং দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে দৃষ্টি লীন হইয়া যায়[২]।

ব্রাহ্মণগণের অনেক তন্ত্রে কুল, কুলাচার, কুলশাস্ত্র প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও 'কুল' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যের বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের ন্যায় অন্যত্র

১। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়, (প্রবোধ বাগচী সম্পাদিত), ভূমিকা।

২। যত্র দৃষ্টিমনস্তত্র ভূতেন্দ্রিয়মপুদ্গলঃ।
স্বশক্তির্জীবভূতানি দৃষ্টিলক্ষৈর্লয়ং গতা ॥ (৩।২খ, ৩ক)

বিরল। এই সম্প্রদায়েব মতে, কুল ও শক্তি এক। বস্তুতঃ, তন্ত্রে ব্যবহৃত কুলকুণ্ডলিনী' শব্দে 'কুল' শব্দের এই তাৎপর্য অভিপ্রেত। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' কুল ও অকুল সমার্থক[১]।

শিব-শক্তি

শিব-শক্তির সম্বন্ধ নিম্নলিখিতরূপ :—

শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ শিবঃ।
জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিযা লীয়তি ইচ্ছয়া॥
ইচ্ছাশক্তির্লয়ং যাতি যত্র তেজঃ পবঃ শিবঃ।

(২।৬,৭ক)

শক্তি শিবে এবং শিব ক্রিয়াতে লীন হন, ইচ্ছাব মাধ্যমে ক্রিয়া জ্ঞানে লীন হয়। ইচ্ছাশক্তি পবম শিবে লীন হয়।

যে পবম শিবে জগৎ-প্রপঞ্চ লয প্রাপ্ত হয তাঁহাবই কথা এখানে বলা হইয়াছে এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিব এই ত্রিবিধ রূপ স্বীকৃত হইযাছে।

'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' (১৭।৮, ৯ক) বলা হইযাছে যে, অগ্নি-ধূম এবং বৃক্ষ-ছায়াব ন্যায শিবশক্তি অবিচ্ছেদ্য।

শিবকে লিঙ্গাত্মক বলিয়া কল্পনা করা হইযাছে। এই লিঙ্গ চতুর্বিধ—সিদ্ধিলিঙ্গ, মানসলিঙ্গ. মনোলিঙ্গ ও দেহলিঙ্গ।

সৃষ্টি ও লয়

পবম শিবশক্তিতে লীন হন এবং শক্তিব বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হইলে হয় সৃষ্টি; শক্তির বিভিন্ন রূপ অন্তর্মুখ হইলে লয হইযা থাকে। এই যোগপদ্ধতিব বর্ণনক্রমে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, কালাগ্নি বা রুদ্র নাম্নী শক্তি নিম্নদেশে মূলাধারে অধিষ্ঠিতা থাকেন। নিম্নদেশ সাতটি ও উর্দ্ধদেশ সাতটি। নিম্নদেশে যতক্ষণ কালাগ্নি থাকেন ততক্ষণ সৃষ্টিও থাকে, ইহা উর্ধ্বদিকে উত্থিত হইলে লয়ের সূত্রপাত হয়।

বিন্দু, নাদ, কলা

পবশিবের সৃজনীশক্তিব নাম বিন্দু; ইহা পরাশক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত। বিন্দু হইতে উৎপত্তি হয় নাদেব; নাদ হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ।

১। অকুলং চ কুলং জ্ঞাত্বা (১২।৬)।

বিন্দু ত্রিবিধ; ইহাতে 'মাতা', 'মান' ও 'মেয়'—এই তিনটির বীজ নিহিত আছে। এই শব্দগুলিব অর্থ যথাক্রমে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়। নাদের এই ত্রিবিধ শক্তিরূপ কলা বা কামকলা ত্রিপুবসুন্দবী নামেও অভিহিত হয়।

মোক্ষ বা মুক্তি

'কুল' বা শক্তির নিম্নদেশে অবস্থান ভুক্তি বা ভোগ। ইহাব উর্ধ্বে স্থিতির নাম মুক্তি[১]। 'হংসে'র সম্যক্ জ্ঞানেব দ্বারা মুক্তি লাভ কবা যায়। হংস বা শিব সর্বব্যাপী, বিশ্বের কারণ এবং 'ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক'। হংস-জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত অলৌকিক ভাবেব অধিকাবী হয় এবং তখন পাপ পুণ্য উহাকে স্পর্শ করিতে পাবেনা। 'দেহলিঙ্গ' শিবকে দেহাভ্যন্তবে উপলব্ধি কবিলে এবং পৃথিবীতে তাঁহাব গতিবিধির জ্ঞান লাভ কবিলে মানুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং মুক্ত হয় এবং অপরকে মুক্ত কবিতে পাবে[২]।

মোক্ষলাভেব সোপানস্বরূপ সিদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে' আছে। 'সিদ্ধি' পদেব অর্থ বহস্যময় মানসিক শক্তি। কয়েকটি প্রধান সিদ্ধি নিম্নলিখিতরূপ। এইগুলি বিশেষ কতক মন্ত্রবলে লাভ কবা যায়।

পাশস্তোভ অর্থাৎ—(১) নিগ্রহানুগ্রহ, (২) ক্রামণ—দেহান্তরে প্রবেশলাভের শক্তি, (৩) হবণ, (৪) প্রতিমাজল্পন—প্রতিমাকে কথা বলান, (৫) ঘটপাষাণস্ফোটন।

এতদ্ব্যতীত (১) মারণ,
(২) উচ্চাটন—অপবেব মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি,
(৩) স্তম্ভ—অপবকে কিছু হইতে বিবত কবা,
(৪) মোহ—অপবকে অজ্ঞান কবা,
(৫) শান্তিক—প্রতিকূল দেবতাব তুষ্টিসাধন,
(৬) পৌষ্টিক—শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি,
(৭) আকৃষ্টি—অপবকে আকর্ষণ কবা,
(৮) বশ—অপবকে বশীভূত কবা।

১। অধঃস্থা সংস্থিতা ভুক্তিঃ উর্ধ্বং মুক্তির্বরাননে (২।৯ক)

২। স শিবঃ প্রোচ্যতে সাক্ষাৎ স মুক্তো মোচয়েৎ পরঃ (১৭।২৭ক)।

যোগবলে নিম্নলিখিত শক্তি ও গুণ অর্জন করা যায় :—

জনপ্রিয়তা, রোগনাশ, কবিত্ব, বাগ্মিতা, দূরশ্রবণ, ভূমিত্যাগ (ভূমি হইতে ঊর্ধ্বে উত্থান), যোগিনীমেলকত্ব (যোগিনীগণের সঙ্গে মিলন), জরাপহরণ, চণ্ডবেগত্ব, অনেকরূপধারিত্ব, সৈন্যস্তম্ভকরত্ব (সেনাকে নিশ্চল করা) ইত্যাদি।

জরানাশ, দীর্ঘায়ু এমন কি অমরত্ব লাভের পদ্ধতি এই যে, হঠযোগের দ্বারা জিহ্বাটিকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া সহস্রদলপদ্ম হইতে নিঃসৃত অমৃতপান করিতে হইবে।

পূজাপদ্ধতি

প্রস্তর-মৃত্তিকা-বা ধাতু-নির্মিত লিঙ্গের পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেহস্থ মানসলিঙ্গের উপাসনাই সিদ্ধিলাভের উপায়। এই লিঙ্গের পূজা মানস পুষ্প ও ধূপের দ্বারা বিধেয়। অহিংসা, ইন্দ্রিয়সংযম, দয়া, অক্রোধ, ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতি মানস পুষ্প। সাধারণ লোক-প্রচলিত পূজাদ্বারা সিদ্ধি ও মুক্তি লভ্য নহে। সাধকের পক্ষে কাম, ক্রোধ, দম্ভ ও লোভ প্রভৃতি ত্যাগপূর্বক সমত্ব অভ্যাস করা আবশ্যক। লোকশাস্ত্রগুলিতে সত্য নাই; সুতরাং, এই সকল শাস্ত্রানুমোদিত পূজাপদ্ধতি বর্জনীয়। বাহ্যিক পূজা অর্চনা অপেক্ষা এই গ্রন্থে ধ্যানযোগের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

সহজ-তত্ত্ব

দেহাভ্যন্তরস্থ একটি চক্রের নাম সহজ। ইহা বজ্র নামেও অভিহিত হয়। বজ্রযোগের দ্বারা ইহা লব্ধ হয় এবং তখন শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও জরাহীন হয়। এই অবস্থায় চিত্তও সমত্ব লাভ করে।

সহজিয়াবাদ সিদ্ধাচার্যগণের অনেক দোহার বিষয়বস্তু।

হিন্দু ও বৌদ্ধ অপরাপর তন্ত্রের সঙ্গে 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'র তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে ইহার সংযোগ অধিকতর নিবিড়। এই তন্ত্রে প্রযুক্ত 'বজ্র' শব্দটি হিন্দুতন্ত্রে নাই বলিলেই চলে: কিন্তু, বৌদ্ধ তন্ত্রে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। 'কৌলজ্ঞানে' 'শান্তিক' ও 'পৌষ্টিক' নামে যে সিদ্ধির উল্লেখ আছে, সেগুলি সাধারণতঃ হিন্দুতন্ত্রে নাই, আছে বৌদ্ধতন্ত্রে।

১৪

হিন্দু তন্ত্র

বাংলাদেশের পূজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্র ও অনুষ্ঠানাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দেশের ধর্মজীবনে তন্ত্রের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিজগণের বৈদিক দীক্ষা অর্থাৎ উপনয়নের পরেও তান্ত্রিক দীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণবিকাশ হয় না বলিয়া জনসাধারণের ধারণা। দ্বিজেতর বর্ণের ও স্ত্রীলোকের তান্ত্রিক দীক্ষাই একমাত্র দীক্ষা।

তন্ত্রের উৎপত্তিকাল যেমন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বাংলাদেশে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রবর্তনকালও তেমনই অনির্ণেয়। প্রখ্যাত ভারতবিজ্ঞানী ভিণ্টারনিৎস্ (Winternitz) এর মতে বাংলাদেশ তন্ত্রের উৎপত্তিস্থল; এখান হইতেই এই শাস্ত্র ভারতের নানাস্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ তিব্বতে ও চীনে, প্রসারিত হইয়াছিল[১]।

তন্ত্রের জন্ম বাংলাদেশে হইয়াছিল কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও এই দেশে যে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা হইত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ বাঙালী-রচিত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ। এমন অনেক তন্ত্রগ্রন্থ আছে, যাহাদের রচয়িতা বাঙালী বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হইলেও উহাদের উপলভ্যমান পুঁথিগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। তাহা ছাড়া, বঙ্গীয় কতক প্রধান স্মৃতিনিবন্ধে তন্ত্রের প্রামাণিকতা পদে পদে স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের স্মৃতিনিবন্ধগুলি অপেক্ষা রঘুনন্দন-যুগের ও রঘুনন্দনোত্তর যুগের নিবন্ধসমূহে তন্ত্রের অধিকতর প্রভাব লক্ষিত হয়। রঘুনন্দনই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তান্ত্রিক দীক্ষাকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন দান করেন[২]।

১। A History of Indian Literature, I, p 592.

২। বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থকার-রচিত 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী' নামক গ্রন্থ।

বাংলাদেশের তন্ত্রশাস্ত্রকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তন্মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রগুলির অধিকাংশই তিব্বতে ভোটভাষায় এবং কতক সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত আছে। ঐগুলি বাংলাদেশের পালযুগে রচিত[১]। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তৎকালে তিব্বতের সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল।

হিন্দু তান্ত্রিকগণের মধ্যে অনেকে সাধক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা তন্ত্রমার্গে সাধনা করিয়াছেন এবং শিষ্যবর্গকে দীক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রামকৃষ্ণ পরমহংস। গোঁসাই ভট্টাচার্য (রত্নগর্ভ), বামাখ্যাপা প্রভৃতিও খ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধক। বাংলাদেশের গৌরবের বিষয় এই যে, অর্ধকালী নামে জনৈকা মহিলাও তন্ত্রসাধক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে হিন্দুগণের তন্ত্রগ্রন্থই আলোচ্য। হিন্দুতন্ত্রগুলি প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভেদে ত্রিবিধ। ইহাদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের সংখ্যাই অধিকতর। হিন্দুতন্ত্রের প্রসিদ্ধ বাঙালী রচয়িতৃগণ ও তাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য

ইঁহার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। এতদ্রচিত গ্রন্থের একটি পুথির[২] লিপিকাল ১২৯৭ শকাব্দ (= ১৩৭৫ খৃঃ)। সুতরাং, প্রমাণান্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই তারিখকে তাঁহার জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা বলিয়া ধরা যায়। 'কাম্যযন্ত্রোদ্ধার' নামক একটিমাত্র তন্ত্রনিবন্ধ তাঁহার নামাঙ্কিত দেখা যায়। ইহাতে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

মধ্যযুগীয় নবদ্বীপের ত্রিরত্নের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ অন্যতম। নব্যন্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণি এবং নব্যস্মৃতিতে রঘুনন্দন যেমন যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কৃষ্ণানন্দও

১। বাঙালী বৌদ্ধগণের রচিত তন্ত্রগ্রন্থের জন্য বৌদ্ধতন্ত্র ও দর্শন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। দ্রঃ—Sastri : Notices, III, Preface, p. XVIII.

তেমনই বঙ্গীয় তন্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ। সাধারণতঃ তাঁহাকে চৈতন্যের সমকালীন মনে করা হয়। কেহ কেহ অবশ্য কৃষ্ণানন্দকে কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, কৃষ্ণানন্দের জন্ম হইয়াছিল ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।[১] ভট্টাচার্য মহাশয় কতক কুলজিগ্রন্থের প্রমাণ অবলম্বনে বলেন যে, কৃষ্ণানন্দ জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-তপস্বী ওঝার অধস্তন সপ্তম পুরুষ এবং 'প্রাণতোষিণী' নামক তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা রাম-তোষণ বিদ্যালঙ্কার ছিলেন কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ।

কৃষ্ণানন্দ-প্রণীত 'তন্ত্রসার' বিখ্যাত তন্ত্রনিবন্ধ। এই নিবন্ধটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই তন্ত্রগ্রন্থের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, এই গ্রন্থের আদর কোন সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে।

দীক্ষা, পূজাপদ্ধতি, হোম প্রভৃতি যাবতীয় তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, কুলাচার, বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্র, যন্ত্র, মণ্ডল, চক্র প্রভৃতি এই বিশাল নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বহু মূল তন্ত্র ও তন্ত্রনিবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি আছে; এই সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে কতক নামে মাত্র পরিচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তি নাকি কৃষ্ণানন্দই সর্বপ্রথম কল্পনা করেন এবং এই দেশে ইহার পূজার প্রবর্তন করেন। কৃষ্ণানন্দের এই গ্রন্থ যে শুধু বাংলাদেশেই সবিশেষ আদৃত, তাহা নহে। এই গ্রন্থের কতক পুঁথি বঙ্গাক্ষর ভিন্ন অন্য লিপিতেও প্রদেশান্তরে সংরক্ষিত আছে—ইহাদ্বারা 'তন্ত্রসারে'র দেশময় জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

'তন্ত্রসার' এ আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ। কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত 'তন্ত্রার্ণবে'র প্রমাণ অনুসারে 'গুরু' শব্দের

১। দ্রঃ—P. K. Code Commemoration Volume, পৃঃ ৩২।

২। দ্রঃ— ঐ, পৃঃ ২৭।

৩। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৯২৭) পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্করণ এবং রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার-কৃত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত) সংস্করণ (কলিকাতা, ১২৮২ বঙ্গাব্দ) উল্লেখযোগ্য।

নিরুক্তি এই—'গ'-কার সিদ্ধিদাতা, 'উ'-কার শম্ভু এবং 'র'-কার পাপনাশক। সুতরাং, এই তিন বর্ণের মিলনে উৎপন্ন 'গুরু' শব্দের অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি স্বয়ং শিব ও পাপনাশক; এইরূপ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা, গ-কার জ্ঞান ও ঐশ্বর্যদাতা, উ-কার শিবত্বপ্রদ এবং র-কার পাপদাহক; সুতরাং জ্ঞান, সম্পদ ও শিবত্ব যিনি দান করেন এবং যিনি পাপ দুরীভূত করেন তিনিই গুরু। পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, 'গু' অর্থাৎ অন্ধকার এবং 'রু' অন্ধকারনাশক; সুতরাং, যিনি তমোনাশক তিনিই গুরু; এখানে 'অন্ধকার' শব্দের অর্থ অবশ্যই মোহান্ধকার বা অজ্ঞানতিমির। গুরু হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক—শান্ত, উচ্চকুলজাত, বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারবান্, প্রতিষ্ঠাবান্, কার্যদক্ষ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, আশ্রমী[১], ধ্যাননিষ্ঠ, তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী, শিষ্যের অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমর্থ। তন্ত্রে গুরুর স্থান অতি উচ্চে; পিতা অপেক্ষাও তিনি অধিক শ্রদ্ধার অধিকারী[২]। গুরুকে মানুষ মনে করিলে শিষ্য নরকগামী হয়। গুরুর পক্ষে নিম্নলিখিত লক্ষণ নিন্দনীয়—

শ্বিত্রী ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, কুনখী, শ্যাবদন্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বহুভাষী, বহুভোজী, স্ত্রৈণ, পুত্রহীন, কদাকার, শঠ, ক্রিয়াহীন ইত্যাদি।

উপযুক্ত শিষ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণাবলী আবশ্যক—

শান্ত, বিনীত, শ্রদ্ধালু, শুদ্ধাচারী, জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি।

১। গৃহস্থাদি যে কোন আশ্রমে স্থিত।

২। এই মতের সমর্থনে 'মনুস্মৃতি' (২।১৪৬) হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিটি উদ্ধৃত হইয়াছে—উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা, অর্থাৎ জন্মদাতা ও ব্রহ্মদাতা এই উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদাতা শ্রেয়ান্। কিন্তু ঐ স্মৃতিতে 'ব্রহ্মদ' শব্দের অর্থ আচার্য; যিনি উপনয়ন সংস্কার করাইয়া উপনীত ব্যক্তিকে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার জন্মাইয়া দেন। এই শব্দটিকে তন্ত্রে তান্ত্রিক শিক্ষাদাতা গুরুকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'মনুস্মৃতি'র অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে—আচার্যাণাং শতং পিতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই শ্লোকের মধ্যে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহার নিরসনক্রমে টীকাকার কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন যে, পূর্ব শ্লোকে 'আচার্য' শব্দে শুধু তাঁহাকেই বুঝায় যিনি গায়ত্রী মন্ত্রটুকুমাত্র শিষ্যকে শিক্ষা দিয়াছেন; পরের শ্লোকে 'আচার্য' শব্দের অর্থ মুখ্যাচার্য।

আচারভ্রষ্ট, মূর্খ, অশ্রদ্ধাবান্, বিষয়াসক্ত, পরদাররত প্রভৃতি ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহণের অযোগ্য।

তন্ত্রে তান্ত্রিক দীক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; বৈদিক দীক্ষার প্রসঙ্গই এই শাস্ত্রে নাই। তান্ত্রিক দীক্ষার অবশ্যকর্তব্যতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তির জপপূজাদি নিষ্ফল হয় এবং পরলোকে তাহার নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। এই দীক্ষা গুরুমুখী। কোন গ্রন্থ হইতে যদি কেহ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া উহা গ্রহণ করে, তাহা হইলে সহস্র মন্বন্তরেও তাহার নিষ্কৃতি নাই।

'মন্ত্র' শব্দের নির্বচনে বলা হইয়াছে—মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ। যাহার মনন দ্বারা সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহাই মন্ত্র। কতক মন্ত্রে স্ত্রীলোক ও শূদ্রের অধিকার নাই; যথা—গায়ত্রীমন্ত্র, ওঙ্কার ও লক্ষ্মীমন্ত্র (শ্রীঁ)।

তন্ত্রে একটি ব্যাপার আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা এই যে, তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূজা, জপ প্রভৃতি ছাড়াও জনসাধারণের বিশ্বাস ও তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে সুখ সম্পদ লাভের আশায় অনুষ্ঠিত নানা প্রকার আচার আচরণ এই শাস্ত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দও বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার, অদর্শনপ্রকার প্রভৃতি স্বীয় গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া গেল। বশীকরণের জন্য চামুণ্ডাদেবীর ধ্যানপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র এক লক্ষ বার জপ করিয়া জপের দশাংশ সংখ্যায় পলাশপুষ্প দ্বারা হোম করিলে সাধকের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহা।

ইহা চামুণ্ডামন্ত্র। এই চামুণ্ডাদেবীর কল্পনা এইরূপ—

চামুণ্ডা বিকটদন্তা, ভীষণাকৃতি ও চতুর্ভুজা। ইঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খট্বাঙ্গ ও খড়্গ, বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও নরমুণ্ড। ইঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও কেশগুচ্ছ পিঙ্গলবর্ণ। ইনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ও শবাসীনা। এই দেবী ঘন অন্ধকারে বাস করেন।

কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা জন্মাইতে হইলে মহিষ ও অশ্বের মলের

সহিত গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা ঐ দুই ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির উচ্চাটন বা তাহাকে দেশত্যাগ করাইতে হইলে এইরূপ অনুষ্ঠান বিধেয়। মহিষ ও অশ্বের মল মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা কাকপক্ষের লেখনীর সাহায্যে নিম্বপত্রে 'ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি' ইত্যাদি মন্ত্রসহ শত্রুর নাম লিখিতে হইবে। উক্তপত্রে অর্চনা করিয়া নিম্ববৃক্ষস্থ কাকপক্ষীর নীড়স্থিত কাষ্ঠদ্বারা হোম করিতে হইবে। শ্মশানের অগ্নিতে ধুস্তুরকাষ্ঠ প্রয়োগ করিয়া নরতৈল অথবা ত্রিকটুর সহিত উক্ত কাকনীড়কাষ্ঠদ্বারা হোম বিধেয়। ঐ কাষ্ঠের সহিত শ্বেতসর্ষপতৈল মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপর পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর পূজা করিয়া সাধক ধ্যানমগ্নচিত্তে উক্ত যজ্ঞের ভস্ম শত্রুর গৃহে নিক্ষেপ করিবে। এই কার্যে দেবীর ধ্যান নিম্নলিখিতরূপ :—

> ইনি ধূম্রাবর্ণা, ত্রিনয়না ও কৃশাঙ্গী। ইঁহার কপালে অর্ধচন্দ্র, মস্তকে জটাজাল, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, এক হস্তে অস্থিমালা, অপর হস্তে কর্তৃকা নয়ন কোটরাগত, দন্তরাজি ভীষণ ও উদর পাতালসদৃশ।

অভিচারপ্রক্রিয়া এইরূপ। ওঁ বিরুদ্ধে রূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং দেহি দেহি স্বাহা—এই মন্ত্রে খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিয়া খড়্গমন্ত্রে খড়্গের অর্চনা করিয়া একটি ছাগ আনিতে হইবে। 'তুমিই অমুক ব্যক্তি' এইরূপে ছাগটিকে শত্রুরূপে কল্পনা করিয়া শত্রুর নামোল্লেখপূর্বক উহাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। রক্তসূত্রদ্বারা ঐ ছাগের মুখ ত্রিধাবন্ধনপূর্বক উহাতে শত্রুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং বিনাশয় মহাদেবি স্ফেং স্ফেং খাদয় খাদয়'—এই মন্ত্র পাঠপূর্বক উহার মস্তকে পুষ্পদান বিধেয়। অতঃপর বলিমন্ত্র পাঠ করিয়া বলির পূজা করতঃ উহাকে উৎসর্গ করিয়া আং হূং ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে উহার ছেদন কর্তব্য। 'এতদ্রুধিরং দুর্গায়ৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে ছাগের রক্ত ও মস্তক দুর্গাকে নিবেদন করিয়া ছাগের অষ্টাঙ্গের মাংসদ্বারা হোম করণীয়।

কোন শিবমন্দিরে আকন্দ, শাল্মলি, কার্পাস, পদ্মসূত্র ও পট্টসূত্র দ্বারা প্রস্তুত পাঁচটি বর্তিকা পাঁচটি নরমুণ্ডের খুলিতে মনুষ্য-তৈলদ্বারা প্রজ্বলিত করিতে হইবে। এই পঞ্চ প্রদীপের শিখায় পঞ্চপ্রকার কজ্জলপাত করিয়া ঐগুলিকে

মিশ্রিত করিয়া এবং 'ওঁ হুঁং ফট্ কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষেতি হুঁঃ ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্র ১০০৮ বার জপপূর্বক ঐ কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি দেবতারও অদৃশ্য হইবে[১]।

কোন কোন রক্ষণশীল পরিবারে আজকালও কুমারীপূজার প্রচলন দেখা যায়। এই প্রথাটি তান্ত্রিক। প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণানন্দ বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজা না করিলে হোমাদির ফল সম্পূর্ণ হয় না। এক বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা কন্যা কুমারীপূজার যোগ্যা। প্রতি বর্ষে কন্যার এক একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; যেমন, এক বর্ষীয়া কন্যাকে বলা হয় সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়া কন্যার নাম সরস্বতী ইত্যাদি। মহাপর্ব দিনে, বিশেষতঃ মহানবমী তিথিতে, কুমারীপূজা অবশ্যকর্তব্য।

মণ্ডল, মুদ্রা, জপ, হোম প্রভৃতি ছাড়াও তন্ত্রে কতক অংশ আছে যেগুলি সুখপাঠ্য ও রচয়িতৃগণের কবিত্বের পরিচায়ক। দেবদেবীর কতক ধ্যান, স্তোত্র প্রভৃতিতে যেমন আছে কল্পনার মহিমা, তেমনই আছে পদ-লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও নানা অলঙ্কারের সুকৌশল প্রয়োগ। কৃষ্ণানন্দের গ্রন্থে সংকলিত এইরূপ কয়েকটি স্তবস্তোত্রের অংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গণেশস্তোত্র

কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন মত্তালিমালাং মদপঙ্কলগ্নাম্।
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ॥

অঙ্কে স্থিতায়া নিজবল্লভায়া মুখাম্বুজালোকনলোলনেত্রম্।
স্মেরাননাব্জং মদবৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্॥

১। এই প্রণালী তিরস্করণীবিদ্যার ন্যায়। 'শকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতি কতক সংস্কৃত নাটকে তিরস্করণী বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়; এই বিদ্যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অপরের অ হইতে পারে।

হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্।
গজাননং যং প্রবদন্তি সন্তস্তৎকালযোগৈস্তমহং প্রপদ্যে ॥

বিষ্ণুস্তব

সমুদ্রকাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা মেরুকিরীটভারা।
দন্তাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতাভূত্তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥

* * *

শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ম্।
শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥
ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে শয়ানমন্তঃ স্মিতশোভিবক্ত্রম্।
উৎফুল্লনেত্রাম্বুজমম্বুদাভমাদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি ॥

গোপালস্তোত্র

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতম্ ॥
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
স্থূলমুক্তাফলোদারহারদ্যোতিতবক্ষসম্ ॥
হেমাঙ্গদতুলাকোটিকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্।
মন্দমারুতসংক্ষোভবল্গিতাম্বরসঞ্চয়ম্ ॥

'তন্ত্রসারে' প্রমাণস্বরূপ বহু তন্ত্রগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে[১]। তন্মধ্যে এক বঙ্গবাসী সংস্করণ ছাড়া অপর কোন সংস্করণে বা পুথিতে বাংলাদেশের অপর খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ বা তদ্রচিত কোন তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ নাই। বঙ্গবাসী সংস্করণে পূর্ণানন্দ ও তদ্রচিত 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'

১। তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য Aufrecht এর Oxford Catalogue (১৮৫০ খৃঃ), পৃ ৯৫, Journal of Ganganath Jha Research Institute (Vol. I) এর ১৭৭-১৮৪ পৃষ্ঠায় P. K Godeর তালিকা এবং দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের তালিকা (P. K Goda Commemoration Volume, পৃ ৩০-৩১)।

নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে[১] ; বস্তুতঃ পূর্ণানন্দ ও তদীয় গ্রন্থের উল্লেখ 'তন্ত্রসারে'র মূলের অন্তর্গত নহে, যে সকল পুথি অবলম্বনে সংস্করণটি প্রস্তুত হইয়াছে উহাদের একটিতে পার্শ্বলিখিত মন্তব্যের অংশবিশেষ মাত্র।

দুইজন পণ্ডিত 'তন্ত্রসারে'র পরিবর্তিত রূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; উঁহাদের মধ্যে একজন অমৃতানন্দ ভৈরব ও অপরজনের নাম রামানন্দ তীর্থ। রামানন্দ তীর্থ ছিলেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাশ্রিত। রামানন্দ-কৃত 'তন্ত্রসারে'র দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একটি পুথি কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে আছে (পুথিসংখ্যা II. A. 48)। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'র যে অংশের উদ্ধৃতি বঙ্গবাসী সংস্করণে আছে (১৫৫ পৃঃ) ঠিক সেই অংশটুকু উক্ত পুথির ৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী'[২] একটি তন্ত্রগ্রন্থ।

সর্বানন্দ

পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা জিলাধীন মেহার গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল এবং ইনি ছিলেন মেহারের শক্তিপীঠের আদি সাধক। সর্বানন্দের পিতামহ বাসুদেবের আদি বাসস্থান ছিল বাঢ়দেশে। কথিত আছে যে, সর্বানন্দ প্রথমে নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহাব শবসাধনায় প্রীত দেবীর কৃপায় তিনি ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধিলাভ করিয়া পরাবিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবীর সকল মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'সর্ববিদ্যা' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের বহু শিষ্য আছে এবং তাঁহার সিদ্ধিলাভের তিথিতে এখনও মেহারে বিরাট উৎসব হয়। তৎপুত্র শিবনাথের নামাঙ্কিত 'সর্বানন্দ-তরঙ্গিণী'[৩] নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, দাসপদবীধারী কোন রাজা মেহারে যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন সর্বানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল।

১। পৃঃ ১৫৫ এবং ৪৮৮-৮৯।

২। Mitra : Notices, I. 281.

৩। Sastri : Notices III, 336.

'সর্বোল্লাস'[১] নামক তন্ত্রগ্রন্থ সর্বানন্দের নামের সহিত যুক্ত।

কাশ্মীরের রঘুনাথমঠের 'নবাহ্নপূজাপদ্ধতি' এবং মধ্যভারতের 'ত্রিপুরার্চন-দীপিকা' বাসুদেব বা সর্বানন্দ কর্তৃক রচিত[২]।

ব্রহ্মানন্দ গিরি

ইনি ছিলেন ত্রিপুরানন্দের শিষ্য ও পূর্ণানন্দের গুরু। ইঁহার জীবনকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগ। ইঁহার রচিত দুইখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রসিদ্ধ :—(১) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী[৩], (২) তারারহস্য।

প্রথম গ্রন্থটি অষ্টাদশ 'উল্লাসে' রচিত। ইহাতে শাক্তগণের আচার অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে 'তন্ত্রসারে'র উল্লেখ আছে; কিন্তু, এই 'তন্ত্রসার' কৃষ্ণানন্দের বিখ্যাত নিবন্ধ কিনা তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় গ্রন্থটি চারিটি 'পটলে' সম্পূর্ণ। তাবা এবং তাঁহার বিভিন্ন মূর্তির পূজার আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তারা-উপাসনাব উপযোগী দীক্ষা এবং প্রাতঃকৃত্যাদির বিধিও ইহাতে আছে।

পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক

ইনি ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমাধীন কাটিহালী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাব রচিত কতক গ্রন্থে যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তাহা হইতে ইঁহার জন্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অত্যন্ত উন্নত ধরণের সাধক বলিয়া পূর্ণানন্দের খ্যাতি আছে এবং তদীয় বংশধরগণ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পূর্ণানন্দ-রচিত :—

(১) শ্যামারহস্য—ষোড়শ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে কালী-উপাসকেব আচারাদি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ণানন্দের গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

১। এ সো. জি ৩৪৪৭, Mitra: Notices, III. 1071।

২। দ্রঃ—কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুথি-তালিকার তন্ত্রখণ্ডের চিন্তাহরণ চক্রবর্তি-লিখিত ভূমিকা।

৩। সং পঞ্চানন শাস্ত্রী (বঙ্গানুবাদ সহ), বঙ্গাব্দ ১৩৪৯।

(২) শাক্তক্রম— সাতটি 'উল্লাসে' রচিত এই গ্রন্থে শাক্ত আচারাদির আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৪৯৩ শকাব্দ (=১৫৭১ খৃষ্টাব্দ)।

(৩) শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি—তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা গ্রন্থটির প্রারম্ভে আছে। এই গ্রন্থে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং শ্রীবিদ্যার উপাসনা ও আনুষঙ্গিক আচারাদি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটি ২৫ অধ্যায়ে রচিত। ইহার শেষভাগে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে একটি প্রকরণ আছে। ইহার রচনাকাল ১৪৯৯ শকাব্দ (=১৫৭৭ খৃঃ)। এই গ্রন্থের 'ষট্‌চক্রনিরূপণ'[১] নামক ষষ্ঠ অধ্যায় বিখ্যাত। এই অধ্যায়ে দেহস্থ নাড়ী এবং মূলাধারাদি ছয় চক্রের আলোচনা আছে।

(৪) তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী—গ্রন্থের নামই ইহার বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়।

(৫) ষট্‌কর্মোল্লাস—তন্ত্রোক্ত কতক রহস্যময় অনুষ্ঠানাদি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) কালীসহস্রনামস্তুতিব্যাখ্যা—'কালীসহস্রনামস্তুতি' নামক কালী-স্তোত্রের ব্যাখ্যা।

গৌড়ীয় শঙ্কর

ইঁহার প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ শঙ্কর আগমাচার্য। শঙ্করের পিতার নাম কমলাকর। তাঁহার পিতামহ ছিলেন লম্বোদর।

'তারারহস্যবৃত্তি'[২] শঙ্কর-রচিত তন্ত্রগ্রন্থ। ইহা ৫১১ লক্ষ্মণসম্বতে

১। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তারানাথ বিদ্যারত্নের সংস্করণটি (Avalon ; Tantrik Texts, Calcutta, 1913, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণানন্দের নামাঙ্কিত 'ষট্‌চক্রপ্রভেদ (Mitra : Notices, I. 227) ও ষট্‌চক্রবিবরণ' (ব. সা. প পুথি ১৩১১) সম্ভবতঃ একই গ্রন্থের নামান্তর।

২। ব. সা. প পুথি—বিষয়সংখ্যা ৩২-৩৫, ক্রমিক সংখ্যা ১০৮, ৭৩২, ১২৬৭, ১২৬৮।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
আগমচন্দ্রিকা (পূর্বানুবৃত্তি)	কৃষ্ণমোহন	ঐ, ক্রমিক সংখ্যা ৬২০৯	শাস্ত্রী—২য় খণ্ড, ৪১; ব. সা. প. পুঁথির তালিকা, পৃঃ ১২৫, ১৮৭)।
ঐ	রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার	মিত্র—১ম খণ্ড, ২৬৯। Cat. Cat., I., পৃঃ ৭৭৩	গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইহার রচয়িতা ছিলেন 'নপাড়ীয়'বা নপাড়া নিবাসী; ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথ। রামকৃষ্ণের গ্রন্থটী তৎপিতৃকৃত 'আগমতত্ত্ববিলাস' নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। 'আগমচন্দ্রিকা'র রচনাকাল 'মুনিবেদনৃপে শাকে'। (দ্রঃ ব. সা. প. পুঁথির তালিকা, ভূমিকা, পৃঃ ১৭)।
আগমতত্ত্ববিলাস	রঘুনাথ তর্কবাগীশ	এ. সো. ঞ্জি ১৬১১, Mitra : Notices, IX. 3186, Sastri : Notices, I. 22	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
আনন্দলহরী-টীকা	মহাদেব বিদ্যাবাগীশ	এ. সো. জি ৬৫৮২ ইণ্ডিয়া অফিস ৪।২৬২৪	গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের পরিচয়— যাদবানন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র, বিদ্যাসাগরের পৌত্র ও সুবুদ্ধিমিশ্রের প্রপৌত্র। মান্দাবণাস্তর্গত বিষ্ণুপুরে গুরুর নিকট হইতে গ্রন্থকার 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি প্রাপ্ত। গ্রন্থের রচনাকাল ১৫২৭ শকাব্দ (=১৬০৫ খৃষ্টাব্দ)।
ঐ (হরিভক্তি-শুদ্ধোদয়া)	হরিনারায়ণ	এ. সো. জি ৩৯৭৩, Sastri : Notices, II. 17	
ঐ	গোবিন্দ তর্কবাগীশ	এ সো. জি. ৩৬৯৪, ৫২০৪, Mitra : Notices, X. 3373, ব. সা. প. ৩৩৪।	
ঐ	শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য	এ. সো. জি. ৩৯০৫ এ।	
কর্পূরস্তোত্রটীকা	দুর্গারাম সিদ্ধান্ত-বাগীশ	এ. সো জি ৩৩৮৫।	
কর্পূরাদিস্তব-টীকা	রামকিশোব (সর্ববিদ্যাসন্ততি)	Sastri : Notices II. 48.	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
কালীতত্ত্বসুধাবিন্দু	কালীপ্রসাদ কাব্যচুঞ্চু	Mitra : Notices, IX. 2956.	
কালীসর্বস্বসম্পুট	শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার	Sastri : Notices, I. 60.	
কুলপূজনচন্দ্রিকা বা কুলপূজাচন্দ্রিকা	চন্দ্রশেখর	Sastri : Notices, II. 37.	
ক্রমদীপিকাটীকা	গোবিন্দ বিদ্যা-বিনোদ	এ. সো. ক্রমিক সংখ্যা ৬৪৯১।	
ক্রমচন্দ্রিকা	রত্নগর্ভ সার্ব-ভৌম	Mitra : Notices, I. 331.	তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির মন্ত্রাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার ছিলেন বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুরু। তিনি গোস্বামী ভট্টাচার্য নামেও পরিচিত।
গুরুপাদুকাস্তোত্র	দুর্গাদাস বিদ্যা-বাগীশ	এ. সো. জি ৩৪০১, ৫১১৮, ৫২৮৯, ৩৯১৭এ।	
গৌতমীয় তন্ত্র-তত্ত্বদীপিকা	রাধামোহন	ব. সা. প. ৩৯ (১১৭), ৪০ (৩৩৫)।	ইনিই, বোধ হয়, সেই বৈষ্ণব রাধা-মোহন যিনি 'কৃষ্ণ ভক্তিসুধার্ণব' নামক গ্রন্থ এবং রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্বে'র ও

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	(পূর্বানুবৃত্তি) মন্তব্য
			গৌতমন্যায়সূত্রের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রাধামোহন উনবিংশ শতকের লেখক ও Colebrooke এর বন্ধু ছিলেন (দ্রঃ ব. সা. প. এর পুথিব তালিকা, পৃঃ ১৬)।
চক্রদীপিকা	রামভদ্র সার্বভৌম	এ. সো. জি ১৪১।	
জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিণী	শিরোমণি	Mitra : Notices, I. 286.	
তত্ত্বপ্রকাশ	জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী	Sastri : Notices, I. 137.	
তন্ত্রচন্দ্রিকা	রামগতি সেন	এ. সো. ক্রমিক সংখ্যা ৬২৭৪।	গ্রন্থকাব সম্ভবতঃ 'যোগকল্পলতিকা'র (Sastri : Notices, I. 299). বচয়িতা হইতে অভিন্ন। রামগতি পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়া কথিত। দ্রঃ—Sastri : Notices, I, ভূমিকা, পৃঃ ২১।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	গ্রন্থ
তন্ত্রদীপনী	রামগোপাল শর্মা		
তন্ত্রদীপিকা	গোপাল পঞ্চানন	এ. সো. জি ৫০৯৭, Sastri : Notices, I. 138, Mitra : Notices, VI. 2262.	গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পৌত্র ও হরিনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র।
তন্ত্রপ্রদীপ	জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী	Sastri : Notices, I. 139.	
তন্ত্রপ্রদীপপ্রভা	সনাতন তর্কাচার্য	Sastri : Notices, 11. 80.	
তন্ত্রপ্রকাশ	গোবিন্দ সার্বভৌম	এ. সো. জি ৫৬৪১।	দীক্ষা, পুরশ্চরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও তারা এবং ত্রিপুরার পূজা-বিষয়ক।
তন্ত্ররত্ন	কৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ	এ, সো. জি ১০৯৪৯, 1. O. IV. 2573 ; Mitra : Notices, 1. 240.	কালী ও তারা-দেবীর পূজা-বিষয়ক।
তন্ত্রসংক্ষেপ-চন্দ্রিকা	ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	Sastri : Notices, II. 81.	
তারার্চনচন্দ্রিকা	জগন্নাথ ভট্টাচার্য	এ. সো. জি ৬৫৩৭।	
তারাবিলাসোদয়	বাসুদেব কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী	এ. সো. জি ৭৯০, ৩৪৫৫।	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
তারাভক্তি-তরঙ্গিণী	কাশীনাথ	Mitra : Notices, IV. 1607.	পুথির লিপিকাল ১৭৩৭ শকাব্দ। ইহাতে গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ আছে।
ত্রিপুরার্চনরহস্য	ব্রহ্মানন্দ	Mitra : Notices, VII. 2487.	
দক্ষিণাকল্প	হরগোবিন্দ তন্ত্রবাগীশ	Mitra : Notices, I. 291.	
দীক্ষাতত্ত্বপ্রকাশ	রামকিশোর		গ্রন্থকার পূর্ববঙ্গের মেহারের সর্ববিদ্যা-বংশীয়। দ্রঃ— চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১৭৩।
পঞ্চকল্পতরু	রাঘব দেবশর্মা	Sastri : Notices, X. 3311.	গ্রন্থকার রামানন্দ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। গ্রন্থটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিষয়ক নিবন্ধ। রহস্যময় মণ্ডল ও ঐরূপ মণ্ডলের সাহায্যে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে আছে।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
পুরশ্চরণ-প্রয়োগাদর্শ	বাসুদেব সার্বভৌম	ব. সা. প. ৫৯ (১৩০৯)	'সর্বানন্দিক সাধু-সাগ্নিকজ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্যাত্মজ' বলিয়া গ্রন্থকারের পরিচয় আছে।
পুরশ্চরণদীপিকা	চন্দ্রশেখর	Cat. Cat. 1, পৃঃ ৩৪০।	
প্রাণতোষিণী	রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার	১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত।	রামতোষণ ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস[1] মহাশয়ের আনুকূল্যে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়।
বর্ণভৈরব	রামগোপাল পঞ্চানন	Mitra: Notices 1. 280.	শব্দের উৎপত্তি ও অকারাদিবর্ণ মাহাত্ম্য ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

১। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খড়দহের বিদ্যোৎসাহী ভূমাধিকারী; জীবনকাল ১৭৬৪—১৮৩৪ খৃঃ। ইঁহার রচিত 'ভস্মকৌমুদী' ও 'বিষ্ণুকৌমুদী' নামক দুইটি গ্রন্থ আছে। তাহা ছাড়া, আয়ুর্বেদ এবং স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলি প্রাণকৃষ্ণের নামাঙ্কিত হইলেও বস্তুতঃ তদীয় অনুপ্রেরণায় পণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
বর্ণাভিধান	যদুনন্দন ভট্টাচার্য	এ. সো. জি ৮১৪৪ Mitra: Notices, II. 560, 1. 0. II. 1046.	শেষোক্ত দুইটি পুথিতে গ্রন্থকারের নাম আছে শ্রীনন্দন ভট্টাচার্য।
বশকার্যমঞ্জরী	রাজারাম ভট্টাচার্য	এ. সো. জি ৩৪৬৩।	
তারনিরূপণ		এ. সো. জি ৪৬৬০।	সম্ভবতঃ রামগতি সেনের 'তন্ত্রচন্দ্রিকার' অংশ।
মন্ত্রকোষ	জগন্নাথ চক্রবর্তী	ব. সা. প. ৪৩ (১৫৪৮খ), Mitra : Notices, VII 2378.	দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থকারের নামের শেষভাগ ভট্টাচার্য। ঐ পুথির বিষয়বস্তুর বিবরণে আছে যে, উহাতে তান্ত্রিক বীজমন্ত্র ও ঐগুলির ব্যাখ্যা আছে। তাহা ছাড়া, বর্ণমালার উৎপত্তি ও স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।
মন্ত্ররত্নাকর	যদুনাথ চক্রবর্তী	এ. সো. জি ৬০২৮।	
মহিম্নঃস্তোত্র-টীকা	রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ	ব. সা. প. ৫৫ (১৪৮২)।	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
ষট্‌চক্রক্রমদীপিকা	রামভদ্র সার্বভৌম	Sastri : Notices, 1. 383.	
ষট্‌পঙ্ক্তমালা	রামরাম ভট্টাচার্য	Sastri : Notices, 1. 387	
সুন্দরীরহস্যবৃত্তি	রত্ননাভ আগমাচার্য	এ. সো ক্রমিক সংখ্যা ৬৩৫০।	গ্রন্থে আত্মপরিচয় —বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, মৈত্রেয়। নারায়ণের পুত্র ও মুকুন্দের পৌত্র। ইঁহার গুরু গোপীনাথ।
স্বরূপাখ্যস্তবটীকা	নন্দরাম	ব সা. প. ১৫৪ (১৩৫৬ক), ১৫৫ (১৩৫৬খ). Sastri : Notices, 1. 39.	

১৫

বিবিধ রচনা

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত বাঙালী-রচিত এমন কতক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীভুক্ত করা চলেনা। এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য রচনাগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(ক) মৌলিক রচনা ও অনুবাদ,

(খ) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্রিকা,

(গ) টীকা,

(ঘ) কুলপঞ্জী ও পুঁথির বিবরণ।

এই জাতীয় রচনাবলী ও রচয়িতৃগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(ক) মৌলিক রচনা ও অনুবাদ

বাঙালী শ্রীনিবাস ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে 'গণিতচূড়ামণি' (Cat. Cat. I. 142) নামে বিশুদ্ধ গণিতের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে, এই শ্রীনিবাস ও বৃহস্পতি রায়মুকুট অভিন্ন ব্যক্তি[১]। কিন্তু, নানা যুক্তিপ্রমাণবলে বৃহস্পতির কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে নির্ণীত হইয়াছে[২]। সুতরাং উক্ত গ্রন্থটি বৃহস্পতি-রচিত হইতে পারে না। Cat. Cat এ (পৃ: ১৪২) Aufrecht লিখিয়াছেন যে, রায়মুকুট শ্রীনিবাসের 'গণিতচূড়ামণি'র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেও ইঁহারা যে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রতিপন্ন হয়। জনৈক শ্রীনিবাস মহিন্তাপনীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে 'শুদ্ধিদীপিকা' নামক একখানি স্মৃতি ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা

১। "......শ্রীনিবাস অর্থাৎ বৃহস্পতি রায়মুকুট"—চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১০৭।

২। নব্যস্মৃতি-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

দুইটি ভাগ পাওয়া যায়—প্রভবাদিকল্প ও শৈশবাদিকল্প। শম্ভুচন্দ্র ছিলেন খৃঃ উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রংপুরের জমিদার।

রামনারায়ণ মিত্রদাসের 'সভাকৌস্তুভ'[১] নামক গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইহাতে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের বৈচিত্র্য লেখকের অশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক এবং বিভিন্ন প্রকার রুচিবিশিষ্ট পাঠকের উপভোগ্য। ইহাতে আলোচ্য বিষয়গুলি এই :—মঙ্গলাদি, ধর্ম ও পাতক প্রভৃতি নিরূপণ, পণ্ডিতপ্রশংসা, দুর্জন, যাচক, দরিদ্র, মূর্খ প্রভৃতির নিন্দা, সদাচার, রস, অলঙ্কার, দ্রব্যগুণ ইত্যাদি নিরূপণ, উপদেশ, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারাদি কথন, রাশিনক্ষত্র ও মৃত্যুযোগাদি নিরূপণ। একটি প্রারম্ভিক শ্লোক হইতে মনে হয়, নানা কাব্য আলোচনা করিয়া লেখক উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পদ্যময় রচনা করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই :—

নানাকাব্যবিচারচারুচতুরৈর্ধীরৈরুদারৈঃ সমম্
সৎকাব্যানি বিচার্য পদ্যনিচয়ৈঃ প্রোদ্যৎসভাকৌস্তুভঃ।

... ...

স্তেনায়ং চ ময়া... . . .সমুন্নীয়তে ॥

চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাদার্সা গ্রাম নিবাসী তারাচরণ চক্রবর্তী সংস্কৃত পদ্যে রচিত 'খ্রীষ্টোপনিষৎ'[২] নামক গ্রন্থে New Testament এর চারিটি Gospel (Mathew, Mark, Luke, John) এর অনুবাদ করিয়াছেন।

পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্‌হো'র বিধুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংস্কৃত অনুবাদ[২] উল্লেখযোগ্য। দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থের পুত্র হরিচরণ ভট্টাচার্য (বিক্রমপুর, ১৮৭৯ খৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। হরিচরণ কলিকাতার মেট্রোপোলিটান কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। উক্ত অনুবাদ ছাড়া হরিচরণ 'ওমরখৈয়াম' এর Fitzerald কৃত ইংরাজী অনুবাদের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন ; ইহাতে শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে

১। Sastri : Notices, II. 240.

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১২৮৪।

৭৫টি শ্লোক আছে। হবিচরণ 'কর্ণধারা' ও 'রূপমুনির্ঝর' নামক দুইটি কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

শরচ্চন্দ্র ও গিরিবালার পুত্র ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব খ্যাতনামা অধ্যাপক। 'ষষ্টিতন্ত্র' নামক গ্রন্থে তিনি ৬০টি গল্প লিখিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কতক অনুবাদ ও কতক মৌলিক রচনা। কতক গল্প কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ও 'মঞ্জুষা' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কতক কবিতাও সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মিয়র সাহেব কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় ভূগোলখগোলবর্ণনম্'[1] নামক শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই শ্লোকাবলী-রচনার উদ্দেশ্য লিখিত আছে :—

পুরাণসূর্যসিদ্ধান্তে যুরোপীয়মতানুগম্।
কর্তব্যং কিল ভূগোলখগোল[2]পরিবর্ণনম্॥
প্রথমং বর্ণনীয়ং তু তত্র পৌরাণিকং মতম্।
কার্যং ক্রমেণাপরয়োর্মতয়োর্বর্ণনং ততঃ॥ (শ্লোক ২-৩)।

ইহাতে মোট শ্লোকসংখ্যা ৪০৮; খগোলাংশে আছে ২৭৯টি শ্লোক, আর ভূগোলাংশে ২৮০-৪০৮ ভূগোলাংশের চারি খণ্ড, খণ্ডগুলিতে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা ক্রমশঃ বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

অন্যঃ কাশ্মীরদেশোঽস্তি যত্র ছগলরোমভিঃ।
শালসংজ্ঞানি বাসাংসি শিল্পিনো রচয়ন্ত্যলম্॥ (২৯৪)
ফ্রান্সস্য পশ্চিমে ভাগে আট্‌ল্যাণ্টিকপয়োনিধিঃ।
ভূমধ্যস্থোঽর্ণবো যাম্যো হলণ্ডো দেশ উত্তরে॥ (৩২৪)

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ (২য় সংস্করণ)।
২। খগোল—আকাশস্থ গ্রহাদির বর্ণনা।

অপরো মিশরো নাম দেশোঽস্ত্যত্রাতিসুন্দরঃ।
প্রধাননগরং তস্য কেরো নামকমীরিতম্॥ (৩৯০)
ব্রাজিলো নাম কোঽপ্যন্যঃ প্রদেশোঽস্ত্যতিবিস্তৃতঃ।
মনোহরাণাং হীরাণামাকরস্তত্র বর্ততে॥ (৪০৮)

বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত বিবিধবিষয়ক কতক শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছে[১]। তাঁহার বাল্যকালের রচনা হিসাবে শ্লোকগুলির কিছু মূল্য আছে। তদ্রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিদ্যাপ্রশংসা

অজ্ঞানখণ্ডনকরী ধনমানহেতুঃ
সৌখ্যাপবর্গফলমার্গনিদেশিনী চ।
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমি-
র্বিদ্যা নিরস্য জড়তাং ধিয়মাদধাতু॥

মেঘের উদ্দেশ্যে

হঃ হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্রমজ্ঞং
তদ্গর্জিতং বিবহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্তং স্তুবীত বদ তোযদ লোকসিদ্ধাং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে॥

'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল :—

লুচীকচুরীমতিচুরশোভিতং
জিলেপিসন্দেশগজাবিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্[২]॥

১। কলিকাতা, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

২। অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কলঙ্কার-কৃত সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে রচিত।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর নামক জনৈক ব্যক্তি ফরিদপুরের পণ্ডিতপ্রধান স্থান কোটালিপাড়ার একখানি ইতিহাস সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'ভবভূমিবার্তা'[১])।

ভট্টপল্লীনিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'ধর্মসিদ্ধান্ত'[২] নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্মের একটি মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত রাজারামপুরনিবাসী মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি[৩] মহাশয় ১৭ সর্গে 'দিনাজপুররাজবংশ' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ৩৪ সর্গে সম্পূর্ণ 'ভূদেবচরিত' ও ইঁহার রচনা। এতদ্ব্যতীত নানা বিষয় অবলম্বনে ইনি 'কাব্যপেটিকা' নামক কাব্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যসমালোচনা বিষয়ে 'কাব্যতত্ত্বাবলী' নামক গ্রন্থও তাঁহার কীর্তি। 'সংস্কৃতচন্দ্রিকা' ও 'মিত্রগোষ্ঠী' নামক সংস্কৃত পত্রিকায় ইঁহার কিছু কিছু সংস্কৃত পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

(খ) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্রিকা

বাংলাদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব ছাড়া উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ রচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। যে কয়খানি বাঙালী-রচিত জ্যোতিষ-গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহারা হয় বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, নয় শুভকর্মের উপযোগী দিনক্ষণের বিচার। অদ্ভুতশান্তি এবং কোষ্ঠীপ্রস্তুতির প্রণালী এই জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

এই শাস্ত্রে বাঙালী-রচিত নিবন্ধসমূহের মধ্যে প্রধান কয়েকটি গ্রন্থ ও রচয়িতৃগণের পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

১। দ্রঃ—Krishnamachariar : Hist of Class. Skt. Lit., পৃঃ ৬৫৯।

২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৩। ইঁহার রচনাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য—কৃ, পৃঃ ৩০৮ এফ।

[গ্রন্থনামগুলি বর্ণানুক্রমিক]

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
অদ্ভুতসারসংগ্রহ	নবদ্বীপ (নিত্যানন্দ-বংশজ)	Mitra : Notices, I. 465.	দিব্য, নাভস ও ভূমিজ উৎপাত ও উহাদের শান্তিবিধান ইহার আলোচ্য। ইহা মহাদেবের 'অদ্ভুতসারে'র সংক্ষিপ্ত-সার।
অর্থরত্নপ্রভা (জাতকার্ণবটীকা)	গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ	এ সো. জি ৩৯১৮, I. O. No. 3083	
কর্মোপদেশ	শিবরাম তর্কপঞ্চানন	Sastri : Notices, I. 40.	জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতক বিষয় বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার ও কৃষিশাস্ত্র ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।
কোষ্ঠীনির্ণয়	গোপাল ন্যায়পঞ্চানন	Sastri : Notices, I. 82	এই গ্রন্থকার-রচিত বহু স্মৃতিনিবন্ধ আছে।
প্রশ্নসংগ্রহ	প্রজাপতিদাস	Mitra : Notices, I.327, 487.	
জাতকপদ্ধতি (বিদগ্ধতোষিণী)	রাঘবানন্দ চক্রবর্তী	এ সো. জি ৪৫৮৭।	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পুথি	মন্তব্য
জাতমাতণ্ড	প্রাণকৃষ্ণ	Mitra : Notices, VII. 2346.	কোষ্ঠীপ্রস্তুতিপ্রণালী ইহার বিষয়বস্তু।
জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিণী	কৃষ্ণানন্দ	এ. সো. জি ৩৪৬০।	গ্রন্থকার কি বাঙালী? গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী শুভকাল নিরূপণ।
জ্যোতিষরত্ন	কেশব তর্ক-পঞ্চানন	এ. সো. জি ১০৮২৭, Sastri : Notices, II. 72.	
জ্যোতিষাঙ্কুর	ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী	Mitra : Notices, IX. 2928.	
জ্যোতিঃসংক্ষেপ	কৃষ্ণদাস (রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-পুত্র)	Sastri : Notices, III. 107.	ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা আছে :—বারফল, বারবেলাদি-কথন তিথিনক্ষত্র-নিরূপণ, রাশিলগ্নাদি-নির্ণয়, সংক্রান্তি ও গ্রহণাদি নিরূপণ, বিবাহবিহিত-নক্ষত্রাদি নিরূপণ, পুংসবনাদি সংস্কারের কালনির্ণয় যাত্রাদিন-বিচার।

নামক পত্রিকা বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্যত্র সংস্কৃতসেবিগণের নিকট আদরের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কলিকাতার 'সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'ও পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত। প্রসিদ্ধ বাঙালী কবির কাব্যের পদ্যানুবাদ ছাড়াও এই পত্রিকাগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাঙালী পণ্ডিতগণের রচিত মৌলিক কাব্য নাটকও এই পত্রিকা দুইটিতে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

(গ) টীকা

কাব্য এবং অন্যান্য বিষয়ে বাঙালী-রচিত টীকার কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি ব্যতীত যে সকল টীকা বাঙালীর কীর্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে, উহাদের ও ঐ টীকারচয়িতৃগণের বিবরণ এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

চম্পাহট্টীয়কুলজাত ঈশান পাঠকরাজ ভারতাচার্যের পুত্র অর্জুনমিশ্র[১] মহাভারতের একখানি টীকা রচনা করেন; ইহার নাম 'মহাভারতার্থপ্রদীপিকা' বা 'ভারতসংগ্রহদীপিকা'[২]। কাহারও কাহারও মতে, অর্জুন ছিলেন 'পুরাণ-সর্বস্ব' সংকলয়িতা গোবর্ধন পাঠকের পৃষ্ঠপোষক সত্য খাঁর সমকালীন। তাহা হইলে অর্জুন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের[৩] লোক। কেহ কেহ কিন্তু মনে করেন, তিনি ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন[৪]। শেষোক্ত মত কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণান্তর দ্বারা সমর্থিত না হইলে কুলজীগ্রন্থের প্রমাণ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না।

'মহাভারতে'র হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[৫]-রচিত টীকার নাম 'ভারতকৌমুদী'। এই টীকা, নীলকণ্ঠের টীকা ও মূলের স্বকৃত বঙ্গানুবাদসহ তিনি 'মহাভারতে'র

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ—Arjuna Misra, Indian Culture, Vol. I.

২। বিরাটপর্বের টীকা প্রকাশিত, গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস্, বোম্বাই, ১৯১৫।

৩। দ্রঃ—P. K. Godeর প্রবন্ধ—Indian Culture, II, p. 141.

৪। দ্রঃ—যোগেন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ—Indian Culture, II.

৫। পরিচয়ের জন্য নব্যস্মৃতিপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। এই কাজ তাঁহার দীর্ঘকাল শ্রমের ফলস্বরূপ।

লোকনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক পণ্ডিত 'বাল্মীকি-রামায়ণে'র অংশ-বিশেষের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের উপর তদীয় টীকাব নাম যথাক্রমে 'আদিকাণ্ডমনোহরা', 'অযোধ্যাকাণ্ডমনোহবা', 'আরণ্যকাণ্ডমনোহবা' ও 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডমনোহরা'। এই টীকাগুলির পুথিব জন্য দ্রষ্টব্য Mitra : Notices, I. 1259, 1260, 1261, 1262.

(ঘ) কুলপঞ্জী ও পুঁথির বিবরণ

কুলপঞ্জীগুলিতে লিখিত সকল কথাই হয়ত প্রামাণিক নহে। কিন্তু, এগুলির একটা নিজস্ব মূল্য সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে অস্বীকার করা যায় না। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কুলপঞ্জী সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল।

বৈদ্যকুলপঞ্জিকা সম্বন্ধে ভরতসেন বা ভরতমল্লিক তিনখানি গ্রন্থ[১] বচনা করিয়াছিলেন—(১) চন্দ্রপ্রভা, (২) বত্নপ্রভা ও (৩) বৈদ্যকুলতত্ত্ব।

রামকান্ত দাসেব 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা'[২] এই জাতীয় গ্রন্থ। সদ্বৈদ্যগণের বংশাবলী সম্বন্ধে অপর একখানি গ্রন্থ জগন্নাথ গুপ্ত কবীন্দ্রের 'সদ্বৈদ্যভাবাবলি'[৩]।

চন্দ্রকান্ত ঘটক (বিদ্যানিধি) দুই খণ্ডে 'রাঢ়ীয়কুলকল্পদ্রুম'[৪] রচনা করিয়াছিলেন। কুলীনগণের বংশাবলী সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী'[৫] একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রামানন্দ শর্মাব 'কুলদীপিকা'য়[৬] কুলীন কায়স্থগণেব বংশাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

১। দ্রঃ—জে. বি. চৌধুরী সম্পাদিত 'মেঘদূতে'র ভূমিকা, পৃঃ ৫।

২। এ. সো. ক্তি ৪৬২০।

৩। Sastri : Notices, I. 397.

৪। প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯১২।

৫। Mitra : Notices, I. 400.

৬। Mitra : Notices, II. 612.

বৃটিশ শাসকগণের আনুকূল্যে সংস্কৃত চর্চার যে সকল নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানে রচিত পুঁথিসমূহের তালিকা-রচনা সবিশেষ স্মরণীয়। সরকারী অর্থব্যয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই জাতীয় তালিকার উপকরণ সংগ্রহের জন্য ভারতময় ভ্রমণ করিতেন এবং তাঁহাদের অন্বেষণের ফল তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতেন। এই তালিকাগুলির ভূমিকায় তাঁহারা প্রাপ্ত বা দৃষ্ট পুঁথিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পুঁথি ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ এবং উহাদের রচয়িতৃগণের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। তালিকায় পুঁথিগুলিকে ক্রমিক সংখ্যায় এবং বিষয় অনুসারে সাজাইয়া উহাদের বিস্তৃত বিবরণও তাঁহারা লিখিতেন। এই বিবরণে পুঁথির আকার, প্রকার, লেখকের নাম ও কাল, বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পুঁথির প্রারম্ভিক অংশ, উপসংহার, পুষ্পিকা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় লিখিত হইত। এই সকল তালিকায় অনেক নূতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় এবং পুরাতন গ্রন্থের নূতন প্রতিলিপির পরিচয় লিখিত থাকে। এই সকল প্রতিলিপির সাক্ষ্য মূল গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পাদনায় অতিশয় মূল্যবান্।

এইরূপ তালিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে দুইজন বাঙালীর নাম চিরস্মরণীয়—একজন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অপরজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইঁহাদের সংকলিত নিম্নলিখিত তালিকাগুলি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে :—

(১) Notices of Sanskrit Manuscripts
First Series—Vols. I-IX (R. L. Mitra)
(1870-95) X-XI (H. P. Sastri.)
Second Series—Vols. I-IV (H. P. Sastri.)
(1898-1911)

(২) The Buddhist Sanskrit Literature in Nepal, 1882
—R. L. Mitra.

(৩) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts, 1895-1900, 1901.
—H. P. Sastri.

১৬

বঙ্গে বেদচর্চা

প্রাচীন কালে উত্তরপূর্ব ভারতের যে ভূখণ্ড 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হইত, তাহাতে আর্যসভ্যতার আলোক প্রবেশ লাভ করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকার বঙ্গদেশের অপবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই দেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার নিন্দাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন[১]।

গুপ্তপূর্বযুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনাদি[২] হইতে মনে হয়, তৎকালে এই দেশ সংস্কৃত সাহিত্যচর্চাবর্জিত ছিল না। ফা হিয়েন্ (খৃঃ ৫ম শতক), হিউয়েন-সাঙ্ (খৃঃ ৭ম শতক) ও ই-সিং (খৃঃ ৭ম শতক) প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন বিদ্যানুশীলনের সাক্ষ্য বহন করে বটে, কিন্তু বেদবিদ্যার আলোচনা তখন কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্তে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, তদানীন্তন বঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় গৌড়-রাজ আদিশূর (৭৩২ খৃষ্টাব্দ) কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া

১। (ক)..ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি
বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।—ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১।৫)।

(খ) আরট্টান্..বঙ্গান্ চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত।—বৌধায়নসূত্র (১।৮।৩০)।

(গ) মহাভারত (আদি—১০৪ অ), বায়ুপুরাণ (৯৯অ), মৎস্যপুরাণ (৪৮অ)—এই গ্রন্থগুলিতে উক্ত হইযাছে যে, বলির পুত্রের নামানুসারে 'বঙ্গ' নামটি হইয়াছিল।

(ঘ) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

২। যথা—দামোদরপুর তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, XV, p. 129.

হলায়ুধের পরেও ব্রাহ্মণগণের ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রসমূহের ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাষ্য-রচয়িতৃগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি বা সিদ্ধান্তবাচস্পতি (খৃঃ ১৭শ শতক) ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য[১]।

চিরঞ্জীব স্বরচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান-রচিত 'মন্ত্রার্থদীপ' (বা মন্ত্রদীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কতক "বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থ"।[২]

কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ' নামক টীকার রচয়িতা নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উত্তররাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমার বংশের রাজত্বকালে বহু বাঙালী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মালবদেশে বাস করিতেন। সেই যুগে দক্ষিণরাঢ়ে ও বরেন্দ্রে বেদবিদ্যার, বিশেষতঃ সামবেদের, প্রচলন ছিল।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে মনে হয়, বঙ্গদেশ একান্তভাবে বেদবিদ্যাবিমুখ না হইলেও এদেশে তেমন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত বেদচর্চা হইত না। যে দেশে ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধাদি রচিত হইয়াছিল, সে দেশে কয়েকটি মাত্র বৈদিক মন্ত্রের ভাষ্য ছাড়া বেদচর্চার অপর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না—এ ব্যাপারকে নিতান্ত আকস্মিক বলা চলে না।

১। একজন আলঙ্কারিক রামনাথ এবং একজন দার্শনিক রামনাথেরও পরিচয় পাওয়া যায়; বেদ-অলঙ্কার-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী রামনাথ একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। রামনাথ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা' (হরপ্রসাদ-সম্বর্ধন-লেখমালা, পৃ ২২৫-২২৬,) ও Our Heritage, Vol. II. pt I, পৃঃ ৫-৮।

ভট্টাচার্য মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুগড়াচার্য নামক যে বাঙালী বেদ-ব্যাখ্যাতার কথা বলিয়াছেন, তাঁহার নামটি ভ্রমাত্মক এবং তাঁহার বাঙালীত্বের কোন প্রমাণ নাই। ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, পালরাজ নারায়ণপালের (খৃঃ ১০ম শতক) মন্ত্রী ভট্ট গুরব মিশ্র বেদজ্ঞ বলিয়া খ্যাত হইলেও তদ্রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব সা· প· পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৫।

সংযোজন[১]

চতুর্ভুজ[২]

চতুর্ভুজের স্বর্ণরেখ নামক একজন পূর্বপুরুষ বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রাম রাজা ধর্মপাল কর্তৃক প্রদত্ত। চতুর্ভুজের পিতামহ নিত্যানন্দ ছিলেন কবি ও স্মার্ত; তিনি 'কৃষ্ণানন্দ-কাব্য' ও 'স্মৃতিকৌমুদী' রচনা করেন। চতুর্ভুজের পিতা শিবদাস নাকি পুত্রের জন্ম হওয়ামাত্র তাহার জিহ্বা স্বর্ণমিশ্রিত মধুদ্বারা সিক্ত করিয়া দেন। কিম্বদন্তী এই যে, তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজের জিহ্বায় একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়; শ্লোকটিতে নাকি লিখিত ছিল যে, তিনি ভবিষ্যতে কৃষ্ণভক্ত মহাকবি ও পণ্ডিত হইবেন। চতুর্ভুজ রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন।

'হরিচরিত' পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'হরিবংশ' ও 'ভাগবত' হইতে কবি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে 'হরিবংশ' ও 'ভাগবতে'র নিকটই তিনি অধিকতর ঋণী।

এই কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্লোকের চরণগুলিতে অন্ত্যমিল আছে; এই মিল অন্ত্যানুপ্রাস বা অন্ত-যমক বা উভয়ের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ইহার অপর একটি বৈশিষ্ট্য মাত্রাছন্দের বহুল প্রয়োগ।

'ভাগবতপুরাণোক্ত' ভক্তিবাদ বাংলাদেশে যে গভীর প্রভাব বিস্তার

১। কতক গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, ঐ তথ্যসমূহ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। যে সকল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উল্লেখ পূর্বে করা হয় নাই, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে লিখিত হইল।

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ—The Haricaritam—A Mahakavya of Medieval Bengal, Our Heritage, Vol. VI, pt. 6.

করিয়াছিল, কাব্যটি তাহার সাক্ষী। রাসলীলা প্রসঙ্গে কবির শরদ্বর্ণনা উপভোগ্য। কাব্যখানির অঙ্গী রস বীর। কৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাশ্রিত কার্যকলাপের বর্ণনায় কোথাও অঙ্গী রস ব্যাহত হয় নাই; ইহাতে কবির মাত্রাবোধ ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগে কবি নিপুণ। ক্ষয়িষ্ণু যুগের 'নৈষধচরিত' ও শিশুপালবধ' প্রভৃতি কাব্যের তুলনায় 'হরিচরিত'র রচনা অনেক পরিমাণে প্রাঞ্জল। 'হরি-চরিতে'র দুই একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সকলাঙ্গসঙ্গতভুজঙ্গপীড়িতং তনয়ং নিরীক্ষ্য কৃতকূটমীলিতম্।
বহুবন্ধুবিস্মিতহ্রদপ্রবেশয়া সমতাড়ি নির্ভরমুরো যশোদয়া ॥ ৭।২৩
যমলার্জুনভূরুহহারিণা হরিণা হীরহিবণ্যহাবিণা।
সকলব্রজভূবিহারিণা রুরুচেহথাখিলচিত্তহারিণা ॥ ৫।১

[তৎপর যমলার্জুন বৃক্ষের ভেদকারী, হীরক ও স্বর্ণে শোভিত, সকল ব্রজভূমিতে বিহরণশীল ও সকলেব মনোরঞ্জনকারী কৃষ্ণ শোভা পাইয়াছিলেন।]

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার[১]

ইনি ছিলেন হুগ্‌লী জিলার গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত শোভাকরেব বংশধব। রাজা আদিশূব কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ছিলেন শোভাকর—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

বাণেশ্বরের জন্মতাবিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণেশ্বরের পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য সুকবি ছিলেন। বাণেশ্বরের পিতা রামদেব তর্কবাগীশ খ্যাতিমান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাল্যকালেই বাণেশ্বর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া

১। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ—ব সা. প পত্রিকা, ১৩৩৮ (৩য় সংখ্যা), পৃঃ ১২৮—১৬৮।

অল্পকালেই নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। সেখানে ভারতচন্দ্রের সহিত কলহের ফলে বাণেশ্বর ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে নবাব আলিবর্দী খাঁর শরণাপন্ন হন। অল্পকাল পরেই তিনি তথা হইতে বর্ধমানে চলিয়া আসেন। বর্ধমানের মহারাজ চিত্রসেন তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। বাণেশ্বব চিত্রসেনের সভায় ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ঐ সময়ে চিত্রসেন পরলোকগমন করিলে বাণেশ্বর পুনরায় নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাশ্রিত হন। ঐ রাজাব আশ্রয়ে কিছুকাল যাপন করিয়া বাণেশ্বর কলিকাতায় শোভাবাজারেব রাজা নবকৃষ্ণ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাণেশ্বরের গ্রন্থাবলী

(১) চিত্রচম্পূ[১]—মঙ্গলাচরণেব পরে কবি চিত্রসেনের পবিচয় দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার চতুব ও কর্মকুশল মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্রেব পরিচয়ও লিখিত হইয়াছে। তৎপর বর্ণিত বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত-রূপ :—

যখন উক্ত রাজার প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বাস করিতে-ছিল, তখন ১৬৬৪ শকাব্দে মহারাষ্ট্রেব বাজা সাহু বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। আক্রমণকারীর বর্বরোচিত অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজামণ্ডলীব মধ্যে শান্তিস্থাপনেব উদ্দেশ্যে রাজা মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার ন্যস্ত কবিয়া সসৈন্যে কিছুকাল দক্ষিণ প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগব সঙ্গমেব মধ্যবর্তী বিশালা নগরে বাস করিতে থাকেন। সেখানে নানাবিধ ধর্মকার্যের সঙ্গে তিনি ষট্‌চক্রভেদের অনুষ্ঠান করেন। রাত্রিকালে নিদ্রাগত বাজা অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখেন; স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাবলী সংক্ষেপে এইরূপ :

রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে একটি মৃগের অনুসরণ

১। সং রামচরণ চক্রবর্তী, বারাণসী, ১৯৪০।

করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হন এবং সৎসঙ্গ সরোবর নামক হ্রদের জলপানে তৃপ্তিলাভ করেন। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে এক অশরীরী বাণী রাজাকে নিকটবর্তী এক নগরে যাইতে অনুরোধ করে। তখন রাজা সম্মুখে একটি শিশুকে দেখিতে পান। শিশুটি তিনটি রজ্জুতে গলবদ্ধ, ভীষণদর্শন এক বৃদ্ধা ঐ রজ্জুগুলি ধারণ করিয়া আছে এবং শিশুটি অশ্ব ও সারথিহীন রথে আরূঢ়। শিশুটিকে ছয়টি দানব অনবরত কশাঘাত করিতেছে এবং পাঁচজন মায়াবী অনুচরসহ এক চপল ব্যক্তি তাহাকে উৎপীড়ন কবিতেছে। এই সকল দৃশ্য শীঘ্রই বিলীন হইয়া গেলে পুনরায় অশবীরী বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী রাজা উক্ত নগবে প্রবেশ করেন এবং প্রেমভক্তি দেবীব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। ঐ দেবী রাজাকে বলেন যে, রাজা পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং দেবী তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন। পরেব দিন তিনি ঐ দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনেব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবেন। পথে কাশী ও অন্যান্য অনেক স্থান অতিক্রম কবিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে পৌঁছেন। সেখানে রাজার প্রশ্নেব উত্তরে দেবী বলেন যে, উক্ত শিশু জীবাত্মা; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি রজ্জু, বৃদ্ধ নাবী মায়া বা অবিদ্যা; রথ মানবশরীর; ছয় দানব ছয়টি রিপু, চপল ব্যক্তি মন ও তদীয় অনুচরগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইরূপে তিনি রাজার নিকট বৈষ্ণবমতে বেদান্তের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।

দেবীর কৃপায় রাজা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অলৌকিক লীলাদর্শনে সক্ষম হন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তিনি দেবীর সহিত অযোধ্যা, মথুরা ও গয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিশালায় ফিরিয়া আসেন।

পরের দিন সুপ্তোত্থিত রাজা সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলেন; তাঁহারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

গ্রন্থশেষে কবি রাজার ও নিজের বংশাবলী দিয়াছেন।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে, চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম অনুসারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনা করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাণেশ্বরের এই গ্রন্থ একাধারে ইতিহাস ও ভূগোল। মারাঠা-আক্রমণের কাহিনী-বর্ণনায় কবি প্রকৃত ঘটনাকেই রূপায়িত করিয়াছেন। প্রেমভক্তি দেবীর সহিত রাজার ভ্রমণ প্রসঙ্গে কবি বহু তীর্থস্থান ও দেবদেবীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে বাণেশ্বরের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী সরল ও সরস; পদ্যাংশে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। কবির গদ্যাংশ দীর্ঘসমাসবহুল; সম্ভবতঃ বাণ ও সুবন্ধুর গদ্যরচনা কবির আদর্শ ছিল।

বাণেশ্বরের পদ্যরচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তব

পদ্মায়তাক্ষং কমলাসনস্থং
শ্যামং নবাম্ভোধরকান্তিকান্তম্।
রাজাধিরাজং জগদেকনাথং
শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে॥

[আমি শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি পদ্মের ন্যায় বিশাল নেত্রযুক্ত, কমলাসন, শ্যামল, নবজলধরের ন্যায় সুদর্শন, রাজচক্রবর্তী এবং জগতের একমাত্র অধীশ্বর।]

অপারসংসারসমুদ্রসেতু
ভূতাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহমপ্রমেয়ম্!
কারুণ্যসিন্ধুং কমনীয়মূর্তিং
শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে॥

[আমি শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেছি ; তাঁহার পাদপদ্ম অন্তহীন সংসার-পারাবারের সেতুস্বরূপ, তিনি অপ্রমেয় দয়াসাগর এবং সুদর্শন।]

(২) বিবাদার্ণবসেতু—ওয়ারেন্ হেষ্টিংস-এর অনুরোধে বাণেশ্বর অপর দশজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় হিন্দুগণের বিবাদ মীমাংসার সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে 'বিবাদর্ণবসেতু' সংকলন করেন। এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ হয় ফার্সি ভাষায়। পরে Halhed ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদের নাম A Code of Gentoo Law ; ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে উহা ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়।

(৩) রহস্যামৃত—২০ সর্গে রচিত মহাকাব্য। ইহাতে কবি শিব-প্রাপ্তির জন্য পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা, হর-পার্ব্বতীর পরিণয় ও এই দম্পতীর কাশীবাস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) খণ্ডকাব্য—হনূমৎস্তোত্র, শিবশতক, তারাস্তোত্র।

(৫) চন্দ্রাভিষেক—নাটক।

[দ্রষ্টব্য :—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২০৩]

(৬) কাশীশতক—

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি[১]—

হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, ইনি নবদ্বীপবাসী স্মৃতিনিবন্ধকার চন্দ্রশেখরের পূর্ববর্তী লেখক এবং ইঁহার মত ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 'বাচস্পতি ভট্টাচার্য' নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই চন্দ্রশেখরের জীবনকাল খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ শতক।

১। এই নামের গ্রন্থকারের বা গ্রন্থকারদ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থকার-রচিত 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী' (পৃঃ ২৬), স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (ব. সা, প. পত্রিকা, ৪৯শ বর্ষ, পৃঃ ৯—১২) এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি' (ব. সা. প., ঐ, পৃঃ ৬৪—৬৬)।

রঘুনন্দন গোস্বামী

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। বর্ধমান জিলার মাড়গ্রাম (=মাড়োগ্রাম) নিবাসী রঘুনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দবংশোদ্ভূত।

রঘুনন্দন বাংলায়[১] ও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সদাচারনির্ণয়', 'দুর্জনমিহিরকলঙ্ক', 'গোবিন্দচরিত', 'ভক্তলীলামৃত', 'গোবিন্দমেঘোদয়', 'স্তবকদম্ব', 'কৃষ্ণকেলি-সুধাকর', 'ভক্তমালা' ও 'গৌরাঙ্গচম্পূ'। 'ভাগবতে'র 'সংশয়শাতনী' নামক টীকা এবং 'ছন্দোমঞ্জরী'র 'ব্যাখ্যামঞ্জরী' নামক টীকা রঘুনন্দন-রচিত[২]।

'গৌরাঙ্গচম্পূ'[৩] বিপুল গ্রন্থ। ইহাতে 'আস্বাদ' নামক পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যা ৩২। এই গ্রন্থে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কবি গৌরাঙ্গের জীবনচরিত বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বহু প্রচলিত অলৌকিক লীলা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কাব্যখানির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনতর চম্পূগুলির তুলনায় রঘুনন্দনের গদ্যাংশ সহজবোধ্য। ইহাতে বৃহদাকার সমাসবদ্ধ পদ বিরল। কিন্তু, কবি ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রভাব হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত নহেন। গদ্যাংশেও তিনি অনুপ্রাস যমকাদি শব্দালঙ্কারের বহুল প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে রচনার সাবলীলতা ব্যাহত হইয়াছে। 'গৌরাঙ্গচম্পূ'র গদ্যাংশের কিছু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> ইহ তু শচীপ্রভৃতয়ো ভূতযোরগস্পর্শেনাশঙ্কয়া শঙ্কয়া
> প্রক্রিয়য়া স্যাদিত্যাকুলতয়া লতয়া পরাজিতয়া বাজিতয়া
> রক্ষাং বরম্ভুরতিবন্ধুরতিয্যোৎপাটিতাঃ......গৌরাঙ্গস্য।

১। রঘুনন্দ-রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ—'রামরসায়ন', 'রাধামাধবোদয়', 'গীতমালা' (পদাবলী)। [দ্রষ্টব্য—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (সুকুমার সেন), ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃঃ ৮৯৮, ৯১৩।

২। দ্রষ্টব্য—'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' ৩য় খণ্ড।

৩। রাখালদাস ঠকুর কৃত টিপ্পনী ও গুরুচরণ দাসের বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত, বরাহনগর, চৈতন্যাব্দ ৪৭২।

তদেবং-বন্ধু-সংহত্যা সংহত্যালাপং মিশ্রপ্রধানে বিদধানে
বিদলিতামরসবদনেন বসবদনেনসাং চক্ষুঃ কুর্বাণেন
শ্রীবিশ্বরূপেণ তত্রোপতস্থে।

রঘুনন্দনের পদ্যাংশ সুখপাঠ্য; স্থানে স্থানে তাঁহার কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল স্ফুরণ লক্ষণীয়। তদ্রচিত কয়েকটি পদ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

মন্দং মন্দং চরণকমলে মঞ্জুমঞ্জীরযুক্তে
ন্যস্য ন্যস্য প্রবলিতসুখং মন্থরং সঞ্চরন্তম্।
স্মিত্বা স্মিত্বা মৃদু মৃদু মুখং মাতুরালোকমানং
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মনসি বিভুমানন্দমাপ্নোমি বাঢ়ম্॥ ৬।৮

[গৌরাঙ্গের শৈশবের বর্ণনা—

রমণীয় নূপুরশোভিত পাদপদ্ম ধীরে ধীরে বিন্যাস করিয়া মন্থরগতিতে সুখে চলিতেছেন, মৃদু মধুর হাস্য করিয়া মাতার মুখে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—ঈদৃশ প্রভুর বারম্বার ধ্যান করিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিতেছি।]

ততো নবং কান্তিজিতক্ষপাকরং
পটং বসানঃ শুশুভে শচীসুতঃ।
যথা শরন্নীজালবেষ্টিতং
মহামহীভৃচ্ছিখরং হিরণ্ময়ম্॥ ১৫।৮১

[বিবাহ দিনে স্নানের পরে গৌরাঙ্গের বর্ণনা—

তৎপর চন্দ্র অপেক্ষাও শুভ্রতর নূতন বস্ত্রপরিহিত হইয়া শচীনন্দন শোভা পাইতে থাকিলেন; মনে হইল যেন স্বর্ণময় মহাগিরিশৃঙ্গ শারদমেঘাবৃত হইয়া আছে।]

নীলাম্বরাচ্ছাদিতসর্বমূর্তে
র্বধূতত্তের্হস্তগতাঃ প্রদীপাঃ।

শ্রেণীকৃতা রক্তসরোরুহান্তা
ইব ব্যরাজন্ যমুনাপ্রবাহে ॥ ১৭।১৫

[বিবাহসভার একটি দৃশ্য—
নীল বসনে যাঁহাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, সেই নারীগণ হস্তে প্রদীপ ধারণ করিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল যেন যমুনানদীতে রক্তকমল-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে।]

সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-ধ্বনি উত্তম কাব্যের মূল বলিয়া আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন তাহা এই কাব্যে বিরল। কবি যেন নিজেই সব কথা বলিয়া দিতেছেন, পাঠকের জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া উপলব্ধি করিবার কিছুই রাখিতেছেন না। তাহা ছাড়া, এক একটি বিষয়ের বর্ণনা এত দীর্ঘায়িত যে, তাহাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গৌরাঙ্গের শুধু বিবাহই তিনটি সম্পূর্ণ 'আস্বাদে'র বর্ণনীয় বিষয় !

চক্রপাণিবিজয়[১]

কাব্যখানি বিংশতি সর্গে বচিত। সর্গগুলির নাম এইরূপ :—

(১)	বলিবর্ণনম্,	(১১)	অনিরুদ্ধযুদ্ধম্,
(২)	হরপ্রসাদনম্,	(১২)	কুষ্মাণ্ডবাক্যম্,
(৩)	উষাবর্ণনম্,	(১৩)	নারদাগমনম্,
(৪)	উষাবরলাভঃ,	(১৪)	দূতসংপ্রেষণম্,
(৫)	স্বপ্নদর্শনম্,	(১৫)	অগ্নিযুদ্ধবর্ণনম্,
(৬)	উষাপ্রলাপঃ,	(১৬)	আরচনা,
(৭)	সখীসংযোগঃ,	(১৭)	জ্বরযুদ্ধম্,
(৮)	চিত্রলেখাগমনম্,	(১৮)	হরিহরসংযোগঃ,
(৯)	উষাবিবাহঃ,	(১৯)	কার্তিকেয়যুদ্ধম্,
(১০)	উষানিরুদ্ধগোষ্ঠী,	(২০)	বাণদোঃখণ্ডনম্।

১। সং কেশবরাম কাশীরাম শাস্ত্রী, রাজস্থান ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, জয়পুর ১৯৫৬।

কাব্যটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ :—

দানবরাজ বলির পৌত্র বাণের কন্যা উষা স্বপ্নে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হন। উষা জাগরিত হইলে তাহার বিহ্বলতা দর্শনে তদীয়া সখী চিত্রলেখা চিত্রে অনিরুদ্ধের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া উহা উষাকে দেখায়। তৎপর চিত্রলেখা কৌশলে অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে নিয়া আসে। উষা ও অনিরুদ্ধ মিলিত হইয়া আমোদপ্রমোদ করিতে থাকে। অন্তঃপুরে অজ্ঞাত ব্যক্তির উপস্থিতির সংবাদে কুপিত বাণ তাহার নিগ্রহে বদ্ধপরিকর হন। এই সংবাদ নারদের মুখে শুনিয়া কৃষ্ণ পৌত্রের রক্ষার জন্য ত্বরিতগতিতে আসিলেন। কৃষ্ণ ও বাণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বাণের প্রধান সহায় হইলেন স্বয়ং শঙ্কর ও কার্তিকেয়। কিন্তু, কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে বাণের সহস্র হস্ত ছেদন করিলেন। এইরূপে বিজয়ী কৃষ্ণ পৌত্র ও পৌত্রবধূকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

লক্ষ্মীধর-নির্বাচিত আখ্যানে অভিনবত্ব নাই। চির-পরিচিত আখ্যান অবলম্বন কবিয়া তিনি মহাকাব্যটি রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের ক্ষয়িষ্ণু যুগের কাব্য হইলেও ইহার ভাষা সরল ও রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট। শব্দালঙ্কাব ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ অনেক স্থলে থাকিলেও অর্থবোধে পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হয়না। এই মহাকাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে অলঙ্কারশাস্ত্রেব নির্দেশ কবি যথাযথভাবে পালন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পূর্বসূরিগণেব কাব্যাদির তুলনায় বর্তমান কাব্যখানি উচ্চকোটির না হইলেও ইহাতে কাব্যরস বিদ্যমান —এই সম্বন্ধে কবি সচেতন। দিবাকালীন চন্দ্রের সঙ্গে স্বীয় কাব্যের তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, দিনে চন্দ্র সূর্যালোকে নিষ্প্রভ হইলেও সে সুধাহীন হয় না[১]।

'চক্রপাণিবিজয়ে'র কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মুক্তাময়ান্যাচরণার্পিতানি প্রালম্বসূত্রাণি বক্ষৌ বহন্তী।
মন্দাকিনীপ্রস্রবণাচ্ছবারিধারাশতানীব তটী সুরাদ্রেঃ ॥ ৩।৪১

১। ভাস্বন্নিরস্তদ্যুতিমণ্ডলোঽপি সুধাময়ঃ কিং ন দিবাতনেন্দুঃ। ১।১০

[উষার বর্ণনা—

তিনি আপাদলম্বিত মুক্তামালাসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল যেন সুরগিরির তটভূমি মন্দাকিনীর প্রস্রবণের শত শত স্বচ্ছ জলধারাদ্বারা শোভিত হইয়াছে।]

উষাপ্রলাপশ্রুতিদারিতৈবিতি ধ্রুবং ত্রিলোকী হৃদয়ৈরভিন্নত।
উবাহ বালারুণবিভ্রমেণ সা কুতোঽন্যথা রক্তপয়স্তরঙ্গিণীম্॥ ৬।৩২

(স্বপ্নে অনিরুদ্ধদর্শনের পরে জাগরিত) উষার প্রলাপ শ্রবণে নিশ্চয়ই ত্রিভুবনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। নচেৎ, বালারুণচ্ছলে সে (ত্রিভুবন) কি করিয়া রক্তনদী বহন করিয়াছিল ?]

অথ বিরহমহার্চিঃ শান্তিশীতাম্বুধারাঃ
সরভসপরিরম্ভপ্রার্থনাপূর্বদূতীঃ।
অভিনবদলমৃদ্বীরঙ্গুলীরুদ্বহন্তং
কথমপি হি স তস্যাঃ প্রাপ পাণিপ্রবালম্॥ ৯।৭৪

[অনিরুদ্ধকর্তৃক উষার পাণিগ্রহণ—

তৎপরে তাহার মহাবিরহানলের শীতল শান্তিবারিসদৃশ, গাঢ় আলিঙ্গন-প্রার্থনার দূতীস্বরূপ ও কিসলয়কোমল অঙ্গুলিযুক্ত পাণিপল্লব কোনপ্রকারে তিনি গ্রহণ করিলেন।]

যুক্তিকল্পতরু[১]

এই গ্রন্থ ভোজরাজের নামাঙ্কিত। কতক কারণে মনে হয়, ইহা উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানটি বাংলাদেশ[২]। এই অনুমানের প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) এই গ্রন্থের অধিকাংশ পুথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

(২) এই গ্রন্থে যে সকল বৃক্ষের উল্লেখ আছে, ঐগুলির মধ্যে অধিকাংশই

১। সং ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯১৭।

২। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য [দ্রষ্টব্য—রাজেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের প্রবন্ধ—P. K. Gode Commemoration Volume, পৃষ্ঠা ১৬১—১৬৮।

এই দেশে প্রায়শঃ দেখা যায়। সিংহাসনাদি নির্মাণে গম্ভারী কাঠের উল্লেখ সবিশেষ লক্ষণীয়; বাংলাদেশে কাষ্ঠাসনাদিতে গম্ভারী কাঠের প্রচলন ব্যাপক।

(৩) এই গ্রন্থে কতক পক্ষীর যেরূপ নামের উল্লেখ আছে, সেরূপ নাম এই দেশে চির-পরিচিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মৎস্যরঙ্গ' বা মাছরাঙার উল্লেখ করা যায়।

(৪) এই গ্রন্থে আছে 'আম্রজম্বুকদম্বানামাসনং বংশনাশনম্'। এইরূপ সংস্কার অদ্যাবধি বাংলার সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। 'যুক্তিকল্পতরু'তে 'ভোজস্তু আহ', 'ভোজেন তু অন্যথোক্তম্'—এইরূপ মন্তব্য প্রায়ই দেখা যায়। সুতরাং, ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এই গ্রন্থ ভোজ-রচিত হইলে গ্রন্থকার নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিতেন না।

এই গ্রন্থের রচনা বা সংকলনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত বা সংকলিত হইয়াছিল।

বাস্তব জীবনের উপযোগী বহু বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে; যথা—রাজনীতি, নগরনির্মাণ, বাস্তুবিদ্যা, রত্নপরীক্ষা, অস্ত্রপরীক্ষা, অস্ত্রবিদ্যা, অশ্বগজাদিলক্ষণ ইত্যাদি।

দত্তকবিষয়ক নিবন্ধসমূহের বাঙালী রচয়িতৃগণ ও কুবের[১]

দত্তকবিষয়ে ভবদেবের নামাঙ্কিত 'দত্তকতিলক', শূলপাণির 'দত্তকনির্ণয়', কুবেরের নামাঙ্কিত 'দত্তকচন্দ্রিকা' ও ভরত শিরোমণির 'দত্তকশিরোমণি' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, 'দত্তকচন্দ্রিকা' বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কাহারও কাহারও মতে, 'দত্তকচন্দ্রিকা' প্রকৃতপক্ষে নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ কর্তৃক রচিত। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'দত্তকচন্দ্রিকা'র অন্তিম শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আদ্য ও অন্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি' নামটি পাওয়া যায়[২]।

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থকার-প্রণীত 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী', পৃঃ ২৭৬—২৮১।

২। রম্যেযা চন্দ্রিকা দত্তগন্ধতের্দর্শিকা লঘু।
মনোরমাসন্নিবেশৈরঙ্গিণাং ধর্মতারণিঃ॥

'দত্তকচন্দ্রিকা'র রচয়িতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রচলিত কবিতা উল্লেখ-যোগ্য :—

(১) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ দত্তকচন্দ্রিকা
কুবেরকৃত এই ছদ্মনামে লেখা।
কিন্তু অগ্নিশিখা যত্নে গুপ্ত রাখা
অসম্ভব ; হয় স্বয়ং উদ্ভাসিত ॥

(২) গ্রন্থশেষে দেখি কবিতা সুন্দর
রঘুযোরা চন্দ্রিকার আদ্যান্ত অক্ষর।
বিদ্যাসাগরাদি পণ্ডিতপ্রবর
সত্য গ্রন্থকারে করেন নির্বাচিত ॥

(৩) আজও যে বিধি ধর্মাধিকরণে
আছে সুপ্রতিষ্ঠ সাদর সম্মানে।
সে দত্তপদ্ধতি বিদিত ভুবনে
কাঞ্জারীকুলচন্দ্র রঘুমণিকৃত ॥

[বাহিরগাছি গ্রামের শরণদা নামক জনৈক ব্যক্তির 'স্মৃতির উচ্ছ্বাস ও মর্মবাণী' শীর্ষক কবিতাবলী হইতে তৃতীয় কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে।]

পঞ্চানন তর্করত্ন[১]

জন্ম—ভট্টপল্লী, ৯ই ভাদ্র, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

মৃত্যু—কাশী, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

পিতা—নন্দলাল বিদ্যারত্ন ('স্তোত্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা—দ্রঃ নগেন্দ্র বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় খণ্ড।)

পঞ্চানন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, কতক গ্রন্থের সম্পাদন এবং অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন।

১। ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর জন্য গ্রন্থকার সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের (কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট ঋণী।

(ক) পঞ্চানন-রচিত গ্রন্থাবলী

(১) শোক—কবিতাবলী (দ্রঃ নগেন্দ্র বসুর জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)।

(২) অমরমঙ্গল—সপ্তাঙ্ক নাটক (বর্তমান গ্রন্থের ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(৩) কলঙ্কমোচন—সপ্তাঙ্ক নাটক।

(৪) প্রাণদূত।

(৫) পার্থাশ্বমেধ—'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত; তৎপর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

(৬) দ্বৈতোক্তিরত্নমালা—অদ্বৈতবেদান্তমতের খণ্ডনোদ্দেশ্যে রচিত ন্যায়-দর্শনের গ্রন্থ; প্রকাশিত, ভট্টপল্লী, ১৮৩৮ শকাব্দ।

(৭) সর্বমঙ্গলোদয়—শ্লিষ্টকাব্য। প্রকাশিত, কাশী, ১৮৬০ শকাব্দ।

(৮) মুকুন্দদেবাত্মনিদর্শন-ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেবের জীবনী। প্রকাশিত, কাশী, ১৯৭৯ সংবৎ।

(৯) মন্ত্রমহিমরহস্য—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত। প্রকাশিত, বিদ্যাবিলাস প্রেস্, কাশী।

(১০) স্তোত্রাবলী—বিভিন্ন দেবতার স্তোত্র।

(১১) শ্রীবিষ্ণুবিক্রম—অপ্রাশিত কাব্য।

(১২) ধর্মসিদ্ধান্ত—মূল ও বঙ্গানুবাদ। প্রকাশিত, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

(১৩) শ্রীরাজপ্রশস্তি—১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমনোপলক্ষ্যে রচিত ও প্রকাশিত।

(১৪) শাক্তবাদসার—স্বকীয় মতে শাক্তদর্শনের আলোচনা। কাশীতে প্রকাশিত।

(১৫) জীবানুশাসন—অদ্বৈতদর্শনবিষয়ক।

উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও ইনি 'মাতৃকাপ্রশস্তি' নামে দুর্গাদেবীর এক প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(খ) পঞ্চানন-রচিত টীকাবলী

(১) দেবীভাষ্য—চণ্ডীটীকা। মূল, বঙ্গানুবাদ ও অপর দুইটি টীকাসহ প্রকাশিত। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (বঙ্গবাসী)।

(২) পূর্ণিমা—'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'র টীকা। মূল ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (বঙ্গবাসী)।

(৩) পরিষ্কার—বৈশেষিক দর্শনের শঙ্করমিশ্রের 'উপস্কর' নামক টীকার ব্যাখ্যা। মূল ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত (বঙ্গবাসী)।

(৪) শক্তিভাষ্য—ঈশোপনিষদের ভাষ্য। মূলসহ প্রকাশিত, কাশী, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ (?)।

(৫) ,, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। মূলসহ প্রকাশিত, কাশী ১৮৫৯ শকাব্দ।

(৬) ,, গীতাভাষ্য।

(গ) পঞ্চানন-কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ

(১) মনুসংহিতা (মেধাতিথি ও কুল্লূকের ব্যাখ্যা সহ),

(২) মহাভারত (নীলকণ্ঠের টীকাসমেত)।

(৩) রামায়ণ (গোবিন্দরাজ ও তিলকের টীকা সহ)।

(৪) ভাগবত (শ্রীধরের টীকা সহ)।

(৫) বিষ্ণুপুরাণ (ঐ)।

(৬) যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ (মূলমাত্র)।

(৭) দেবীভাগবত (মূলমাত্র)।

(৮) খিল হরিবংশ (নীলকণ্ঠের টীকা সহ)।

(৯) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (মূলমাত্র)।

উক্ত গ্রন্থগুলি বিভিন্ন সময়ে কলিকাতায় বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(ঘ) অপর পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় বাংলাভাষায় অনূদিত ও মূল সহ (প্রকাশিত বঙ্গবাসী)

পুরাণ

ব্রহ্ম, বৃহন্নারদীয়, স্কন্দ, পদ্ম, শিব, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, বায়ু, দেবী, কালিকা, বৃহদ্ধর্ম, সৌর, ব্রহ্মাণ্ড, কল্কি, চণ্ডী, ভাগবত।

তন্ত্র

মহানির্বাণ, তন্ত্রসার।

রামায়ণ, মহাভারত

অদ্ভুত রামায়ণ (বাংলা পদ্যে অনূদিত), অধ্যাত্মরামায়ণ খিল হরিবংশ যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, গীতা।

বিবিধ

চরকসংহিতা, বৃহৎসংহিতা,

(ঙ) স্বয়ং পঞ্চানন কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত (বঙ্গবাসী)

পঞ্চানন নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন :—

মনুসংহিতা, ঊনবিংশতিসংহিতা, বাল্মীকিরামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, দশকুমারচরিত, মালতীমাধব, রত্নাবলী (শ্লোকগুলি বাংলা পদ্যে অনূদিত), পঞ্চদশী, কামসূত্র।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন[১]

জন্ম—১২৪৬ বঙ্গাব্দ।

মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গাব্দ (৩০শে কার্তিক)।

পিতা—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

১। ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর জন্য গ্রন্থকার সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের (কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা) হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট ঋণী।

বাখালদাস-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(১) অদ্বৈতবাদখণ্ডন, (২) মায়াবাদনিরাস, (৩) বিবিধবিচার, (৪) জীবাণুত্বখণ্ডন, (৫) দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদ, (৬) গদাধরন্যূনতাবাদ, (৭) শক্তিবাদ, (৮) তত্ত্বসার।

উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত যে সকল মূলগ্রন্থ, টীকা ও প্রবন্ধের উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে করা হয় নাই, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বাঙালীর রচনাও যথাসম্ভব এই তালিকাভুক্ত হইল[১]।

(গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির নাম বর্ণানুক্রমিক)

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনাব শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-বিবৃতি	রামভদ্র মহামহোপাধ্যায়	নাট্যসাহিত্য (টীকা)	Mitra : Notices, VIII. 2824	
অভিসারাষ্টরস	গোপালদাস	কাব্য	ঐ, IX. 2948	কামার্তা নারীর অষ্টবিধ অবস্থা এই কাব্যের বর্ণনীয়।
অমরুশতক-টীকা	কলাধর সেন	কাব্য (টীকা)	ঐ, II. 557	

১। এখানে নিম্নলিখিত নূতন সঙ্কেত প্রযুক্ত হইল :—

কৃ—কৃষ্ণমাচারিয়ার, History of Classical Sanskrit Literature.

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
				(পূর্বানুবৃত্তি) একটি অলঙ্কারগ্রন্থ আছে। বর্তমান গ্রন্থের অলঙ্কারপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
কবিতাকুসুম-মঞ্জরী	দুর্গামোহন শাস্ত্রী	কাব্য	'মিত্রগোষ্ঠী' পত্রিকা, কলিকাতা। দ্রঃ—কৃ।	
কবিতামৃতকূপ	গৌরমোহন	কাব্য	মাদ্রাজের Oriental Mss. Library র পুথির তালিকা, XX. 8024	
কবিকৌতূহল	বিষ্ণুদাস	অলঙ্কার		এই বিষ্ণুদাস এবং 'মনোদূত'-রচয়িতা বিষ্ণুদাস সম্ভবতঃ অভিন্ন। দ্রঃ—কৃ।
কবিকৌতূহল	কান্তি মুখোপাধ্যায়	অলঙ্কার	দ্রঃ—কৃ।	
কাননশতক	তারাচন্দ্র	কাব্য	দ্রঃ—কৃ।	গ্রন্থকার ছিলেন মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্ক-

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
				(পূর্বানুবৃত্তি) ভূষণের পিতা এবং কাশীরাজের সভা-পণ্ডিত।
কাব্যরসাবলী	বৈদ্যনাথ দেবশর্মা	কাব্য (টীকা)	Mitra : Notices, VII. 2475.	কবি ঘটকর্পর-রচিত বর্ষা-বর্ণনাত্মক কাব্যের টীকা।
কাব্যকৌস্তুভ	বলদেব বিদ্যাভূষণ	?	Stein : Kashmir Cat., 58,268.	
কাব্যচিন্তা	কালীপদ তর্কাচার্য	বিবিধ	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত।	দ্রঃ—ক। এই গ্রন্থে কাব্য সাহিত্যের বিবরণ আছে।
কাব্যলহরী	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী	কাব্য (গদ্য)	দ্রঃ—ক।	
কাব্যচন্দ্রিকা	অন্নদা তর্ক-চূড়ামণি	অলঙ্কার	দ্রঃ—ক।	লেখকের পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের কাব্য-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
কুন্দমালা	উপেন্দ্রনাথ সেন	কাব্য (গদ্য)	দ্রঃ কৃ।	
কুসুমাবচয়	মধুসূদন সরস্বতী	নাট্যসাহিত্য	দ্রঃ—কৃ।	
কৃতার্থমাধব	রামমাণিক্য কবিরাজ	নাট্যসাহিত্য	Sastri : Notices, II. 38.	মাধব-সুলোচনার উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।
কৃষ্ণকুতূহল	মধুসূদন	নাট্যসাহিত্য	Cat. Cat. I. 119.	গ্রন্থকার শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় নারায়ণের পুত্র ও কৃষ্ণ সরস্বতীর শিষ্য।
কৃষ্ণকুমারী	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী	কাব্য (গদ্য)	দ্রঃ—কৃ।	
কৃষ্ণপদামৃত	শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম	বিবিধ	Mitra : Notices, III. 1125.	
কৌন্তেয়বৃত্ত	বিদ্যাবাগীশ	কাব্য	দ্রঃ—কৃ।	
গীতগোবিন্দ-মাধুরী	রামতারণ চূড়ামণি	কাব্য (টীকা)	Mitra : Notices, VII. 2312.	

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুঁথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
গীতাবলী-সুবোধিনী	জগন্নাথ বিদ্যানিধি	বিবিধ (টীকা)		
গুণবতী	রুদ্রধর তর্কবাগীশ	নাট্যসাহিত্য (টীকা)	Mitra : Notices, VII. 2368.	কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে'র টীকা।
গোপালচরিত (পরে 'প্রেমামৃত' দ্রষ্টব্য।)			Mitra : Notices, III. 1118.	
চন্দ্রপ্রভা	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—কৃ।	লেখকের পরিচয় পরে 'যৌবনবিলাস'-কাব্যের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
চিত্তামোদসিন্ধু	ষষ্ঠীদাস কবিরাজ	কাব্য	Sastri : Notices, III. 93.	১৪০ শ্লোকে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যের বর্ণনা।
চৈত্রযজ্ঞ	বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ভট্টাচার্য	নাট্যসাহিত্য	Cat. Cat. I. 187.	উইল্‌সনের Theatre নামক গ্রন্থে (২। পৃঃ ৪১২-৪১৫) ইহার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ আছে। নদীয়ারাজ ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় পাঁচ অঙ্কে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
				(পূর্বানুবৃত্তি) ইহাতে আছে। নিম্ন-লিখিত গ্রন্থগুলি বৈদ্যনাথের নামাঙ্কিত; কিন্তু, এই সকল গ্রন্থকারই এক ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। কৃষ্ণলীলা-নাটিকা (Cat. Cat I. 123; II. 24, 195) মিথ্যাচার-প্রহসন (Cat Cat. I. 455) সৎসঙ্গবিজয় নাটক (Cat. Cat. I. 690.)
ছন্দোবিবেক	গণনাথ সেন (কবিরাজ)	ছন্দ	কলিকাতার সংস্কৃত মহামণ্ডল পত্রিকায় প্রকাশিত।	
দণ্ডনীতি	শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি	বিবিধ	দ্রঃ—ক্ল।	ইনিই আলঙ্কারিক শিতিকণ্ঠ। বর্তমান গ্রন্থের অলঙ্কার-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
দশকুমারচরিত-সংক্ষেপ (বা, কুমারবন্ধু)	দুর্গা-নারায়ণ সেন	কাব্য	কোল্হাপুরের 'সংস্কৃত-চন্দ্রিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত।	দ্রঃ—ক।
দশাননবধ-কাব্য	যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি	কাব্য	কলিকাতায় প্রকাশিত।	
দানবিচার	পঞ্চানন ভট্টাচার্য			স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক পুথি সংগৃহীত বলিয়া শ্রুত।
দুর্গাসপ্তশতী	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—ক।	লেখকের পরিচয় 'যৌবনবিলাস' কাব্য 'প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য।
দেবীশতক	শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার	কাব্য	Mitra : Notices, VII. 2341	শ্যামাস্তব।
দেব্যাগমন-কাব্য	গোলোক-নাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়	কাব্য	দ্রঃ—ক।	

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
দ্রব্যকিরণাবলী-পরীক্ষা	রুদ্র বাচস্পতি			স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক পুথি সংগৃহীত বলিয়া শ্রুত।
নাভাগচরিত	গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	নাট্যসাহিত্য	দ্রঃ—ক্ক।	ছয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকারের পরিচয় 'শ্রীরামমহাকাব্য' 'প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য।
নৃসিংহস্তুতি	ত্রিবিক্রম সার্বভৌম	কাব্য	Triennial Catalogue of Skt. Mss. in Oriental Library, Madras, IV. No. 3653.	
নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গদ্যরচনা	কলিকাতার 'মিত্রগোষ্ঠী' পত্রিকার ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত।	দ্রঃ—ক্ক।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
পঞ্চস্বরনির্ণয় (বা পঞ্চস্বর)	প্রজাপতি দাস (বৈদ্য)	বিবিধ	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির তালিকা, নবম খণ্ড, ৬২ সংখ্যক পুথি।	এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ঐ তালিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য আছে :— A manual of divination with first five vowels of Sanskrit Alphabet. গ্রন্থখানি ৭ অধ্যায়ে রচিত।
পণ্ডিতচরিত-প্রহসন	মধুসূদন কাব্যরত্ন	নাট্যসাহিত্য	দ্রঃ—ক্র।	
পদ্যমুক্তাবলী	গোবিন্দ ভট্টাচার্য (মহামহোপাধ্যায় রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির পুত্র।)	কাব্য	বিকানীর রাজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি।	১০০ শ্লোকে সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর প্রশস্তি।
পদ্যাবলী	বলদেব বিদ্যাভূষণ	কাব্য	Peterson : Report. III. App. 395	
পল্লবদীপিকা বা কৃত্যপল্লবদীপিকা বা শান্তিকল্পপ্রদীপ	শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য	বিবিধ	Mitra : Notices, II. 692.	মারণমোহনাদিবিধি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
পার্থাশ্বমেধ	মঃমঃ পঞ্চানন তর্করত্ন	কাব্য	'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত।	দ্রঃ—কৃ।
প্রমোদবিলাস	ব্রজরত্ন ভট্টাচার্য	?	দ্রঃ—কৃ।	
প্রেমরসায়ন	বিশ্বনাথ পণ্ডিত			স্বর্গত দীনেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক পুথি সংগৃহীত বলিয়া শ্রুত।
প্রেমামৃত	চৈতন্যদেব	বিবিধ	Mitra : Notices. II. 736	গদ্য ও পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় লীলার বর্ণনা। এই গ্রন্থই কি রঘুনাথের নামাঙ্কিত 'দানচরিত' অথবা চৈতন্যের নামাঙ্কিত 'গোপাল-চরিত্র' ? (দ্রঃ—সুশীল দে মহাশয়ের Early Hist of Vaisnava Faith ইত্যাদি গ্রন্থ, (1942), পৃঃ ৯২, পাদটীকা ২)।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
বঙ্গবিহগ	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—ক্ল।	লেখকের পরিচয় 'যৌবনবিলাস' কাব্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
বরূথিনীচম্পূ	গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—ক্ল।	গ্রন্থকারের পরিচয় 'শ্রীরামমহাকাব্য' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
বস্তুতত্ত্ব	রামসুন্দর বিদ্যাবাগীশ	বৈষ্ণবদর্শন	এ. সো. জি. ১২০, Mitra: Notices, 923.	কৃষ্ণের দেবত্ব-প্রতিপাদন। পুথির তারিখ ১৭২৭ শকাব্দ (= ১৮০৫ খৃঃ)।
বাণবিজয়কাব্য	শিবরাম চক্রবর্তী	কাব্য	দ্রঃ—ক্ল।	
বিজয়িনীকাব্য	বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—ক্ল	সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব-বর্ণনা। কাব্যটি ১২ সর্গে রচিত। এই গ্রন্থকারই শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার।
বিদ্বন্মোদিনী	রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার	কাব্য (টীকা)	Mitra: Notices, VII.2505.	'রঘুবংশে'র টীকা।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	বচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনাব শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি	যদুনন্দন দাস	কাব্য	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব পুথিসংখ্যা ৭২।	
বৃষভানুজ	মথুবাদাস	নাট্যসাহিত্য	বোম্বাইয়ে প্রকাশিত। (দ্রঃ-কৃ।)	গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসেব ছাত্র এবং যমুনাতীরস্থ সুবর্ণশেখর নগরবাসী কায়স্থ। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা গ্রন্থেব উপজীব্য।
বৈবাগ্যচন্দ্রিকা	পুরুষোত্তম দাস	বিবিধ	Mitra : Notices, VII.2315	বৈষ্ণবগণের জন্য বৈবাগ্যেব বিধান এই গ্রন্থেব বিষয়বস্তু।
বৈষ্ণবামৃতগ্রন্থ	প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	বিবিধ	সং চন্দ্রকুমাব ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৮৮৩ খৃঃ।	
ভক্তিজয়ার্ণব	বঘুনন্দন বন্দ্যো-পাধ্যায়	বিবিধ	Sastri : Notices, 1. 254	কৃষ্ণমন্ত্র জপ ও পূজাদিব ফলনিরূপণ ইহার বিষয়বস্তু।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
ভদ্রসোমা	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গদ্যরচনা	'মিত্রগোষ্ঠী' (কলিকাতা) পত্রিকার ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত।	দ্রঃ—ক্র।
ভরতচরিত্র	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	গদ্যরচনা	দ্রঃ—ক্র।	লেখকের পরিচয় 'যৌবনবিলাস' কাব্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
ভামিনীবিলাস	গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	নাট্যসাহিত্য	দ্রঃ—ক্র।	গ্রন্থকারের পরিচয় পরে 'শ্রীবাসমহাকাব্য' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থ ছয় অঙ্কে সম্পূর্ণ।
ভারতীশ্বর-মহোদয়	পঞ্চানন তর্করত্ন	?	দ্রঃ—ক্র।	
মদালসা-কুবলয়াশ্ব	গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	নাট্যসাহিত্য	দ্রঃ ক্র।	সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকারের পরিচয় পরে 'শ্রীবাসমহাকাব্য' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
মন্ত্রকৌমুদী	তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য	বিবিধ	Mitra : Notices, VII. 2380	বৈদিক ও স্মার্ত ক্রিয়াকলাপের উপযোগী মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
মন্ত্রার্থদীপিকা	গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ	বিবিধ	Sastri : Notices, IV. 209 ; X. 3305	
মাথুর	গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—ক্র।	গ্রন্থকারের পরিচয় 'শ্রীবাসমহাকাব্য' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
মালতী	কল্যাণমল্ল	কাব্য (টীকা)	Mitra : Notices, VII. 2383	'মেঘদূতে'র টীকা।
যোষিদ্বিনয়ন	চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য	গদ্যরচনা	কলিকাতার সংস্কৃত মহামণ্ডল পত্রিকায় প্রকাশিত।	দ্রঃ—ক্র।
যৌবনবিলাস	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—ক্র।	লেখক ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র। মালদহ জিলার হরিশ্চন্দ্রপুরে ইঁহার জন্ম। ইনি প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
				(পূর্বানুবৃত্তি) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।
রসপ্রদীপ	রামচন্দ্রগুহ		Cat. Cat. I 511	
রসসুধার্ণব	আনন্দদাস		Cal. Skt. College Cat. X 92	ইহাতে শ্লোকাকারে শৃঙ্গার ও উহার বিবিধ প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে।
রসিকরঞ্জন	ব্রজরত্ন ভট্টাচার্য		কোল্হাপুরের 'সংস্কৃতচন্দ্রিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত।	দ্রঃ—ক্র।
রাধামান-তরঙ্গিণী	নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ	কাব্য	(১) Mitra : Notices, III. 1170 (২) ব.সা.প. পুথিসংখ্যা ৫।	১৪৪টি শ্লোকে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ :— চন্দ্রাবলীর নিকট অকস্মাৎ কৃষ্ণের গমনে রাধার মান, কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন, বৃন্দা-কর্তৃক কৃষ্ণের গঞ্জনা, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার মানভঞ্জন।

বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
রাধাসৌন্দর্যমঞ্জরী	সুবল আচার্য	কাব্য	Mitra : Notices, VII. 2529	রাধার রূপলাবণ্যের বর্ণনা এই কাব্যের বিষয়বস্তু।
রাধা-(বা, রাধিকা-রসমঞ্জরী)	চৈতন্যচন্দ্র	কাব্য	Mitra : Notices, IV. 1627, এ. সো. জি. ১০৮২১ বি	রাধার রূপ ও গুণের বর্ণনা।
রামজন্মভাণ	তারাচন্দ্র	নাট্যসাহিত্য	দ্রঃ—ক্র।	গ্রন্থকারের পরিচয় পূর্বে 'কাননশতক' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
রামগুণাকর	রামদেব ন্যায়ালঙ্কার	কাব্য	Mitra : Notices, II. 52, Cat. Cat. I. 510	রামচন্দ্রের বিবাহ ও নির্বাসন অবলম্বনে রচিত।
রামপ্রকাশ	রাঘবেন্দ্র	স্মৃতি	দ্রঃ-ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃ ১৩৫।	রাঘবেন্দ্র ছিলেন চিরঞ্জীবের পিতা।
রামবিলাসকাব্য	রামচরণ তর্কবাগীশ	কাব্য		রামচরণ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে 'সাহিত্যদর্পণ-

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
				(পূর্বানুবৃত্তি) বৃত্তি' রচনা করিয়াছিলেন। দ্রঃ—1.0.313.
রামলীলোদয়	রমাকান্ত	কাব্য	Mitra : Notices, I. 302 ; Cat. Cat. I. 58	রামচন্দ্রের জন্ম হইতে অভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী অবলম্বনে ২০ সর্গে রচিত।
রীতিচিন্তামণি	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী		Cal. Skt. College Cat. X.96	ইহা তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে বৃন্দাবনে বিবিধ কৃষ্ণলীলার রীতি বা পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।
শব্দসন্দর্ভসিন্ধু	কাশীনাথ ভট্টাচার্য		দ্রঃ-চিন্ময়বঙ্গ, পৃঃ ১৭২।	
শিবকুসুমাঞ্জলি	শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার	কাব্য	Mitra : Notices, VII. 2339	স্তোত্র।
শৃঙ্গাররত্নাকর	তারাচন্দ্র	কাব্য	দ্রঃ—ক্র।	গ্রন্থকারের পরিচয়ের জন্য পূর্বে 'কাননশতক' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
শৃঙ্গারতটিনী	ভট্টাচার্য	কাব্য	পুনার ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউটের পুথিসংখ্যা ২৬।	
শৃঙ্গাররসোদয়	রামকবি	কাব্য	দ্রঃ—কৃ।	গ্রন্থকার কাশ্যপ-গোত্রীয় রামকৃষ্ণের পুত্র ও আঃ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক।
শোকগীতি	হরিদাস কাব্যস্মৃতিতীর্থ	বিবিধ	অন্ধ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৯।১২৮) প্রকাশিত।	দ্রঃ—কৃ।
শ্যামাকল্পলতা	মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার		দ্রঃ—চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১৭০।	গ্রন্থকার চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
শ্রীবাসমহাকাব্য	গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	কাব্য	দ্রঃ—কৃ।	গ্রন্থকার রাখালদাস ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণসখী দেবীর পুত্র; ১৮৮২ খৃঃ জাত। ইঁহার পূর্বপুরুষ বঙ্গীয় স্মৃতিতে বিখ্যাত কাশীরাম বাচস্পতি। ইনি কিছুকাল কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ	রচয়িতা	বর্তমান গ্রন্থ অনুযায়ী রচনার শ্রেণী	পুথি বা পত্রিকা	মন্তব্য
				(পূর্বানুবৃত্তি) অধ্যাপনা করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।
শ্রীশ্বরীমহাকাব্য বা সপ্তশতীকাব্য	শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার	কাব্য	Mitra : Notices, VII. 2338	চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। লেখক বং-পুরের ক্ষিতীশ্বর ভট্টা-চার্যের পুত্র। শ্রীশ্ব-রের মৃত্যু হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। ইনি বিদ্যা-লঙ্কার ভট্টাচার্য নামেও পরিচিত।
সকারভেদ	পুরুষোত্তম-দেব	বিবিধ	Mitra : Notices, I. 318	শ, ষ ও স যে সকল শব্দের আদিতে আছে, উহাদের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা।
সঙ্গীতমাধব	গোবিন্দদাস	কাব্য		গ্রন্থকারের জীবনকাল —১৫৩৭-১৬১২।
সৎকাব্যরত্নাকর	মহামহো-পাধ্যায় গোবিন্দদাস	কোশকাব্য	Mitra : Notices, IV. 1181	ইহাতে ৩১৪৬টি শ্লোক আছে। পুথির লিপিকাল—১৬৯৭ শকাব্দ (=১৭৭৫ খৃঃ)।

পরিশিষ্ট

বাঙালী কবিরচিত শ্লোকাবলী[১]

বর্তমান গ্রন্থে যে কবিগণের গ্রন্থাদির আলোচনা করা হইয়াছে, ঐ সকল কবিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নামাঙ্কিত কতক শ্লোক বিভিন্ন কোশকাব্যে দেখা যায়; এই শ্লোকগুলি অন্য কোন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। কোশকাব্য-গুলিতে এমন কতক বাঙালী কবিরও শ্লোক আছে, যাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; বর্তমান গ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত', শার্ঙ্গধরের 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি', জল্হনের 'সূক্তিমুক্তাবলী' ও রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'—এই কয়টী প্রধান কোশকাব্য হইতে বাঙালী কবির নামাঙ্কিত উক্তপ্রকার শ্লোকসমূহ, ছন্দের নাম ও উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর সহ, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পরিশেষে উহাদের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। যে সকল কবির উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে নাই, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্ভবপর স্থলে লিখিত হইল।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে অলঙ্কার ও ছন্দের বৈচিত্র্য উপভোগ্য। বিভিন্ন ঋতু, দারিদ্র্য, নারীর দেহসৌন্দর্য, নরনারীর প্রেম, গ্রাম্যজীবন, কৃষ্ণের বিবিধ লীলা, ভক্তি, বিশেষতঃ কৃষ্ণভক্তি প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালী কবিমানসের প্রতিফলন হিসাবে শ্লোকগুলি মূল্যবান্।

যে সকল কবির বাঙালীত্ব নিতান্ত সন্দিগ্ধ উঁহাদের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল না।

১। কবিগণের নাম বর্ণানুক্রমে লিখিয়া প্রত্যেক কবির শ্লোকসমূহ বর্ণানুক্রমে উদ্ধৃত করা গেল।

উমাপতিধর (উমাপতি)

(১)

মালিনী

অমরযুবতিগীতোদ্‌গ্রীবসাবঙ্গশৃঙ্গো-
ল্লিখিতশশিসুধাম্ভঃ১ শাদ্বলাবামরম্যাম্‌ ।
সুরপতিগজগণ্ডস্রংসিদানাম্বুধারা-
প্রসবসুরভিমাশাং বাসবীয়াং নমামি ॥ স. ক. ৫।১৬।১

(২).

শিখরিণী

অমীষামুষ্ণাংশোঃ কিরণনিকারাণাং পরিচযা-
ৎসবন্তীক্ষ্ণং মা ভূস্তব কিল নিসর্গঃ শিশিরিমা ।
দুরাত্মানো হ্যেতে কতিপয়পয়োবিন্দুরসিকা-
স্নিরস্তস্তঃ পান্থাংস্ত্বয়ি কিমপি শোষং বিদধতি ॥
স. ক. ৪।২১।৪

(৩)

পৃথ্বী

অমুদ্রকুমুদত্বিষঃ স্ফুরিত২ ফেনলক্ষ্মীস্পৃশো
মরালকুলবিভ্রমাঃ শফরফাললীলাভৃতঃ ।
জয়ন্তি গিরিজাপতেস্তরলমৌলিমন্দাকিনী-
তরঙ্গচয়চুম্বিনস্তুহিনদীধিতেরংশবঃ ॥ স. ক. ১।১১।৪

(৪)

অর্কাঃ কেচন কেচিদক্ষতরবঃ কেচিদ্দলক্ষ্মারুহাঃ
নিম্নাঃ কেচন কেচিদত্র বিপিনে ক্রূরাঃ করীরদ্রুমাঃ ।

১। (১) সুধাম্ভঃ।
৩। (২) স্ফুটিত।

শার্দূলবিক্রীড়িত মাকন্দো মকরন্দতুন্দিলমিলদ্ভৃঙ্গালিশৃঙ্গারিতঃ
কোঽপ্যত্রাস্তি ন মিত্র যত্র তন্নুতে কর্ণামৃতং কোকিলঃ ॥
স্ব. মু. ৩৩।২৯

(৫)

অনুষ্টুপ্ অলমাদিবরাহেণ বটুদাসং পরং স্তুমঃ।
জগদুদ্ধরতা যেন ন বক্রীকৃতমাননম্ ॥ স. ক. ৫।৭৬।৪

(৬)

অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপ-
ইন্দ্রবজ্রা স্তম্ভাবলীদ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্য স্বভাবা১ভুবি সংচচার
কালক্রমাদেকপদোপি ধর্মঃ ॥ স. ক. ৩।৫।৫

(৭)

আকৃষ্টশ্চক্রবাকৈর্নয়নকলনয়া বন্ধকীভির্নিরস্তো
স্রগ্ধরা নাস্তং দ্রাগেতি ভানুর্নিবসতি নলিনীবোধনিদ্রান্তরালে।
সন্ধ্যাদীপপ্রবোহং বহুলতিলরসব্যাপ্তপাত্রান্তরালং
বাসাগারে দিশন্তী হসতি নববধূক্রোধদৃষ্টা ভুজিষ্যা ॥
স. ক. ২।১৪৬।৪

(৮)

আকৌমারং সমরজয়িনা কুর্বতোর্বীমবীরা-
মন্দাক্রান্তা মেতেনামী কথমিব দিশামীশিতারো বিমুক্তাঃ।
অন্তর্জ্জাতং বপুষি কলয়া তস্য তেষ্টৌ প্রবিষ্টাঃ২
প্রহ্বীভূতে প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ ॥
স. ক. ৩।৪০।৪

৬। (১) যস্যানুভাবাদ্।
৮। (২) প্রতিষ্ঠাঃ।

(৯)

বসন্ততিলক

আনন্দমুগ্ধনয়নাং শ্রিয়মঙ্কভিত্তৌ
বিভ্রৎ পুনাতু ভবতো ভগবান্নৃসিংহঃ।
যস্যাবলোকনবিলাসবশাদিবাসী-
দুৎসন্নলাঞ্ছনমৃগঃ কমলামুখেন্দুঃ॥ স. ক. ১।৪২।৫

(১০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

আবক্ত্রায়তপুষ্পবাণনযনে স্নিগ্ধাঞ্জনশ্যামিকাং
কাশ্মীরারুণকর্ণিকাবকুসুমোত্তংসে মহানীলতাম্।
উন্মীলত্তিলকাস্তবে মৃগমদক্ষোদার্দ্রবিন্দূপমাং
ধত্তে মুগ্ধতমালকান্তি মধুপীবৃন্দং বসন্তশ্রিয়ঃ॥
স ক ২।১৫৬।১

(১১)

স্রগ্ধরা

আ লঙ্কানাথনারীস্তনতরলপয়োবীচিমুদ্রাৎসমুদ্রা-
দা স্বর্গঙ্গাতরঙ্গাবলিবিবলশিলাদুস্তরাদুত্তরাদ্রেঃ।
আ প্রাক্ শৈলাৎসুরস্ত্রীসুরতগতিবিদো মগ্নভাস্বন্মৃগাঙ্কা-
দা চ প্রাচেতসাব্ধের্ভবতু মম পুরঃ কোপি যস্যাস্তি বীরঃ॥
স. ক. ৫।১৮।৪

(১২)

স্রগ্ধরা

আ বাচাং১ ব্যক্ততায়াঃ কবিপদবিষয়েষ্বাচচষ্টে২ সমন্তো
মুক্তাস্মাভি র্ন কোপি স্মরয়দমবনৌ সংস্তুতঃ সত্যমেতৎ।
মিথ্যৈতদ্‌ভোঃ কথং বে নমু শতমকথাঃ কুন্তলেন্দ্রস্য তত্ত-
ৎকাব্যস্তোত্রাণি ধিক্ ত্বাং জডময় ন মনোরেব মূর্তিপ্রভেদঃ।
স. ক. ৩।১।৪

১২। (১) বাচা। (২) বিষয়ৈরাচচষ্টে।

(১৩)

হরিণী

ইহ পরিমলো যত্র ব্যক্তো ন তত্র মধুশ্রিয়ো
মধু সমধিকং১ যস্মিংস্তস্মিন্ন গন্ধসমৃদ্ধয়ঃ।
ইতি মরুবকং নিন্দন্ কুন্দাদপেতকুতূহলঃ
কমলমধিকং স্মারং স্মারং বিষীদতি ষট্পদঃ॥

স. ক. ৪।৩০।৫

(১৪)

শার্দূলবিক্রীড়িত

উচ্ছিদ্রাণি১ দিগম্বরস্য বসনান্যর্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালংকৃতিভির্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতের্ভিক্ষাভুজোপ্যক্ষমা২
লক্ষ্মীং ন ব্যতনোদ্দরিদ্র৩ভবনেম্বজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ॥

স. ক. ৩।১৭।৪

(১৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

উৎপত্রেব দৃশোর্চিষা কুসুমিতেবেন্দোঃ করৈর্ভোগিভিঃ
সারোহেব জটাটবী ফলতু বঃ শ্রেয়ো ভবানীপতেঃ।
যৎপর্যন্তবিবর্তিনঃ সুরসরিৎপূরস্য ভূরিস্ফুর-
ৎফেনোৎকুবিলাসমঞ্চতি বিধেজীর্ণা কপালাবলী॥

স. ক. ১।১২।৪

(১৬)

অনুষ্টুপ্

একত্র প্রাকৃতৈঃ সাম্যমন্যত্র পরতন্ত্রতা।
শুকস্য পরিতোষায় ন বনং ন চ পত্তনম্॥ স. ক. ৪।৭০।৩

১৩। (১) মধুজমধিকম্।

১৪। (১) উচ্ছিত্রাণি। (২) অক্ষমাং। (৩) ব্যতনোদ্দরিদ্র।

(১৭)

বসন্ততিলক

কঙ্কেল্লিরেষ কিমচেতন এব সত্যং
নম্রঃ স্বয়ং ন কুসুমানি দদাতি যস্তে।
ধূর্তোঽথবা১ নমতি নাযমুদস্তবাহু-
ব্যক্তোন্নতস্তনতটাস্তুদিদৃক্ষয়েব২ ॥

স. ক. ২।১০৭।৩

(১৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কান্তিস্তে যদি নির্মলা যদি গুণা লক্ষ্মীর্যদি স্থায়িনী
মা গাঃ পদ্ম মন্দ তথাপি গলিতা হেতে১ শরদ্বাসরাঃ।
সংস্পর্শেন তুষারবাবিপৃষতামালূনমূর্তেঃ সরো-
মধ্যেত্রৈব বরাটকেন ভবতঃ স্থেষং পুনঃ কেবলম্ ॥

স. ক. ৪।২৭।৫

(১৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কান্তিং কুঙ্কুমকেশবান্মধুবতাং দ্রাক্ষারসস্থাসবা-
দ্বৈদর্ভীপবিপাকপূর১ বচসঃ কাব্যাৎকবের্মার্দবম্।
পাশ্বাদেব জরাতুবেণ২ বিধিনা তং তং গৃহীত্বা গুণং
সৃষ্টা হন্ত হবন্তি কস্য৩ ন মনঃ কশ্মীরবামভ্রুবঃ ॥

স. ক. ২।২০।১

(২০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন
ন্যগ্রোধস্য তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গনে।

১৭। (১) ধূর্তো যদা। (২) দিদৃক্ষযেব।
১৮। (১) গলিতাস্তেতে।
১৯। (১) পূত। (২) জবোত্তবেণ। (৩) কস্য হরন্তি হন্ত।

দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতীরিতে সনিয়মং১ গোপৈর্যশোদাপতে-
র্বিস্মেরস্য পুরো হসন্নিজগৃহান্নির্যন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥

পদ্যাবলী—১৪৮ : স. ক. ১।৫২।৪

(২১)

বিয়ৎপদং বিষ্ণুপদং ক্রমেঽস্য১ মে

বংশস্থবিল ধবা ববাকী পয়োধিবোধিতা।

ইতীব হেলাপবিনম্রকন্ধরঃ

করোত্যযং মণ্ডলিকারয়ং হয়ঃ ॥ সূ. মু. ১০২।১

স ক. ৩।২৭।২

(২২)

কেষাংচিৎকুসুমোদয়াদনু বিনা তেনাপি কেষাংচন

শার্দূলবিক্রীড়িত স্ফায়ন্তে ধবণীকহামিহ দিনৈর্দ্বিত্রৈঃ ফলশ্রেণয়ঃ।

পুষ্পশ্রেণিষু পদ্মরাগপদবীপত্রেষু১ কান্তাকর-

শ্রীবিত্ত্যেব ফলাদৃতে রত গতঃ কঙ্কেল্লিজন্মগ্রহঃ ॥

স. ক. ৪।৫৪।৪

(২৩)

কৌসুম্ভং কুচকুম্ভয়োর্নিবসনং সৌবর্ণিকং কর্ণয়ো-

শার্দূলবিক্রীড়িত স্তাডঙ্কদ্বযমাঞ্জনী নযনয়োবালেখ্যলেখালিপিঃ।

কাশ্মীরেণ তমালপত্রমলিকে হৈমী করে কঙ্কণ-

শ্রেণিঃ পাশয়িতুং জগন্ত্যলমলংকারাঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥

স. ক. ২।১০৯।২

২০। (১) ইতীরিতস্য সভযং।

২১। (১) মম ক্রমে। (২) বিনতোঽ

২২। (১) পাত্রেষু।

(২৪)

আর্যা

কৌসুম্ভবসনরুচিবাং সন্ধ্যাং পরিণীয় মন্দমনুযান্তীম্।
বাসালয়মিব জলধিং বাগী পুবতো ববির্বিশতি ॥

স. ক. ২।১৪৬।৩

(২৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ক্বাপি স্বেদকণানিপাতমসৃণং কুত্রাপি কম্পস্খল-
ৎপাণিব্যস্তলিপি ক্বচিদ্বনপতদ্বাষ্পাম্বুলিপ্তাক্ষবম্।
ক্বাপি শ্বাসমহোর্মিমর্মবমিদং তাডঙ্কতাডীদলং
বর্ণৈবেব বিনা ব্যনক্তি সুদৃশো ভাবৈকতানং মনঃ ॥

স. ক. ২।১০৬।৫

(২৬)

হরিণী

ক্ষিপতি দযিতে দৃষ্টিং বক্রামপাঙ্গতবঙ্গিণীং
হসিতমনভিব্যক্তং মধ্যে দধাতি কপোলয়োঃ।
মৃদু মদকলং কিংচিদ্বাক্যং কথংচন মুঞ্চতী
হরতি হৃদযং প্রৌঢেবেয়ং নবাপি নিতম্বিনী ॥

স. ক. ২।৮।৫

(২৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ক্ষুদ্রান্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ন্ত্যাদায় যেষামিদং
ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্মন্ত্রাম্বুবিদ্ধং রজঃ।
জীর্ণস্ত্বেষ ফণী ন যস্য কিমপি ত্বাদৃগ্‌গুণীন্দ্রব্রজা-
কীর্ণক্ষ্মাতলধাবনাদপি১ ভজত্যানম্রভাবং শিবঃ ॥

স. স. ৪।২৫।৫

২৭। (১) ধারণাদপি।

(২৮)

স্রগ্ধরা

গন্ধেভস্কন্ধকণ্ডূমদগুরুমরুত্তুল্লোললৌহিত্যখেল-
দ্বীচীবাচালকালাচল রিপুশশিনা১ কেলিতল্পে নিষণ্ণাঃ।
কামিন্যঃ সৈনিকানাং বিধুতবিধুরতাভীতযো গীতবদ্ধৈঃ২-
র্যত্র৩ প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্রপ্রণতিপবিগতং পৌরুষং প্রস্তুবন্তি॥
স. ক. ৩'২০।৪

(২৯)

আর্যা

গুণবৎপক্ষপরাঙ্‌মুখিস্বজনকুলোচ্ছেদবদ্ধনির্বন্ধে।
অপি বীববংশবৈবিণি ভগবতি ভবিতব্যতে জয়সি॥
স. ক. ৫।৭০।৪

(বামাবতাব শর্মাব সংস্করণে এই শ্লোকে কবিব নাম নাই। কিন্তু, কোন কোন পুঁথিতে ইহা উমাপতিধরেব নামাঙ্কিত।)

(৩০)

পৃথ্বী

গৃহাদ্‌গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিবিমধিশ্রিতং তরতি বারিধিং বারিধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীনিকরপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ॥ স. ক. ৩।৪৯।৪

(৩১)

স্রগ্ধরা

গ্রাম্যামগ্রে করেণুং স্বয়মুপনয়তা যেন বদ্ধোসি পাশৈ-
র্যেন ক্ষুণ্ণং শিরস্তে সৃণিভিরমসৃণৈর্যেন বাহ্যঃ কৃতোসি।
তৎপাদাঙ্গুষ্ঠসংজ্ঞাপরবশহৃদয়ো দ্রষ্টুকামানমন্তূ-
ঞ্জম্ভূনভ্যেষি হন্তং ত্বমসি গজপতে সত্যমেকো মদান্ধঃ॥
স. ক. ৪।৪১।৫

২৮। (১) বিপুলশিলা। (২) বদ্ধৈ। (৩) যস্ত

(৩২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ঘ্রাতং তালফলাশয়া স্তনযুগং বিম্বভ্রমেণাধরো
দষ্টঃ পাকবিকীর্ণদাড়িমধিয়া লীঢাঃ স্ফুরন্তো রদাঃ।
ক্ষুৎক্ষামৈর্বিফলশ্রমৈর্বিতি বনে ত্বদ্বৈরিবীবাঙ্গনা
নিদ্রাণা মুহুরাদৃতা মুহুরপি ক্ষিপ্তাশ্চ শাখামৃগৈঃ॥

সূ. মু. ৯৭।৭২

(৩৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

চূড়াভস্মকণাঙ্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চলেনামৃশন্
নেত্রাগ্নিদ্যুতিতাপিতাবিব কবেঃ সিঞ্চন্ সুধাদীধিতেঃ।
নাগশ্বাসকলঙ্কিতাবিব মুহুর্গঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্
মানিন্যাশ্চরণৌ গিরীন্দ্রদুহিতুর্ভূত্যৈ গিরীশোঽস্তু বঃ॥

সূ. মু. ২।৭

(৩৪)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ছায়ামাশ্রয় পুণ্ডরীকমিলিতাং মধ্যেসরঃশীকরং
সানন্দো ভব রাজহংস ভবতঃ স্যান্নাম পক্ষোন্নতিঃ।
মঞ্জীরেণ তথাপি চ ধ্বনিরয়ং নির্ণীয়তে লীলয়া
যোষ্মাকং পরিচাবিকাচরণয়োঃ খেলাভিরুৎকূজতি॥

স. ক. ৪।৬৮।৩

(৩৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ছিন্তে ব্রহ্মশিরো যদি প্রথয়তি প্রেতেষু সখ্যং যদি;
ক্ষীবঃ ক্রীডতি মাতৃভির্যদি রতিং ধত্তে শ্মশানে যদি।
সৃষ্টা সংহরতি প্রজা যদি তদাপ্যাধায় ভক্ত্যা মন-
স্তং সেবে করবাণি কিং ত্রিজগতী শূন্যা স এবেশ্বরঃ॥

স. ক. ৪।২।২ ; শা. প. ১১৬১ (পাঠান্তর সহ ধোয়ীব নামাঙ্কিত।)

(৩৬)

শিখরিণী

জিতেয়ং দোর্দর্পাজ্জলধিপবিবেশা বসুমতী
শিবঃ ক্ষৌণীন্দ্রাণাং নিজচরণপীঠে বিলুঠিতম্।
কৃতং দত্তং ভুক্তং ব্রতমপি কুলে যৎ সমুচিতং
কৃতার্থস্তীর্থেষু ভ্রমণমধুনা বাঞ্ছতি মনঃ ॥ স. ক. ৫।৬১।৩

(৩৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

তাপো নাপগতস্তৃষাপি ন কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনো-
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণময়ং ঝংকারকোলাহলঃ ॥

সূ. মু. ২৩।১০ ; স. ক. ৪।৩৯।২

('সদুক্তিকর্ণামৃতে' ইহা আচার্য গোপীকের নামাঙ্কিত)

(৩৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

তারাস্তর্জ্বলদগ্নিলক্ষনয়নশ্বভ্রান্তকূপান্তরাং
ক্রুদ্ধাগস্ত্যনিরস্তবারিধিপয়ঃপাতালনিম্নোদরীম্।
বন্দে ত্বামজিনাবৃতোৎকটসিরাপৃষ্ঠাস্থিসারাকৃতিং
দংষ্ট্রাকোটিতটোৎপতিষ্ণুদিতিজান্ত্রকচর্চিতাং চর্চিকাম্॥

স. ক. ১।২৬।৪

(৩৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

তেনাখানি জলাবগাহনরসব্যাসক্তপৌরাঙ্গনা-
পর্যস্তোৎকবরীবিকীর্ণকুসুমস্মেরোর্মিমালং সরঃ।
যস্মিন্নচ্ছতয়া নিধায় নয়নে মর্ত্যৈঃ সকৌতূহলং
লক্ষ্যন্তে ভুজগাধি১ রাজনগরী বামভ্রুবাং বিভ্রমাঃ ॥

স. ক. ৫।১৩।২ ; সূ. মু. ১০৬।১

৩৯। (১) ভুজগাধি (?)।

(৪০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ত্বং চেৎ সংচরসে বৃষেণ লঘুতা কা নাম দিগ্‌দন্তিনাং
ব্যালৈঃ কঙ্কণকুণ্ডলানি কুরুষে হানির্ন হেম্নঃ পুনঃ।
মূর্ধ্না চেদ্বহসে জড়াংশুমযশঃ কিং নাম লোকত্রয়ী-
দীপস্যাম্বুজবান্ধবস্য জগতামীশোহসি কিং ব্রূমহে॥

সূ. মু. ৩৬।১

(৪১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দন্তৈরুৎপতিতং স্ফুরন্তি বলয়ো নিষ্কালিমানঃ কচাঃ
শীর্ণং দেহমপেতমেব কবণগ্রামেণ লুপ্তা মতিঃ॥
অস্মিন্নপ্রতিকারদারুণজরাব্যাধৌ দয়াদ্রাত্মনো
ভ্রাতর্বৈদ্য বিধীয়তে তব কিয়ত্যাবন্ময়া১ ভেষজম্॥

স. ক. ৪।৭২।২

(৪২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দিক্‌চক্রং তৃণভস্মনা মলিনিতং মূলান্যপি ক্ষ্মারুহাং
নির্দগ্ধানি ন চার্ভকোহপি হরিণীযূথেহবশেষীকৃতঃ।
হা কষ্টং বিপিনৌকসোহপি মুনয়ঃ প্লুষ্টাঃ কৃতান্তক্রিয়াং
কুর্বেত্থং বনবহ্নিনা কিমমুনা শান্তেন দীপ্তেন বা॥

সূ. মু. ৩৪।৬

(৪৩)

আর্যা

দিবসেপি ধূমমহিষীবাহ্যোৎসবদুর্দিনেষু মিলিতায়াঃ।
নাকৃতপুণ্যঃ পশ্যতি রহসি মুদা বদনমেণাক্ষ্যাঃ॥

স. ক. ২।৬৩।৫

৪১। (১) ত্বয়া।

(৪৪)

শা
দূরোদঞ্চিতবাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশস্তনা-
ভোগব্যায়তমধ্যলম্বিতবসনা নির্মুক্তনাভীহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্ঝিতপুষ্পমঞ্জরিরজঃপাতাবকদ্ধেক্ষণা
চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্রদুঃস্থা তনুঃ॥
স. ক. ২।১০৭।২

(৪৫)

অনুষ্টুপ্
দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥ স. ক ১।২৯।৫

(৪৬)

বসন্ততিলক
দেব্যাঃ শ্রুতে দনুজদুর্নয়দূষিতায়া
ভূয়ঃ সমুদ্গমবিধাবচলম্বভূমিঃ।
একার্ণবীভবদশেষপয়োধিমধ্য-
দ্বীপং বপুর্জয়তি মীনতনোর্মুরারেঃ॥ স. ক. ১।৩৭।২

(৪৭)

মন্দাক্রান্তা
ধত্তে ব্যক্তিং বসিতমসকৃজ্জর্জরং ঝর্ঝরাণাং
স্তোকোত্তুঙ্গধ্বনিতুলহরী..............।
.....স্নিগ্ধৈঃ করকিসলয়ৈরাহতাঃ কিন্নরাণাং
শব্দায়ন্তে নবঘনঘটামন্দ্রনাদং মৃদঙ্গাঃ॥ স. ক. ২।১১৬।২

(৪৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত
ধর্মং ব্রহ্মশিরোহরাদ্ধনভরং ভৈক্ষেণ কুক্ষিংভরেঃ
কামং কামতনোর্দবান্ধবসমুচ্ছেদং চ বাঞ্ছন্ ভবাৎ।
আশাচ্ছেদনতৎপরাচ্চ ভবতঃ সংপ্রেৎসুরাশোদ্গমা-
ন্নুন্মত্তোঽস্মি হর প্রসীদতু ভবান্মোঽস্মত্তমপ্যুত্মাতি॥
সু. মু ১৩৩।১৬

৪৮। (১) ভবান্নু।

(৪৯)

শিখরিণী

নখাঙ্কং নারীণামনিললুলিতং কেতকদলং
কলামিন্দোঃ পত্রং পরিণতিবিশীর্ণং জলরুহাম্।
নিরীক্ষন্তে যস্য দ্রুতমিলিতনৌকাটকঘটা-
হঠাকৃষ্টিভ্রষ্টাশ্চকিতমিব কাশীজনপদাঃ ॥ স. ক. ৩।২৬।৪

(৫০)

মালিনী

ন নয়তি বহুমানস্যাস্পদং স্নিগ্ধবন্ধু-
ন্ন চ গুণিনি সম্বন্ধেপ্যাদরং যাতি তাতে।
ন ভজতি ধৃতিমন্তর্নন্দনেপ্যন্তরাত্মা
ভবতি হি পতিনিষ্ঠং প্রেম সাধ্বীজনস্য ॥ স. ক. ২।১১।২

(৫১)

পুষ্পিতাগ্রা

নয়নমসি জনার্দনস্য শম্ভো-
র্মুকুটমণিঃ সুদৃশাং ত্বমাদিদেবঃ।
ত্যজসি ন মৃগমাত্রমেকমিন্দো
বিরমতি যেন কলঙ্ককিংবদন্তী ॥ শা. প. ৭৫৫

(৫২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

নাম্নীভিঃ প্রসবৈঃ স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমী বিধত্তে ধৃতিং
নারোঢ়ুং পরিপাকমেদুরফলাঃ শক্নোতি শাখাশিখাঃ।
অপ্রজ্ঞাতনিজপ্রভাবকুপিতঃ কোকূয়মানো রুষা-
কুর্দন্[১] বানরযূথপুরেব লবলীক্ষোণীরুহং কর্ষতি ॥
স. ক. ৪।৪৮।২

(৫৩)

নিদ্রাচ্ছেদকষায়িতে তব দৃশৌ দৃষ্টির্মমালোহিনী
বক্ষো মুষ্টিভিরাহতং তব হৃদি স্ফূর্জন্তি মে বেদনাঃ।

৫২। (১) লিম্পন্ঃ (পঙ্গুঃ)।

শার্দূলবিক্রীড়িত আশ্চর্যং নবকুন্দকুড্‌মলশিখাতীক্ষ্ণৈরমীভির্নখৈঃ
প্রত্যঙ্গং তব জর্জরা তনুরহং জাতা পুনঃ খণ্ডিতা ॥
স. ক. ২।২৪।৫

(৫৪)

নির্ধৌতাঞ্জনলক্ষ্ম নেত্রমরুণোচ্ছূনা কপোলস্থলী
শার্দূলবিক্রীড়িত ক্লান্তে[১] বাধরপালিরস্ফুটমিলল্লেখা তটী পার্শ্বয়োঃ।
নিদ্রাঘূর্ণিতনিষ্প্রযত্নশিথিলান্যঙ্গানি তে তদ্বয়ং
নো বিদ্মঃ সখি সংমুখঃ স ভগবান্ কস্যাস্য পুষ্পায়ুধঃ ॥
স. ক. ২।১৬।৩

(৫৫)

নির্মগ্নেন ময়াম্ভসি প্রণয়তঃ পালী[১] সমালিঙ্গিতা
শার্দূলবিক্রীড়িত কেনালীকমিদং তবাস্য কথিতং বাধে মুধা তাম্যসি।
ইত্যুৎস্ব[২]প্নপরম্পরাসু শযেন শ্রুত্বা বচঃ শার্ঙ্গিণো
রুক্মিণ্যা শিথিলীকৃতঃ সকপটং[৩] কণ্ঠগ্রহঃ[৪] পাতু বঃ ॥
পদ্যাবলী—৩৭২

(৫৬)

নিষ্পন্নে সতি চন্দ্রচূড়চরিতে তত্তনৃপপ্রক্রিয়া-
শার্দূলবিক্রীড়িত জাতৈঃ সার্ধমরাতিরাজকশিরোরত্নাবলীনাং১ ত্রয়ম্।
তপ্তং২স্বর্ণশতানি বিংশতিশতীরূপ্যস্য লক্ষত্রয়ং
গ্রামাণাং শতমস্তরঙ্গকবয়ে চাণক্যচন্দ্রো দদৌ ॥
স. ক. ৫।২৯।১

৫৪। (১) ক্রান্তে।
৫৫। (১) স্মরভয়াদালী। (২) ইত্থং। (৩) সব্যাজং শিথিলীকৃতঃ কমলয়া।
(৪) কণ্ঠগ্রহং।
৫৬। (১) রত্নাঞ্জলীনাং। (২) সপ্ত।

(৫৭)

স্রগ্ধরা

নৃত্যদ্বেতাল[১]মালাবলয়িতবিকটপ্রান্তমুড্ডামবোগ্র-
প্রক্রীড়ড্ডাকিনীকং প্রতিপদমুদয়ৎপূতনো[২]ৎফাললীলম্।
উৎখেলৎকোলকেলীকবলিতবিঘসগ্রাসসংসিক্তগৃধ্রা-
কৃষ্টনৃস্থি প্রমোদং ন জনয়তি কথং দৃশ্যমানং শ্মশানম্॥

স. ক. ৫।৭৩।৩

(৫৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

নেত্রায়াতপথব্যতীতপয়সঃ সন্ত্যেব নদ্যঃ শতং
প্রায়শ্চিত্তমুপাচরন্তি কৃতিনঃ স্পৃষ্ট্বৈব[১] যাসাং পয়ঃ।
যা দৃষ্টৈব পুনাতি বিশ্বমখিলং সেয়ং পুনর্জাহ্নবী
বিচ্ছিন্না কচিদাবিলা কচিদতি স্বল্পাম্বুশোচ্যা[২] কচিৎ॥

স. ক. ৪।২০।৪

(৫৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

নোন্মীলন্তু নিতম্বিনীকরতলস্পর্দ্ধাভৃতঃ পল্লবাঃ
পাত্যুদ্বান্তু ন বৈণনাভিমধুরা মোদাঃ প্রসূনশ্রিয়ঃ।
সান্দ্রবন্ফলসংপদো মধুরসপ্রস্যন্দভাস্তস্তথা-
প্যশ্বত্থস্য গতঃ সুখেন জগতাং বন্দ্যস্য জন্মগ্রহঃ॥

স. ক. ৪।৫২।৩

(৬০)

স্রগ্ধরা

স্রস্তশ্রীবীনিবন্ধাস্যকলিত[১]স্তিলকাস্তকণৎকঙ্কণানি
স্রস্তন্মঞ্জীরশিঞ্জাস্যচলিতবলয়স্রগ্ধি ধৌতাঞ্জনানি।
অপ্রেক্ষাত্তাবহারাণ্যবসিতহসিতশ্রীণি শীর্ণালকানি
ক্রুট্যৎসিন্দূরবিন্দূন্যসকৃদকৃত যঃ শাত্রবান্তঃপুরাণি॥

স. ক. ৩।৪৩।৫

৫৭। (১) কঙ্কাল। (২) পূতনোৎ।
৫৮। (১) স্পৃষ্ট্বাপি। (২) স্বচ্ছাম্বুশোষ্যা।
৬০। (১) নিবদ্ধান্তকলিত।

(৬১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

পত্যুঃ কেলিভিবস্থিষু চ্ছিদ্রুরতা মর্মক্ষতির্নর্মণা
শৃঙ্গারেণ গুরুব্যথা সমুদযত্যুচ্চাটনং চাটুভিঃ।
ধ্যায়ন্ত্যাঃ সততোৎসুকেন মনসা নীরন্ধ্রবানীরিণী-
বাকৌমাবমুপাস্যমানমুবলাসীমাভুবঃ সুভ্রুবঃ॥

স. ক. ২।১২।২

(৬২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

পত্রাণি ক্রুটিতানি কীটপটলৈ১রামূলমুন্মূলিতাঃ
শাখা বন্যমতঙ্গজৈর্ন করভৈরাস্বাদ্য মুক্তাস্ত্বচঃ।
স্থাণুঃ কেবলমস্তি পিপ্পলতরোস্তত্রাপি শীতাতুরৈ-
র্গ্রামীণৈঃ পরিতঃ কুঠাবপতনাবস্তঃ পরামৃশ্যতে॥

স. ক. ৪।৫২।৫

(৬৩)

শিখরিণী

পৃথুত্বাৎ সৌরভ্যান্মধুবতরভাবাচ্চ পতিতৈঃ
ক্ষুধা তপ্তৈঃ১ কুক্ষিংভরিভিরিহ সেবা তব কৃতা।
তদাত্বব্যামুগ্ধৈবমুদিবসমস্বাস্থ্যজননী
ন দৃষ্টা তেস্মাভিঃ পনস পরিণামে বিরসতা॥

স. ক. ৪।৫৮।৪

(৬৪)

হরিণী

প্রণয়ি বচনং দীনা দৃষ্টিঃ শিরো নিহিতোঞ্জলি-
শ্চরণপতনং দেব্যাঃ সন্তি প্রসাদনহেতবঃ।
কুসুমবিশিখজ্বালাতাপস্ফুটন্মৃদুমানসা
বরতনুবসৌ যেন প্রাপ্যা স এব তু নাস্তি মে॥

স. ক. ২।৮১।৪

৬২। (১) বিটপৈ।

৬৩। (১) ক্ষুধোত্তপ্তৈঃ।

(৬৫)

শিখরিণী

প্রসারঃ শাখানাং স্থগিতগগনাভোগমহিমা
সমৃদ্ধিঃ শোণাম্ভোরুহবন১সমানা সুমনসাম্।
প্রকাণ্ডশ্রীর্বাচামপি ন বিষয়ঃ শাল্মলিতরো-
স্তথাপ্যংশুশ্রেণীময়মমুপভোগ্যং বত ফলম্॥ স. ক. ৪।৫৫।৪

(৬৬)

শিখরিণী

প্রিয়ায়াঃ প্রত্যূষে গলিত১কবরীবন্ধনবিধা-
বুদঞ্চদ্দোর্বল্লীদরগলিত২চেলাঞ্চলমুরঃ।
ঘনাকূতং পশ্যত্যথ ময়ি সমন্দাক্ষহসিতং
নমস্ত্যাস্তদ্বক্ত্রং যদি লিখিতুমীশো মনসিজঃ॥

স্. মু. ৪৩।১৮ স. ক. ২।১৩৭।৩

(শ্রীধরদাস ইহা ধোয়ীর নামাঙ্কিত করিয়াছেন।)

(৬৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বালাস্তালমহীরুহো ঘনদলস্নিগ্ধা গৃহপ্রাঙ্গণে
স্কন্ধেভ্যস্তব সংদিশন্তি সুচিরং জীব প্রসন্নে ত্বয়ি।
কর্ণালংকৃতকেন কোমলদলং মুঞ্চন্তি১ নো নির্দয়া
নিঃস্বশ্রোত্রিয়বল্লভাঃ শ্রুতিযুগে হৈমস্ফুরৎকুণ্ডলাঃ॥

স. ক. ৩।১৭।৩

(৬৮)

মালিনী

ভয়মুকুলিতচক্ষুঃ সংততোৎকম্পনীবী
মণিমুখরিতকাঞ্চিঃ শ্বাসশুষ্যন্মুখশ্রীঃ।
অশিথিলভুজবন্ধন্যাসনিঃশঙ্কলগ্না
মম বপুষি বিশন্তীবায়তাক্ষী খিনোতি॥ স. ক. ২।১২৫।৪

৬৫। (১) রস।
৬৬। (১) দলিত। (২) দলিত।
৬৭। (১) লুঞ্চন্তি।

(৬৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃতমভূত্তদ্বামনস্যাঙ্‌ঘ্রি ণা
নাগানাং কিয়দাস্পদং যদুরসা লঙ্ঘন্তি গূঢ়াঙ্‌ঘ্রয়ঃ।
একাহাম্বুদনুরুরঞ্চতি কিয়ন্মাত্রং তদপ্যম্বরং
যস্যেতীব যশো হ্রিয়া ত্রিভুবনং ব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি ॥

স. ক. ৩।৪৯।৩

(৭০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ভ্রাতঃ পান্থ মরীচিকাময়মৃষাবাঃপূরপূর্ণানিমা১-
মুদ্দিশ্য প্রবলপ্রদৃপ্তত্বরতৃষাক্লেশান্ধ কিং ধাবসি।
নন্বেতে মরুমেদিনীপরিসরা যৈবন্তি গোপায়িতং
ক্রূরৈর্ন স্বপরোপকারি সকলং পাতালমূলে পয়ঃ ॥

স. ক. ৪।৫৯।৪

(৭১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ভ্রামং ভ্রামমনঙ্গভূপবিসবে সারঙ্গ নিশ্চাপলং
বাস্তব্যং কুরু১ মা পুনর্মরুপথপ্রস্থানবাঞ্ছাং কৃথাঃ।
যত্রাদুর্বলদোষ নৈর্গুণগণব্যাসক্তপাত্রান্তরৈ-
র্লভ্যন্তে পুরুষৈঃ পরং কতিপয়ৈঃ কৌপাঃ পয়োবিন্দবঃ ॥

স. ক. ৪।৫৯।৩

(৭২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ১ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ২ কয়াপি নিভৃতং সংভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেললিত৩ শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসাদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

পদ্যাবলী-২৫৯, স. ক. ১।৫৫।৩

৭০। (১) পূর্ণামিমাম্।

৭১। (১) বাস্তব্যো ভব।

৭২। (১) চলনৈঃ (নমনৈঃ, কলনৈঃ)। (২) বিস্ফুরিতৈঃ। (৩) বিনয়।

(৭৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

মীলচ্চক্ষুরক্ষণং পুলকিনী ধৎসে যদন্তর্মুদং
সাবজ্ঞং যদুপান্তসংকুচিতয়া দৃষ্ট্যা পতিং পশ্যসি।
যদ্বক্রাস্বপি বেষভাষিতকলাস্বভ্যাসমালম্বসে
তন্মন্যে সখি নাগরস্য বিষয়ং কস্যাপি যাতাসি কিম্॥

স. ক. ২।১৬।৪

(৭৪)

স্রগ্ধরা

মুক্তাঃ১ কার্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু-
পুষ্পৈরূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমীনাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে ত্বপ্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্॥

স. ক. ৩।১৭।৫

(৭৫)

শিখরিণী

মৃণালীহারোঽয়ং ন ভুজগপতিশ্চন্দনরসো
ন ভস্মেদং কণ্ঠে কুবলয়দলালী ন গরলম্।
সিতাম্ভোজং পাণৌ লসতি ন কপালং ময়ি মুধা
পুরারাতিক্রোধাৎ স্মর কিমনভিজ্ঞঃ১ প্রহরসি॥

সূ. মু. ৪৩।৩৬

(৭৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

মৌলৌ শ্যামসরোজদাম নয়নদ্বন্দ্বেঞ্জনং কর্ণয়ো-
স্তাপিচ্ছপ্রসবঃ কপোলফলকে কস্তূরিকাপল্লবঃ।
বিশ্বালোকবিলোপি নিন্দিতমপি প্রেয়োভিসারাশয়া
হৃদ্যদ্ভিঃ স্মরদুর্বিনীতবনিতাস্তোমৈস্তমো মন্যতে॥

স. ক. ২।৬৪।২

৭৪। (১) মুক্তা।
৭৫। (১) কিমিমমনভিজ্ঞঃ।

(৭৭)

শিখরিণী

যদেতস্তে মৌনং স্মিতমুদয়তে যন্ন বদনে
যদব্যক্তা দৃষ্টির্যদভিমুখবামঃ স্থিতিরসঃ।
উপাস্থানামীদৃগ্‌বিমতিষু হৃতপ্রশ্রয়তয়া
হৃদা দূরং যাতি প্রিয়সখি নবীনঃ পরিজনঃ ॥

স. ক. ২।৪৮।৪

(৭৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

যস্তাপঃ[১] শমিতো মৃগাঙ্ক জগতাং যা গ্লানিরুন্মূলিতা
যামিন্যা গগনস্থ যাঃ স্মৃতিপথং নীতাঙ্ঘ্রোবীচয়ঃ।
যৎক্ষামত্বমপাকৃতং জলনিধের্যঃ কৈরবাণাং হৃতো
মোহস্তৎকথমত্র দুঃখিনি জনে সর্বং সমাবেশিতম্‌ ॥

স. ক. ২।১০২।১

(৭৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

যস্যাঃসংভৃতমালবালবলয়ং ভূপালশৃঙ্গাবিণী-
ভৃঙ্গাবোদরবিপ্রলম্ভবিধুরৈর্নীবৈস্‌সুধাবন্ধুভিঃ।
তামেতাং মৃদুপ্রবাললিতাং দ্রাক্ষালতামাবট-
ন্নুদ্‌গ্রীবঃ প্রকটীকৃতার্ধদশনো দাশেবকঃ কৃন্ততি ॥

সূ. মু. ২৪।১০

(৮০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

যামুদ্ধূলয়তীশ্বরঃ সিকতিলা বৈমৌলিমন্দাকিনী
যৈর্বালেন্দুকণার্দ্রকেতকদলোৎসঙ্গে পরাগার্পিতম্‌।
যৈঃ কৈলাসবিলাসকাননতটীকঙ্কেল্লিপুষ্পোদ্‌গম-
ক্রীড়াকার্মণমদ্রিজাচরণয়োস্তে বেণবঃ পান্তু বঃ ॥

স. ক. ১।২২।১

৭৮। (১) যত্তাপঃ।

(৮১)

মন্দাক্রান্তা

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া১
রুক্মিণ্যাপি প্রবল২পুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য ।
বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলীপরিমলভর৩ধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥ পদ্যাবলী-৩৭১

স. ক. ১।৬১।১

(৮২)

হরিণী

রহসি সততোৎসঙ্গন্যাসাদজস্র ....
......মর্ষান্বিত্যস্তনার্পণকেলিভিঃ ।
অনিশচবণোপান্তস্পর্শান্নিবস্তরচুম্বনৈ-
রপি খলু ত্বয়া. . . লেখ্যৈঃ স চিত্রপটী১কৃতঃ ॥

স. ক. ২।১৪।২

(৮৩)

স্রগ্ধরা

রাজন্নুদ্দামনিদ্রাভরবিবশভুজাবল্লরীণামিদানীং
বিশ্রাম্যন্ত ত্বদন্তঃপুবহরিণদৃশাং চামবভ্রামণানি১ ।
সেবন্তে দেবমেতে তুহিনকণভৃতঃ সৌধজালান্তবাল-
প্রাপ্তাঃ প্রত্যগ্রজাগ্রন্নলিনবনরজোগ্রাহিণো গন্ধবাহাঃ ।

স. ক. ৩।৩৩।১

(৮৪)

শার্দূলবিক্রীড়িত

রাত্রাবোষধয়ো জ্বলন্তি কলয়ন্ত্যোজ্জ্বল্যমপ্যগ্নয়ো
জ্যোৎস্নাশ্চন্দ্রমসি১ স্ফুরন্তি দধতি জ্যোতীংষি তেজস্বিতাম ॥

৮১। (১) দ্বারকায়াং। (২) প্রতত। (৩) কুঞ্জেষ্বাভীরস্ত্রীনিভৃতরচিত।
৮২। (১) পট।
৮৩। (১) ভ্রামরাণি।
৮৪। (১) চন্দ্রমতি।

অন্যচ্চ ক্রিময়োভি বিভ্রতি মহোলেশানমূর্ব্যেবং তাঃ
সর্বা এব নিধেহিস্থিষাং ভগবতো দীপ্তিপ্রতিচ্ছায়িকাঃ৩ ॥
স. ক. ৪।৪।২

(৮৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বর্ষন্তি স্তনয়িত্নবো ন সবলে ধারাগৃহে বর্তসে
গর্জন্তি প্রতিকূলবাদিনি ন তে দ্বাবি স্থিতা দন্তিনঃ।
ইত্যেবং গমিতো ঘনব্যতিকরঃ সা রাজপুত্রী পুন-
র্বাতে বাতি কদম্বপুষ্পসুরভৌ কেন প্রতায়িষ্যতে ॥
শা. প. ৩৪৯০

(৮৬)

মালিনী

বহতি মলয়শৈলোপান্তবিশ্রান্তবল্লী
নবকিসলয়ভঙ্গক্ষীবসৌবভ্যবন্ধুঃ।
বহসি পবিচিতোযং পাণ্ড্যসীমন্তিনীনাং
দরতবলিতরেবাতীরনীবঃ সমীরঃ। স. ক. ১।৯০।৪

(৮৭)

অনুষ্টুপ্

বাচঃ পরং ভজন্ত্যেতা দেবি প্রণয়চাতুরীম্।
হৃদয়স্য তু সর্বস্বং ত্বমেবৈকপ্রিযা মম ॥ স. ক. ২।৮১।৫

(৮৮)

শিখরিণী

বিলোলা ভ্রূবল্লী মসৃণতরলা দৃষ্টিরধরঃ
স্মিতস্নিগ্ধো ধীরা গতিবলসমেবাঙ্গচলনম্।
স্বভাবপ্রব্যক্তোন্নতনতবিভাগা তনুলতা
বিভাবো লাস্যেন স্ফুরতি কতরো১স্যা মৃগদৃশঃ ॥
স. ক. ২।১১৭।২

৮৪। (২) মহাবেশানমূর্ব্যেব। (৩) ছায়িকা।
৮৮। (১) কিতবো।

(৮৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বিশ্বেষাং দধতা প্রবোধপদবীং .যনানুষঙ্গাৎ১ কৃতাঃ
স্বেষামম্বুরুহাং শ্রিয়ঃ স ভগবানুষ্ণোপি২ সেব্যো রবিঃ।
শীতেনাপি কিমিন্দুনা যদুদয়ে তস্যৈব যদ্বান্ধবৈ-
রুদ্বদ্ধং কুমুদৈরিদং তু শিরসা কৃৎস্নং জগদ্ ঘূর্ণতে॥

স. ক. ৪।৬।৫

(৯০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ব্যালাঃ সন্তি তমালবল্লিষু বৃতং বৃন্দাবনং বানরৈ-
রুন্নক্রং যমুনাম্বু ঘোরবদনব্যাঘ্রা গিরেঃ সন্ধয়ঃ।
ইত্থং গোপকুমারকেষু বদতঃ কৃষ্ণস্য তৃষ্ণোত্তর-
স্মেরাভীরবধূনিষেধি নয়নস্যাকুঞ্চনং পাতু নঃ॥

স.ক. ১।৫৫।৪

(৯১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ব্যোমাম্ভোনিধিপুণ্ডরীকমমৃতপ্রাঘারধারাগৃহং
শৃঙ্গারদ্রুমপুষ্পমীশ্বরশিখালঙ্কারমুক্তামণিঃ।
কালাকারতমোভিভূতকুমুদগ্রামাপমৃত্যুঞ্জয়ো
জীয়ান্মন্মথরাষ্ট্রপৌষ্টিকমহাশান্তিদ্বিজ১শ্চন্দ্রমাঃ॥

স. ক. ১।৭২।৪

(৯২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ব্যোমার্ধে জ্বলিতো রবিঃ কবলিতং দাবানলৈঃ কাননং
ধূম্যাভির্ন দিশঃ স্ফুরন্তি পরিতঃ পন্থাঃ শিলাদন্তুরঃ।
ইত্থং শোণিতসিক্তশষ্পকণি যথাপ্রাণং মৃগে ধাবতি
ব্যাধেনাপি শরাসনে করুণয়া নারোপিতাঃ পত্রিণঃ॥

স. ক.৪।৪৬।৫

৮৯। (১) বদরীং যেনোন্নতাঙ্গাৎ। (২) নষ্টোপি।
৯১। (১) শান্তির্দ্বিজ।

(৯৩)

শাদূ´লবিক্রীড়িত

শম্ভোরিন্দুকলা শিবং দিশতু বো যস্যাঃ প্রতিচ্ছায়িকাং
ত্রিস্রোতঃপতিতামনেককুটিলীভাবং গতাং বীচিভিঃ।
সেনানীববলোকতে ধ্বজপটাকৃতেন কাত্যায়নী
মল্লীদামসমীহয়া নিজবধূবোধেন নাগাধিপঃ॥ স.ক. ১।১১।৩

(৯৪)

শাদূ´লবিক্রীড়িত

শ্যামায়াং করজক্ষতং রতিপতের্জৈত্রং ধনুর্বল্লকী-১
হৃৎকম্বুক্রকচশ্চকোরখুরলীসৌহৃত্যবীজাঙ্কুরঃ।
চোরগ্রামগজাঙ্কুশঃ পবিলসন্মন্দাকিনীরোহিতো
ধ্বান্তাম্ভস্তরণৈকহনৌর্বিজয়তেও বালঃ সুধাদীধিতিঃ॥

স. ক. ১।৭৩।১

(৯৫)

শিখরিণী

শ্রুতিঃ সক্তা মুগ্ধে বচসি বদনেন্দৌ নিপতিতা
দৃশঃ স্বাদৌ বিম্বাধবমধুনি মগ্নৈব রসনা।
নিষণ্ণাভূন্নাসা নিজপরিমলে শৈলদুহিতু-
র্ঘনাশ্লেষানন্দে বপুরপি বিলীনং পুরভিদঃ॥ স.ক. ১।৬।৪

(৯৬)

স্রগ্ধরা

সদ্যঃপ্রধ্বস্তদেবাসুরগরসশিবঃশ্রেণিশোণারবিন্দ-
স্রগ্দামানদ্ধমূর্তের্ঘনরুধিরকণক্লিন্ন১চর্মাংশুকস্য।
নিষ্পর্যায়ত্রিলোকীভবকবলরসব্যাত্তবক্ত্রস্য জীয়া-
দানন্দঃ কালরাত্রীকুচকলসপরীরম্ভিণো ভৈরবস্য॥

স. ক. ১।১৮।২

৯৪। (১) বল্লকী। (২) স্তিমিরৈক। (৩) উদয়তে।
৯৬। (১) ছিন্ন।

(৯৭)

সমুদ্রমথনব্যগ্রসুরসন্দোহনিস্পৃহাঃ ।
অনুষ্টুপ্ লগ্নাঃ কৃষ্ণস্য বক্ষেন্দৌ পান্তু বো দৃষ্টয়ঃ শ্রিয়ঃ ॥
স. ক. ১।৬৭।২

(৯৮)

সাক্ষাদ্নৈষ করোতি কামপি মুদং নাদৃত্য১ হন্ত্যাপদো
শার্দূলবিক্রীড়িত ন প্রীণাতি মনীষিণাং শ্রবণমপ্যাশ্বাসনাস্থক্তিভিঃ ।
তস্মাম্ভোধিসুতাপতের্ভগবতোধিষ্ঠানমাত্রাদসৌ
দুঃস্বপ্নাম্বিনির্বেদিতানপহরত্যশ্বত্থভূমীরুহঃ ॥ স.ক. ৪।৫২।৪

(৯৯)

সাধু ম্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূ-
শার্দূলবিক্রীড়িত নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে ।
দেবে কুপ্যতি যস্য বৈরিপরিষন্মারাঙ্কমল্লে পুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ ॥
স. ক. ৫।১৮।৩

(১০০)

সায়ং ব্যাবর্তমানাখিলসুরভিকুলাহ্বানসংকেতনামা-
স্রগ্ধরা ন্যাভীরীবৃন্দচেতোহঠহরণকলাসিদ্ধমন্ত্রাক্ষরণি ।
সৌভাগ্যং বঃ সমন্তাদ্দধতু মধুভিদঃ কেলিগোপালমূর্তেঃ
সানন্দাকৃষ্টবৃন্দাবনরসিকমৃগশ্রেণয়ো বেণুনাদাঃ ॥
স. ক. ১।৫৭।৩

৯৮। (১) নাহত্য।

(১০১)

শিখরিণী

সুগন্ধিঃ কোপি স্যাৎকুসুমসময়ে কোপি বিটপী
শলাটৌ সামোদঃ ফলপরিণতৌ কোপি সুরভিঃ।
প্রসূনপ্রারম্ভাৎপ্রভৃতি ফলপাকাবধি পুন-
র্জগত্যেকত্রৈব স্ফুরতি সহকারে পরিমলঃ॥

স. ক. ৪।৫৩।৫

(১০২)

স্রগ্ধরা

স্কন্দে মন্দাবধানং চরতি গণপতৌ মৌলিপাতং ন ধত্তে
বৃন্দে বৃন্দারকাণাং বিনয়বতি ভৃশং নাদরানাতনোতি।
কিং ভূম্না যশ্চ দেবীং ন নমতি গিরিজাং তস্য নির্ব্যাজবৃত্তেঃ
ক্ষীণস্যাপ্যেকনিষ্ঠা জয়তি ভগবতী ভৃঙ্গিণস্তস্য(১) ভক্তিঃ॥

স. ক. ৪।৩।৪

[রামাবতার শর্মার সংস্করণে এই শ্লোকে কবির নাম নাই। কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে ইহা উমাপতিধরের নামাঙ্কিত।]

(১০৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

স্তোকারক্তনখব্রণা স্তনতটী কাপি স্খলচ্চন্দনং
বক্ষঃ কর্বুরিতাঞ্জনে চ নয়নে বিশ্রান্তরাগোঽধরঃ।
আয়াসোদয়মন্থরং চ গমনং প্রাতঃ প্রভঙ্গালসং
জীয়াদঙ্গমনঙ্গসঙ্গরপরিচ্ছেদে কুরঙ্গীদৃশঃ॥ সূ. মু. ৮২।১৮

১০২। (১) ভৃঙ্গিণে ভর্গ।

কর্ণপুর

(১০৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

শ্যামোঽয়ং দিবসঃ পয়োদপটলৈঃ সেয়ং১ তথাপ্যুৎসুকা
পুষ্পার্থং সখি যাসি যমুনাতটং যাহি ব্যথা কা মম।
কিন্ত্বেকং খরকণ্টকক্ষতমুরস্যালোক্য সদ্যোঽন্যথা
শঙ্কাং বৎ কুটিলঃ করিষ্যতি জনো জাতাস্মি তেনাকুলা ॥

পদ্যাবলী—৩০৫

কেশব ভট্টাচার্য্য

[ইনি বৈষ্ণবগ্রন্থ 'ক্রমদীপিকা'-প্রণেতার সহিত সম্ভবতঃ অভিন্ন।]

(১১০)

মন্দাক্রান্তা

আস্তাং তাবদ্বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিং তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজন১গণনে কাপি রেখা মমাপি২ ॥

পদ্যাবলী-৩৪২

কেশবচ্ছত্রী

['চৈতন্যচরিতামৃতে' (১।১৭১-৭৩) ইঁহার উল্লেখ আছে। ইনি রামকেলিতে চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' কেশব বসু নামে ইঁহার উল্লেখ আছে।]

(১১১)

মন্দাক্রান্তা

যাবদ্‌গোপা মধুরমুরলীনাদমত্তা১ মুকুন্দং
মন্দস্পন্দৈরহহ সকলৈর্লোচনৈরাপিবন্তি।

১০৯। (১) সায়ং।

১১০। (১) গণ। (২) মদীয়া।

১১১। (১) মধুরমুরলীং বাদয়ন্তং।

গাবস্তাবন্মসৃণযবসগ্রাসলুব্ধা বিদূরং
যাতা গোবর্ধনগিরিদরীদ্রোণিকাভ্যন্তরেষু ॥

পদ্যাবলী-১৫৩

কেশবসেন

(কেশবসেনদেব বা কেশব)

[বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের পুত্র। তিনি 'অরিরাজাসহ্যশঙ্করগৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।]

(১)

স্রগ্ধরা

আক্ষিপ্তা চামরশ্রীঃ প্রসভমপহৃতঃ পৌণ্ডরীকো বিলাসঃ
প্রচ্ছন্নো বীরকম্বুঃ সমজনি বিহিতঃ কণ্ঠভারায় হারঃ।
লুপ্তো হাসপ্রকাশঃ কমপি পরিভবং প্রাপিতঃ পুষ্পরাশি-
শ্চন্দ্রাভৈর্যস্য শোভিঃ প্রতিধরণিভুজাং নিহ্নুতা কিং চ
কীর্তিঃ ॥

স. ক. ৩।৪৯।১

(২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

আহূতাদ্য ময়োৎসবে ১নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

স. ক. ১।৫৪।৫

পদ্যাবলী ২০৬ (শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবস্য)

২। (১) মহোৎসবে।

(৩)

স্রগ্ধরা

কৈলাসে নিহ্নুতশ্রীঃ পরিপিহিত১বপুঃ পার্বণঃ শ্বেতভানুঃ
শেষঃ প্রচ্ছন্নবেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবীবাবিবেণিঃ।
পীতঃ ক্ষীরাম্বুরাশিঃ প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্তু-
র্যৎকীর্তীনাং বিবর্তৈরজনি স ভগবানেকদন্তোপ্যদন্তঃ॥

স. ক. ৩।৫২।৩

(৪)

অনুষ্টুপ্

পাণ্ডু১ লক্ষ্মীকুচাভোগে নতিতা হরিণা দৃশঃ।
ঔৎসুক্যাদিব তেনাদৌ নিহিতা বরণস্রজঃ॥

স. ক. ১।৬৫।২

(৫)

স্রগ্ধরা

যদ্বর্ত্মে যাতি রোদ্ধুং ত্রিপুরহরগিরিগ্রামণীস্তন্নিয়ন্তুং
কৌবেরীং কুম্ভজন্মা ব্রজতি যদি তদা দুর্ধবা বিন্ধ্যবৃদ্ধিঃ।
ইত্থং যৎকীর্তিরাশৌ ত্রিদশপতিপুরাক্রান্তিদত্তপ্রযাণে
চিন্তাগ্নিঃ ক্রূরকর্মা ব্যথয়তি হৃদয়ং তেজসামীশ্বরস্য॥

স ক. ৩।৫২।৪

(৬)

স্রগ্ধরা

লীলাসদ্মপ্রদীপস্ত্রিপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদীকেলিহংসঃ
কন্দর্পোল্লাসবীজং রতিরসকলহক্লেশবিচ্ছেদচক্রম্।
কহ্লারাদ্বৈতবন্ধুস্তিমিরজলনিধেরুচ্ছিখো বাড়বাগ্নি-
র্লক্ষ্ম্যাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জয়তি ভুজভুবাং বংশকন্দঃ সুধাংশুঃ॥

স. ক. ১।৭২।৫

৩। (১) মিলিত।

৪। (১) পাণ্ডু।

(৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

সেয়ং চন্দ্রকলেতি নাগবনিতানেত্রোৎপলৈরর্চিতা
মন্তারাপগমক্ষমেতি ফণিনা সানন্দমালোকিতা।
দিঙ্নাগৈঃ সরলীকৃতায়তকরৈঃ স্পৃষ্টা মৃণালাশয়া
ভিন্নোর্বীমভিনিঃসৃতা মধুরিপোর্দংষ্ট্রা চিরং পাতু বঃ॥

স. ক. ১।৩৯।৩

গদাধরবৈদ্য

(বা, বৈদ্যগদাধর)

(১)

হরিণী

অজনি ভগবানস্মাদ্বেধাঃ শিবঃস্তু সুধাভুজাং
কৃতপদমিদং চৈতদ্দেব্যাঃ শ্রিয়ো ধৃতিমন্দিরম্।
তদিহ ভুবনাভোগশ্লাঘ্যে সরোরুহি যচ্চিরং
শশধর তব দ্বেষারম্ভঃ স এষ জড়গ্রহঃ॥ স. ক. ৪।৫।৩

(২)

বসন্ততিলক

অম্ভো ভজস্ব চিরমস্য যথাভিলাষ-
মেতন্ন তাণ্ডবয় সৈরিভ কাননং চ।
দুশ্চেষ্টিতেন যদনেন ভৃশং তবৈষ
ধ্বস্তাশয়ো ভবতি নিষ্কলুষস্তড়াগঃ॥

স. ক. ৪।৪৮।১

(৩)

আর্যা

অয়ি শাকুনিক কুতোঽঞ্জলিরিতবে ন কতীহ জীবনোপায়াঃ।
হত্বা শুকান্ কিমেতদ্বিপিনমসাবস্বতং কুরুষে॥

স. ক. ৪।৭০।২

(৪)

হরিণী

অলমভিমুখৈ র্বহ্নের্ভোগৈরলং ভ্রমিভির্দৃশো-
রলমবিরলৈর্গর্জোদ্গারৈরলং বিষবৃষ্টিভিঃ।
কিমিহ ভুজগাঃ কোপাবেগৈরমীভিরমুদ্রিতৈ-
র্নমু ভগবতস্তার্ক্ষ্যস্যৈতে বয়ং স্তুতিপাঠকাঃ॥

স. ক. ৪।২৫।৪

(৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

অস্মাকং ব্রতমেতদেব যদয়ং কুঞ্জোদরে জাগরঃ
শুশ্রূষা মদনস্য বক্ত্রমধুভিঃ সংতর্পণীয়োতিথিঃ।
নিস্ত্রিংশাঃ শতশঃ পতন্তু শিরসশ্ছেদোথবা জায়তা-
মাত্মীয়ং কুলবর্ত্ম পুত্রি ন মনাগুল্লঙ্ঘনীয়ং ত্বয়া॥

স. ক. ২।১৩।৪

(৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

অস্মিন্নভ্যুদিতে জগৎত্রয়দৃশামুল্লাসহেতৌ দিশা-
মাস্যম্লানিহরে সুধাবসনিধৌ দেবে নিশাস্বামিনি।
বক্ত্রং মুদ্রিতমম্বুজন্ম ভবতা চেৎ কিং ততঃ শাশ্বতং
নৈতস্যেশ্বরমৌলিমণ্ডনমণের্গায়ন্তি বিশ্বে যশঃ॥

স. ক. ৪।৫।২

(৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

আজন্মৈব তমঃসুহৃৎকুটিলতা বক্ত্রে গিরাং নির্গমো
গ্রামোৎসাদকরঃ শ্মশানবিটপী প্রায়েণ যস্য প্রিয়ঃ১।
ধিগ্ধাতঃ সম্যজে স এষ২ মলিনঃ ক্রূরঃ কথং কৌশিকঃ
সৃষ্টৌ বা কিমকল্প্যতাস্য ভবতা কল্পান্তমায়ুঃ স্থিরম্॥

স. ক. ৪।৭১।২

৭। (১) যস্যাশ্রয়ঃ। (২) এব।

(৮)

স্রগ্ধরা

একাম্ভোধীকৃতায়াং ভুবি জগদখিলং নির্জনীকৃত্য খেল-
ন্দেবঃ কালীসহায়ঃ প্রসভবিহরণোন্মুক্তলীলাট্টহাসঃ।
সদ্যো দংষ্ট্রাংশুভিন্নে তমসি নিজবপুর্বিম্বমালোক্য কস্ত্বং
কস্ত্বং ব্রূহীতি কোপাদভিদধদভয়ং ভৈরবশ্চেষ্টতাং বঃ॥

স. ক. ১।১৮।৪

(৯)

হরিণী

কথয় কিমিদং জাত্যা খ্যাতং কিমস্য বরাটকৈঃ
কতিভিরথবা লভ্যং চৈতৎপ্রয়োজনমস্য কিম্।
প্রতিপদমিতি গ্রামীণানাং গণেন লঘূকৃতং
বত করতলে বত্নং কৃত্বা বিষীদতি বাণিজঃ॥

স. ক. ৪।১৮।১

(১০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দগ্ধাঃ কেপি১ দবানলেন কতিচিদ্বাত্যারয়ান্দোলনৈ-
র্ব্যাপন্নাঃ কুলিশাভিঘাতরুজয়া কেচিদ্বিসৃষ্টাসবঃ।
একঃ ক্লান্তজনাশ্রয়ো বিজয়সে চূত ত্বমুর্বীরুহাং
ধিগ্দৈবং ভবতোপি কীটপটলৈরন্তঃপ্রবেশঃ কৃতঃ॥

স. ক. ৪।৫৩।২

(১১)

হরিণী

দিবসরজনীনাথৌ পুংসঃ পরস্য বিলোচনে
কমলকুমুদানন্দগ্রন্থী তমঃপরিপন্থিনৌ।
তপনশশিনৌ সৃষ্ট্বা রাহুগ্রহং সৃজতা ত্বয়া।
কথমপযশস্তাদৃগ্ধাতঃ স্বহস্তিতমাত্মনঃ॥ স. ক. ৪।৬।২

১০। (১) কেন।

(১২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দূরোন্মুক্তখগেশ্বরে মুরভিদি ব্যাক্ষিপ্তবাহৌ গ্রহ-
ব্যূহে বারিতমাতরিশ্বনি নমত্যাশাপতীনাং গণে।
নিষ্কম্পোরগহারবল্লিরচলচ্চূড়েন্দুরব্যাকুল-
স্বসিন্ধুঃ স্থিরযোগনির্বৃতমনাঃ পায়াৎ ত্রিলোকীং শিবঃ॥

স ক. ১।৫।৫

(১৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দৃষ্টা ন দ্বিরদাবলী ন চমরীপুচ্ছানিলঃ সেবিতো
নৈবাসাদি কদাপি মৌলিসবিধে ছত্রায়মাণঃ শশী।
নীতাঃ ক্ষৌণিভুজো১ ন পাদপদবীং দ্বিষ্টৈবমম্ভোনিধৌ
মগ্নস্তৈব গিরীন্দ্রপুত্র ভবতো মৈনাক জাতং২ বয়ঃ॥

স. ক. ৪।৩৩।৩

(১৪)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ধিক্ কুর্মোস্তু মধুব্রতস্য চবিতং দোষাকনীং দুর্দশাং
দৃষ্টা যস্তব পদ্মষণ্ডকুমুদৈর্ধত্তে রহস্তাণ্ডবম্।
শ্লাঘ্যস্তং পুনরেক এব যদিহ প্রাতঃ সমভ্যাগতে
তান্যেবোল্লসিতানি সৈব সখিতা তচ্চৈব কোষার্পণম্॥

স. ক. ৪।২৭।৩

(১৫)

স্রগ্ধরা

ধূমোদ্ভেদানভিজ্ঞস্ফুরদনলমনাঘ্রাতপঙ্কাধিকার-
প্রেঙ্খৎকল্লোলবারিব্যতিকরমনঘস্পর্শজাগ্রৎকপালম্।
অজ্ঞাতান্তত্রিযামাদয়িতমবিদিতপ্রাণিহিংসোরগস্রগ্-
ভূতেশস্য প্রভূতাদ্ভুতমবতু শিরঃ শ্রেয়সাং সন্ততিং বঃ॥

স. ক. ১।৯।৩

১৩। (১) ভূতো। (২) যাতং।

(১৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

নির্মাতা জগদর্থমেব বচসাং বাচংযমো যঃ স্বয়ং
ভোগান্বিশ্বকৃতে তনোতি বিষয়ব্যাবর্তিতাক্ষেন্দ্রিয়ঃ।
ধত্তেস্ত্রাণি জগন্তি রক্ষিতুমুদাসীনঃ স্বদেহগ্রহে
যোগীন্দ্রোস্তু সদাশিবঃ স ভবতাং ভূত্যৈ পরার্থব্রতী॥

স. ক. ১।৫।৪

(১৭)

বসন্ততিলক

নিঃসাবিতেম্ভসি কৃষীবলমণ্ডলেন
কোলব্রজৈঃ কবলিতাসু মৃণালিকাসু।
তীরদ্রুমে দবহুতেষ্য সখেধ্বনীন
শোকায় কেবলমলোকি সবস্থয়েদম্॥ স. ক. ৪।২২।১

(১৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

গুঞ্চৎকেসরমুক্তবঙ্গপুলকস্রগ্গন্ধমর্ধস্খলদ্
দ্বন্দ্বালাপমপাস্তগর্জনমটদ্‌ভ্রূভঙ্গমার্দ্রেক্ষণম্।
স্বিদ্যৎপাণি বিনীতদৃপ্তিকবজং পায়ান্নৃসিংহাকৃতে-
র্দেবস্য শ্রিয়মঙ্গসীম্নি দধতো বিশ্রান্তরৌদ্রং বপুঃ॥

স. ক. ১।৪২।২

(১৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

পীযূষেণ বিষেণ তুল্যমশনং স্বর্গে শ্মশানে স্থিতি-
র্নির্ভেদা পয়সোঽনলস্য বহনে যস্যাবিশেষগ্রহঃ।
ঐশ্বর্যেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্ কালং সমঃ সর্বতো
দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসারপাশং হরঃ॥

স. ক. ১।৪।৫

(২০)

শিখরিণী

প্রমোদাদুদ্বাষ্পঃ পুলকপটলৈরর্চিত১তনুঃ
শিরো ধূত্বা ধূত্বা কিমিতি জলধের্গায়সি২ যশঃ।
কিমেতেনাস্মাকং ফণিমকরনক্রপ্রণয়িনা
নমস্তেভ্যো লভ্যা য ইহ গুণভাজোঽপি মণয়ঃ॥

স. ক. ৪।১০।২

(২১)

শিখরিণী

ফণী মূলশ্বভ্রে বপুর্বিরলং কীটপটলৈঃ
শিরো গৃধ্রশ্রেণীবিধুরিতমধঃ কণ্টকচিতম্।
ইতীদং জানীমশ্চিরমপথভাজস্তব তবো
তথাপ্যস্তানস্মারুহি ভুবি ভবানেব শবণম্॥

স. ক. ৪।৫৭।১

(২২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বারাংধারণমধ্বনীনবিধুবচ্ছেদায় ভৃঙ্গস্রজাং
হর্ষায়াম্বুজসংচয়ঃ সিতগরুৎপ্রীত্যৈ মৃণালগ্রহঃ।
কা বা তস্য কথার্থিতস্য সরসো যত্তীবজন্মাপ্যসৌ
দূবাদেব দৃশোঃ শ্রমং হরতি নঃ স্নিগ্ধাবলোকস্তরুঃ॥

স. ক. ৪।২১।৩

(২৩)

স্রগ্ধরা

বিষ্বগ্ব্যাধূয় ধূমপ্রচয়যবনিকাং স্ফায়মানস্ফুলিঙ্গ-
ব্যাজাদাকীর্য পুষ্পাঞ্জলিমুপবি পদং ন্যস্ততো মন্দিবাণাম্॥
স্বচ্ছন্দাভোগসীমা মহতি ময়পুরে দত্তরৌদ্রাঙ্গরাগ-
ব্যাপ্তাশেষস্য বিশ্বেশ্বরশরশিখিনস্তাণ্ডবং নঃ পুনাতু॥

স. ক. ১।১৬।৩

২০। (১) অর্ঘিত। (২) গাগতি।

(২৪)

বসন্ততিলক

মীলন্তু পঙ্কজবনানি দলন্তু বৃক্ষাঃ
শুষ্যন্তু দানসরিতঃ করিণাং কপোলে।
তেমী বয়ং মধুলিহো ভগবান্ স যেভ্যঃ
পাতুং সমর্পয়তি গণ্ডতলং১ গজান্তঃ ॥ স. ক. ৪।২৯।১

(২৫)

বসন্ততিলক

যদ্বীক্ষসে শিখিনমগ্নিভুবঃ সহেলং
যদ্বা বিলোকয়সি তার্ক্ষ্যমবজ্ঞয়ৈব।
লীঢ়োষধীপবিবুঢোসি যদৃচ্ছয়া তদ্
বন্দামহে হরভুজঙ্গ তবৈব১ জন্ম ॥ স. ক. ৪।২৫।৩

(২৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

সংরব্ধাঙ্ঘ্রি নিবেশনাদনিভৃতং সর্বংসহাবিগ্রহে
বীতালম্বনমাবসাতলমধো বিভ্রংশিনি স্যন্দনে।
যাতে দৃক্পথদূরতাং ময়পুরে দেবস্য ভূতপ্রভো-
র্দাগ্বিশ্বংভববাণমোক্ষবিষয়ো যত্নঃ শিবায়াস্তু বঃ ॥
স. ক. ১।১৫।১

(২৭)

বসন্ততিলক

স্তোত্রাক্ষরাণি পঠিতানি বলিঃ প্রণীতঃ
ক্লৃপ্তো১ঞ্জলির্বিরচিতো বহুশঃ প্রণামঃ।
কিং কুর্মহে তদপি হেমনিধে ভবন্তং
দত্তে ন বীক্ষিতুমপীহ স দগ্ধযক্ষঃ ॥
স. ক. ৫।১৯।২

২৪। (১) তটং।
২৫। (১) তয়ৈব।
২৭। (১) কৃতো।

(২৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

স্বামিন্ খঞ্জন মুঞ্চ মুঞ্চ ফণভৃদ্ভোগাধিরোহগ্রহং
তদ্বিশ্রাম্যতু নঃ ফলং কিমপি যদ্বন্দ্যেন দেয়ং ত্বয়া।
দৈবাদেষ যদি প্রদীপ্তগবলস্তাং দন্দশূকো দশে-
দ্বিশ্বালোককরী তদা শরদিয়ং স্যাদেব দৃগ্বঞ্চিতা ॥

স. ক. ৪।৭১।১

গোবর্ধনাচার্য

(গোবর্ধন)

(১)

স্রগ্ধরা

উদ্ধূতা ধূমধারা বিরহিজনমনোমাথিনো মন্মথাগ্নেঃ
কস্তূরীপত্রমালা তিমিরততিরহো দিক্পুরন্ধ্রীমুখানাম্।
নির্বাণাঙ্গারলেখা দিবসহুতভুজঃ সংচরচ্চঞ্চরীক-
শ্রেণীয়ং ভাতি ভাস্বৎকবলুলিতনভঃকন্দরেন্দীবরস্য ॥

স. ক. ২।১৪৭।৫

(২)

শার্দূলবিক্রীড়িত,

নাথানঙ্গ নিদেশবর্তিনি জনে কস্তেভ্যসূয়ারস-
শ্চাপারোপিতসায়কস্য ভবতঃ কো নাম পাত্রং রুষঃ।
বিশ্রাম্যন্তু শরা নিষীদতু ধনুঃ শিঞ্জাপি সংযম্যতাং
মাকন্দাঙ্কুরকোমলে মনসি নঃ কো বাণমোক্ষগ্রহঃ ॥

স. ক. ২।১০৩।১

(৩)

বসন্ততিলক

নির্যন্ত্রণং বিহর মা চিরয় প্রসীদ
কিং বেপসে পবনবেল্লিতবল্লরীব।

ক্ষীরোদচঞ্চলদৃগঞ্চলপাতমাত্র-
ক্রীতে জনে ক ইব বিভ্রম১সংনিরোধঃ ॥

স ক. ২।৮।৩

(৪)

শার্দূলবিক্রীড়িত

পান্থ দ্বারবতীং প্রয়াসি১ যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্ত্রবিবশা২ গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ।
এতাঃ কেলিকদম্বধূলিপটলৈরালোক৩শূন্যা দিশঃ
কালিন্দীতটভূময়োঽপি ভবতো নায়ান্তি চিন্তা৪স্পদম্ ॥

পদ্যাবলী—৩৭৪

স ক. ১।৬২।২ (কস্যচিৎ)

(৫)

শিখরিণী

বপুস্তিম্যচ্চীনাংশুকনিবিড়পীনোরুজঘন-
স্তনানাং নিশ্চ্যোতচ্চিকুরপয়সাং পক্ষলদৃশাম্।
নিমগ্নোত্তীর্ণানাং প্রমদবনবাপীতটজুষাং
দিদৃক্ষাভির্দেবো রবিরথ রথং মন্থরয়তি ॥

স. ক. ২।১৪৮।৫

(৬)

শিখরিণী

লুঠদ্বীচীমৌলিঃ পবিপততি পূর্বং চরণয়ো-
রথোরূ গৃহ্নাতি স্পৃশতি জঘনাভোগমভিতঃ।
করৌ ধত্তে মধ্যে কলয়তি সমাশ্লিষ্যতি কুচৌ
কচানপ্যাদত্তে প্রিয় ইব তড়াগো মৃগদৃশাম্ ॥

স. ক. ৫।১২।৪

৩। (১) সংভ্রম।

৪। (১) প্রয়াহি। (২) বিকলা। (৩) কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য।
(৪) চিন্তা।

(৭)

মন্দাক্রান্তা

হারো যত্র ব্যবধিরচনা ত্বং তু যেনাপরাধো ?
রোমোদ্ভেদোপ্যশিথিলতরালিঙ্গনেষন্তরায়ঃ।
যস্মিন্ বাঞ্ছা বিরমতি মিথো নার্ধনারীশ্বরত্বে
তদ্দাম্পত্যং বিভজতু কথংকারমন্যা মৃগাক্ষী ॥

স. ক. ২।৮০।৫

গৌড় অভিনন্দ

(১)

মন্দাক্রান্তা

যদ্বীচীভিঃ স্পৃশসি গগনং যচ্চ পাতালমূলং
বত্মৈকন্দীপয়সি পয়সা যৎ পিধৎসে ধরিত্রীম্ ।
ধিক্ সর্বং তত্তব জলনিধে যদ্বিমুচ্যাশ্রুধারা-
স্তীরে নীবগ্রহণরসিকৈরধ্বগৈরুজ্ঝিতোসি ॥ শা. প. ১০৯০

স. ক. ৪।১১।৩ (শুভাঙ্ক)

সূ. মু. ২৭।১৪

সু. র. কো ১০৪৪

(২)

শিখরিণী

সখী ভিক্ষাং যাচে বত নতশিরাস্তামিদমহং
ন চেদস্তি প্রীতিঃ কুরু তদপি কারুণ্যকণিকাম্।
অবস্থা সা তস্যাঃ সুকৃতমথ যস্যাং কিমপরং
প্রমোহো বিশ্রামস্তমথ মরণং বা প্রতিকৃতিঃ ॥

শা. প. ৩৪৮৫

চন্দ্রগোমী

(১)

বসন্ততিলক

আয়াতি ফুল্লকুসুমঃ কুসুমাগমোঽয়-
মেষা শশাঙ্কতিলকা শরদাগতেতি ।

বাঢ়ং প্রহ্বষ্যতি জনো ন পুনর্মমৈত-
দায়ুঃ প্রহীণমিতি যাতি মনো বিবাদম্॥

সূ. মু. ১৩১।৫২

(২)

বসন্ততিলক

ভিত্ত্বাপি ভূমিমধিরোহতি রত্নরাশি-
রাকাশতোঽপি নমদম্বুধরাঃ স্রবন্তি।
বাঞ্ছাফলং ফলতি বাঞ্ছিতকাল এব
কাল(লঃ ?)প্রধানগুণরত্নধনস্য দাতা॥

সূ. মু. ১১৬।১

চিরঞ্জীব

[খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের চিরঞ্জীব বা রামদেব চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য হইতে ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। এই চিরঞ্জীব সম্ভবতঃ 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত (আদি ১০।৭৮, ১১৯ ও মধ্য ১১।৯২) শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীব এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের অন্যতম ব্যক্তি।]

শার্দূলবিক্রীড়িত

স্বেদাপ্লাবিতপাণিপদ্মমুকুলপ্রক্রান্তহকম্পোদয়াদ্
বিস্রস্তামবিজানতো মুরলিকাং পাদারবিন্দোপরি।
লীলাবেল্লিতবল্লবীকবলিতস্বান্তস্য বৃন্দাবনে
জীয়াৎ কংসরিপোস্ত্রিভঙ্গবপুষঃ শূন্যোদয়া ফুৎকৃতিঃ।

পদ্যাবলী—১৫৭

জগদানন্দ রায়

[বাংলা বৈষ্ণবপদকর্তৃগণের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির জগদানন্দ নাম দেখা যায়। কিন্তু, ইঁহাদের মধ্যে কেহই খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের পূর্ববর্তী নহেন।

সুতরাং রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে ইঁহাদের শ্লোক সন্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। এই জগদানন্দের পরিচয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।]

বসন্ততিলক

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতি কর্ণধারঃ॥ পদ্যাবলী - ২৭১।

জগন্নাথ সেন

['চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'গৌরগণোদ্দেশ' হইতে জানা যায় যে, জগন্নাথ নামক বহু ব্যক্তি চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। 'গৌরগণোদ্দেশে' (শ্লোকসংখ্যা ২০০) চৈতন্যের 'গণে'র মধ্যে এক জগন্নাথ সেনের উল্লেখ আছে; ইহা ছাড়া, অপর কোন জগন্নাথের 'সেন' পদবী নাই। গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'র একজন টীকাকারের নাম জগন্নাথ সেন।

(১)

রথোদ্ধতা

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে॥ পদ্যাবলী—৬৪

(২)

আর্যা

মুখমাধুর্যসমৃদ্ধ্যা পরহৃদয়স্য গ্রহীতরি প্রসভম্।
কৃষ্ণাত্মনি পরপুরুষে সৌহৃদকামস্য কা শবীবাশা।

পদ্যাবলী—৩৬৫

জয়দেব

(১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিডাশ্লেষে নিমিষেণ চ
ক্রীডাকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে মুধা নর্মভিঃ।
আনন্দাভিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেপি যস্মিন্নভূ-
ৎপ্রত্যূহঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ংভাবুকঃ॥

স. ক. ২।১৩২।৪

(২)

মন্দাক্রান্তা

কল্কী কল্কং হরতু জগতঃ স্ফূর্জদূর্জস্বিতেজা
বেদোচ্ছেদস্ফুরিতদুরিতধ্বংসনে ধূমকেতুঃ।
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধূমবৎকল্মষেচ্ছান্
ম্লেচ্ছান্ হত্বা দলিতকলিনাকারি সত্যাবতারঃ॥

স. ক. ১।৫০।৩

(৩)

স্রগ্ধরা

ক্রীডাকর্পূরদীপস্ত্রিদশমৃগদৃশাং কামসাম্রাজ্যলক্ষ্মী-
প্রোৎক্ষিপ্তৈকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্।
কস্তূরীপঙ্কমুদ্রাঙ্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্ডোপধানং
দ্বীপং ব্যোমাম্বুরাশেঃ স্ফুরতি সুরপুরীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ॥

স. ক. ১।৮৫।৫

(৪)

স্রগ্ধরা

ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্র-
ল্লালাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ১সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈ-
র্বিশ্বং শশ্বদ্বিতন্বন্নিতবতু ভবতঃ সংপদং চন্দ্রমৌলিঃ॥

স. ক. ১।৪।৪

৪। (১) লক্ষ্যাৎ।

(৫)

হরিণী

মধুরমধুরং কূজন্নগ্রে পতন্মুহুরুৎপত-
ন্নবিরত১ চলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছং বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্।
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধুয় মিলন্মুদা
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জুস্থলীমধিখঞ্জনঃ ॥

স. ক. ২।১৭০।৫

(৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

মুগ্ধে নাথ কিমাথ তন্বি শিখরিপ্রাগ্‌ভারভুগ্নো১ ভুজঃ।
সাহায্যং প্রিয় কিং ভজামি সুভগে দোর্বল্লিমায়াময়২।
ইত্যুল্লাসিতবাহুমূলবিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

স. ক. ১।৬০।৫

(৭)

উপজাতি

বিভাতি বিম্বাধরবল্লিরস্যাঃ
স্মরস্য বন্ধূকধনুর্লতেব।
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং
যূনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি ॥

স. ক. ২।৭২।৪

(৮)

পুষ্পিতাগ্রা

হরতি রতিপতের্নিতম্ববিম্ব-
স্তনতটচংক্রমসংক্রমস্য লক্ষ্মীম্।
ত্রিবলিভবতরঙ্গনিম্ননাভী-
হ্রদপদবীমধিরোমরাজিরস্যাঃ ॥ স. ক. ২।৭৭।৫

৫। (১) অবিরল।
৬। (১) ভগ্নো। (২) আয়াসয়।

ধোয়ী

(ধোয়ীক, ধোঙ্গ)

(১)

উপেন্দ্রবজ্রা

অহং তনীয়ানতিকোমলশ্চ
স্তনদ্বয়ং বোঢুমলং ন তাবৎ।
ইতীব তৎসংবহনার্থমস্যা
বলিত্রয়ং পুষ্যতি মধ্যভাগঃ॥ স. ক. ২।৭৮।২

(২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

আজন্ম ব্যবসায়িনা ক্রতুশতৈবারাধ্য পুষ্পায়ুধং
কেনাকাবি পুবা তনূদবি তনুত্যাগঃ প্রয়াগভ্রমে১।
যস্যার্থে সখি লোলনেত্রনলিনীনাসায়মানস্খল-
দ্বাষ্পান্তঃপতনাস্তবালবলিতগ্রীবং পথঃ পশ্যসি॥

স. ক. ২।৫৮।৪

(৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

আরদ্ধা১ মকরধ্বজস্য ধনুষে তস্যাস্তনুর্বেধসা
ত্বদ্বিশ্লেষবিশেষদুর্বলতয়া জাতা ন তাবদ্ধনুঃ।
তৎসংপ্রত্যপি রে প্রসীদ কিমপি প্রেমামৃতস্যন্দিনীং
দৃষ্টিং নাথ বিধেহি সা বতিপতেঃ শিঞ্জাপি সংজায়তাম্॥

স. ক. ২।৩৪।২

(৪)

সুন্দরী

কৃতশীকরবৃষ্টিকেশরৈ-
বসকৃৎস্কন্ধমবন্ধুরং ধুবন্।

২। (১) ক্রমে।
৩। (১) আবদ্ধা।

অপিবচ্চরণাগ্রতাডিতং
তুরগঃ পঙ্কিলমাপগাপয়ঃ ॥ স. ক. ৫।২।২

(৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ক্ষৌণীন্দ্র ত্যজতি ক্ষমাং ত্বয়ি রণে দোঃশালিনোপ্যক্ষমাঃ
প্রত্যর্থিন্বথ কম্পমানতনুষু ত্বং চানু১কম্পাকুলঃ।
ত্বং গৃহ্ণাসি ভুবঃ করং মৃগদৃশামেতেপি চ স্বর্ভুবাং
তেভ্যস্তেভ্যধিকং নু কিং গুণিভিরপ্যুদ্গীয়তে যদ্ভবান্ ॥
স. ক. ৩।১৩।২

(৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ছিন্তসে ব্রহ্মশিরো যদি প্রথয়সি প্রেতেষু সখ্যং যদি
ক্ষীবঃ ক্রীডসি মাতৃভির্যদি রতিং ধৎসে শ্মশানে যদি।
সৃষ্ট্বা সংহরসি প্রজা যদি তথাপ্যাধায় ভক্ত্যা মনঃ
কং সেবে কববাণি কিং ত্রিজগতী শূন্যা ত্বমেবেশ্বরঃ ॥
শা. প. ১১৬১
স. ক. ৪।২।২
(পাঠান্তর সহ উমাপতির নামাঙ্কিত)

(৭)

বসন্ততিলক

তস্যাস্ত্বদেকমনসঃ স্মরবাণবর্ষৈঃ
কার্শ্যং বপুঃ শঠ বিভর্তি যথা যথৈব।
স্তোকায়িতাশ্রয়তয়েব তথা তথৈব
কান্তির্ঘনীভবতি লোল১বিলোচনায়াঃ ॥ স. ক. ২।৩৪।৩

৫। (১) চানু (চাপি)।
৭। (১) দীর্ঘ।

(৮)

মন্দাক্রান্তা

তাসাং পীনস্তনকলসয়োঃ স্থূলমুক্তাভিরামা
বেণীভূতাস্ত্রিবলিবিষমে তির্যগায়ামভাজঃ।
বক্ত্রে লোলালকবিলুলিতাঃ কেতকক্ষোদলক্ষ্মীং
প্রাপ্তাঃ ক্রীড়াবনবিহরণে বিন্দবঃ স্বেদবাবাম্ ॥

স. ক. ২।১০৭।৫

(৯)

মালিনী

দরপরিণতদূর্বাদুর্বলামঙ্গলেখাং
গ্লপয়তি ন যদস্যাঃ শ্বাসজন্মা হুতাশঃ।
স খলু সুভগ মন্যে লোচনদ্বন্দ্ববারা-
মবিরতপটুধারাবাহিনীনাং প্রভাবঃ ॥

স. ক. ২।৩০।৫

(১০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ন ক্রীডাগিরিকন্দরীষু রমতে নোপৈতি বাতায়নং
দূরাদ্ দ্বেষ্টি গুরূন্নিরস্যতি লতাগারে বিহারস্পৃহাম্।
আস্তে সুন্দর সা সখীপ্রিয়গিরামাশ্বাসনৈঃ কেবলং
প্রত্যাশাং দধতী ত্বয়া চ হৃদয়ং তেনাপি চ ত্বাং পুনঃ ॥

স. ক. ২।৩৫।৪

(১১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

নিদ্রাজিহ্মদৃশঃ সখীষ্বপি সবৈলক্ষ্যা নখাঙ্কব্রণ-
ব্যাদষ্টাংশুকলেখয়া প্রতিপদং সীৎকারিবক্ত্রেন্দবঃ।
ত্বৎসেবাসমুপাগতক্ষিতিভুজাং নির্যান্তি লীলাগৃহা-
দেতাঃ প্রৌঢ়রতিশ্রমপ্রশিথিলৈরঙ্গৈঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥

স. ক. ৩।৩৩।৩

(১২)

বসন্ততিলক

পশ্চাৎখুরদ্বিতয়খণ্ডিতভূমিভাগ-
মূর্ধ্বী-কৃতাগ্রচরণদ্বয়মুগ্রদ্বেষম্ ।
মূর্ধাবগাহনবিহস্তনিজাশ্ববার-
ভারাজ্জনঃ পবিজহার খলং তুরঙ্গম্ ॥

স. ক. ৫।২।১

(১৩)

বংশস্থবিল

প্রয়াসি যৎকুণ্ডলচক্রধারয়া
বিপাটয়ন্তীব ঘনং নিশাতমঃ ।
তদস্য কর্ণায়তলোচনোৎপলে
ফলেগ্রহিঃ কস্য মনোরথক্রমঃ ॥ স. ক. ২।৬৪।৪

(১৪)

শিখরিণী

প্রিয়ায়াঃ প্রত্যুষে গলিতকবরীবন্ধনবিধা-
বুদঞ্চদ্দোর্বল্লীদরচলিতচোলাঞ্চল১মুরঃ ।
ঘনাকূতে পশ্যত্যথ ময়ি সমন্দাক্ষহসিতং
নমস্যাস্তদ্রূপং যদি লিখিতুমীশো মনসিজঃ ॥

স. ক. ২।১৩৭।৩

(১৫)

স্রগ্ধরা

বিভ্রাণাস্তোয়লগ্নং বসনমবশনাদামনি শ্রোণিভাবে
দূরাদন্যোন্যসাচিস্মিতচতুরসখীকামিভির্বীক্ষ্যমাণাঃ ।
উত্তেরুস্তীরলেখাং বিপুলকমলিনীপত্রমীষদ্বিলক্ষা-
বক্ষোজাগ্রেষু কৃত্বা হরিণশিশুদৃশো বীতচীনাংশুকেষু ॥

স. ক. ২।১০৮।৪

১৪। (১) চোলাঞ্চল ।

(১৬)

যৎ পুষ্ণাসি পিকানকারণরিপূনধ্বস্তবামভ্রুবাং
শার্দূলবিক্রীড়িত যচ্চাচ্ছিদ্য বলিং বিলুম্পসি করাৎ সর্বং সহিষ্যে তব।
হংহো মদ্বচনাদিতস্ত্বয়ি গতে শাখান্তরং বায়স
ক্ষেমে:ণাপ্ত সমাগমিষ্যতি স চেৎ কান্তশ্চিবং প্রোষিতঃ॥
স. ক. ২।৫৯।৪

(১৭)

যত্র তত্র রতিসজ্জবন্ধকী-
রথোদ্ধতা প্রীতয়ে মদনশাসনাদিব।
নীলকাণ্ড১পটতামুপাযযৌ
সূচিভেদ্যনিবিড়ং নিশাতমঃ॥ স. ক. ২।১৪৭।৪

(১৮)

রোমাবলী সত্রিবলীতরঙ্গ১
উপজাতি নাভীহ্রদস্যোপরি রাজতেঽস্যাঃ।
মুখেন্দুভীতস্তনচক্রবাক-
বক্ত্রচ্যুতা শৈবলমঞ্জরীব॥ স. ক. ২।৭৭।২

(১৯)

সংরুদ্ধাঃ১ কথমপ্যমঙ্গলভয়াৎ পক্ষ্মান্তরব্যাপিনো
৩ **শার্দূলবিক্রীড়িত** হপ্যুত্তানীকৃতলোচনং নিপুণয়া বাষ্পান্তসাং বিন্দবঃ।
ন্যস্তস্যাঃ সহকারপল্লবমথ ব্যানম্য পত্যুঃ পুরো
ধারাঽবাহিভিরেব লোচনজলৈর্ধারাঘটঃ পূরিতঃ॥
স. ক. ২।৫১।২

১৬। (১) ক্ষেপেণ।
১৭। (১) কান্ত।
১৮। (১) কুরঙ্গ (তুরঙ্গ)।
১৯। (১) সংরুদ্ধাঃ।
(২) যাত্রা।

বঙ্গাল

[নাম হইতে ইঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য এই যে, এককালে দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের একাংশের নাম ছিল বঙ্গাল।]

(১)

অনুষ্টুপ্

অক্ষিভ্যাং কৃষ্ণসারাভ্যামস্যাঃ কর্ণৌ ন বাধিতৌ।
শঙ্কে কনকতাডঙ্কপাশত্রাসবশাদিব ॥ স. ক. ২।৭০।৪

(২)

আর্যা

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ ॥

স. ক. ৫।৩১।২

বল্লালসেন

পুষ্পিতাগ্রা

বিষম তিমির সাহসাদমুষ্মা-
দ্দিনমণিরস্তমুপাগতস্ত১তঃ কিম্।
কলয়সি ন পুরো মহো২মহোর্মি-
প্লুতবিয়দভ্যুদয়ত্যয়ং সুধাংশুঃ৩ ॥

স. ক. ৪।৬।৩. শা. প. ৭৬৩

সূ. মু. ১১।৬

[(১) যদি রবিরস্তমিতঃ স্বতঃ। (২) ময়া। (৩) দ্যুতিনিধিরভ্যুদয়ত্যয়ং শশাঙ্কঃ।]

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য

(১)

ঔপচ্ছন্দসিক

অমরীমুখসীধুমাধুরীণাং
লহরী কাচন চাতুরী কলানাম্।

তরলীকুরুতে মনো মদীয়ং
মুরলীনাদপরম্পরা মুরারেঃ ॥.

পদ্যাবলী --১০০ ।

(২)

অনুষ্টুপ্

ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনম্ ।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলীধূসরিতং বপুঃ ॥

পদ্যাবলী—১৩৩

(৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বি১তীর্ণা মতিঃ ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥

পদ্যাবলী—৯৯

(৪)

সুন্দরী

ন বয়ং কবয়ো ন তার্কিকা
ন চ বেদান্তনিতান্তপারগাঃ ।
ন চ বাদিনিবারকাঃ পরং
কপটাভীরকিশোরকিংকরাঃ ॥

পদ্যাবলী—৭২ ।

(৫)

পুষ্পিতাগ্রা

পরিবদতু জনো যথা তথায়ং১
নন্বু২ মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ

৩। (১) চ।
৫। (১) তথা বা। (২) বত।

হরিরসমদিরামদাতিমত্তা৩
ভুবি বিলুঠামো নটামো নির্বিশামঃ ॥৪

পদ্যাবলী—৭৩।

(৬)

অনুষ্টুপ্

ভবন্তু তানি১ জন্মানি যত্র তে মুরলীকলঃ২।
কর্ণপেয়ত্বমায়াতি৩ কিং মে নির্বাণবার্তয়া ॥

পদ্যাবলী—৯০

(৭)

উপগীতি

লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিমলহরীপরীপাকঃ।
কারুণ্যানাং হৃদয়ং১ কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরতু ॥

পদ্যাবলী—৯০।

ভগবৎ (=চৈতন্য)

[নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (অন্ত্য—২০) আছে। এই-গুলি চৈতন্যের রচিত বলিয়া কথিত এবং 'শিক্ষাষ্টক' নামে খ্যাত। শ্লোকগুলি প্রকৃতই চৈতন্যের রচিত কিম্বা তাঁহার নামে প্রচলিতমাত্র. এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Indian Historical Quarterly পত্রিকায় (১৯৩৪) ডঃ সুশীল দের প্রবন্ধ।]

(১)

সুন্দরী

অয়ি নন্দতনুজ কিংকরং১
পতিতং মাং বিষমেং২ ভবাম্বুধৌ।

৫। (৩) মত্তো। (৪) বিলুঠামি নটামি নির্বিশামি (বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম)। নির্বিশামঃ স্থানে পর্যটামঃ পাঠও আছে।

৬। (১) তত্র। (২) রবাঃ। (৩) আয়াস্তি।

৭। হৃদয়ে।

১। (১) দেব হে। (২) বিষয়ে।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিভাবয়৪ ॥
পদ্যাবলী—৬১ ।

(২)

বংশস্থবিল

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো১
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥
পদ্যাবলী—৩৩৭ ।

(৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা১স্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥
পদ্যাবলী—২২ ।

(৪)

অনুষ্টুপ্

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি১ সহিষ্ণুনা২ ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
পদ্যাবলী—৩২

(৫)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে

(৩) পাদপদ্ময়োরিহ পাদপঙ্কজশ্রিত। (৪) বিচিন্তয় ।
২। (১) নাগর (মাং সখে)।
৩। (১) প্রেমামৃত।
৪। (১) তরোরিব। (২) তিতিক্ষুণা।

বিয়োগিনী

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

পদ্যাবলী—৯৪।

(৬)

নয়নং গলদশ্রু১ধারয়া
বদনং২ গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
বিয়োগিনী — পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

পদ্যাবলী—৯৩

(৭)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
বসন্ততিলক — স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ১ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি২
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ৩ ॥

পদ্যাবলী—৩১।

[এই শ্লোকটি 'সুভাষিতাবলী'তে (৩৪৮১ সংখ্যক শ্লোক) মধুসূদনের নামাঙ্কিত।]

(৮)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
অনুষ্টুপ্ — শূন্যায়িতং জগত্যাপি১ গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

পদ্যাবলী—৩২৪।

৬। (১) অশ্রু। (২) বচনম্।
৭। (১) বিরচিতঃ। (২) ভগবংস্তথাপি। (৩) দুর্দৈবমীদৃশমহো জনিতানুরাগঃ।
৮। (১) জগৎ সর্বম্।

ভট্টশালীয়পীতাম্বর

[ইঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না]

(১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

একদ্বেষু রসালশাখিষু মনাগুন্মীলিতং কুড্মলৈ-
কর্ণাকর্ণিকয়া মিথঃ কথমমী ঘূর্ণন্তি বিশ্বেধ্বগাঃ।
দ্বিত্রৈঃ কাপি কিল শ্রুতাশ্রুতমপি স্পষ্টান্যপুষ্টারুতং
বিম্বঙ্ মূর্ছতি দুঃসহো বিরহিণীগেহেষু হাহারবঃ॥

স. ক. ২।১৫১।৪

(২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

সোত্তাপং জরতীভিরস্ফুটরসং বালাভিরুন্মীলিত-
শ্বাসং বেশ্মসুবাসিনীভিরধিকাকূতং ভুজিষ্যাজনৈঃ।
প্রত্যগ্রপ্রকটীকৃতার্তি কুলটাসার্থেন দৃষ্টং হরে-
বব্যাদ্বো নবযৌবনোৎসবদশানির্ব্যাজমুগ্ধং বপুঃ॥

স. ক. ১।৫৪।১

মুকুন্দ ভট্টাচার্য

['চৈতন্যচরিতামৃতে' মুকুন্দদাস, মুকুন্দদত্ত প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু, মুকুন্দ ভট্টাচার্য নামটি পাওয়া যায় না।]

(১)

উপগীতি

ইদমুদ্দিশ্য বয়স্যাঃ স্বসমীহিতদৈবতং নমত।
যমুনৈব জাম্বুদগ্নী ভবতু নবা নাবিকোঽস্তুপরঃ॥

পদ্যাবলী—২৭৬

মুকুন্দ ১। (১) নবনাবিকস্তৎপরঃ ন বা নাবিকস্তুপরঃ।

(২)

উপগীতি

বনমালিনি পিতুরঙ্কে প্রয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্।
নবনবগোপবধূটীস্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি ॥

পদ্যাবলী—১৩৭।

(৩)

আর্যা

শুষ্যতি মুখমুরুযুগং১ পুষ্যতি জড়তাং প্রবেপতে হৃদয়ম্।
স্বিদ্যতি২ কপোলপালী সখি বনমালী কিমালোকি ॥

পদ্যাবলী—১৬৯।

রঘুনাথ দাস

(১)

বসন্ততিলক

গোপেশ্বরী১বদনচুৎকৃতি২লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীম৩নু সংচরন্তম্৪।
কংচি৫ন্নবস্মিতসুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি৬ ॥

পদ্যাবলী—১৩১।

(২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

তল্পং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্লতামণ্ডপে
নির্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি।
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীগহ্বরে১
তদ্গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ॥

পদ্যাবলী—২১২।

৩। (১) সুগ্মম্। (২) খিদ্যতি।

১। (১) গোষ্ঠেশ্বরী, ব্রজেশ্বরী, নন্দাঙ্গনা। (২) ফুৎকৃতি। (৩) ধবলীম্। (৪) সংসরন্তম্। (৫) কিংচিৎ। (৬) নীলরুচিং স্মরামি।

রঘুনাথ ২। (১) বৃন্দাটবীতস্তরে।

(৩)

পুষ্পিতাগ্রা

প্রথয়তি১ ন তথা মমার্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।
কটুভিবসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যথাস্য২ বাসঃ॥

পদ্যাবলী—৩৩১।

রামচন্দ্র দাস

['পদ্যাবলী'র কোন কোন পুথিতে রামচন্দ্র সেনের নাম দেখা যায়। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' (আদি ১১।৫১) কৃষ্ণদাস একজন রামসেনের উল্লেখ করিয়াছেন।]

(১)

শিখরিণী

অদোষাদ্ দোষাদ্বা ত্যজতি বিপিনে তাং যদি ভবা-
নভদ্রং ভদ্রং১ বা ত্রিভুবন২পতে ত্বাং বদতু কঃ।
ইদং তু ক্রূরং মে স্মরতি হৃদয়ং যৎ৩কিল তয়া
ত্বদর্থং কান্তারে কুলতিলক নাত্মাপি গণিতঃ॥

পদ্যাবলী—২৯৭।

(২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কল্যাণং কথয়ামি১ কিং সহচরি স্বৈরেষু শশ্বৎ পুরা
যস্যা নাম সমীরিতং মুররিপোঃ প্রাণেশ্বরীতি ত্বয়া।
সাহং প্রেমভিদাভয়াৎ প্রিয়তমং দৃষ্ট্বাপি দূতং প্রভোঃ
সংদিষ্টাস্মি ন বেত্তি সংশয়বতী পৃচ্ছামি নো কিংচন॥

পদ্যাবলী—৩৪৮।

৩। (১) ব্যথয়তি। (২) যদস্য।
১। (১) নমন্দং মন্দং। (২) ব্রজকুল। (৩) স্ফুরতি।
২। (১) প্রথয়ামি।

(৩)

শার্দুলবিক্রীড়িত

প্রাণাস্ত্বং জগতাং হরেরপি পুরা সংকেতবেণুস্বনা-
নাদায় ব্রজসুভ্রুবামিহ ভবান্ মার্গোপদেশে গুরুঃ।
হং হো মাথুবনিকুটানিল সখে সংপ্রত্যপি শ্রীপতে-
রঙ্গস্পর্শপবিত্রশীতলতনুস্ত্রাতা ত্বমেকোঽসি[১] নঃ॥

পদ্যাবলী—৩৫২।

রূপগোস্বামী

[রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে 'সমাহর্তুঃ' এই নামাঙ্কিত কতক শ্লোক আছে। এই সমাহর্তা রূপগোস্বামী স্বয়ং।]

(১)

শার্দুলবিক্রীড়িত

অক্লান্তদ্যুতিভির্বসন্তকুসুমৈরুত্তংসয়ন্ কুন্তলা-
নন্তঃ খেলতি খঞ্জরীটনয়নে কুঞ্জেষু কঞ্জেক্ষণঃ।
অস্মান্মন্দিরকর্মতন্তব করৌ নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতঃ
কিং ব্রূমো রসিকাগ্রণীরসি ঘটী নেষং বিলম্বক্ষমা॥

পদ্যাবলী—২০৯।

(২)

আর্যা

অঙ্কগপঙ্কজনাভাং নব্যঘনাভাং বিচিত্ররুচিসিচয়াম্।
বিরচিতজগৎপ্রমোদাং মুহুর্যশোদাং নমস্যামি॥

পদ্যাবলী—১২৮।

(৩)

ঔপচ্ছন্দসিক

অধুনা দধিমন্থনানুবন্ধং
কুরুষে কিং গুরুবিভ্রমালসাঙ্গি।

রামচন্দ্র ৩। (১) ত্বমেবাসি।

কলসন্ততি লালসীতি কুঞ্জে
মুরলীকোমলকাকলী মুরারেঃ ॥

পদ্যাবলী ২০৩।

(৪)

এষোত্তুঙ্গতরঙ্গলঙ্ঘিততটোৎসঙ্গা পতঙ্গাত্মজা
শার্দূলবিক্রীড়িত পূর্ণেয়ং তবিরষ্ঘুভির্ন হি হরেঃ শঙ্কা কলঙ্কাদপি।
কাঠিন্যং ভজ নাস্য সুন্দরি বয়ং রাধে প্রসাদেন তে
জীবামঃ স্ফুটমাতরীকুরু গিরিদ্রোণীবিনোদোৎসবম ॥

-২৭৯।

(৫)

কথং বীথীমস্মানুপদিশসি ধর্মপ্রণয়িনীং
শিখরিণী প্রসীদ ত্বাং শিষ্যামতিখলমুখীং শাধি মুরলীম্।
হরন্তী মর্যাদাং শিব শিব পবে পুংসি হৃদয়ং
নয়ন্তী ধৃষ্টেয়ং১ যদুবর যথা নাহ্বয়তি নঃ ॥

পদ্যাবলী—২৯২।

(৬)

কারয় নাম্ব১ বিলম্বং মুঞ্চ কবং মে হরিং যামি।
আর্যা ন সহে স্থাতুং যদসৌ গর্জতি মুরলীপ্রগল্ভদূতীব ॥

পদ্যাবলী—২৮৮।

(৭)

ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে
শার্দূলবিক্রীড়িত দত্তে লড্ডনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়া লম্ভিতে১

৫। (১) নয়ন্তীং দৃষ্টোঽয়ম্, নয়ন্তী দুষ্টেয়ম্।
৬। (১) নাম্ব।
৭। (১) লম্বিতে।

তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণাং২ রাধানিদেশান্ময়া
ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতস্ত্বমর্পয় হরে রম্যোপহারে৩ রতিম্ ॥

পদ্যাবলী—১১৮ ।

(৮)

আর্যা

তরলে১ ন কুরু বিলম্বং কুঞ্জং সন্ত্যজ্য মন্দিরং যাহি ।
যাবন্ন মোহনমন্ত্রং শংসতি কংসদ্বিষো বংশী ।।

পদ্যাবলী—৩০৭ ।

(৯)

উপগীতি

ত্বমসি১ বিশুদ্ধা সরলে মুরলীবক্ত্রস্ত্রিধা বক্রঃ ।
ভঙ্গুরয়া খলু সুলভং তদুরঃ সখি বৈজয়ন্ত্যেব ॥

পদ্যাবলী—২৩৬ ।

(১০)

শিখরিণী

দুবারোহে লক্ষ্মীবতি ভগবতীনামপি পদং
দধানা ধম্মিল্লে নটতি কঠিনে যোপনিষদাম্ ।
রুতি১র্বংশীজন্মা ধৃতমধুরিমা সা মধুরিপো-
রকস্মাদস্মাকং শ্রুতিশিখরমারোক্ষ্যতি২ কদা ॥

পদ্যাবলী—১০৬ ।

(১১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দুষ্টঃ কোঽপি করোতি বঃ পরিভবং শঙ্কে মুহুর্গোকুলে
ধাবন্ত্যঃ স্খলদম্বরং নিশি বনে যূয়ং যদভ্যাগতাঃ১ ।

---

(২) শতগুণং। (৩) রম্যোপহারে ।

৮। (১) তরুণি ।

৯। (১) ত্বমপি ।

১০। (১) স্তুতি, রতি । (২) আরোহতি ।

১১। (১) মদভ্যাগতাঃ, যদভ্যাগতাঃ ।

আঃ কা ভীতিরমন্দদানববধূসিন্দূরমুদ্রাহরে
দোর্দণ্ডে মম ভাতি দীব্যত পতিক্রোড়ে কুরঙ্গীদৃশঃ ॥
পদ্যাবলী—২০৯।

(১২)

মন্দাক্রান্তা

ধূতোত্তাপে বহতি গহনে ধর্মপূরে ব্রজান্তঃ
কাবস্তৃষ্ণা বলতি১ হৃদয়ে দুর্মদেয়ং সতীনাম্।
সীমন্তিন্যঃ স্পৃহয়ত গৃহান্ মা২ বিরুদ্ধং কুরুধ্বং
নায়ং দৃষ্টৌ৩ মম বিঘটতে হন্ত পুণ্যস্য পন্থাঃ ॥
পদ্যাবলী—২৯১।

(১৩)

বসন্ততিলক

নাপেক্ষতে স্তুতিকথাং ন শৃণোতি কাকুং
শশ্বৎকৃতঃ ন মনুতে প্রণিপাতজাতম্।
হা কিং বিধেয়মধুনা সখি নন্দসূনু-
র্মধ্যেতবঙ্গিণি·তরিং তবলো ধুনোতি ॥
পদ্যাবলী—২৭৮।

(১৪)

শিখরিণী

পদন্যাসান্ দ্বাবাঞ্চলভুবি বিধায় ত্রিচতুরান্১
সমস্তাদালোলং নয়নযুগলং দিক্ষু বিকিবন্।
স্মিতং বিভ্রদ্ ব্যক্তং২ দধিহবণলীলা৩চটুলধীঃ
সশঙ্কং গোপীনাং মধুবিপুবগাবং প্রবিশতি৪ ॥
পদ্যাবলী—১৪৪

(১৫)

শিখরিণী

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং স বাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

১২। (১) চলতি। (২) যা। (৩) দৃষ্টৌ, হৃষ্টৌ।
১৪। (১) বিধায়েষ্টচতুরান্। (২) বক্ত্রম্। (৩) ঊনানা। (৪) সদনমবিশন্নন্ততনয়ঃ

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

পদ্যাবলী—৩৮৩।

(১৬)

আর্যা

বন্ধূকারুণবসনং সুন্দরকূর্চং মুকুন্দহৃত১নয়নম্।
নন্দং তুন্দিলবপুষং২ চন্দনগৌরত্বিষং বন্দে ॥

পদ্যাবলী—১২৭।

(১৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বল্লস্ত্যা বনমালয়া তব হৃতং বক্ষোজয়োশ্চন্দনং১
গণ্ডস্থা মকরীঘটা চ মকরান্দোলেন২বিধ্বংসিতা।
ক্লান্তা৩ স্বৈরতরঙ্গকেলিভিরিয়ং তন্বী চ ধূর্তে৪তনুঃ
সত্যং জল্পসি ভানুজামভি রসে মগ্নাস্থ হর্ষাদভূঃ ॥

পদ্যাবলী—৩১০।

(১৮)

মালিনী

বিবৃতবিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মে বিদূরে।
অশরণগণবন্ধো হা কৃপাকৌমুদীন্দো
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্ ॥

পদ্যাবলী—৬১।

(১৯)

পুষ্পিতাগ্রা

বিতরতি মুরমর্দনঃ প্রভুস্তে
ন হি ভজমানজনায় যং কদাপি।

১৬। (১) কৃত। (২) পুরুষম্।
১৭। (১) কুঙ্কুমম্। (২) মকরাস্ফালন: (৩) ক্রান্তা, কান্তা। (৪) বধূনাং।

বিতরসি বত ভক্তিযোগমেতং
তব মথুরে১ মহিমা গিরামভূমিঃ

পদ্যাবলী—১২৩।

(২০)

স্বাগতা

মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়ন্তী
গৌরবং ন খলু হারয় গৌরি।
আর্জবং ন ভজতে দনুজারি-
র্বঞ্চকে সরলতা ন হি সাধ্বী॥

পদ্যাবলী—২৩০।

(২১)

আর্যা

সখি পুলকিনী সকম্পা বহিঃস্খলীত১স্তমালয়ং প্রাপ্তা।
বিক্ষোভিতাসি নূনং কৃষ্ণভুজঙ্গেন কল্যাণি॥

পদ্যাবলী—২০৮।

(২২)

বসন্ততিলক

সখ্যো যযুর্গৃহমহং কলসীং বহন্তী
পূর্ণামতীব মহতী১মনুলম্বিতাস্মি।
একাকিনীং স্পৃশসি মাং যদি নন্দসূনো২
মোক্ষ্যামি জীবনমিদং সহসা পুরস্তে॥

পদ্যাবলী—৩০৯।

(২৩)

রথোদ্ধতা

সাচিকন্ধরমমুং কিমীক্ষসে
যাতু যাতু সখি পূতনার্দনঃ।

১৯। (১) মধুরে।
২১। (১) স্খলিত।
২২। (১) বৃহতীম্।

বামরীতিচতুরাং হি পামরীং
সেবতাং পরমদেবতামিব ॥
পদ্যাবলী—২২৫ ।

(২৪)

আর্যা

সুভগ মম প্রিয়সখ্যাঃ কিমিব১ সশঙ্কং মুহুর্বিলোকয়সি ।
যামুনপবনবিকীর্ণপ্রিয়করজঃপিঞ্জরং পৃষ্ঠম্ ।।
পদ্যাবলী—৩১১

লক্ষ্মণসেন

(১)

মালিনী

অলসমুকুলিতাক্ষং বক্ত্রমালোক্য তন্বা
ময়ি বিলুলিতচিত্তে মূকভাবং প্রপন্নে ।
শ্রবণকুবলয়ান্তশ্চারিণা ষট্পদেন
ক্ষণমনুগতনাদং গীতমন্তঃ স্মরামি ॥ স. ক. ২।১১৮।১

(২)

মালিনী

অবিরতমধুপানাগার১মিন্দিন্দিরাণা-
মভিসরণনিকুঞ্জং রাজহংসীকুলস্য ।
প্রবিততবহুশালং সদ্ম পদ্মালয়ায়া
বিতরিত রতিমক্ষ্ণোরেষ লীলাতড়াগঃ ॥ স. ক. ৫।১২।১

(৩)

বসন্ততিলক

একপ্রিয়াচরণপদ্মপরীষ্টিজাত-
ক্লেশস্য মে হৃদয়মুত্তরলীচকার ।
উদ্ভিন্ননির্ভরমনোভবভাবমুগ্ধ-
নানাঙ্গনাবদনচন্দ্রমসাং দিদৃক্ষা স. ক. ২।৮২।৩

২৪। (১) কিমিহ ।
২। (১) পানাগার।

(৪)

বসন্ততিলক

এতে পুরঃ সুরভিকোমলহোমধূম-
লেখানিপীতনবপল্লবশোণিমানঃ।
পুণ্যাশ্রমাঃ শ্রুতিসমীহিতসামগীতি-
সাকূতনিশ্চলকুরঙ্গকুলাঃ স্ফুরন্তি ॥ স. ক. ৫।৬৬।৪

(৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে১
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

স. ক. ১।৫৫।২
পদ্যাবলী—২০২।

(৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কোপাৎ কিংচিদুপানতোপি রভসাদাকৃষ্য কেশেষলং
নীত্বা মোহনমন্দিরং দয়িতয়া হারেণ বদ্ধা দৃঢ়ম্।
ভূয়ো যাস্যসি তদ্গৃহানিতি মুহুঃ কণ্ঠার্ধরুদ্ধাক্ষরং
জল্পন্ত্যা শ্রবণোৎপলেন সুকৃতী কশ্চিদ্রহস্তাড্যতে ॥

স. ক. ২।৮২।৪

(৭)

শার্দূলবিক্রীড়িত

তাপো নাপগতস্তৃষাপি ন কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনো
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণময়ো ঝংকারকোলাহলঃ ॥

শা. প. ৯২৩

৫। (১) কুঞ্জোদরে।

(৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

তির্যক্কন্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসং স্ফুর-
দ্বর্হোত্তংসিত১কেশপাশমনৃজুভ্রূবল্লরীবিভ্রমম্।
গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধানন-
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতু বঃ॥

স. ক. ১।৫৭।২

পদ্যাবলী—২৬০

(৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ন্যস্তং ন স্তনমণ্ডলে নখপদং কণ্ঠান্ন বিশ্লেষিতা
মুক্তাহারলতা কপোলফলকে লুপ্তা১ ন পত্রাবলী।
মুগ্ধে যদ্যপি তেন ন দশনৈর্ভিন্নোষ্ঠ বিম্বাধর-
স্তদ্বৈলক্ষ্যবিজৃম্ভিতৈরিহ তথাপ্যানীয়তে দুর্ণয়ঃ॥

স. ক. ২।১৬।২

(১০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

মুঞ্চত্যাভরণানি দীপ্তমুখরাণ্যুত্তংসমিন্দীবরৈঃ
কুর্বাণা দধতী মুহুর্মৃগমদক্ষোদাম্বুলিপ্তং বপুঃ।
কালিন্দীজলবেণিনীলমসৃণং চীনাংশুকং বিভ্রতী
মুগ্ধে ত্বং প্রকটীকরোষ্যবিনয়ারম্ভং বৃথা নিহ্নবঃ॥

স. ক. ২।৬১।৫

(১১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ব্যাধূতং পবনেন পল্লবমিদং তস্যাঃ ক্রুধা নাধরঃ
স্রংসন্তে কুসুমান্যমূনি ন পুনর্বাষ্পাম্ভসাং বিপ্রুষঃ১।

৮। (১) উত্তম্ভিত।

৯। (১) সুপ্তা।

১১। (১) বিন্দবঃ।

এসাং ঝাংকৃতিরাকুলা মধুলিহামার্তো ন মন্মধ্বনি-
র্ধিক্ কষ্টং২ ক্রমসংগতা মৃদুরিয়ং বল্লী ন মে বল্লভা ॥

স. ক. ২।১০৫।৩

(১২)

শিখরিণী

সদা চাটূন্ জল্পন্নতমুপহারার্পিতমনা
মুখং পশ্যন্নিত্যং সততমবিভিন্নাঞ্জলিপুটঃ।
অনিচ্ছন্নিচ্ছন্ বা ক্ষণমপি ন পার্শ্বং ত্যজতি যঃ
সঃ কিং কামী স্ত্রীণামথমশরণো ভৃত্যপুরুষঃ ॥

স. ক. ২।৮০।১

শরণ

(শরণদেব, চিরন্তনশরণ)

(১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

অঙ্গুষ্ঠাগ্রিমযন্ত্রিতাঙ্গুলিরসৌ পাদার্ধনীরুদ্ধভূ-
র্বাদ্রীকৃত্য১ পয়োধরাঞ্চলমলং সদ্যঃ২ পয়োবিন্দুভিঃ।
ন্যগ্ জানুদ্বয়মধ্যযন্ত্রিতঘটীবক্ত্রান্তবালস্খল-
দ্ধাবাধ্বানমনোহরং সখি পয়ো গাং দোগ্ধি দামোদরঃ ॥

পদ্যাবলী—২৬২

(২)

উপগীতি

অসমঞ্জসমস্মঞ্জসমসমঞ্জসমেতদাপতিতম্।
বল্লবকুমারবুদ্ধ্যা হরি হরি হরি হরিরীক্ষিতঃ কুতুকাৎ ॥

পদ্যাবলী—১৬৮

১১। (২) বিকৃষ্টং
১। (১) গর্জীকৃত্য। (২) দ্বিত্রৈঃ

(৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

আরাধ্যঃ পতিরেব তস্য চ পদদ্বন্দ্বানুবৃত্তির্ব্রতং
কেনৈতাঃ সখি শিক্ষিতাসি বিপথপ্রস্থানদুর্বাসনাঃ।
কিং রূপেণ ন যত্র মজ্জতি মনো যূনাং কিমাচার্যকৈ-
র্গূঢ়ানঙ্গরহস্যযুক্তিষু ফলং যেষাং ন দীর্ঘং যশঃ ॥

স. ক. ২।১৩।৩

(৪)

শিখরিণী

ইয়ং সা কালিন্দীকুবলয়দলস্নিগ্ধমধুরা
মদান্ধব্যাকূজত্তরুণজলরঙ্কুপ্রণয়িনী।
পুরা যস্যাস্তীরে সরভসসতৃষ্ণং মুরভিদো
গতাঃ প্রায়ো গোপীনিধুবনবিনোদেন দিবসাঃ ॥

স. ক. ৫।১১।৪

(৫)

স্রগ্ধরা

উন্মীলদ্যৌবনাসি প্রিয়সখি বিষমাঃ শ্রেণয়ো নাগরাণাং
তস্মাৎ কোপি ত্বয়াদ্য প্রভৃতি ন সহসা সংমুখং বীক্ষণীয়ঃ।
যাবচ্চন্দ্রার্কমেকঃ পতিরতিশয়িতশ্রদ্ধয়া সেবিতব্যঃ
কর্তব্যা রূপরক্ষা বচসি চ হৃদয়ং দেয়মস্মদ্বিধানাম্ ॥

স. ক. ২।১৩।২

(৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ ভবতা গোবর্ধনোয়ং ধৃতঃ
শ্রান্তোঽসি ক্ষণমাস্স্ব[১] সাংপ্রতমমী সর্বে বয়ং দধ্মহে।
ইত্যুল্লাসিতদোষ্ণি গোপনিবহে কিংচিদ্ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চচ্ছৈলভরার্দিতে বিরুবতি[২] স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥

পদ্যাবলী—২৬৫

৬। (১) ক্ষণমাস্ত। (২) বিরমতি।

(৭)

স্রগ্ধরা

এতাশ্চন্দ্রোদয়েঽস্মিন্নবিরলমুষলোৎক্ষেপদোলায়মান-
স্নিগ্ধশ্যামাগ্রপীনস্তনকলসনমৎকণ্ঠনালাগ্ররম্যাঃ।
উদ্বেল্লদ্বাহুবল্লীপ্রচলিতবলয়শ্রেণয়ঃ পামরাণাং
গেহিন্যো দীর্ঘগীতিধ্বনিজনিতসুখাস্তণ্ডুলান্ কণ্ডয়ন্তি ॥

স. ক. ৫।১।৩

(৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ১
স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ।
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
হট্টক্রয্য২পদার্থমূল্যকলনব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ ॥

স. ক. ৫।১।৫

(৯)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীং নামোদতে১ কৌমুদী-
নিস্যন্দৈর্ন সমীহতে মৃগদৃশামালাপলীলামপি।
সীদন্নেব নিশাসু দুঃসহ৩তনুর্ভোগাভিলাষালসৈ-
রঙ্গৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায়৪ মুগ্ধো হরিঃ ॥

স. ক. ১।৬১।৩

পদ্যাবলী—৩৭০

(১০)

শার্দূলবিক্রীড়িত

কালিন্দীমনুকূলকোমলরয়ামিন্দীবরশ্যামলাঃ
শৈলোপান্তভুবঃ কদম্বকুসুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্১।

৮। (১) গৌরাঙ্গনাঃ। (২) ক্রীত।

৯। (১) নলিনীমা (রা) মোদতে। (২) কৌমুদীম্। (৩) নিঃসহ। (৪) আধায়।

১০। (১) আমোদিতাঃ কন্দরাঃ।

রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুতাপঃ স্মর-
মস্তু দ্বাববতীপতিস্ত্রিভুবনামোদায় দামোদরঃ ॥

স. ক ১।৬১।২

পদ্যাবলী—৩৬৯

(১১)

শার্দূলবিক্রীড়িত

ত্বন্নেত্রেপি তবাননেপি ভবতঃ পাণাবপি ত্বৎপদে-
প্যাস্তি স্মেবসরোজসৌহৃদসমাকৃষ্টৈব পদ্মালয়া।
যন্নীতা নিজভাবমর্থিভিরসৌ ত্বদ্দৃষ্টিপাতৈস্তদা-
দেশাত্ত্বৎকরবিভ্রমৈরপি ভবৎপাদপ্রসাদাদপি ॥

স. ক. ৩।১৬।৫

(১২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

দৃষ্ট্বা তোয়ভবাবনম্রনিবিড়প্রারম্ভমম্ভোধরং
তৃষ্ণার্তঃ কিল রৌতি যাবদসকৃত্তোয়াশয়া চাতকঃ।
তাবচ্চঞ্চলচঞ্চুকোটরকুটীকোষ্ঠে লুঠন্তঃ স্ফুটং
দৃপ্তস্তে করকোৎকরাঃ কিমপরং কোপ্যেষ বামো বিধিঃ ॥

স. ক. ৪।৬৪।১

(১৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

নিষ্পন্নাঃ কতি নাম নামরপুরোপান্তেষু ভূমীরুহঃ
শ্লাঘ্যস্তত্র স এব কল্পবিটপী যত্রাসতেমী গুণাঃ।
সংকল্পাঃ ফলদোহদানি ফলিতং রত্নানি বৃত্তির্জগৎ-
ক্লেশচ্ছেদনিদানমুন্নতিরনুল্লঙ্ঘ্যা যশো দুর্জয়ম্ ॥

স. ক. ৪।৫০।৪

(১৪)

স্রগ্ধরা

নেপথ্যং ভূতভর্তুস্ত্রিদশপরিষদাং জীবনং যামিনীনা-
মুত্তংসঃ পাংসুলানাং কুলরিপুরমৃতস্রোতসামাদিশৈলঃ।

আতঙ্কঃ পঙ্কজানাং জয়তি রতিকলাকেতনং মীনকেতোঃ
সিন্ধূনামেকবন্ধুঃ কুমুদসমুদয়ানন্দকন্দোয়মিন্দুঃ ॥

স. ক. ১।৮৭।১

(১৫)

শার্দূলবিক্রীড়িত

পর্যস্তস্তনবর্ম১কীর্ণকবরীভাবং সমুন্মূলিত-
স্রগ্‌দাম স্বয়মন্থদেব তদুপক্রান্তং ময়া সাহসম্।
সংপন্নাঃ সখি তস্য কেলিবিধয়ঃ প্রাজ্যাঃ২ পরং দুর্বহ-
শ্রোণীভারভরান্মনীষিতসহস্রাংশোপি নাসাদিতঃ ॥

স. ক. ২।১৩৫।২

(১৬)

শার্দূলবিক্রীড়িত

পীযূষং বিষমপ্যসূত জলধিঃ কান্তেঃ কলঙ্কস্য চ
স্থানং শীতরুচিঃ স্বভাবকঠিনো দাতা চ কল্পদ্রুমঃ।
অক্ষীণপ্রণয়ামৃতস্য কলুষৈরস্পৃষ্টমূর্তেরসং-
ক্ষিপ্তত্যাগরসোদয়স্য ভবতঃ সাম্যং সমভ্যেতু কঃ ॥

স. ক. ৩।২।৫

(১৭)

স্রগ্ধরা

প্রীতস্ত্বং বেদবাদৈর্মম তু নিরবধির্নাথ নির্বেদবাদঃ
সাকূতস্ত্বং কলাসু প্রতিদিনবিকলা বৃত্তিরেকা মমৈব।
সাধ্যস্ত্বং ভাবশুদ্ধ্যা মম তু বিজয়তে কোপ্যভাবস্তদিত্থং
লীলারামো গুণানাং মম বিগুণনিধেঃ১ কৈরুপায়ৈরুপাস্যঃ ॥

স. ক. ৩।১৪।৫

(১৮)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বাষ্পৈর্নিষ্পতয়ালুভিঃ কলুষিতা গণ্ডস্থলী চিন্তয়া
চেতঃ কাতরিতং তরঙ্গিতমুরঃ শ্বাসোর্মিভিঃ পীবরৈঃ।

১৫। (১) কর্ম। (২) প্রাচ্যাঃ।

১৭। (১) বিধেঃ।

ইত্থং ত্বদ্বিরহে তদীয়১বিপদং দেবী ত্রিয়ামৈব বা
তল্পং বা পরিতাপখিন্নমথবা জানাতি পুষ্পায়ুধঃ ॥

স. ক. ২।৩৬।৪

(১৯)

হরিণী

ভ্রমতি গিরিরাট্ পৃষ্ঠে গর্জত্যুপশ্রুতি সাগরো
দহতি বিততজ্বালাজালো জগন্তি বিষানলঃ১ ।
স তু বিনিহিতগ্রীবাকাণ্ডঃ কটাহপুটান্তরে
স্বপিতি ভগবান্ কূর্মো নিদ্রাভবালসলোচনঃ ॥

স. ক. ৪।১।২

(২০)

স্রগ্ধরা

ভ্রূক্ষেপাদ্গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎকলিঙ্গাং-
শ্চেতশ্চেদিক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে স্বর্যবদ্দুর্জনেষু ।
স্বেচ্ছান্ম্লেচ্ছাম্বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং
কাশীভর্তুঃ প্রকাশং১ হরতি বিহরতে মূর্ধ্নি যো মাগধস্য ॥

স. ক. ৩।১৫।৪

(২১)

শিখরিণী

মুরারিং পশ্যন্ত্যাঃ সখি সকলমঙ্গ ন১ নয়নং
কৃতং যচ্ছৃণ্বন্ত্যা হরিগুণগণং শ্রোত্রনিচিতম্ ।
সমং তেনালাপং সপদি রচয়ন্ত্যা মুখময়ং
বিধাতুর্নৈবায়ং ঘটনপরিপাটীমধুরিমা ॥

পদ্যাবলী—২৩৫

১৮। (১) মদীয় ।

১৯। (১) বিষানলঃ।

২০। (১) বিকাশং

২১। (১) তু।

(২২)

শার্দূলবিক্রীড়িত

রজ্জুক্ষেপরয়োন্নমদ্ভুজলতাব্যক্তৈকপার্শ্বস্তনী
সূত্রচ্ছেদবিলোলশঙ্খবলয়শ্রেণীঝণৎকারিণী।
তির্যগ্বিস্তৃতপীবরোরুযুগলা পৃষ্ঠানতিব্যাকৃতা-
ভোগশ্রোণিরুদস্যতি প্রতিমুহুঃ কূপাদপঃ পামরী॥

স. ক. ৫।১।৪

(২৩)

শার্দূলবিক্রীড়িত

বৃত্তে সাঙ্গ[১]বিবাহমঙ্গলবিধৌ লব্ধাপি দৈত্যদ্রুহঃ
সৌহার্দে বিমনাঃ পুনাতু ভবততো লক্ষ্মীঃ স্মরন্তী পিতুঃ।
যামাশ্বাসয়তীব সোদরতয়া প্রত্যগ্রবিম্বগ্রহ-
ব্যাজাদঙ্কগতামনংকুশনিজস্নেহো মুহুঃ কৌস্তুভঃ॥

স. ক. ১।৬৯।৫

(২৪)

স্রগ্ধরা

সেব্যশ্চিন্তামণির্বা সুরতরুরথবা রোহণো বা গিরীণাং[১]
ভর্তা বা জাতকোপে ত্বয়ি নিখিলমহাদাননির্ব্যাজবারে।
একশ্চৈতন্যশূন্যস্ত্যজতি কঠিনতাং নাপরশ্ছেদখেদং[২]
ধত্তেঽন্যঃ কিংনরাণামধিপতিরপরঃ কস্তয়াভ্যর্থনীয়ঃ॥

স. ক. ৩।১৪।৪

২৩। (১) সাজে।

২৪। (১) নিধীনাং।
(২) অখেদং।

শ্রীমৎ

['চৈতন্যচরিতামৃতে' (আদি—১০।৩১, মধ্য ১০।৮৩) চৈতন্যের শিষ্য ও কীর্তনীয়া হিসাবে শ্রীমৎপণ্ডিতের উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে (আদি—১০।৫২, অন্ত্য—১০।৯, ১২২) জনৈক শ্রীমৎসেনেরও উল্লেখ আছে। এই শ্রীমৎ কে তাহা বলা যায় না।]

(১)

মন্দাক্রান্তা

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং১ কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা২
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষ্ণোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখী৪র্বারয়ন্ সংমুখীনা৫
মাতুঃ পশ্চাদহরত হবির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্ ॥

পদ্যাবলী—১৪৩

(বা, ষষ্ঠীবরদাস)

['চৈতন্যচরিতামৃতে' (আদি—১০।১০৯) চৈতন্যের শিষ্য ও কীর্তনীয়া হিসাবে এক ষষ্ঠীবরের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠীবর ও এই ষষ্ঠীদাস অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

(১)

সুন্দরী

মলিনং নয়নাঞ্জনাম্বুভি১-
র্মুখচন্দ্রং করভোরু মা কুরু।
করুণাবরুণালয়ো হরি-
স্ত্বয়ি ভূয়ঃ করুণাং বিধাস্যতি।

পদ্যাবলী—৩৪৯

শ্রীমৎ (১) তরং। (২) কৃত্বা। (৩) প্রসভ। (৪) মুখো। (৫) সম্মুখীনাম্। (৬) পশ্চাদ্ধরতি মধুহা।

ষষ্ঠীদাস ১। (১) নয়নাঞ্জনাবিভিঃ (নয়নাম্বুধারয়া)।

(২)

বিয়োগিনী

বিরহে তব গোপিকাঃ কথং সময়ং তা গময়ন্তু মাধব ॥

পদ্যাবলী—৩৬৭

(৩)

যমুনাপুলিনে সমুৎক্ষিপন্

সুন্দরী নটবেশঃ কুসুমস্য কন্দুকম্ ।

ন পুনঃ সখি লোকয়িষ্যতে

কপটাভীরকিশোরচন্দ্রমাঃ ॥

পদ্যাবলী—৩২১

সূর্যদাস

['চৈতন্যচরিতামৃতে' (আদি—১১।৪৮) কৃষ্ণদাস জনৈক সূর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্যদাস সারখেল নিত্যানন্দের শ্বশুর ছিলেন বলিয়া জানা যায়; নিত্যানন্দ সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' (১২শ) হইতে জানা যায় যে, সূর্যদাস সারখেল নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং গৌড়ে সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। ফার্সী 'সরখেল' উপাধিতে তিনি অবশ্যই ভূষিত হইযাছিলেন।]

(১)

অম্ভসি তরণিসুতায়াঃ স্তম্ভিততরণিঃ স দেবকীসূনুঃ ।

আর্যা আতরবিবহিতগোপ্যাঃ১ কাতরমুখমীক্ষতে স্মেরঃ ॥

গী—২৭২

(১) আতুরবিরহিতগোপী ।

বঙ্গানুবাদ

উমাপতিধর

১। সুরযুবতীগণের গান শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হরিণের শৃঙ্গদ্বারা উল্লিখিত শশাঙ্কের সুধারূপ জলে শ্যামল উদ্যান-শোভিত এবং দেবেন্দ্রের করিকপোল-স্রাবী মদবারির সৌরভযুক্ত পূর্বদিক্‌কে নমস্কার করি।

২। হে সরোবর, তপনের ঐ কিরণসমূহের সহিত পরিচয়হেতু তুমি উত্তপ্ত হইও না; শীতলতাই তোমার প্রকৃতি। এই দুরাত্মগণ কয়েকটি জলবিন্দুর অভিলাষী পথিকগণকে দূর করিয়া অদ্ভুত শুষ্কতা জন্মায়।

৩। হিমাংশুর বিকচকুমুদপ্রভাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল ফেনশোভাধারী, হংস-শ্রেণীর ন্যায় প্রতিভাত, শফরী-লম্ফের সৌন্দর্যযুক্ত এবং উমাপতির চঞ্চল শিরো-গঙ্গার তরঙ্গসমূহের চুম্বনকারী কিরণাবলী জয়লাভ করিতেছে।

৪। এই বনে কয়েকটি আকন্দ গাছ, বিভীতক, অপর কয়েকটি পত্রযুক্ত বৃক্ষ, কতক নিম্ববৃক্ষ ও কর্কশ করীরবৃক্ষ আছে। হে সখে, মধুপানে মুখর দ্বিরেফশ্রেণীর প্রিয় একটি আম্রবৃক্ষও এখানে নাই যাহাতে কোকিল কর্ণামৃত বিস্তার করে।

৫। আদি বরাহের প্রয়োজন কি? আমরা সেই বটুদাসের স্তুতি করি, যিনি পৃথিবীকে রক্ষা করিতে করিতে মুখ বক্র করেন নাই।

৬। যাহার স্বভাবহেতু কালক্রমে একপদবিশিষ্ট হইয়াও ধর্ম অনবরত প্রদত্ত যজ্ঞযূপস্তম্ভসমূহ শীঘ্র অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিল।

৭। চক্রবাকসমূহ কর্তৃক আকৃষ্ট ও বারাঙ্গনাগণকর্তৃক নেত্রসঞ্চালনদ্বারা নিরস্ত দিবাকর সহসা অস্তগমন করিতেছে না, কমলের জাগরণ ও নিদ্রার অন্তরালবর্তী হইয়া বাস করিতেছে। বাসগৃহে প্রচুর তৈলপূর্ণ পাত্রে সন্ধ্যাদীপ দেখাইতে দেখাইতে নববধূকর্তৃক সকোপে দৃষ্টা পরিচারিকা হাসিতেছে।

৮। যিনি আবাল্য সমরবিজয়ী এবং যিনি পৃথিবীকে বীরশূন্য করিয়াছেন তাঁহা কর্তৃক ঐ দিক্‌পালগণ কেমন করিয়া বিমুক্ত হইলেন? মনে মনে জানিয়াছি যে, সেই আটজন অংশত ইঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষত্রিয়-গণের তরবারি আনত ব্যক্তির প্রতি প্রভাব বিস্তার করে না।

৯। যিনি আনন্দে মুগ্ধলোচনা লক্ষ্মীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার নেত্রবিলাসের প্রভাবেই যেন কমলার মুখেন্দু হইতে শশচিহ্ন দূরীভূত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ নরসিংহ আপনাদিগকে পবিত্র করুন।

১০। বসন্তলক্ষ্মীর মনোরমতমালকান্তি মধুকরীগণ মদনের ঈষৎ রক্তবর্ণ ও বিস্তৃত নয়নযুগলে স্নিগ্ধ কাজলের কালিমা, কুঙ্কুমসদৃশ অরুণবর্ণ কর্ণিকার পুষ্পের শিরোভূষণে সাতিশয় নীলিমা এবং প্রস্ফুটায়মান তিলকাভ্যন্তরে কস্তুরী-চূর্ণমিশ্রিত আর্দ্র বিন্দুর সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে।

১১। লঙ্কেশ্বরের নারীগণের স্তনজাত তরলদুগ্ধতরঙ্গাবৃত সমুদ্র পর্যন্ত, আকাশগঙ্গার তরঙ্গসমূহে বিরল শিলাযুক্ত দুস্তর উত্তরপর্বত পর্যন্ত, সুরনারী-গণের সুরতগতিজ্ঞ পূর্বশৈল পর্যন্ত এবং যাহাতে দীপ্ত শশাঙ্ক মগ্ন হয় সেই পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যদি বীর কেহ থাকে তাহা হইলে সে আমার সম্মুখীন হউক।

১৩। এই পৃথিবীতে যেখানে সুগন্ধ প্রকট সেখানে মধুসম্পদ থাকে না, যেখানে প্রচুর মধু আছে সেখানে সৌরভসমৃদ্ধি নাই। এই ভাবিয়া মরুবক (পুষ্প)কে নিন্দা করিতে করিতে কুন্দপুষ্পে নিবৃত্তকৌতূহল ভ্রমর পদ্মকে বারংবার অধিকতর স্মরণ করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইতেছে।

১৫। শিবের সেই জটারণ্য তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক, যাহাতে (তদীয়) নেত্রানলে যেন পত্র উদ্গত হইয়াছে, চন্দ্রকিরণে যাহা পুষ্পিত বলিয়া মনে হইতেছে এবং যাহাতে সর্পগণ থাকায় উচ্চতা আছে মনে হইতেছে এবং যে পর্যন্ত বিবর্তিত সুরাপগার জলরাশির স্ফুরিত ফেনাজালবিলাসকে বিধির জীর্ণ কপালসমূহ পূজা করিতেছে।

১৬। এক স্থানে সাধারণ (পক্ষীর) সমতা, অন্য স্থানে পরাধীনতা। শুকের সন্তোষ না হয় বনে, না হয় নগরে।

১৭। যে স্বয়ং নত হইয়া তোমাকে ফল দান করে না সেই দৃশ্যমান অশোকবৃক্ষ সত্যই কি অচেতন? অথবা সে ধূর্ত, কারণ উত্তোলিত বাহু হেতু স্পষ্টভাবে দৃষ্ট (তোমার) পীন পয়োধরাভোগ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়ই যেন সে নত হয় না।

১৮। হে কমল, তোমার শোভা যদিও নির্মল, যদিও তোমার গুণ আছে, তোমার সৌন্দর্য যদিও স্থায়ী তথাপি তুমি যাইও না। এই শারদীয়

দিবসগুলি বিগত হইয়াছে। ক্লিষ্টকান্তি তোমার কোষই শুধু হিমবারিবিন্দু-সংস্পৃষ্ট হইয়া এই সরোবরেব মধ্যেই থাকুক।

১৯। কুঙ্কুমের রেণু হইতে লাবণ্য, দ্রাক্ষারস হইতে মাধুর্য, কবির বৈদর্ভীরীতিতে রচিত কাব্য হইতে কোমলতা—আহা, জরাগ্রস্ত স্রষ্টাকর্তৃক নিজ পার্শ্ব হইতেই বিবিধ গুণ সংগ্রহ করতঃ সৃষ্ট শোভনভ্রূলতাবিশিষ্ট কাশ্মীব-বমণীগণ কাহার মন হরণ না করে!

২০। যমুনাতীরে নয়, পর্বতোপকণ্ঠে নয়, বটবৃক্ষতলে নয়, রাধার পিতৃগৃহের প্রাঙ্গণে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি—গোপগণ সংযতভাবে এইরূপ বলিলে বিস্মিত যশোদাপতিব সম্মুখে নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইতে হইতে কৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন।

২১। আকাশ কয পদ ব্যাপী? আমার এই গতিপথের মধ্যে হৃত-ভাগিনী সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী (রহিয়াছে)। এইরূপ ভাবিয়াই যেন এই অশ্ব হেলাভবে গ্রীবা নত করিয়া মণ্ডলাকাবে বেগে ধাবিত হইতেছে।

২২। কোন কোন বৃক্ষেব পুষ্পোদ্গমের পবে এবং কোন কোন বৃক্ষেব পুষ্প ব্যতিবেকেই ফলসমূহ দুই তিন দিনের মধ্যে স্থূলতাপ্রাপ্ত হয়। অশোকের পুষ্পরাশিতে আছে পদ্মরাগমণির আভা, পত্রসমূহে সুন্দরী বমণীব কবশ্রী, (কিন্তু) হায়, ফল ছাড়াই অশোকেব জীবনাবসান হইল।

২৩। স্তনযুগলে কুঙ্কুম-রঞ্জিত আবরণ, কর্ণদ্বয়ে স্বর্ণালঙ্কার, নেত্রদ্বয়ে কজ্জলের চিত্রণ, কপালে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে স্বর্ণকঙ্কণ—মৃগনয়না নারীর অলঙ্কারাবলী ত্রিভুবনকে বশীভূত করিতে সক্ষম।

২৪। সম্মুখে প্রেমিক দিনকর কুঙ্কুম-রঞ্জিতবস্ত্রপরিহিতা এবং ধীরে অনুগমনকারিণী সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়া বাসগৃহরূপ সাগরে প্রবেশ করিতেছে।

২৫। এই কর্ণভূষণ (স্বরূপ ব্যবহৃত) তালপত্র বর্ণ ব্যতিরেকেই সুনেত্রা রমণীর ভাবতন্ময় মন ব্যক্ত করিতেছে—ইহার কোন কোন স্থান ঘর্ম-বিন্দু পতনে মসৃণ, কোথাও হস্তকম্পনে লিপিগুলি বিশ্লিষ্ট, কোথাও গাঢ় অশ্রুপাত অক্ষরগুলিকে লেপিয়া দিয়াছে, কোথাও শ্বাসের তাপে ইহা মর্মর।

২৬। প্রিয়তম কটাক্ষপাত করিলে গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে ইনি অস্ফুট হাসি

হইলে স্বর্ণের (আর) কি অনাদর হইতে পারে ? তুমি যদি মস্তকে হিমাংশুকে বহন কর তাহা হইলে ত্রিভুবন-প্রদীপ কমলসখার আর কি অপযশ হইতে পারে ? তুমি ত্রিভুবনেশ্বর, (তোমাকে) কি বলিব ?

৪১। দন্তরাজি পতিত, বলিগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেশ কৃষ্ণবর্ণ-বিহীন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল, বুদ্ধি লুপ্ত—ওহে ভাই চিকিৎসক, এই প্রতিকারহীন ভীষণ জরারোগে দয়ালু তোমার জন্য আমি কিঞ্চিৎ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি।

৪২। দিঙ্মণ্ডল তৃণভস্মে কৃষ্ণবর্ণ, মহীরুহসমূহের মূলগুলি নিঃশেষে দগ্ধ, হরিণীযূথে হরিণশিশুও অবশিষ্ট নাই। আহা, কি কষ্ট, বনবাসী মুনিগণ পর্যন্ত দগ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে যে দাবানল যমের ন্যায় কাজ করিয়াছে সে প্রশমিত হইলেই বা কি, প্রজ্বলিত হইলেই বা কি ?

৪৩। কুয়াসা, বাষ্প, উৎসব প্রভৃতিতে দিনে মিলিত হইলেও পুণ্যবান্ ভিন্ন অপর কেহ হরিণনয়না রমণীর মুখখানি নিভৃতে আনন্দসহকারে দেখিতে পায় না।

৪৪। পুষ্পচয়নকারিণী সুনেত্রা রমণীর পাদাঙ্গুলিতে কষ্টে স্থাপিত দেহ আনন্দ দান করিতেছে--তাঁহার বাহু উত্তোলিত হওয়ায় বাহুমূলে চীনাংশুকের মধ্য দিয়া স্তনমণ্ডল প্রকাশিত হইতেছে, বস্ত্র লম্বিত হইয়াছে, গভীর নাভি উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তিনি পুষ্পমঞ্জরীকে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া পরাগপাতে তাহার নেত্রদ্বয় অবরুদ্ধ হইয়াছে।

৪৫। গণেশের যে পাদপদ্মরেণুসমূহ দেবরাজের মস্তকস্থ মন্দার পুষ্পের মধুকণায় রক্তবর্ণ, তাহারা বিঘ্ন নাশ করুক।

৪৬। মৎস্যরূপী বিষ্ণুর দেহ জয়লাভ করিতেছে—ইহা দৈত্যগণের উৎপীড়নে লাঞ্ছিতা শ্রুতিদেবীর পুনরুদ্ধারের অবলম্বনক্ষেত্র এবং এক সমুদ্রে পরিণত নিখিল সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপস্বরূপ।

৪৭। অসম্পূর্ণ।

৪৮। ব্রহ্মশিরোহর হইতে ধর্ম, ভিক্ষাজীবী হইতে ধনরাজি, কামদেহদাহক হইতে কামনা, ভব হইতে ভবচ্ছেদ, আশাছেদনপরায়ণ আপনা হইতে

আশার উদ্গম লাভ করিতে ইচ্ছুক আমি উন্মত্ত হইয়াছি। হে হর, প্রসন্ন হউন ; আপনি উন্মত্তকেও ত্যাগ করেন না।

৪৯। কাশীবাসিগণ যাহার দ্রুত মিলিত পশ্চাদ্গামী নৌকাসমূহের সবল আকর্ষণে স্থানভ্রষ্ট হইয়া যেন সভয়ে রমণীগণের নখচিহ্ন, বায়ুদ্বারা অবনামিত কেতককুসুমদল, চন্দ্রকলা এবং পদ্মের জীর্ণচ্যুত পত্র অবলোকন করিয়াছিল।

৫০। (তিনি) স্নেহপূর্ণ বন্ধুদিগকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন না, পিতা গুণবান্ এবং বিত্তশালী হইলেও তাঁহাকে আদর করেন না, (তাঁহার) হৃদয় নন্দনকাননেও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না; সাধ্বী নারীর প্রেম পতিনিষ্ঠ হয়।

৫১। হে সুধাংশু, তুমি বিষ্ণুর নেত্র, শিবের মৌলিমণি, সুন্দরী রমণীগণের তুমি আদি দেবতা। যাহাতে তোমার কলঙ্কের অপবাদ দূরীভূত হয়, তুমি একমাত্র সেই পশুকে পরিত্যাগ কর না।

৫২। এই ক্ষুদ্র বানরটি ভূমিতে স্বয়ং নিপতিত ঐ ফলগুলি দেখিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছে না, পক্কতাহেতু কোমল ফলযুক্ত শাখার অগ্রভাগে আরোহণ করিতে পারিতেছে না। সে নিজের ক্ষমতা না জানিয়া রাগান্বিত হইয়া কো কো শব্দ করিতে করিতে এবং ক্রোধে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে লবলীবৃক্ষকে আকর্ষণ করিতেছে।

৫৩। তোমার নেত্রদ্বয় নিদ্রাভঙ্গহেতু রক্তবর্ণ, আমার চক্ষু রক্তাভ; তোমার বক্ষ মুষ্ট্যাহত, আমার হৃদয় বেদনাপূর্ণ; প্রত্যগ্র কুন্দকলিকার অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ ঐ নখসমূহে তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গ জর্জর; আশ্চর্য এই যে, আমি খণ্ডিতা হইয়াছি।

৫৪। ওগো সখী, তোমার চক্ষুতে কজ্জলচিহ্ন নিঃশেষে ধৌত হইয়াছে, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ ও স্ফীত, অধর যেন ক্লান্ত, তোমার অঙ্গ নিদ্রায় আবর্তন হেতু অলস ও শিথিল ; সুতরাং, সখী, আমরা জানিনা সেই পুষ্পশর আজ কাহার প্রতি সন্তুষ্ট।

৫৫। ওগো রাধে, আমি জলমগ্ন হইয়া প্রেমভরে একটি নারীকে আলিঙ্গন করিয়াছি—এই মিথ্যাকথা আজ তোমাকে কে বলিল ? তুমি বৃথা কষ্টভোগ

করিতেছ। এইরূপে শয্যায় কৃষ্ণের স্বপ্নোক্তিসমূহ শুনিয়া রুক্মিণী দুর্লভরে যে কণ্ঠাশ্লেষ শিথিল করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

৫৬। চন্দ্রচূড়চরিত সমাপ্ত হইলে বিবিধ রাজোচিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে চাণক্যচন্দ্র অন্তরঙ্গ কবিকে শক্ররাজগণের তিনটি শিরোরত্ন, দুই লক্ষ তপ্ত-স্বর্ণখণ্ড, তিন লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ও একশত গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

৫৭। যাহার প্রান্তভাগ নৃত্যপরায়ণ বেতালসমূহে পরিবেষ্টিত ও ভীষণ, যেখানে ভয়ঙ্কর ডাকিনীগণ উচ্চ শব্দে ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে অনবরত প্রেতিনীগণের উল্লম্ফনের লীলা চলিতেছে, যেখানে ক্রীড়ারত শূকরগণকর্তৃক কবলিত মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নে আসক্ত গৃধ্রকুল নরাস্থি আকর্ষণ করিতেছে সেই শ্মশান দৃষ্ট হইলে কেন (লোকের) আনন্দ জন্মায় না ?

৫৮। চক্ষুর অগোচরে একশত নদী আছে, যাহাদের জল স্পর্শ-মাত্রেই কৃতার্থ ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করেন। কিন্তু, এই গঙ্গা, যাহা দৃষ্ট হওয়ামাত্রই সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করে, কোন কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন, কোথাও কর্দমাক্ত জলবিশিষ্ট, কোথাও বা অতি অল্প জল থাকায় শোচনীয় হইয়াছে।

৫৯। নিতম্বিনী নারীর করতলের শোভাবিশিষ্ট পত্র উন্মীলিত না হউক, পুষ্পসমূহ হইতে মৃগনাভির ন্যায় মধুর সৌরভ নির্গত না হউক, মধুর ফলসম্ভার জাত হয় নাই; তথাপি প্রশংসনীয় অশ্বত্থের জীবন সুখেই অতিবাহিত হইয়াছে।

৬০। যিনি বহুবার শত্রুনারীগণের এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নীবীবন্ধ শিথিল হইয়াছিল, কপালে তিলক ছিল না, কঙ্কণ ক্বণিত হয় নাই, নূপুররব স্তব্ধ হইয়াছিল, বলয় ও মাল্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কজ্জল ধৌত হইয়াছিল, দীপ্ত হার দোলায়মান হয় নাই, হাস্য অবসিত হইয়াছিল, কেশ আলুলায়িত হইয়াছিল এবং সিন্দুরবিন্দু লুপ্ত হইয়াছিল।

৬১। কুমারী অবস্থা হইতে সেবিত, ঘনবেতসশোভিত মুরলা নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহের কথা নিয়ত উৎসুক চিত্তে স্মরণ করিতে করিতে সুভ্রূ নারীর পতির ক্রীড়াদ্বারা অস্থিভঙ্গ, উপহাসহেতু মর্মপীড়া, শৃঙ্গার হেতু সাতিশয় ব্যথা ও চাটুবাক্যের দ্বারা স্বকর্মত্যাগের কথা মনে উদিত হইতেছে।

৬২। পত্রগুলি কীটদষ্ট, বন্যগজগণ শাখাগুলিকে নির্মূল করিয়াছে, করিশিশুগণ বল্কলগুলি আস্বাদন করিয়া সেগুলিকেও ত্যাগ করে নাই; পিপুল গাছটির শুধু কাণ্ড অবশিষ্ট আছে, তাহাতেও চারিদিকে শীতার্ত গ্রামবাসিগণ কুঠারপাতের পরামর্শ করিতেছে।

৬৩। বৃহৎ আকার, সুগন্ধ ও অতিশয় মিষ্টতাহেতু জগতে ক্ষুধার্ত ঔদরিকগণ তোমার সেবা করে। হে পনস, সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া আমরা, ভবিষ্যতে যে কুফল প্রত্যহ স্বাস্থ্যহানি জন্মায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করি না।

৬৪। প্রেমপূর্ণ বাক্য, কাতর দৃষ্টি, শিরস্থ অঞ্জলি, পাদপতন—দেবীর প্রসাদনের এই সকল উপায় আছে। কিন্তু, পুষ্পশরের জ্বালায় স্ফুটিতকোমলহৃদয়া ঐ সুন্দরী যাহাদ্বারা জিত হইতে পারেন আমার তাহাই নাই।

৬৫। শাখাগুলির বিস্তার গগনস্পর্শী, পুষ্পসমূহের সৌন্দর্য রক্তপদ্মের ন্যায়—শাল্মলিবৃক্ষের এত সৌন্দর্য যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; তথাপি হায়, ইহার তন্তুযুক্ত ফল অখাদ্য।

৬৬। ধোয়ীর ১৪ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬৭। তোমার বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘনপত্রে স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র তালগাছগুলি সূক্ষ্মগাছ[১]গুলিকে বলিতেছে, "দীর্ঘজীবী হও; তুমি প্রসন্ন হইলে নিঃস্ব শ্রোত্রিয়গণের নিষ্ঠুর পত্নীগণের কণ্ঠযুগলে স্বর্ণকুণ্ডল শোভিত হইবে এবং তাঁহারা আমাদের কোমল পত্রকে মুক্তি দিবে।"

৬৮। ইহার নেত্র ভয়ে নিমীলিত, নীবী নিয়তকম্পমান, কটিভূষণ মণিমুখরিত, মুখশ্রী (উষ্ণ) শ্বাসে শুষ্ক, (আমার) নিবিড় বাহুবন্ধনে নির্ভয়ে আমার অঙ্গলগ্ন হইয়া এই বিশালাক্ষী যেন আমার দেহে প্রবেশ করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছে।

৬৯। বামনের পদক্ষেপে আবৃত এই ভূমণ্ডল সামান্য; বক্ষের দ্বারা যে স্থানে সর্পগণ বিচরণ করে সেই নাগলোক স্বল্পস্থানব্যাপী। যে আকাশে সূর্যসারথি একদিনে পরিভ্রমণ করে তাহাও স্বল্পমাত্র। যাহার যশ এইরূপ ভাবিয়াই যেন লজ্জায় ত্রিভুবনব্যাপী হইয়াও তৃপ্ত হয় না।

১। নির্মলী গাছ।

৭০। প্রবলতৃষ্ণাক্লেশে অন্ধ ভাই পথিক, মরীচিকাময় অবাস্তব জলপূর্ণ এইগুলির উদ্দেশ্যে তুমি কেন ধাবিত হইতেছ? এগুলি মরুভূমির নিষ্ঠুর প্রান্তদেশ যাহাদ্বারা নিজের ও পরের উপকারী জল প্রচ্ছাদিত থাকে; সমস্ত জল পাতালতলে থাকে না।

৭১। হে কুরঙ্গ, অনঙ্গভূমির নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তভাবে বাস কর, পুনরায় মরুভূমিতে গমনের অভিপ্রায় করিও না। সেখানে অত্যন্ত বাহুবলবিশিষ্ট কয়েকজন মাত্র লোক দৃঢ় রজ্জুসমূহদ্বারা বদ্ধ পাত্রের সাহায্যে কূপের জলবিন্দু লাভ করে।

৭২। যিনি পথে কোন নারীকর্তৃক ভ্রূ-বিলাসের দ্বারা, কোন রমণী কর্তৃক স্মিতহাস্যপ্রভায় গোপনে সম্মানিত হইয়া থাকেন, সেই কংসারির যে দৃষ্টি গর্বোন্মেষের দ্বারা উপেক্ষাপরায়ণ শ্রীযুক্ত রাধাবদনে সভয়ে ও সানুনয়ে পতিত হইয়াছিল সেই দৃষ্টি জয়লাভ করিতেছে।

৭৩। যেহেতু পুলকিতা হইয়া তুমি ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু নিমীলন পূর্বক মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতেছ, অপাঙ্গে সঙ্কুচিত নয়নে অবজ্ঞাভরে পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ, বক্র বেশ ও বচন বিন্যাস অভ্যাস করিতেছ সেইজন্য, আমার মনে হয়, তুমি কি কোনও নাগরিকের স্থানে গিয়াছিলে?

৭৪। প্রভূত বিত্তশালী ব্যক্তিগণের অনুগ্রহের অভাব হেতু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের পত্নীরা নাগরীগণের নিকট হইতে কার্পাসবীজ দ্বারা মুক্তা, শাকের পত্রদ্বারা মরকতখণ্ড, পক্ব অবস্থায় উদ্ভিন্ন ডালিমের অভ্যন্তর দ্বারা রত্ন, অলাবু-পুষ্পদ্বারা রূপা এবং কুষ্মাণ্ডলতার প্রস্ফুটিত পুষ্পদ্বারা স্বর্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতেছে।

৭৫। ইহা মৃণালহার, সর্পরাজ নয়; ইহা চন্দন, ভস্ম নয়; গলায় নীলপদ্মদলশ্রেণী, গরল নয়। হস্তে শ্বেতপদ্ম শোভিত হইতেছে, কপাল নয়। হে মদন, শিবের প্রতি ক্রোধবশতঃ অনভিজ্ঞ তুমি কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিতেছ?

৭৬। মস্তকে নীলপদ্মের মালা, নেত্রদ্বয়ে কজ্জল, কর্ণযুগলে তাপিচ্ছপুষ্প, গণ্ডস্থলে কস্তুরীর পত্রভঙ্গ—(এইরূপে সজ্জিতা) হৃষ্টা স্মরদুর্বিনীতা রমণীগণ

অভিসারের আশায় বিশ্বের আলোকাপহ নিন্দিত অন্ধকারকেও প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছে।

৭৭। প্রিয়সখি, তোমার এই যে মৌন, মুখে যে হাস্য দেখা যায় না, দৃষ্টি যে অব্যক্ত, তুমি যে অভিমুখে থাকিতেছ না—উপান্তগণের ঈদৃশ ঔদাসীন্যে প্রশ্রয় না পাওয়ায় নূতন পরিজন হৃদয়ে অসন্নিহিত হইয়া যায়।

৭৮। হে শশাঙ্ক, ত্রিভুবনের যে উত্তাপ (তোমাকর্তৃক) প্রশমিত হইয়াছে, রজনীর যে গ্লানি দূরীকৃত হইয়াছে, নভোমণ্ডলের যে অন্ধকার-তরঙ্গ-সমূহ স্মৃতির বিষয়ীভূত হইয়াছে, জলধির যে কৃশত্ব দূরীভূত হইয়াছে, কুমুদসমূহের যে মোহ অপহৃত হইয়াছে তাহার সমস্তই এই দুঃখী জনের মধ্যে কেন একত্রীকৃত হইয়াছে?

৭৯। যাহার আলবালচক্র বাজপত্নীর ভৃঙ্গারের বিরহে কাতর ও সুধা-সদৃশ জলের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেই কোমলকিসলয়যুক্ত দ্রাক্ষালতাকে উদ্‌গ্রীব উষ্ট্র দশনার্ধ প্রকট করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছেদন করিতেছে।

৮০। গিরিজার চরণযুগলের সেই ধূলিকণাগুলি তোমাদিগকে রক্ষা করুক—যেগুলিকে শিব (স্বশরীরে) ধারণ করেন, যেগুলির দ্বারা তাঁহার শিরোগঙ্গা বালুকাময় হয়, যেগুলি বালেন্দুর কিরণে আর্দ্র কেতকদলে পরাগরূপে শোভা পায়, যেগুলির দ্বারা কৈলাসের উপবনপ্রান্তে অশোকপুষ্পোদ্গমের জন্য ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়।

৮১। যে কৃষ্ণ দ্বারকার রত্নশোভামণ্ডিতসমুদ্রযুক্ত মন্দিরে রুক্মিণীকর্তৃক প্রবল পুলকের সহিত আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণের যমুনাতীরস্থ স্নিগ্ধ বেতসকুঞ্জে রাধাকেলির সৌরভজনিত ধ্যানমূর্ছা বিশ্বকে পালন করুক।

৮২। অসম্পূর্ণ।

৮৩। হে রাজন্, এখন আপনার মৃগনয়না অন্তঃপুরিকাগণের সাতিশয় নিদ্রাহেতু অবশ বাহুলতার চামরব্যজন নিরস্ত হউক। শিশিরকণাবাহী, প্রাসাদের গবাক্ষপথে আগত এবং সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মপরাগপূর্ণ এই বায়ু প্রভুকে সেবা করিতেছে।

৮৪। রাত্রিতে ওষধি দীপ্ত হয়, অগ্নিও (অধিকতর) ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রে জ্যোৎস্না শোভিত হয়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তেজ ধারণ করে। তাহা ছাড়া,

কীট (বিশেষ) তেজঃকণিকা ধারণ করে। ঐ সকলই তেজোনিধির দীপ্তির প্রতিফলন।

৮৫। ওগো সরলে, শব্দায়মান মেঘপুঞ্জ বারিবর্ষণ করিতেছে, তুমি ধারাগৃহে নাই। অয়ি প্রতিকূলভাষিণী, মেঘ গর্জন করিতেছে, তোমার দ্বারস্থিত গজগণ গর্জন করিতেছে না। এইরূপে মেঘাচ্ছন্ন দিন যাপিত হইয়াছে। পুনরায় নীপ-সুবাসিত বায়ূ প্রবাহিত হইলে সেই রাজপুত্রী কাহার দ্বারা প্রতারিত হইবে?

৮৬। মলয়গিরির প্রান্তভাগস্থ লতাসমূহের নবপল্লবভঙ্গজাত ক্ষীরের গন্ধবহনকারী, নর্মদাতীরবারির ঈষৎ চঞ্চলতাজনক এবং গুপ্তস্থানে পাণ্ড্যদেশের নারীগণের পরিচিত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

৮৭। হে দেবি, এই বাক্যাবলী অত্যন্ত প্রণয়চাতুর্য অবলম্বন করিতেছে। আমার প্রাণসর্বস্ব তুমি আমার একমাত্র প্রিয়া।

৮৮। এই মৃগনয়না রমণীর ভ্রূলতা চঞ্চল, নেত্র স্নিগ্ধ ও চটুল, অধর স্মিতস্নিগ্ধ, গতি ধীর, অঙ্গসঞ্চালন অলস, দেহবল্লীর নতোন্নত অংশসমূহ স্বভাবতঃই স্পষ্ট; ইহার কি মনোগত ভাব লাস্য হেতু প্রকট হইতেছে?

৮৯। যিনি সকলের জাগরণের ব্যবস্থা করিতে করিতে আনুষঙ্গিকভাবে স্বকীয় সরোরুহসমূহের শ্রীবিধান করেন, সেই ভগবান্ সূর্য উত্তপ্ত হইলেও সেবিতব্য। যাহার উদয়ে শুধু তাহার বন্ধু কুমুদই জাগ্রত হয়, কিন্তু এই সমগ্র জগতের শির ঘূর্ণিত হয়, সেই শশাঙ্ক শীতল হইলেও তাহার কি প্রয়োজন?

৯০। তমালবৃক্ষের লতাসমূহে সর্প আছে, বৃন্দাবন বানরসঙ্কুল, যমুনাজলে কুম্ভীর ভাসিতেছে, গিরিসন্ধিসমূহ ভীষণমুখবিশিষ্ট ব্যাঘ্রপূর্ণ—যিনি গোপকুমারগণকে এইরূপ বলিতেছিলেন তাঁহার সতৃষ্ণ ও হাস্যপূর্ণ গোপবধূগণের নিষেধকারী নয়নাকুঞ্চন তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

৯১। চন্দ্র জীবিত থাকুন—তিনি আকাশ-সাগরের পদ্ম, অমৃতসেকপূর্ণ ধারাগৃহ, শৃঙ্গারতরুর পুষ্প, শিবের শিরোভূষণ মুক্তামণি, কালসদৃশ অন্ধকারে অভিভূত কুমুদসমূহের অপমৃত্যুনিবারক এবং অনঙ্গরাজ্যের মঙ্গলকারী শান্তিবিধায়ক দ্বিজ।

৯২। আকাশের অর্ধভাগে তপন প্রজ্বলিত, বনভূমি দাবানল-গ্রস্ত, ধূম-পুঞ্জে দিঙ্‌মণ্ডল অদৃশ্য, চতুর্দিকে পথ শিলায় বন্ধুর—এই অবস্থায় রক্তাক্ত ওষ্ঠে হরিণ যথাশক্তি ধাবমান হইলে ব্যাধও দয়াপরবশ হইয়া ধনুকে শর-সংযোজন করিল না।

৯৩। শিবের সেই চন্দ্রকলা তোমাদের মঙ্গল করুক যাহার গঙ্গাপতিত প্রতিবিম্ব তরঙ্গসমূহের সংস্পর্শে নানারূপ কুটিলভাব ধারণ করে, যাহার প্রতি কার্তিকেয় পতাকাপটের অভিলাষে, দুর্গাদেবী মল্লিকামালার আকাঙ্ক্ষায় এবং সর্পরাজ স্বীয় বধূ ভ্রমে দৃষ্টিপাত করে।

৯৪। তরুণ সুধাংশু জয়লাভ করিতেছে—ইহা রাত্রির নখচিহ্ন, মদনের জয়াবহ ধনু, অসতীনারীর হৃদয়ের ক্রকচ, চকোরসমূহের সৌহার্দের বীজাঙ্কুর, চোররূপী গজগণের অঙ্কুশ, মন্দাকিনীতে শোভমান রোহিত মৎস্য এবং অন্ধকার সমুদ্র তরণের নৌকাস্বরূপ।

৯৫। ত্রিপুরারির কর্ণ মধুর বাক্যে আসক্ত, দৃষ্টি মুখচন্দ্রে নিপতিত, জিহ্বা স্বাদু বিম্বাধরমধুতে মগ্ন, নাসিকা নিজের সুগন্ধে নিবিষ্ট, দেহও গিরিজার গাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দে বিলীন।

৯৬। দেবাসুরের সদ্যবিধ্বস্ত রক্তাক্ত শিরসমূহে রঞ্জিত পদ্মমালা যিনি দেহে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার চর্মবসন ঘন শোণিতার্দ্র, যিনি একসঙ্গে ত্রিভুবন-গ্রাসের লোভে মুখব্যাদান করিয়া আছেন এবং যিনি কালরাত্রির কুচকুম্ভ আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছেন সেই ভৈরবের আনন্দ জয়লাভ করুক।

৯৭। সমুদ্রমন্থনে ব্যগ্র দেবগোষ্ঠীর প্রতি অনাসক্ত (অথচ) কৃষ্ণের মুখচন্দ্রে আসক্ত লক্ষ্মীর দৃষ্টি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

৯৮। এই অশ্বত্থবৃক্ষ সাক্ষাৎ কোন আনন্দদান করে না, আদর করিয়া (কাহারও) বিপদ দূর করেনা, সান্ত্বনাবাক্যে মনীষিগণের কর্ণ তৃপ্ত করে না; শুধু সেই ভগবান্ লক্ষ্মীপতির অধিষ্ঠান হেতুই সে দুঃস্বপ্নের কথা বলিলে তাহা নষ্ট করে।

৯৯। হে ম্লেচ্ছরাজ, সাধু, সাধু। আপনার মাতাই বীরপ্রসবিনী। নীচবংশজাত হইলেও আপনার ন্যায় লোকের দ্বারাই পৃথিবী সুক্ষত্রিয় হইয়া আছে, (কারণ) মারাঙ্কমল্লদেব (লক্ষ্মণসেন) সম্মুখে যখন কুপিত হইয়া

অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন আপনার রসনা হইতে 'অস্ত্র', 'অস্ত্র' এই শব্দগুলি নির্গত হইয়াছিল।

১০০। যে মধুসূদন কেলিনিমিত্ত গোপালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তৎ-কর্তৃক সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্তমান গাভীসমূহের আহ্বান নিমিত্ত উচ্চারিত সংকেতনামগুলি, যেগুলি সহসা গোপীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধ মন্ত্রস্বরূপ, এবং তাঁহার বংশীধ্বনি, যাহাদ্বারা বৃন্দাবনপ্রিয় হরিণকুল আকৃষ্ট হয়, চতুর্দিকে তোমাদের সৌভাগ্যবিধান করুক।

১০১। কোন বৃক্ষ পুষ্প-প্রস্ফুটনকালে সুগন্ধি হয়, কোন পাদপ ফলোদ্গমে আমোদিত হয়, কোন তরু ফল পক্ক হইলে সুরভি হয়। কিন্তু একমাত্র আম্রবৃক্ষ হইতেই পুষ্পোদ্গম হইতে ফল পাক পর্যন্ত সুগন্ধ নির্গত হয়।

১০২। যে কার্তিকেয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বিচরণ করে, গণেশের প্রতি মস্তক অবনত করে না, বিনীত দেবগণের প্রতি বিশেষ আদর পোষণ করেনা; অধিক কি, যে পার্বতী দেবীকে প্রণাম করে না, সেই অকপট ক্ষীণ ভৃঙ্গীর একনিষ্ঠ ভক্তি জয়লাভ করে।

১০৩। (এই) মৃগনয়না নারীর পয়োধর-প্রান্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ নখব্রণাঙ্কিত, বক্ষের স্থানে স্থানে চন্দন স্খলিত, নেত্রদ্বয় বিচিত্র কজ্জললিপ্ত, অধর লুপ্তরাগ, গতি ক্লিষ্ট ও মন্থর, অঙ্গ রতিসংগ্রামের অবসানে অলস—প্রভাতে তাঁহার ঈদৃশ অঙ্গ জয়লাভ করুক।

১০৪। জিহ্বা স্বাধীন, কতক শব্দ জ্ঞাত, কোথাও রাজা নিয়ামক নহেন, সভা শান্ত, জগৎ স্বতন্ত্র। অতএব, হে কবিগণ, তোমরা ইচ্ছামত প্রতিগৃহে 'আমরা' 'আমরা' বলিয়া হুঙ্কারপূর্বক গর্জন কর; আমরা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি।

১০৫। প্রভু, সম্প্রতি সেই বালিকা হারকে পাশের ন্যায় ছেদন করিতেছে, অগ্নিকল্প রত্নমালা ধারণ করিতেছেনা, কণ্টকের আশঙ্কায়ই যেন কলিকাশয্যায় বিশ্রাম করিতেছে না, গাঢ় চন্দনরস দর্শনে উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং মৃণালবলয়কে যেন সর্প মনে করিয়া ত্রস্ত হইতেছে।

১০৬। যাঁহার অর্ধদেহে পার্বতী বিরাজমানা, তুষারখণ্ডসমূহে প্রবহমানা

নদী যাঁহার শিরে শোভিতা এবং যিনি হিমাংশুর কলা ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই শিব তোমাদের আধি হরণ করুন।

১০৭। হূণরমণীগণের চন্দ্রের স্থায় পাণ্ডুর ও মধুর শ্রীযুক্ত কপোলে কুঙ্কুমানুলেপন অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহাদের পরিণত বিল্ববৃক্ষের স্থায় গৌরবর্ণ কুচমণ্ডলে রক্তবর্ণ ও নবসান্ধ্যরশ্মির সুন্দর পট্টাংশুক শ্রী ধারণ করিতেছে।

১০৮। সম্প্রতি হংসগণ পক্ষপুটে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া শয়ান, জ্যোৎস্নাতৃপ্ত চকোরীগণ সহচরগণের সহিত নিদ্রিত, মধুমত্ত ঘূর্ণিত মধুকরগণ কুমুদাভ্যন্তরে স্থিত; ঐ ময়ূরগণ উচ্চ গিরিশিখরে বহির্গত হইতেছে। এই দিনটি মেঘপুঞ্জহেতু কৃষ্ণচ্ছায়াচ্ছন্ন, এই বালা তথাপি উৎসুক। সখী, ফুলের জন্য তুমি যমুনাপুলিনে যাইতেছ, যাও; আমার (তাহাতে) কি দুঃখ? কিন্তু, বক্ষস্থলে একটি সদ্য তীক্ষ্ণ কণ্টকেব ক্ষতচিহ্ন দর্শনে কুটিল ব্যক্তি যে অনুরূপ আশঙ্কা কবিবে, ইহাতেই আমি ব্যাকুল হইয়াছি।

কেশব ভট্টাচার্য

বাক্যবিন্যাসের পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, দূরে থাকুক তোমার অঙ্গ-আলিঙ্গনের সম্ভাবনা; কিন্তু, বাবংবার প্রণামপূর্বক আমি এই প্রার্থনা করি যে, পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্বক আত্মীয়গণনার সময়ে আমার জন্যও একটি রেখা যেন থাকে।

কেশবচ্ছত্রী

আহা, মধুর বংশীধ্বনি (শ্রবণে) মত্ত গোপগণ যখন অনিমেষ লোচনে মুকুন্দকে যেন নিঃশেষে পান করিতেছে, তখন কোমল তৃণভক্ষণে লুব্ধ ধেনুগুলি বহুদূরে যাইয়া গোবর্ধনপর্বতের গুহাস্থ জলপাত্রসমূহে প্রবেশ করিয়াছে।

কেশবসেন

১। যাহার চন্দ্রাভ যশোরাশিদ্বারা চামর-সৌন্দর্য দূরীভূত হইয়াছে, কমলকান্তি বলপূর্বক অপহৃত হইয়াছে, বীরের শঙ্খ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, হার

কণ্ঠভারে পরিণত হইয়াছে, হাস্যের দীপ্তি লুপ্ত হইয়াছে, পুষ্পসম্ভার পরাভূত হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার কীর্তি নিহ্নুত হইয়াছে।

২। "আজ রাত্রে উৎসবে আমাকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সে শূন্য গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগণ মদ্যপানে প্রমত্ত, কুলবধূ একাকী কেমন করিয়া যাইবে? সুতরাং, বৎস, তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও"—যশোদার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে রাধা ও মাধবের হাস্যপূর্ণ, অলস ও মধুর লোচনরাজি জয়লাভ করিতেছে।

৩। যাঁহার যশের বিবর্তহেতু কৈলাসের সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, পূর্ণচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়াছে, শেষনাগ আচ্ছাদিত হইয়াছে, গঙ্গাতরঙ্গ শোভা ধারণ করিতেছে না, ক্ষীরসমুদ্র পীত হইয়াছে, দেবরাজের হস্তী বলপূর্বক অপহৃত হইয়াছে এবং সেই একদন্তবিশিষ্ট ভগবান্ দন্তহীন হইয়াছেন।

৪। লক্ষ্মীর পাণ্ডুর স্তনপরিসরে হরি লোচনযুগল নর্তিত করিয়াছিলেন; তিনি যেন ঔৎসুক্যবশতঃ পূর্বে বরণমাল্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬। ত্রিপুরারির লীলাগৃহের প্রদীপ, আকাশগঙ্গার কেলিহংস, মদনের উল্লাসের মূল, প্রণয়কলহক্লেশের ধ্বংসকারী চক্র, কুমুদের অদ্বিতীয় সখা, তিমিরসাগরের প্রদীপ্ত বাড়বানল, লক্ষ্মীর কেলিকমল ও ক্ষত্রিয়গণের বংশের মূল হিমাংশু জয়লাভ করিতেছে।

৭। মধুসূদনের দংষ্ট্রা চিরকাল তোমাদিগকে পালন করুক; যে দংষ্ট্রা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলে 'ইহা চন্দ্রকলা' এই মনে করিয়া নাগিনীগণ কর্তৃক লোচনপদ্মদ্বারা অর্চিত হইয়াছিল, 'ইহা আমার ভার দূর করিতে সক্ষম' ভাবিয়া নাগকর্তৃক সানন্দে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা মৃণালের আশায় দিঙ্নাগগণ কর্তৃক প্রসারিত বিস্তৃত শুণ্ডদ্বারা স্পৃষ্ট হইতেছে।

গদাধরবৈদ্য

১। ইহা হইতে ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মিয়াছিলেন, ইহা অমৃতপায়ী দেবগণের মস্তকে স্থান পাইয়াছে, ইহা লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান; সুতরাং, হে শশাঙ্ক, এই ভুবনবিশ্রুত পঙ্কজের প্রতি তুমি যে দীর্ঘকাল যাবৎ হিংসা পোষণ করিতেছ তাহা তোমার মূর্খতা।

২। হে ব্যাধ, (আমি) কৃতাঞ্জলি হইয়াছি; পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবিকা নাই কি? তুমি পশু-পক্ষিগণকে নিহত করিয়া এই অরণ্যকে কেন বাক্‌শূন্য করিতেছ?

৩। হে মহিষ, দীর্ঘকাল তুমি ইচ্ছামত ইহার জলে আশ্রয় গ্রহণ কর; ইহাকে ও বনকে তাণ্ডবিত কবিও না, কারণ এই নির্মল দীর্ঘিকা তোমাব দুষ্কর্মেব দ্বারা বারম্বাব বিধ্বস্ত হয়।

৪। হে সর্পগণ, আমাদেব প্রতি ফণা ধারণ করিবাব প্রয়োজন কি? নেত্রঘূর্ণনেই বা কি লাভ? অবিরাম গর্জন নিষ্প্রয়োজন, বিষোদ্গাব নিষ্ফল। ঐ প্রকাণ্ড কোপাবেগের কি প্রয়োজন? আমরা যে ভগবান্ গরুড়ের স্তুতি কবি।

৫। কুঞ্জমধ্যে এই জাগবণ, কামদেবের সেবা, মুখমদিরাদ্বারা অতিথির তৃপ্তিসাধন—আমাদেব ইহাই ব্রত। শত শত খড়্গ পতিত হউক অথবা শিরশ্ছেদ হউক; (তথাপি) বৎসে, স্বীয় কুলেব পথ তোমাব একটুকুও উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

৬। হে সবোজ, নিশাপতি, ত্রিভুবনবাসী জীবের নয়নানন্দকর, দিগ্‌বধূগণের মুখম্লানিমানাশক সুধাসাগর এই (চন্দ্র) উদিত হইলে তুমি যদি মুখ ঢাকিয়া বাখ তাহা হইলে কি শিবেব এই শিবোমণির যশ সকলে গাহিবে না?

৭। হে বিধাতা, তোমাকে ধিক্। জন্ম হইতেই যাহার অন্ধকারে হৃদয়ের কুটিলতা প্রকাশিত হয়, যাহার মুখে বাক্‌স্ফূর্তি গ্রামের ধ্বংসেব কারণ, শ্মশানবৃক্ষ প্রায়শঃই যাহাব প্রিয় সেই মলিন, নিষ্ঠুর পেচককে তুমি কেন সৃষ্টি করিয়াছ; সৃষ্টি করিয়া কেনই বা তাহার আয়ু কল্পান্তব্যাপী করিয়াছ?

৮। পৃথিবীকে একটি সমুদ্রে পরিণত করিলে নিখিল জগৎকে নির্জন করিয়া কালীর সহিত খেলিতে খেলিতে বলপূর্বক বিহরণ ক্রমে অট্টহাস্য কবিয়া দন্তপ্রভায় অন্ধকার দূরীভূত হইলে নিজদেহের ছায়া দর্শনে সক্রোধে 'তুমি কে, তুমি কে, বল' যিনি এই বলিয়াছিলেন সেই ভৈরব তোমাদিগকে অভয়দান করিতে করিতে বিচরণ করুন।

৯। বল ইহা কি, ইহার কি জাতি, কয়টি কড়ি দিয়াই বা ইহা পাওয়া যায়, ইহার প্রয়োজনীয়তা কি—আহা, পদে পদে এইরূপে গ্রামবাসিগণ যাহার

প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেছে, সেই রত্নটি হাতে নিয়া বণিক্ বিষাদগ্রস্ত হইতেছে।

১০। বৃক্ষগুলির মধ্যে কতক দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে, কতক ঝঞ্ঝাঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতক বজ্রাঘাতে মরিয়া গিয়াছে। হে আম্রবৃক্ষ, শ্রান্ত জনের আশ্রয় একমাত্র তুমিই বিজয়ী হইয়াছ। দৈবকে ধিক্, তোমার মধ্যেও কীট-সমূহ প্রবেশ করিয়াছে।

১১। পরমপুরুষের নেত্রস্বরূপ, কমল ও কুমুদের আনন্দদায়ক, অন্ধকার-নাশক সূর্য ও চন্দ্রকে সৃজন পূর্বক রাহুগ্রহকে সৃষ্টি করিয়া, হে বিধাতা, তুমি কেন নিজেকে এমন অখ্যাতিভাজন করিয়াছ ?

১২। যখন মুরারি গরুড়কে দূরে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, গ্রহসমূহ বাহু বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, দিক্‌পতিগণ বায়ুকে বারণ করিয়া নত হইয়াছিলেন তখন যে শিবের সর্পরূপী হারলতা নিশ্চল হইয়াছিল, ভালেন্দু স্থির হইয়াছিল, স্বর্গগঙ্গা অচলপ্রবাহা হইয়াছিল এবং যাঁহার চিত্ত গভীর সমাধিমগ্ন ও শান্ত ছিল সেই শিব ত্রিভুবন রক্ষা করুন।

১৩। হে গিরীশতনয় মৈনাক, তুমি গজসমূহকে দেখিলেনা, চমরীর পুচ্ছ-বায়ু ভোগ করিলে না, মস্তকের নিকট ছত্রাকার শশাঙ্ককে লাভ করিলে না; দৈবকে ধিক্, সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন থাকিয়াই তোমার বয়স বাড়িল।

১৪। হে পদ্মগণ, এই মধুকরের কার্যকলাপকে আমরা ধিক্কার দেই, যে তোমাদের নৈশ দুরবস্থা দেখিয়া কুমুদসমূহের সঙ্গে গোপনে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে। একমাত্র তোমরাই প্রশংসনীয়; কারণ, প্রভাত হইলেই তোমরা একইরূপ উল্লাস প্রকাশ কর, সেইরূপই সখ্য দেখাও এবং পূর্বের ন্যায়ই নিজকোষ (মধুকরকে) দান কর।

১৫। যাহাতে ধূমোদ্গারহীন অগ্নি শোভিত হইতেছে, যাহা পঙ্কলেশহীন বারিতরঙ্গযুক্ত, পাপস্পর্শশূন্য উজ্জ্বল কপালবিশিষ্ট, যেখানে অস্তহীন নিশানাথ বিরাজমান এবং যাহা প্রাণিহিংসায় অনভিজ্ঞ সর্পমালাবিভূষিত শিবের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত শির তোমাদের মঙ্গলপরম্পরা রক্ষা করুন।

১৬। যিনি শুধু জগতের জন্যই বাক্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নিজে বাগ্‌যত, যিনি বিশ্বের জন্য ভোগ্যবস্তু সমূহ বিস্তার করেন, কিন্তু যাঁহার নিজের

ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি ত্রিভুবন রক্ষার্থে অস্ত্রসমূহ ধারণ করেন, কিন্তু নিজের দেহধারণে উদাসীন, সেই পরোপকারব্রতী যোগেশ সদাশিব আপনাদের মঙ্গল করুন।

১৭। হে পথিক, এই সরোবরের জল কৃষকগণ কর্তৃক নিঃশেষে অপসারিত হইলে, মৃণালগুলি শূকরসমূহ কর্তৃক ভক্ষিত হইলে, তীরতরু দাবানলে দগ্ধ হইলে ইহা শুধু তোমার শোকের নিমিত্তই তোমাকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে।

১৮। নরসিংহরূপী দেবতার দেহ রক্ষা করুক ; যে দেহে কেসর অবনমিত হইয়াছে, যাহাতে রোমহর্ষ উদ্ভূত হইয়াছে, যে দেহ এবম্ভূত হইলে দুইজনের কথোপকথন অর্ধস্খলিত হইয়াছে, যাহা গর্জনহীন, যাহা হইতে ভ্রূকুটি দূরীভূত হইয়াছে, যাহাতে নয়ন আর্দ্র, হস্তযুগল ঘর্মাক্ত, নখপ্রভা ম্লান হইয়াছে, যাহা অঙ্গপ্রান্তে শোভাধারণ করিয়াছে এবং যাহাতে ভীতিকর ভাব প্রশমিত হইয়াছে।

১৯। অমৃত ও বিষের দ্বারা যাঁহার ভোজন একরূপ, স্বর্গে ও শ্মশানে যাঁহার স্থিতি অবিভিন্ন, জল ও অনলের বহন যাঁহাকর্তৃক এক প্রকারই অনুভূত হয়, যিনি ঐশ্বর্য ও ভিক্ষার সহিত কালযাপন করেন, যিনি সর্বত্র সমভাবাপন্ন আত্মারাম সেই দেবতা শিব তোমাদের ভববন্ধন ছিন্ন করুন।

২০। আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া এবং রোমাঞ্চিত দেহে মস্তক কম্পন করিতে করিতে তুমি সমুদ্রের যশোগান কেন করিতেছ ? ইহা সর্প, কুম্ভীর ও মকরের সখা, ইহাদ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন ? ইহাতে গুণযুক্ত যে মণিসমূহ লাভ করা যায়, উহাদিগকে নমস্কার।

২১। (তোমার) মূলদেশের গর্তে সর্প (আছে), (তোমার) দেহ কীটসমূহে পূর্ণ, (তোমার) শিরোদেশ গৃধ্রসমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট, অধোদেশ কণ্টকপূর্ণ। হে তরু, অপথভাক্ তোমার এই (সব) জানি ; তথাপি, এই পাদপহীন স্থানে একমাত্র তুমিই আশ্রয়।

২২। পান্থজনের ক্লেশনাশের জন্য জলধারণ, ভ্রমরশ্রেণীর আনন্দের নিমিত্ত পদ্মসঞ্চয়, সিতাংশুর প্রীত্যর্থে মৃণালধারণ ; সেই মূল্যবান্ সরোবরের কথা (আর কি বলিব)—যাহার তীরজাত স্নিগ্ধদর্শন তরুও দূর হইতেই আমাদের নয়নশ্রম হরণ করে।

২৩। বিশ্বেশ্বরের যে অশেষ শরাগ্নি চতুর্দিকে ধূমজালের যবনিকা বিস্তার করে, বৃহৎ স্ফুলিঙ্গস্থলে পুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ করে, গৃহোপরি পদ স্থাপন করে এবং যাহা সুবিস্তৃত ময়পুরে রুদ্রদত্ত অঙ্গরাগে ব্যাপ্ত সেই শরাগ্নির তাণ্ডব আমাদিগকে পবিত্র করুক।

২৪। কমলবন নিমীলিত হউক, বৃক্ষসকল বিদলিত হউক; গজগণের গণ্ডস্থলে দাননদীসমূহ শুষ্ক হউক; আমরা সেই ভ্রমর যাহাদিগকে, পালনার্থে, গজানন ভগবান্ (স্বীয়) গণ্ডস্থল দান করেন।

২৫। ওহে গুরুভুজঙ্গ, তুমি যে স্কন্দের ময়ূরের প্রতি হেলাভরে দৃষ্টিপাত কর অথবা গরুড়কে যে ঘৃণাভরে অবলোকন কর এবং স্বেচ্ছায় ভূধরী লেহন করিয়া সবল হও, সেইজন্য তোমার জন্মকেই আমরা প্রশংসা করি।

২৬। ক্রোধভরে বসুধাতলে শিথিলভাবে চরণ স্থাপন হেতু নিরালম্বভাবে রথ নিম্নে পাতালে পতিত হইলে, ময়পুরী দৃষ্টির অগোচর হইলে ভূতেশের বিশ্বস্তর বাণত্যাগবিষয়ক ক্ষিপ্র প্রযত্ন তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক।

২৭। স্তোত্র পঠিত হইয়াছে, উপহার প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু, হে হেমনিধি, আমরা কি করিব, সেই দুষ্ট যক্ষ আমাদিগকে তোমাকে দেখিতেও দিতেছেনা।

২৮। হে প্রভু খঞ্জন, তুমি সর্পফণায় আরোহণের অধ্যবসায় ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। বন্দনার্হ তোমাকর্তৃক আমাদিগকে যে ফল দেয়, তাহা না হউক। দৈববশে যদি প্রদীপ্তগরল এই সর্প তোমাকে দংশন করে, তাহা হইলে বিশ্বদ্রষ্টা এই শরৎকাল নেত্রহীন হইবে।

গোবর্ধনাচার্য

১। বিরহিগণের চিত্তচাঞ্চল্যকারী কামাগ্নির ধূমজাল উদ্গত হইয়াছে; আহা, অন্ধকারপটল দিগঙ্গনাগণের মুখে কস্তুরীর পত্রভঙ্গস্বরূপ বিরাজিত হইতেছে, দিবাগ্নির অঙ্গাররেখা নির্বাপিত হইয়াছে, সূর্যকিরণে কম্পিত আকাশ-রূপ নীলোৎপলের এই সঞ্চরণশীল মধুকরগণ শোভা পাইতেছে।

২। প্রভু অতনু, আজ্ঞাধীন ব্যক্তির প্রতি আপনার কী অসূয়া? আপনি ধনুতে বাণ আরোপিত করিয়াছেন; কে আপনার কোপভাজন? তীরসমূহ

বিশ্রাম করুক, ধনু নিষন্ন হউক, জ্যা সংযত হউক। আমাদের চূতাঙ্কুরপেলব মনে এই শরনিক্ষেপের প্রচেষ্টা কেন?

৩। অক্লেশে বিহার কর, বিলম্ব করিওনা, প্রসন্ন হও। বায়ুকম্পিত লতার ন্যায় কম্পিত হইতেছ কেন? ক্ষীরোদসদৃশ এবং চঞ্চল দৃষ্টিপাতমাত্রে ক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি শৃঙ্গারভাবের নিরোধ কিরূপ?

৪। হে পথিক, যদি তুমি দ্বারকায় যাও তাহা হইলে দেবকীনন্দনকে বলিও "মদনের মোহমন্ত্রে বিকল গোপীগণ ত (তোমা কর্তৃক) পরিত্যক্ত হইয়াছে। (কিন্তু) লীলাকদম্বের পরাগরাশিতে অন্ধকার দিক্‌সমূহ ও যমুনা-পুলিনস্থ স্থানসমূহ তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয় না কি?"

৫। উপবনের তড়াগ-তটে স্নানান্তে উত্তীর্ণ আর্দ্রবসনা, নিবিড় ও পীন উরু, জঘন ও স্তনযুক্তা, শোভন অক্ষিপক্ষ্মযুক্তা রমণীগণের কেশপ্রান্ত হইতে জলবিন্দু পতিত হইতেছে; এইরূপ নারীগণের দেহলাবণ্য দর্শনের ইচ্ছায় তপন রথবেগ মন্দীভূত করিতেছেন।

৬। প্রেমিকের ন্যায় তড়াগ তরঙ্গরূপ মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রথমে এণাক্ষী রমণীগণের চরণে পতিত হয়, তৎপর তাঁহাদের উরু গ্রহণ করে, জঘনপরিসর স্পর্শ করে, কর ধারণ করে, মধ্যভাগ গ্রহণ করে, স্তনযুগল আলিঙ্গন করে এবং কেশপাশে হস্ত প্রসারিত করে।

৭। যাহাতে হার ব্যবধান সৃষ্টি করে, নিবিড় আলিঙ্গনে যাহাতে রোমহর্ষও বাধা জন্মায়, যাহাতে পরস্পর অর্ধনারীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, সেই দাম্পত্যকে অপর মৃগনয়না নারী কিরূপে বিশ্লিষ্ট করিবে?

গৌড় অভিনন্দ

১। হে জলনিধি, তুমি যে তরঙ্গসমূহের দ্বারা অম্বর স্পর্শ কর, পাতালতল রত্নরাজিদ্বারা উদ্ভাসিত কর, বসুধাকে জলে আবৃত কর, তোমার সেই সকল কর্মে ধিক্; কারণ বারিগ্রহণে উৎসুক পান্থজনকর্তৃক অশ্রুবিসর্জন পূর্বক তুমি পরিত্যক্ত হও।

২। সখী, আমি তোমার নিকট নতমস্তকে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে,

(তোমার) যদি প্রেম না থাকে তথাপি কণিকামাত্র করুণা কর। সেই রমণীর এমন অবস্থা যাহাতে মূর্ছা বিশ্রাম এবং মরণ (একমাত্র প্রতিকার)।

চন্দ্রগোমী

১। ফুল্লকুসুমিত এই বসন্তকালের আবির্ভাব হইতেছে, হিমাংশুতিলক-শোভিত শরৎকাল আসিয়াছে—(এইরূপ ভাবিয়া) মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। আমার মন কিন্তু 'আয়ু ক্ষয় হইল' এই ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়।

২। রত্নরাজি মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও উত্থিত হয়, জলদ আকাশ হইতেও বারিবর্ষণ করে। অভীষ্ট ফল অভীষ্ট কালে ফলে; কাল বিশিষ্ট গুণ, রত্ন ও ধন দান করে।

চিরঞ্জীব

বৃন্দাবনে ক্রীড়ারতা গোপীকর্তৃক আকৃষ্টচিত্ত ত্রিভঙ্গদেহযুক্ত কংসারির ঘর্মাক্ত করকমলকলিকা হইতে কম্পমান মুরলী তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় পাদ-পদ্মে পতিত হইলে তিনি শূন্যে (বংশীবাদনার্থে) যে ফুৎকার করিয়াছিলেন, তাহা জয়লাভ করুক।

জগদানন্দ রায়

তরণী জর্জরিত, নদীতে জল অতি গভীর, আমরা বালিকা—এইরূপে সবই সর্বনাশের কারণ। হে মাধব, সম্প্রতি তুমি কর্ণধার—ইহাই তন্বী রমণী-গণের রক্ষার উপায়।

জগন্নাথ সেন

১। হে যাদবশ্রেষ্ঠ, আমি পতিত (হইলেও) তোমার 'দীনবন্ধু' নাম স্মরণ করিয়া উৎসাহ পাইতেছি। 'তুমি ভক্তবৎসল' ইহা শ্রুত হইলে আমার হৃদয় অচিরে কম্পিত হয়।

২। যে কৃষ্ণরূপী মহাপুরুষ মুখমাধুর্যসম্পদে অপরের হৃদয় বলপূর্বক গ্রহণ করেন, তাঁহার সখ্যকামী ব্যক্তির শরীরের আশা কি?

জয়দেব

১। তাহাদের সেই সুরতারম্ভ প্রীতিজনক হইয়াছিল—যাহাতে গাঢ় আলিঙ্গনে রোমহর্ষের দ্বারা, ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক সাগ্রহদৃষ্টিতে নিমেষের দ্বারা, অধরসুধাপানে নিবর্থক পরিহাসের দ্বারা এবং আনন্দোদয় হেতু কামকলাযুদ্ধেও বিঘ্ন হইয়াছিল।

২। প্রবল তেজোময় যে কল্কী বেদের বিলোপজাত দুষ্কৃতির ধ্বংসে ধূমকেতুস্বরূপ, যিনি ক্ষণকালের জন্য তরবারি সঞ্চালনপূর্বক ধূমসদৃশ পাপাশয় ম্লেচ্ছগণকে হত্যা করিয়া ও পাপ নষ্ট করিয়া সত্যযুগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তিনি সংসারের পাপ হরণ করুন।

৩। মৃগনয়না সুরনারীগণের ক্রীড়াকর্পূরদীপ, মদনের রাজলক্ষ্মীকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত একমাত্র ছত্র, নারীগণের শ্রমাপনোদক চলমান চামর কস্তুরী-অনুলিপ্ত মদন-বধূর কপোলের উপধান, গগনসাগরের দ্বীপ এবং দেবগণের নগরীর ক্রীড়াপরায়ণ হংসস্বরূপ চন্দ্র শোভিত হইতেছে।

৪। যিনি ভস্মচ্ছলে ভূমি, স্বর্গগঙ্গাচ্ছলে জল, ভালনয়নচ্ছলে অগ্নি, সর্পশ্বাসলক্ষিত বায়ু এবং বিশাল ও ভীষণ মুখগহ্বরচ্ছলে আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন (ও) পঞ্চভূতের দ্বারা নিত্য বিশ্বকে বিস্তার করিতেছেন, সেই মৃগাঙ্কমৌলি (শিব) আপনাদিগকে সম্পদ বিতরণ করুক।

৫। শরৎকালে এখানে সুন্দর ভূমির উপরিস্থ নিভৃত কুঞ্জে উত্তেজিত ও অবিরাম পুচ্ছচালনরত খঞ্জন মধুর কূজন করিতে করিতে, সম্মুখে পতিত হইতে হইতে, বারংবার উড়িতে উড়িতে পক্ষযুগল কম্পিত করিয়া প্রিয়াকে বহুক্ষণ চুম্বনপূর্বক তাহার সহিত আনন্দে মিলিত হইতেছে এবং তাহাকে আনন্দ দান করিতেছে।

৬। সুন্দরী! প্রভু! ওগো কৃশাঙ্গী! কী বলিতেছ? (আমার) হস্ত গিরিতটের দ্বারা অবনামিত হইয়াছে। প্রিয়তম, আমি কি সাহায্য করিব? ওগো সোহাগিনী, (তোমার) বাহুলতা প্রসারিত কর। এইরূপ প্রসারিত রাধার বাহুমূল হইতে চেলাঞ্চল অপসারিত হইলে তদীয় কুচযুগে পতিত কংসারির দৃষ্টি জয়লাভ করে।

৭। মদনের বাঁধুলি ফুলের ধনুর ন্যায় এই রমণীয় বিম্বাধর শোভিত হইতেছে। ইহা তীর ও জ্যা ছাড়াই যুবকগণের হৃদয় বলপূর্বক ভেদ করিতেছে।

৮। এই রমণীর ত্রিবলিতরঙ্গযুক্ত নিম্ননাভীহ্রদের উপরে রোমরাজি নিতম্ব ও স্তনতটে মদনের সঞ্চরণের সৌন্দর্য হরণ করিতেছে।

ধোয়ী

১। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও কোমল এবং কুচযুগলের ভারবহনে অক্ষম—এই ভাবিয়াই যেন এই নারীর দেহের মধ্যভাগ উক্ত ভারবহনের জন্য ত্রিবলি ধারণ করিতেছে।

২। ওগো কৃশোদরী, পুরাকালে আজন্ম স্থিরপ্রতিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি শত শত যজ্ঞদ্বারা কুসুমধনুর আরাধনা করিয়া প্রয়াগে ভ্রমণকালে দেহত্যাগ করিয়াছিল, যাহার জন্য তুমি পথ অবলোকন করিতেছ? তোমার লোলনেত্রোৎপল হইতে অশ্রুধারা মৃণালরূপ গ্রীবাদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং তুমি গ্রীবাভঙ্গসহ দৃষ্টিপাত করিতেছ।

৩। মীনকেতুর ধনুর জন্য বিধাতাকর্তৃক সেই রমণীর দেহ আবদ্ধ হইয়াছিল। তোমার বিরহজনিত সাতিশয় দুর্বলতাবশতঃ ধনু নির্মিত হইল না। হে প্রভু, প্রসন্ন হও, সম্প্রতি দৃষ্টিকে প্রেমসুধাবর্ষী কর; উহা রতিনাথের ধনুর জ্যা হউক।

৪। কেশরের দ্বারা বারিবিন্দুবর্ষণপূর্বক মসৃণ স্কন্ধ বারংবার কম্পিত করিয়া অশ্ব পাদাগ্রতাড়িত কর্দমাক্ত নদীজল পান করিয়াছিল।

৫। হে রাজন্, তুমি ক্ষমা পরিত্যাগ করিলে যুদ্ধে বাহুবলশালী ব্যক্তিগণও (জয়লাভ করিতে) অক্ষম হয়; প্রার্থিগণের দেহ কম্পিত হইলে তুমিও অনুকম্পায় আকুল হও। তুমি পৃথিবীর কর গ্রহণ কর, ইহারাও স্বর্গস্থ হরিণনয়না নারীগণের কর গ্রহণ করেন; তাঁহাদের অপেক্ষা তোমার কি অধিক আছে যেহেতু গুণিগণ তোমার যশোগান করে?

৬। ব্রহ্মশির যদি ছেদন কর, প্রেতগণের সঙ্গে যদি সখ্য স্থাপন কর, মাতৃগণের সঙ্গে যদি মত্ত হইয়া ক্রীড়া কর, শ্মশানে যদি আনন্দলাভ

কর, জনগণকে সৃষ্টি করিয়া সংহার কর তাহা হইলে ভক্তিপূর্ণচিত্তে কাহার সেবা করিব, কি করিব ? (তাহা হইলে) ত্রিভুবন শূন্য, তুমিই ত একমাত্র ঈশ্বর।

৭। হে ধূর্ত, তোমাতে একাগ্রচিত্ত সেই চপলনয়না রমণীর দেহ মদনবাণবর্ষণে যতই ক্ষীণ হইতেছে তাহার লাবণ্য যেন আশ্রয়স্থলের হ্রাস হেতু ততই ঘনীভূত হইতেছে।

৮। উপবনে বিহারকালে ঘর্মবিন্দুগুলি তাঁহাদের পীন পয়োধরে বৃহদাকার মুক্তার ন্যায় সুন্দর হইযাছে, ত্রিবলিতে তির্যকৃভাবে বিস্তৃত হইযা বেণীর ন্যায় হইয়াছে এবং মুখে লম্বমান কেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া কেতক-চূর্ণের সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে।

৯। হে ভাগ্যবান্, ঈষৎ পরিণত দূর্বার ন্যায় দুর্বল তনুলতাটিকে যে তাঁহার শ্বাসানল শুষ্ক করিতেছে না, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার নেত্রদ্বয়ের অবিরাম অশ্রুধারার প্রভাব।

১০। সে ক্রীড়াশৈলগুহায় আনন্দ পায় না, বাতায়নে আসে না, দূর হইতে গুরুজনদিগকে ঘৃণা করে, লতাকুঞ্জে বিহারবাসনা পরিত্যাগ করে। হে সুদর্শন, সে শুধু সখীগণের সান্ত্বনাবাক্যহেতু আশা ধারণ করিয়া, আশা দ্বারা হৃদযকে বাঁধিয়া এবং হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন করিয়া কালযাপন করিতেছে।

১১। আপনার সেবার্থ উপস্থিত রাজগণের প্রমোদগৃহ হইতে এই মৃগ-নয়না রমণীগণ নিদ্রাবিজড়িত নয়নে, সখীগণের প্রতিও উদাসীন হইয়া, নখক্ষতে সংলগ্ন বস্ত্রসহ, পদে পদে মুখচন্দ্রের দ্বারা ব্যথাব্যঞ্জক 'সীৎ' 'সীৎ' শব্দ করিতে করিতে, অতিরিক্ত রতিশ্রমে শিথিল অঙ্গ নিয়া বহির্গত হইতেছে।

১২। লোকটি অত্যন্ত ক্রোধী দুষ্ট অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন— উহা পশ্চাতের খুরদ্বয়ের দ্বারা ভূমি খণ্ডিত করিযাছিল, সম্মুখের পদদ্বয় উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিল এবং মস্তক অবনমিত করিয়া নিজের বক্ষককে পাতিত করিয়াছিল।

১৩। কুণ্ডলচক্রের ধারে নিবিড় নৈশতম নাশ করিয়াই যেন তুমি গমন করিতেছ ; ওগো আকর্ণবিস্তৃতনেত্রপঙ্কজযুক্তা নারী, কাহার মনোরথপাদপ সফল হইল ?

১৪। প্রত্যূষে আলুলায়িত কবরীবন্ধনে বাহুলতার উত্তোলন হেতু তাহার বক্ষস্তল হইতে বস্ত্রাঞ্চল ঈষৎ অপসারিত হইলে আমি যখন গভীর আগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তখন তিনি লজ্জানম্র নেত্রে হাস্য করিয়াছিলেন। লজ্জাবনম্র তাঁহার রূপ যদি মনোভব চিত্রিত করিতে সক্ষম হন!

১৫। মৃগশিশুনয়না রমণীগণ কাঞ্চিবিহীন গুরুনিতম্বে জলার্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ও দূব হইতে চতুর সখী ও কামুক ব্যক্তিগণেব দ্বারা দৃষ্ট হইয়া এবং পরস্পব বক্রস্মিতহাস্য কবিয়া অপগতক্ষৌম ঈষৎ দৃষ্ট কুচাগ্রে বিশাল পদ্মপত্র স্থাপন করিয়া তীরভূমি অতিক্রম করিতেছেন।

১৬। হে পরভৃৎ, তুমি যে পান্থপ্রিয়াগণের নির্নিমিত্ত শক্র পরভৃতকে পোষণ কর, বলিদ্রব্য লুক্কায়িত করিয়া হস্ত হইতে দ্রব্য অপহবণ কব, তোমাব সেই সবই আমি সহ্য করিব যদি আমাব আদেশে তুমি শাখান্তরে গেলে আজ আমাব দীর্ঘপ্রবাসী প্রিয়তম নির্বিঘ্নে উপস্থিত হয়।

১৭। কামক্রীড়ার্থে সজ্জিত বাবাঙ্গনাগণেব সন্তোষের জন্য কামদেবেব আদেশেই যেন সূচিভেদ্য গাঢ় নৈশ অন্ধকাব যেখানে সেখানে নীল তিবস্করিণীব আকার ধারণ করিযাছে।

১৮। এই রমণীব ত্রিবলিসহিত বোমরাজি নাভীহ্রদের উপবে তদীয় মুখ-চন্দ্র দর্শনে ত্রস্ত স্তনরূপ চক্রবাকের মুখভ্রষ্ট শৈবলমঞ্জবীর ন্যায় বিবাজিত হইতেছে।

১৯। চতুর বমণী পক্ষ্মব্যাপী অশ্রুবিন্দুসমূহ অমঙ্গলভযে নয়নযুগল উত্তান করিয়া অতি কষ্টে সম্বরণ কবিয়াছেন। (কিন্তু) পতিব সম্মুখে নত হইযা আম্রপল্লব স্থাপনকালে তাঁহার অশ্রুধারায় জলঘট পূর্ণ হইয়াছে॥

বঙ্গাল

১। আমার মনে হয়, যেন স্বর্ণময় কর্ণাভরণের ভয়হেতুই এই রমণীব কর্ণযুগল তদীয় নেত্রদ্বয়দ্বারা বাধিত হয় নাই।

২। সুস্বাদু, গভীরনীরা, বক্রতাহেতু সুন্দরী ও কবিগণের উপজীব্য গঙ্গানদী অবগাহনে এবং (সাহিত্য-) রসসম্পন্না, অর্থগৌরবযুক্তা, বক্রোক্তিহেতু রমণীয়া ও কবিগণের অবলম্বনীয়া বঙ্গালভারতী গভীরভাবে সেবিতা হইলে (মানুষকে) পবিত্র করে।

বল্লালসেন

ওহে অন্ধকার, ঐ অবিমৃষ্যকারিতা হইতে বিরত হও। দিবাকর অস্তমিত হইয়াছে; তাহাতে কি? তুমি কি দেখিতেছনা যে, সম্মুখে এই নিশাকর তেজপুঞ্জে নভস্তল প্লাবিত করিয়া উদিত হইতেছে?

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য

১। সুরনারীর মুখমদিরার তরঙ্গস্বরূপ, কলাসমূহের অনির্বচনীয় চাতুরী-স্বরূপ মুরারিমুরলীর ধ্বনিপরম্পরা আমার চিত্তকে আকুল করিয়া দেয়।

২। হে কৃষ্ণ, তোমার অঙ্গ প্রক্ষালিত ও অনুলিপ্ত হইল, (আবার) এখনই তোমার দেহ ধূলিমলিন হইল!

৩। কণাদের মত জ্ঞাত হইযাছে, তর্কবিদ্যা অধিগত হইয়াছে, মীমাংসা-দর্শন শিক্ষিত হইয়াছে, সাংখ্যমার্গ বিদিত হইয়াছে, যজ্ঞে মনোনিবেশ করা হইয়াছে, বেদান্তেব অনুশীলন প্রচুর পরিমাণে কবা হইয়াছে; কিন্তু, কৃষ্ণের মাধুর্যধারামণ্ডিত অপূর্ব মুরলী আমার মন আকর্ষণ করিতেছে।

৪। আমরা কবি বা তার্কিক নহি, বেদান্তে অতিশয পারদর্শী নহি, বিচারে বাদীব পরাজয়কারীও নহি; কিন্তু, আমরা কপট গোপবালকের দাস।

৫। এই বাচাল লোক যেমনতেমন ভাবে নিন্দা করুক; আমরা তাহা বিচাব করিব না। হবির প্রীতিবসমদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া আমরা ভূলুণ্ঠিত হইব, নৃত্য কবিব ও আনন্দ উপভোগ করিব।

৬। আমার সেই জন্মান্তর সমূহ হউক, যেখানে তোমার মধুর বংশীনাদ আমার কর্ণপেয় হইবে; মুক্তির কথায় আমার প্রয়োজন কি?

৭। সৌন্দর্যামৃতের বন্যাস্বরূপ, মাধুর্যতরঙ্গের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ এবং করুণার কেন্দ্রস্বরূপ কপট কিশোর শোভিত হউক।

ভগবৎ (=চৈতন্য)

১। হে নন্দনন্দন, ভীষণ সংসারসাগরে পতিত আমি তোমার দাস; আমাকে দয়া করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিবৎ মনে কর।

২। (সেই) লম্পট পাদরত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করুন বা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহত করুন, অথবা যাহাই করুন তথাপি তিনিই আমার প্রাণেশ্বর, অপব কেহ নহে।

৩। যাহা চিত্তমুকুরেব শোধক, বিশাল সংসারদাবানলের নির্বাপক, মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্নাবিতবণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন, আনন্দসাগরের বর্ধক, যাহার শব্দে শব্দে রহিয়াছে পূর্ণ অমৃতেব আস্বাদ এবং যাহা সমস্ত আত্মার স্নপনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন জয়লাভ করে।

৪। যে তৃণ হইতেও নম্র, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহনশীল, (স্বয়ং) নিরভিমান (অথচ অপরের) সম্মানকারী তাহা কর্তৃক সর্বদা হরির নামকীর্তন বিধেয়।

৫। হে জগন্নাথ, ধন, জন, সুন্দরী রমণী বা কবিতা (প্রভৃতি কিছুই) আমি কামনা করিনা। জন্ম জন্মান্তরে, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি (আমার) অহৈতুকী ভক্তি যেন থাকে।

৬। তোমার নামোচ্চারণে কবে (আমার) লোচনদ্বয় বিগলিত অশ্রুধাবায় এবং বদন গদ্গদরুদ্ধ বচনে পূর্ণ হইবে, দেহে বোমহর্ষ হইবে?

৭। তুমি বহুপ্রকার নাম সৃষ্টি করিয়াছ, সেই নামে নিজের সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছ,—নামস্মবণে কোন কালনিয়মের বিধান কর নাই। হে ভগবান্, তোমার এইরূপ করুণা; (কিন্তু) আমাব এমন দুর্ভাগ্য যে এই নামে আমাব অনুরাগ জন্মিল না।

৮। গোবিন্দের বিরহে আমাব নিমেষ যুগে এবং নয়ন বর্ষাকালে পরিণত হয় ও পৃথিবী শূন্য হইয়া যায়।

ভট্টশালায় পীতাম্বর

১। দুই একটি আমগাছে মুকুল কিঞ্চিৎ বিকসিত হইয়াছে, ঐ সকল পান্থজন পরস্পর কাণে কাণে কি বলিতে বলিতে কষ্টে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুই তিন ব্যক্তি কোথাও কোকিলরব স্পষ্ট শুনিয়াছে বা শোনে নাই। চারিদিকে বিরহিণীগৃহে অসহ্য হাহাকার উঠিতেছে।

২। হরির যে দেহখানি বৃদ্ধগণ-কর্তৃক সক্লেশে, বালিকাগণ কর্তৃক অব্যক্ত প্রেম সহকারে, কুলবালাগণকর্তৃক দীর্ঘশ্বাসসহকারে, পরিচারিকাগণ কর্তৃক

অধিক আকৃতি সহকারে এবং কুলটা নারীগণকর্তৃক সদ্যপ্রকাশিত আর্তি-সহকারে দৃষ্ট হইতেছে, নবযৌবনোৎসবে সেই স্বভাব-সুন্দর দেহ তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

মুকুন্দ ভট্টাচার্য

১। হে বন্ধুগণ, ইহা উদ্দেশ্য করিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম কর। যমুনাতেই জানুপরিমিত জল থাকুক; নতুবা অপর কেহ কর্ণধার হউক।

২। বনমালী পিতৃক্রোড়ে বালকসুলভ কর্মে রত থাকিলে নবীনা গোপ-বধূগণের স্মিতহাস্য প্রকাশিত হইতেছে।

৩। মুখ শুষ্ক হইতেছে, উরুযুগল যেন জড়ত্বপ্রাপ্ত হইতেছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, গণ্ডস্থল স্বেদাপ্লুত হইতেছে—সখী, বনমালী দৃষ্ট হইয়াছেন কি?

রঘুনাথ দাস

১। গোপপ্রিয়ার মুখের 'চূ' 'চূ' শব্দহেতু চঞ্চল নেত্রবিশিষ্ট, জানুদ্বয়ের সাহায্যে ভূমিতে সঞ্চরণকারী, নবহাস্যসুধায় মধুর অধরাভাযুক্ত এবং তমালপত্রবৎ নীলবর্ণ কোন একটি বালককে আমি সেবা করি।

২। ওগো দূতী, পল্লবসমূহদ্বারা লতামণ্ডপাভ্যন্তরে শয্যা প্রস্তুত কর, আমার পুষ্পসজ্জায় এখনও কেন আগ্রহ ত্যাগ করিতেছ না? দেখ, বৃন্দাবনের গহ্বরে সূচীভেদ্য অন্ধকার বেশ ক্রীড়া করিতেছে। আমার মনে আশঙ্কা হয় যে, সেই শ্রেষ্ঠ গোপপুত্র এখানে মিলিত হইয়াছে।

৩। সহচরী, প্রিয়তমের বিরহ আমার তত বেশী পীড়াদায়ক হয় না, যত ক্লেশকর হয় ভীষণ দৈত্যকুলপরিবৃত দৈত্যপতির নগরে তাঁহার বাস।

রামচন্দ্র দাস

১। তাহাকে বিনাদোষে বা দোষহেতু যদি আপনি বনে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, হে ত্রিলোকনাথ, আপনাকে অভদ্র বা ভদ্র কে বলিবে? কিন্তু, হে কুলভূষণ, আমার এই নিষ্ঠুর হৃদয় স্মরণ করে যে, সেই রমণী আপনার জন্য গহন অরণ্যে নিজেকেও গ্রাহ্য করে নাই।

২। সখী, ভাল কথা আর কি বলিব? পূর্বে নিয়তই যদৃচ্ছাক্রমে তুমি মুরারির প্রাণেশ্বরী বলিয়া যাহার নাম উচ্চারণ করিতে, সেই আমি প্রেমভঙ্গের আশঙ্কাহেতু প্রভুর প্রিয়তম দূতকে দেখিয়াও আদিষ্টা হইয়াছি কিনা এই সন্দেহে কিছুই জিজ্ঞাসা করিনা।

৩। ওহে সখা মথুরাকুঞ্জপবন, তুমি সারা জগতের প্রাণ, পূর্বে হরির সংকেতমুরলীধ্বনি বহন করিয়া তুমি ব্রজসুন্দরীগণের পথদর্শন দীক্ষাদান করিয়াছিলে; এখনও কমলাপতির অঙ্গস্পর্শে পবিত্র শীতল অঙ্গবিশিষ্ট তুমিই আমাদের একমাত্র রক্ষক।

রূপগোস্বামী

১। হে চকোরাক্ষী, পদ্মলোচন উজ্জ্বলদ্যুতিবিশিষ্ট (ব্যক্তি) বসন্তপুষ্পে কেশপাশ সজ্জিত করিয়া কুঞ্জে ক্রীড়া করিতেছে। তোমার হস্তযুগল এখনও গৃহকর্ম হইতে বিরত হইতেছে না। কি বলিব, তুমি রসিকাশ্রেষ্ঠ, এই সময়ে বিলম্বের অবকাশ নাই।

২। আমি বারম্বার যশোদাকে নমস্কার করি; বিষ্ণু তাঁহার ক্রোড়গত, তিনি নবঘনশ্যামা, বিচিত্ররূপে শোভিত পরিচ্ছদপরিহিতা এবং জগতের আনন্দদায়িনী।

৩। অয়ি কুম্ভস্তনি, কামুকে, শৃঙ্গারবরক্রীড়ালসাঙ্গি, তুমি কি এখন দধিমন্থন আরম্ভ করিতেছ?—কুঞ্জে মুরারির বাঁশীর কোমল কলধ্বনি ইহা বলিতেছে।

৪। এই যমুনানদীর তীরভূমি উচ্চ তরঙ্গাবলীদ্বারা প্লাবিত, এই নৌকা জলপূর্ণ, কলঙ্কের ভয়ও কৃষ্ণের নাই। ওগো সুন্দরী রাধে, আজ তুমি কঠোরতা অবলম্বন করিও না; তোমার অনুগ্রহে আজ আমরা বাঁচিব। পর্বতোপত্যাকায় বিহারের প্রতিশ্রুতি তুমি স্পষ্টভাবে আমাদিগকে পার করিবার ভাড়াস্বরূপ দাও।

৫। হে যদুশ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে ধর্মপথ সম্বন্ধে কেন উপদেশ দিতেছ? তুমি প্রসন্ন হও, তোমার নিজের শিষ্যা অতীব দুর্মুখী, শালীনতাহরণকারী

এবং পরপুরুষের প্রতি হৃদয়াকর্ষণকারী মুরলীকে শাসন কর, যেন সে আমাদিগকে আহ্বান না করে।

৬। মা, বিলম্ব করিও না, আমার হাত ছাড়; আমি কৃষ্ণের কাছে যাইব। আমি থাকিতে পারিতেছি না; কারণ, প্রগল্‌ভা দূতীর ন্যায় ঐ মুরলী গর্জন করিতেছে।

৭। শ্যামলা, কমলা, ভদ্রা ও সোমাভা কর্তৃক যথাক্রমে প্রদত্ত দুগ্ধ, গুড়, নাড়ু ও মধুতে তোমার যে তৃপ্তি হয়, রাধার নির্দেশে তোমার সম্মুখে মৎপ্রদত্ত এই বস্তুতে তদপেক্ষা শতগুণ তৃপ্তি হইবে। হে কৃষ্ণ, রমণীয় (এই) উপহারে তুমি আনন্দলাভ কর।

৮। ওগো চপলে, বিলম্ব করিওনা, কংসারির বাঁশীতে বশীকরণমন্ত্র বাজিবার পূর্বে কলস পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন কর।

৯। ওগো সরলে, তুমি নিষ্পাপ, বংশীবদন ত্রিভঙ্গ। ওগো সখী, তাহার বক্ষঃস্থল মালার ন্যায় ভঙ্গুর কোন রমণীকর্তৃকই সুলভ।

১০। মধুসূদনের যে মাধুর্যময় বংশীধ্বনি উপনিষদরূপ দেবীগণেরও দুরারোহ, শুভজনক ও কঠিন কেশপাশে পদস্থাপন পূর্বক নৃত্য করে, তাহা কখন সহসা আমাদের কর্ণগোচর হইবে?

১১। ওগো মৃগনয়না রমণীগণ, তোমরা যেহেতু লুণ্ঠিতবস্ত্রে রাত্রিকালে বনে ধাবিত হইয়া আসিয়াছ, সেইজন্য আমার আশঙ্কা হয় যে, গোকুলে কোন দুর্জন তোমাদের অপমান করিতেছে। আঃ, দানবরমণীগণের সিন্দুর-চিহ্নহারী আমার বাহুদণ্ড শোভিত হইতে থাকিলে ভয় কি? তোমরা পতি-ক্রোড়ে ক্রীড়া কর।

১২। তোমরা সতী নারী; ব্রজের মধ্যে জ্বালানিবারক ধর্মনদী প্রবাহিত হইতে থাকিলে তোমাদের হৃদয়ে এই কি উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হইতেছে? হে সীমন্তিনীগণ, গৃহাভিমুখে প্রস্থানের জন্য যত্নবতী হও, ইহার বিপরীত কর্ম করিও না। আহা, আমার দৃষ্টিতে এই পুণ্যপথ বিনষ্ট হয় না।

১৩। চপল নন্দনন্দন স্তুতি মানে না, আর্ত রোদন শোনে না, (আমাদের) বারংবার প্রণাম অগ্রাহ্য করে। হায় সখি, এখন কি করা উচিত? নদীর মধ্যে সে নৌকা কম্পিত করিতেছে।

১৪। দ্বারে তিন চারিটি পদক্ষেপ করিয়া, চঞ্চল নেত্রযুগল দ্বারা চতুর্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে, স্মিতহাস্যপরায়ণ ও দধিহরণলীলায় কৃতসঙ্কল্প মধুসূদন শঙ্কিতভাবে গোপীগণের গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

১৫। কুরুক্ষেত্রমিলিত এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গমসুখ; তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরযুক্ত যমুনাপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মন স্পৃহালু হইতেছে।

১৬। যিনি বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় রক্তবস্ত্রপরিহিত, সুন্দর শ্মশ্রুবিশিষ্ট, স্থূলকায় ও চন্দনের ন্যায় গৌরকান্তি এবং কৃষ্ণ যাঁহার নয়নমণি সেই নন্দকে প্রণাম করি।

১৭। অয়ি ধূর্তে, আন্দোলিত বনমালাদ্বারা তোমার স্তনযুগে চন্দন লুপ্ত হইয়াছে, মকরাকার কর্ণভূষণ দোলায়িত হওয়ায় কপোলে মকরীচিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। (তোমার) এই তনুদেহ যথেচ্ছ তরঙ্গক্রীড়ায় ক্লান্ত। তুমি সত্যই বলিতেছ যে, আনন্দবশতঃ আজ তুমি রাধার অপেক্ষাও অধিকতর রসে মগ্ন হইয়াছিলে।

১৮। হে নিরাশ্রয়ের বন্ধু, করুণাময়, ভবসাগরের গভীরে নিমজ্জমান আমাকে অবিলম্বে একবার (তোমার) হাত ধরিতে দাও—এই সাগর নানারূপ বাধা জন্মায় এবং ভ্রান্তিবেগহেতু অতল এবং বলশালী।

১৯। হে মথুরা, তোমার প্রভু মুরারি যাহা কখনও উপাসককে দান করেন না তুমি সেই ভক্তিযোগ বিতরণ করিতেছ, তোমার মাহাত্ম্য অনির্বচনীয়।

২০। অয়ি গৌরি, মানের বন্ধন শিথিল করিতে করিতে গৌরব হারাইও না। দৈত্যারি (কৃষ্ণ) সরলতা অবলম্বন করে না। প্রতারকের প্রতি সরলতা সমীচীন নহে।

২১। হে কল্যাণি, তুমি কম্পিতা হইয়া রোমহর্ষসহকারে বাহির হইতে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছ; নিশ্চয়ই কালসাপ (বা, প্রেমিক কৃষ্ণ) কর্তৃক তুমি বিক্ষুব্ধা হইয়াছ।

২২। সখীরা চলিয়া গিয়াছে, বহু পরিমাণ জলপূর্ণ বৃহৎ কলসী বহন করিতে করিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে। হে নন্দনন্দন, তুমি একাকিনী

আমাকে যদি স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি এখনই এই জীবন তোমার সমক্ষে ত্যাগ করিব।

২৩। তুমি কি ঐ বক্রগ্রীব (কৃষ্ণকে) দেখিতেছ? সখী, পূতনাসূদন যাউক, যাউক। প্রতিকূলাচারে নিপুণ দুশ্চরিত্রা রমণীটিকে শ্রেষ্ঠ দেবীর ন্যায় সেবা কর।

২৪। ওহে ভাগ্যবান্, প্রিয়সখীর কি বার বার শঙ্কিতভাবে দেখিতেছ? যমুনার বাতাসে বিকীর্ণ কদম্বের পরাগরঞ্জিত (তাহার) পৃষ্ঠদেশ কি?

লক্ষ্মণসেন

১। সেই রমণীর অলস ও নিমীলিত নেত্রযুক্ত মুখখানি দেখিয়া আমি যখন চঞ্চলচিত্ত হইয়া মৌনভাব ধারণ করিয়াছিলাম তখন কর্ণোৎপলের মধ্যে বিচরণকারী ভ্রমরের ক্ষণকালস্থায়ী নাদপূর্ণ গান মনে মনে স্মরণ করিতেছিলাম।

২। ভ্রমরগণের অবিরত মধুপানের আগার, রাজহংসীগণের অভিসার-কুঞ্জ এবং কমলার বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহস্বরূপ এই লীলাসরোবর নয়নযুগলকে আনন্দ দান করিতেছে।

৩। একটি প্রিয়ার চরণকমলের সেবায় আমি ক্লিষ্ট; (তদুপরি) বিভিন্ন অঙ্গনার গভীর মনোভবভাবে রমণীয় মুখচন্দ্রসমূহের দর্শনেচ্ছা আমার হৃদয়ে চাঞ্চল্য জন্মাইয়াছে।

৪। এই পবিত্র আশ্রমসমূহ সম্মুখে শোভিত হইতেছে—ইহাদের মধ্যে সুগন্ধি ও মসৃণ হোমধূমরাজিদ্বারা কিসলয়সমূহের রক্তিমা দূরীভূত হইয়াছে এবং হরিণগণের কর্ণে সামগানের ধ্বনি প্রবিষ্ট হওয়ায় উহারা কৌতূহলভরে নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।

৫। হে কৃষ্ণ, অপর একটি কুঞ্জে কোন এক ব্যক্তি একটি গোপীর কেশপাশে তোমার বনমালা পরাইয়া দিয়াছিল; উহা আমি পাইয়াছি, এই নাও—দুগ্ধমুখ একটি গোপশিশু এইরূপ বলিলে লজ্জাবনত রাধা ও কৃষ্ণের ঘূর্ণিত, আনন্দময় ও অলস দৃষ্টি জয়লাভ করে।

৬। কোন একজন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিভৃতে তৎপ্রিয়াকর্তৃক কর্ণোৎ-পলের দ্বারা তাড়িত হইতেছেন—প্রিয়া ক্রোধভরে কিঞ্চিৎ আনত ব্যক্তিটির

কেশে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে রতিগৃহে নিয়া, হারের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া কণ্ঠার্ধে রুদ্ধ বাক্যে বারম্বার এই বলিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন, "পুনরায় তাহার গৃহে যাইবে?"

৭। হস্তীর তাপ দূরীভূত হয় নাই, তৃষ্ণা মিটে নাই, শরীরের ধূলি ধৌত হয় নাই, সে ইচ্ছামত কন্দ ভক্ষণ করে নাই, কেলির কথা আর কি (বলিব)? সে উৎক্ষিপ্ত শুণ্ডদ্বারা পদ্মিনীকে স্পর্শ করে নাই (অথচ) মধুকরগণ বিনা কারণে গুঞ্জনের কলরব আরম্ভ করিয়াছে।

৮। গোপবেশী বিষ্ণুর মুখ তোমাদিগকে রক্ষা করুক—যে মুখ গ্রীবাভঙ্গ-যুক্ত, যাহাতে কর্ণভূষণ অংসস্পর্শী, কেশপাশ উজ্জ্বল ময়ূরপুচ্ছে দীপ্ত, যাহা কুটিল ভ্রূলতার শ্রীমণ্ডিত, যাহাতে অধরপুট বাদ্যমান বংশীতে নিহিত এবং যাহাতে আগ্রহবতী রাধার আননে ঈষৎ নিমীলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ।

৯। হে সরলে, যদিও তৎকর্তৃক তোমার কুচমণ্ডলে নখচিহ্ন পাতিত হয় নাই, মুক্তাহার কণ্ঠ হইতে বিযোজিত হয় নাই, কপোলে পত্রাবলী লুপ্ত হয় নাই, যদিও তোমার বিম্বাধর তৎকর্তৃক দশনদষ্ট হয় নাই, তথাপি আজ তাহার হতবুদ্ধিতা দর্শনে দুশ্চরিত্রতা অনুমিত হইতেছে।

১০। ওগো সরলে, উজ্জ্বল ও শিঞ্জিত ভূষণসমূহ মোচন করিতে করিতে, নীলপদ্মে সজ্জিত হইতে হইতে, কস্তুরীচূর্ণে বারম্বার দেহ অনুলিপ্ত করিতে করিতে (এবং) যমুনার জলের ন্যায় নীল ও মসৃণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে তুমি অসতীত্ব সূচিত করিতেছ; গোপন করা নিরর্থক।

১১। ইহা বায়ু-কম্পিত পত্র, তাহার ক্রোধস্ফুরিত অধর নহে; ঐগুলি পতমান পুষ্পরাশি, অশ্রুবিন্দুসমূহ নহে; ইহা আকুল মধুপগুঞ্জনেধ্বনি, ক্রোধজাত আর্তধ্বনি নহে। আহা, কি কষ্ট! এই কোমল লতা বৃক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রিয়া নহে (অর্থাৎ, প্রিয়া আমার সহিত মিলিত হয় নাই)।

১২। নিয়ত চাটুবাক্যের বক্তা, সতত উপহারে আসক্তচিত্ত, অবিরত মুখাবলোকনকারী, নিরন্তর করযোড়ে স্থিত এবং যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ষণিকের তরেও পার্শ্ব ত্যাগ করে না, এই সেই ব্যক্তি নারীর প্রতি কাম-পরায়ণ অথবা অসহায় ভৃত্য?

শরণ

১। সখী, দামোদর দুগ্ধ দোহন করিতেছেন; তাঁহার অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগেব সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, চরণের অর্ধভাগ তিনি ভূমিতে স্থাপন করিয়াছেন, সদ্য দুগ্ধবিন্দুসমূহের দ্বারা পয়োধরাঞ্চল প্রচুর পরিমাণে সিক্ত হইতেছে, তাঁহার অবনমিত জানুদ্বয়াস্তবর্তী ঘটের মধ্যে পতিত দুগ্ধধারার মনোহর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

২। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অদ্ভুত ব্যাপাব ঘটিয়াছে; হরি, হরি, গোপবালক-ভ্রমে কৃষ্ণ কৌতূহলবশতঃ দৃষ্ট হইয়াছেন।

৩। ওগো সখী, পতিই উপাস্য, তাঁহার চরণযুগলের অনুসরণই ব্রত—বিপথ-গমনের এই দুরাকাঙ্ক্ষা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? যাহাতে যুবকগণের চিত্ত মগ্ন হয় না, সেই রূপের কি প্রয়োজন? তেমন শিক্ষকগণের কি প্রয়োজন যৎকর্তৃক প্রদত্ত গূঢ় কামরহস্যের উপদেশে দীর্ঘযশরূপ ফল লাভ হয় না?

৪। নীল পদ্মদলে স্নিগ্ধ ও সুন্দর, মদমত্ত ও কূজনরত জলচর পক্ষীর প্রিয় এই সেই যমুনা, যাহার তীরে পুরাকালে প্রায়ই গোপীনিধুবনের আনন্দে মুরারির দিনগুলি সাগ্রহে অতিবাহিত হইত।

৫। ওগো প্রিয়সখী, তুমি নবযৌবনসম্পন্না, নাগরজনেরা বিভিন্ন প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট; সুতরাং, আজ হইতে হঠাৎ কাহারও মুখোমুখি তাকাইও না। চন্দ্র সূর্য যাবৎ থাকে তাবৎ একমাত্র পতির সেবা অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে করণীয়। রূপকে রক্ষা করা উচিত এবং আমাদের মত লোকেব কথায় মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

৬। হে কৃষ্ণ, তুমি একাই এই গোবর্ধন দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া আছ, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, সম্প্রতি আমরা উহা ধারণ করিতেছি—গোপগণ এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলে (কৃষ্ণের) বাহুর ঈষৎ আকুঞ্চনের ফলে অবনমিত গিরির ভারে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা চীৎকার করিতে থাকিল। এই অবস্থায় স্মিতহাস্যযুক্ত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

৭। নীচশ্রেণীর এই গৃহস্থবধূগণ চন্দ্রালোকে দীর্ঘ গীতধ্বনিজনিত সুখ

উপভোগ করিতে করিতে তণ্ডুলপেষণ করিতেছে; অনবরত মুষলোত্তোলন-হেতু তাহাদের পীন কুচকুম্ভের কোমল ও শ্যাম অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে, তাহাদের কণ্ঠাগ্র নত হওয়ায় তাহারা রমণীয়দর্শন হইয়াছে এবং তাহাদের উৎক্ষিপ্ত বাহুলতায় বলয়গুলি প্রচলিত হইতেছে।

৮। এই পুরনারীগণ অস্তায়মান তপন দর্শন করিয়া ধাবিত হইতেছেন; তাঁহাদের স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল ধারণে তাঁহারা ব্যগ্র, প্রভাতে বহির্গত কৃষকগণের আগমনের ভয়ে তাঁহারা অবগাহন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, হাটে ক্রয়যোগ্য বস্তুর মূল্য হিসাব করিতে তাঁহাদের অঙ্গুলি-গ্রন্থিগুলি ব্যস্ত।

৯। এই মুগ্ধ কৃষ্ণ ব্রজবালাকে অন্তরে স্থাপন করিয়া ভোগবাসনাক্লিষ্ট অঙ্গে রাত্রিকালে ক্লেশ ভোগ করেন; তিনি ক্রীড়াকমলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, জ্যোৎস্নাধারায় আনন্দ পান না এবং এণাক্ষী রমণীগণের আলাপসুখ উপভোগ করিতেও চেষ্টা করেন না।

১০। অনুকূল ও শান্ত স্রোতোবহা যমুনা, নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ পর্বতের প্রান্তদেশ, কদম্বপুষ্পে সুরভি গুহাসমূহ এবং প্রথম অভিসারে মাধুবী-মণ্ডিতা রাধার কথা স্মরণ করিতে করিতে অনুতপ্ত দ্বারকাপতি কৃষ্ণ ত্রিভুবনের আনন্দবিধান করুন।

১১। আপনার নয়নে, আপনার বদনে, আপনার হস্তে, আপনার চরণে পদ্মালয়া বিকসিত পদ্মের প্রীতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যেহেতু আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার আদেশ, আপনার হস্ত-সঞ্চালন এবং আপনার পাদপ্রসাদহেতু তিনি (লক্ষ্মী) যাচকগণের দ্বারা স্ব-ভাব প্রাপ্ত হন।

১২। জলভারে অবনত ও বর্ষণকারী মেঘ দর্শনে যখন তৃষ্ণার্ত চাতক জলের আশায় চীৎকার করে, তখন উহার চঞ্চল চঞ্চুপুটে লুণ্ঠিত করকাসমূহ স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়; ইহা দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

১৩। সুরপুরপ্রান্তে বহু বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে যাহাতে ঐ গুণগুলি আছে সেই কল্পতরুই একমাত্র প্রশংসনীয়; (উহার) সঙ্কল্প ফলের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, রত্ন ফল, বৃত্তি জগতের ক্লেশাপনোদক, উন্নতি অলঙ্ঘ্য এবং যশ দুর্জয়।

১৪। শিবের ভূষণ, দেবসভার জীবন, রাত্রির অলঙ্কার, পাপীয়সী নারী-গণের কুলশত্রু, অমৃতনিস্যন্দের প্রভবগিরি, শতদলের আতঙ্ক, মকরধ্বজের রতি-কলানিকেতন, সমুদ্রের একমাত্র বন্ধু ও কুমুদসমূহের আনন্দের মূল এই শশাঙ্ক জয়লাভ করে।

১৫। আমি নিজেই সেই অন্যপ্রকার সাহস আরম্ভ করিয়াছি যাহাতে স্তনাবরণ শিথিল হইয়াছে, কবরী আলুলায়িত হইয়াছে এবং মালা উন্মূলিত হইয়াছে; কিন্তু, দুর্বহ নিতম্বভারহেতু আমি ঈপ্সিত সুখের সহস্রভাগের এক ভাগও লাভ করি নাই।

১৬। জলনিধি অমৃত ও বিষের জন্ম দিয়াছিল, হিমাংশু কান্তি ও কলঙ্কের আধাব, কল্পতরু স্বভাবতঃ কঠিন হইলেও দাতা, (কিন্তু) যাঁহার প্রণয়ামৃত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, যাঁহার রূপকে কালিমা স্পর্শ করে নাই এবং যাঁহার ত্যাগ-শীলতা ব্যাপক, এইরূপ আপনার সাদৃশ্য কে প্রাপ্ত হইবে?

১৭। হে নাথ, তুমি বেদবাদদ্বারা তৃপ্ত, কিন্তু আমার নির্বেদবাদ অন্তহীন; তুমি কলাসমূহে আগ্রহান্বিত, আমার এক বৃত্তি প্রত্যহ বিকল; তুমি ভাবশুদ্ধি দ্বারা অধিগমঃ, কিন্তু, আমার কোন অভাব বিজয়ী হয়। গুণসমূহের উপবন স্বরূপ (তুমি) বিগুণবিধি আমা কর্তৃক কিভাবে উপাসিত হইবে?

১৮। প্রবাহিতা বাষ্পধারায় তাহার কপোলতল মলিন হইয়াছে, এবং দীর্ঘশ্বাসতরঙ্গে বক্ষস্তল তরঙ্গিত হইয়াছে। এইরূপে তোমার বিরহে তাহার বিপত্তি রজনী দেবী, পরিতাপখিন্ন শয্যা অথবা কুসুমধনু জানে।

১৯। পৃষ্ঠদেশে গিরিরাজ ঘুরিতেছে, সমুদ্র কর্ণপ্রান্তে গর্জন করিতেছে, বিষানল শিখাজাল বিস্তার করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেছে; ভগবান্ কূর্ম কিন্তু গ্রীবাদেশ কটাহমধ্যে স্থাপন করিয়া তন্দ্রাভিভূত নেত্রে নিদ্রিত আছেন।

২০। যিনি ভ্রূভঙ্গমাত্রে গৌড়লক্ষ্মীকে জয় করেন, অবলীলাক্রমে কলিঙ্গ-দেশ জয় করেন, চেদিরাজের চিত্ত সন্তপ্ত করেন, যিনি দুষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে সূর্যের ন্যায় তপনশীল, যিনি স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছগণকে বিনষ্ট করেন, কামরূপের গর্ব খর্ব করেন, কাশীরাজের তেজ হরণ করেন এবং মগধরাজের শীর্ষদেশে বিহার করেন।

২১। সখী, মুরারির দর্শনরতা তাহার সর্বাঙ্গ যে নয়নে পরিণত হয় নাই,

হরির গুণগ্রামের কথাশ্রবণরতা তাহার (সর্বাঙ্গ) যে কর্ণসমূহে পরিণত হয় নাই, তাঁহার সহিত সত্বর আলাপকারিণী তাহার (সর্বাঙ্গ) যে মুখে পরিণত হয় নাই, ইহা স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের মাধুর্য নহে।

২২। রজ্জুনিক্ষেপের বেগবশতঃ বাহুলতা উন্নমিত হইলে যাহার এক পার্শ্বে স্তন ব্যক্ত হইতেছে, সূত্রচ্ছেদহেতু যাহার শাঁখার বালাগুলি ঝন্ ঝন্ করিতেছে, যাহার স্থূল উরুযুগল তির্যক্‌ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে এবং পৃষ্ঠদেশ অবনমিত হওয়ায় যাহাব নিতম্বের বিস্তার লক্ষিত হইতেছে, সেই সাধারণ স্ত্রীলোকটি মুহুর্মুহু কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিতেছে।

২৩। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে যে লক্ষ্মী, (বিষ্ণুকর্তৃক) লব্ধা হইয়াও, পিতার কথা স্মরণ করিতে করিতে দৈত্যারির প্রেমে আকৃষ্ট-চিত্তা হন নাই এবং সমানোদরপ্রসূত বলিয়া নিজের অব্যাহত স্নেহযুক্ত কৌস্তভ সদ্য প্রতিবিম্ব গ্রহণের ছলে যাঁহাকে অঙ্কে স্থাপিত করিয়া যেন বারবাব সান্ত্বনা দিতেছে, তিনি আপনাকে পবিত্র করুণ।

২৪। তুমি সমস্ত বস্তুর দাতা এবং অকৃত্রিম বীর, তুমি কুপিত হইলে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত—চিন্তামণির, দেবপাদপের, চন্দনবৃক্ষের অথবা গিরিরাজের? (ইহাদের মধ্যে) একটি অচেতন, একটি কঠিনতা বর্জন করে না, অপর একটি ছেদনের ব্যথায় ব্যথিত হয়, আর একটি কিন্নরগণের অধিপতি। কে তোমার অভ্যর্থনার যোগ্য?

শ্রীমৎ

যে কর্ণভূষণের শব্দকে সংযত করা হইয়াছিল, উহা বাম হস্তে ধারণ করিয়া, কুব্জ হইয়া, ক্ষিপ্রপদক্ষেপে এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া সন্মুখস্থ হাস্যপরায়ণা রমণীগণকে নয়নভঙ্গীদ্বারা নিষেধপূর্বক হরি মাতার পশ্চাতে কোন এক সময়ে সদ্য ঘৃত হরণ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীদাস

১। ওগো সুন্দরী, তোমার চন্দ্রবদনখানি চোখের কাজলের জলে মলিন করিও না। করুণানিধান হরি তোমার প্রতি আবার দয়া করিবেন।

২। হে মাধব, মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে যে গোপীগণ গুরুতর লজ্জাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা তোমার বিরহে কি করিয়া কালযাপন করিবে ?

৩। ওগো সখী, যমুনাতীরে পুষ্পকন্দুক-উৎক্ষিপণকারী, নটবেশধারী কপট গোপকিশোরচন্দ্রটিকে আর দেখা যাইবে না।

সূর্যদাস

যমুনার জলে নৌকা থামাইয়া সেই দেবকীনন্দন স্মিতহাস্যে নৌকাবহিতা গোপীর কাতর মুখখানি অবলোকন করিতেছেন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

[বাঙালী-রচিত বিভিন্নবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণাদির বিবরণ গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সকল বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুথির তালিকার সাহায্য নেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থাদির উল্লেখ এখানে করা হইল।]

(গ্রন্থকারনাম বর্ণানুক্রমিক)

বাংলা গ্রন্থ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সং ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।

ক্ষিতিমোহন সেন : (১) চিন্ময় বঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৫৮।
(২) বাংলার সাধনা।

গণনাথ সেন : শারীরপরিচয়।

গুরুপদ হালদার : ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, কলিকাতা।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : (১) তন্ত্রকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।
(২) ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

জালাল উদ্দিন : সেকশুভোদয়া, সং সুকুমার সেন, কলিকাতা।

দীনেশ ভট্টাচার্য্য : বাঙালীর সারস্বত অবদান, প্রথমভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

নলিনী দাসগুপ্ত : বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম।

নীহার রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণচরিত্র।

বিরাজ গুপ্ত : বনৌষধিদর্পণ।

ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিষৎ-পরিচয়।
মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।
রমেশ মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস।
সুকুমার সেন : (১) প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী।
(২) মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী।
সুখময় শাস্ত্রী : তন্ত্রপরিচয়।
সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, কলিকাতা, ১৩৬৮।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : (১) প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)।
(২) বৌদ্ধগান ও দোহা।
হরপ্রসাদ-সম্বর্ধন-লেখমালা।

বাংলা পত্রিকা

ইতিহাস, ৯ম খণ্ড।
প্রবাসী, ৩৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৪৩।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৬, ১৩৩৭, ১৩৩৮, ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫৮, ১৩৫৯।
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০।
ভারতবর্ষ, ১৩৩৬-৩৭, ১৩৫১।

সংস্কৃত গ্রন্থ

অমরসিংহ : নামলিঙ্গানুশাসন (অমরকোষ), সং কোলব্রুক।
ঐতরেয় আরণ্যক।
কালিদাস : মেঘদূত, সং জে. বি. চৌধুরী।
জলহ্ণ : সূক্তিমুক্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজ।
বল্লভদেব : সুভাষিতাবলী, সং পিটারসন।
বিশ্বনাথ : সাহিত্যদর্পণ, সং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

হিন্দী গ্রন্থ

তুলসীদাস : রামচরিতমানস, নাগরীপ্রচারিণীসভা, কাশী।

ইংরাজী গ্রন্থ

Barua, K. L.: Early History of Kamarupa.

B. C Law Volume, II.

Belvalkar: Systems of Sanskrit Grammar.

Chaudhuri, J B.: (1) History of Duta-kavyas of Bengal.
(2) Contribution of Muslims to Sanskrit Literature.
The Samudra-samgama of Dara Shukoh.

Colebrooke: Miscellaneous Essays, II.

Das Gupta, S. N.: History of Indian Philosophy, II.

De, S. K. (1) History of Sanskrit Literature, Calcutta University. (with S. N. Das Gupta).
(2) Early History of the Vaisnava faith and movement in Bengal, Calcutta, 1942.
(3) History of Sanskrit Poetics, I, II, Calcutta, 1960.
(4) Bengal's contribution to Sanskrit Literature and studies in Bengal Vaisnavism, Calcutta, 1960.

Farquhar: Outline of the Religious Literature of India, 1920.

Hazra, R. C.: (1) Studies in the Puranic records on Hindu rites and customs.
(2) Studies in the Upapuranas, I, Calcutta.

Kane, P. V.: History of Dharmasastra, I—V, Poona.

Keith, A. B.: History of Classical Sanskrit Literature.

Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature.

Majumdar, R. C. : History of Bengal, Dacca University, I, (Editor)

Mazumdar, N. G. : Inscriptions of Bengal, III,

P. K. Gode Comm. Vol., Poona, 1960.

Proceedings of the third Oriental Conference, Madras, 1925. (Bengal's contribution to Sanskrit learning —by Shahidullah).

Radhakrishnan, S. : (1) Indian Philosophy, I, II.
(2) The Brahmasutra.

Sen, B. C : Some historical aspects of the Inscriptions of Bengal.

Sir Asutosh Mookerji : Commemoration Volume, III.

Vidyabhusan, S. C. : History of Indian Logic.

Wilson, H. H. : (1) Essays, I.
(2) Works, V, London, 1865.

Winternitz, M. : A History of Indian Literature, Vols. I, II.

ইংরাজী পত্রিকা

Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vols. VIII, IX, X, XI, XXII.

Bharatiya Vidya—Vols. XII, XVI.

Epigraphia Indica—Vol. XV.

Indian Antiquary—1922, 1928, 1929, 1930.

Indian Culture—Vols. I—V.

Indian Historical Quarterly—Vols. III, VI, XIII, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXVII, XXVIII, XXIX.

নাম-নির্দেশিকা

[বাঙালী লেখক ও তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের নাম এখানে লিখিত হইল।]

গ্রন্থকার

১। গ্রন্থের পরিশিষ্ট ইহার বিষয়ীভূত হইল না।

গ্রন্থ

শ্লোক-সূচী

[গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর সূচী এখানে দেওয়া গেল। পরিশিষ্টে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল না। তারকা-চিহ্ন পাদটীকার নির্দেশক।]

শুদ্ধিপত্র

[শুধু গুরুতর অশুদ্ধিগুলিকে শুদ্ধ করা গেল]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৩	সর্বশেষ	ও সংস্কৃত	বাংলা ও সংস্কৃত
৩৯	৬	হইয়া	হওয়া
৪২	৭	ভবদুপযান	ভবদুপযানম্
৪৪	শেষ হইতে উপরে তৃতীয়	ঝংকতেন	ঝংকৃতেন
৫৮	৫	অপরাধিণী	অপরাধিনী
৬২	৬	সুখানা কিছু	সুখানা কদ্ধ কিছু
৬২	১৫	বড়োজাঃ	বিড়োজাঃ
৬৮	শেষ হইতে উপরে তৃতীয়	ইতি	ইনি
৬৯	শেষ হইতে উপরে তৃতীয়	আপাপাশৈঃ	আশাপাশৈঃ
৭৬	১৫	দূত	দূতরূপে
৮৫	শেষ হইতে উপরে ষষ্ঠ	একদিন	একজন
৯০	১	যাহার উদ্দেশ্যে	যাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত
৯২	১	যাহার উদ্দেশ্যে	যাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত
১০৪	১০-১১	অজিত শ্রীস্তম্ভ	অজিত বৈকুণ্ঠ শ্রীস্তম্ভ
১০৮	১	কৈলিকলনং	কেলিকলনং
১১০	শেষ হইতে উপরে পঞ্চম	Notes	Notices

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৫২	শেষ হইতে উপরে ষষ্ঠ	নিব্ধকর্তৃনাং	নিবন্ধকর্তৃণাং
১৫৫	পাদটীকা ১	বিশাদর্থামকৃত	বিশদার্থামকৃত
১৭৩	৪	আমুমানদীধিতি	অনুমানদীধিতি
২০৫	১৮	ককির্ণপুর	কবিকর্ণপুর
২৫৬	শেষ হইতে উপরে চতুর্থ	কেদগর্ভ	বেদগর্ভ
২৭০	১	অভিধান	অভিধান অথবা টীকা
২৭১	১	অভিধান	অভিধান অথবা টীকা
২৮৩	শেষ হইতে উপবে তৃতীয়	গোপালশতক	গোপালশতক
৩৪০	১৬	বক্রমাদিত্য	বিক্রমাদিত্য
৩৬৮	শেষ হইতে উপরে অষ্টম	শরন্নীজাল	শরন্নীরদজাল
৩৭৬	২	সহ (প্রকাশিত বঙ্গবাসী)	সহ প্রকাশিত (বঙ্গবাসী)
৪০৬	৭	বিন্দুপমাং	বিন্দূপমাং
৪০৭	৭	বিশোষিত	বিশেষিত
,,	৯	ব্যতভোর্দ্ধবিদ্র ৩	ব্যতনোদ্ধবিদ্র
,,	পাদটীকা ১৪	(৩) ব্যতনোদ্ধরিদ্র	থাকিবে না।
৪১৩	৪	কৃতার্থস্তীর্থেষু	কৃতার্থং তীর্থেষু
৪১৬	১২	যেম	যেন
৪১৮	১৩	প্রস্যন্দভাস্তস্তথা	প্রস্যন্দভাজস্তথা
৪২০	১৪	হৈমস্কুবৎ	হৈমস্ফ রৎ
৪২১	১	বামনস্যাঙ্ঘিনা	বামনস্যাঙ্ঘ্রিণঃ
,,	শেষের উপরেব পংক্তি	কংসাদ্বিষো	কংসদ্বিষো
৪২২	৯	ত্বপ্রসাদাৎ	ত্বৎপ্রসাদাৎ
৪২৩	৪	পবিজনঃ	পরিজনঃ
৪২৫	১	ক্রিময়োভি	ক্রিময়োপি
,,	১২	১।৯০।৪	১।৯০।৩
৪২৭	৬	সৌহৃত্ত্বা	সৌহৃত্ত